সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

চতুর্থ ভাগ।



কলিকাতা,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯১০

প্রিণ্টার :—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মেট্কাফ্ প্রেস্,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।



রজনীকান্ত গুপ্ত।

বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি :—

(১) ৩০ বৎসর বয়স (২) ৩৫ বৎসর বয়স (৩) ৪০ বৎসর বয়স
(৪) ৪৫ বৎসর বয়স (৫) ৫০ বৎসর বয়স

জন্ম—১২৫৬ সাল (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯শে ভাদ্র।
মৃত্যু—১৩০৭ সাল (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

সূচী।

—০—

প্রথম অধ্যায়।

পঞ্জাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দিল্লী।

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশাবর।

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালা ও বিহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিহার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থান।



গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়; বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বর-রোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন-রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চির-জীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা-স্কুলে শিক্ষক থাকায়, শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতাস্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত-কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত-কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক্ আসন পাইতেন। সংস্কৃত-কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে; তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরাজী-ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত-কলেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয়-ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছুদিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি সাবডেপুটীগিরি যোগাড় করিয়া দিয়া-

ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায়, তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতে তাঁহার বাঙ্গালা-রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড্ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা জীবনের ব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না, জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক-গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

লিখিবার সঙ্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক-শ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্স্টবুক্‌কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ৩রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমি প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা-দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা-দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। পিঠের ব্রণকে কার্ব্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্রস্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্প সময়ের জন্য, তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব, তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকাল-মরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ

খ্যাতিলাভের প্ররোচনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট আর্টস্‌ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-রচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধি-বেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাব-লম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয়ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মানরক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্মসম্মান-বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে আমাদের প্রাচীন-কালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরবখ্যাপনের সহিত জাতীয়-ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয়-ভাবের ও জাতীয়স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ-ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়া-ছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক-প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে

সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি, সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চ, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে একটুকু বলা যাইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের, সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা }
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭। }

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।



সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

পঞ্জাব।

পঞ্জাবের সাধারণ অবস্থা—আফগানিস্তানের সহিত সম্বন্ধ—মীর্‌াঁমীরের ঘটনা—এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণ—গোবিন্দগড়—ফিরোজপুর—ফিলোর—পেশাবর—অভিনব সৈনিকদলের সংগঠন—এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণ—জলন্ধর।

বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যখন সিপাহীদিগের প্রবল উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হয়, নগরের পর নগরে যখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে পঞ্চসরিৎবিধৌত বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিষয়ও লর্ড কানিঙ্গের চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আট বৎসরের অধিক কাল হইল, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই অধীনতায় পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ শিখজাতির বীরত্ব ও সাহসের বিলয় হয় নাই। যাহারা এক সময়ে পঞ্জাবকেশরীর সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া অসামান্য শূরত্বের পরিচয়

দিয়াছিল, তাহারা এখন নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অনেক স্থানে এইরূপ নিরস্ত্রীকৃত সৈনিক বাস করিতেছিল। এদিকে বিভিন্ন সৈনিক-নিবাসে বহুসংখ্য সিপাহীও ছিল *। উত্তেজনার সময়ে ইহাদের সহিত যদি শিখগণ সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে বিপদ অনিবার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপের একজন প্রধান দার্শনিক (মহামতি বেকন) লিখিয়াছেন, "প্রাচীর-বেষ্টিত নগর, অস্ত্রশস্ত্রপরিপূর্ণ অস্ত্রাগার, দ্রুতগতিশীল অশ্ব, যুদ্ধরথ, হস্তী, কামান এগুলি সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত মেষের স্বরূপ, লোকে দৃঢ়তাসম্পন্ন ও যুদ্ধকুশল না হইলে ঐ সকলের কিছুতেই কিছু হয় না।" শিখগণ দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সমর-কুশল ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড গফ্ ভারতসাম্রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈনিকদল-সহ যাহাদের স্বদেশীয়গণের সহিত সম্মুখযুদ্ধে যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যাহাদের স্বদেশীয়গণ চিনিয়াবালাপ্রান্তরে উৎকৃষ্ট ব্রিটিশ সৈনিক দলকে মেষপালের ন্যায় তাড়িত করিয়াছিল, তাহারা কখনও দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের তেজস্বিতার বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই। যদিও তাহাদের দেশ ব্রিটিশকোম্পানির অধীন হইয়াছিল, তাহাদের দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইতেছিল, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা তেজস্বিতায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। পূর্ব্বতন গৌরব-কাহিনী তাহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্দ্ধান করে নাই। পূর্ব্বতন স্বাধীনভাবের সুখলালসা তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। পরাধীনতায় আবদ্ধ, পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও পরহস্তে নিগৃহীত হইলেও, তাহারা স্বাধীনতার উপাসক ছিল। নওশেরা ও চিনিয়াবালার কথা এখনও তাহাদিগকে শূরত্ব-প্রকাশে সমুত্তেজিত করিতেছিল।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ দৃঢ়তাসম্পন্ন সাহসী বীর পুরুষেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহে অসমর্থ ছিল না। পঞ্জাব পরহস্তগত হওয়াতে তত্রত্য সর্দ্দারদিগের অনেক ক্ষতি

* দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাবী সৈনিকশ্রেণীতে ২৬ হাজার লোকের বেশি ছিল না। ইহাদের মধ্যে দশ হাজার শিখ, সাত হাজার পঞ্জাবী মুসলমান, চারিহাজার পাহাড়িয়া রাজপুত, চারিহাজার হিন্দুস্থানী এবং এক হাজার গূর্খা ছিল।

হইয়াছিল। তাঁহাদের চিরন্তন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের গৌরব-জনক পদমর্য্যাদারও বিলয় হইয়াছিল। তাঁহাদের অধিকৃত সম্পত্তি অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা যদিও ব্রিটিশশাসনে প্রশান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি তিরোহিত হয় নাই। স্বদেশের জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাদের তেজস্বিতার বিকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কেবল পঞ্জাবেই এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান ছিল না। পঞ্জাবের উত্তর প্রান্তে আর এক যুদ্ধপ্রিয় জাতির বসতি ছিল। ইহারা বিদেশীয় রাজার বশীভূত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে কখনও উৎকোচ দিয়া, কখনও বা ভয় দেখাইয়া, শান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি আফগানেরা শিখদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি কোম্পানির নিকটে রীতিমত অর্থ পাইতেন। অর্থের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজের বিরাগের উৎ-পাদন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এদিকে পঞ্জাবে কেবল এক জাতি বাস করিত না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ, এই তিন জাতি প্রধানতঃ পঞ্জাবে বাস করিত। শিখদিগের সহিত দিল্লীর মোগল ভূপতিগণের কোন সংস্রব ছিল না। তাহারা মোগলের অধিকারে সৌভাগ্যসম্পত্তির অধিকারী হয় নাই। মোগলের অনুগ্রহে আপনারা গৌরবান্বিত হয় নাই বা মোগলের সম্মানে আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করে নাই। মোগলের প্রতি তাহাদের সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল ভূপতির উন্নতিতে আহ্লাদিত হয় নাই, বা তাহার অবনতিতেও দুঃখ প্রকাশ করে নাই। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে ৯০ হাজার লোকের বাস ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান ও শিখ। এই দুই জাতির মধ্যে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। পক্ষান্তরে শিখদিগের অনেকেই নিরস্ত্রীকৃত হইয়া-ছিল। অনেকে অস্ত্রসঞ্চালনের পরিবর্ত্তে হলচালনায় মনোনিবেশ করিয়া-ছিল। অনেকে আবার আপনাদের চিরব্যবহৃত অস্ত্রাদি গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। পঞ্জাবকেশরীর দেহত্যাগের পর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, অনেকে ইঙ্গরেজের শাসনে

শান্তভাবে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কৃষাণজনোচিত নিরীহ ভাবের পরিবর্ত্তে ইহারা সহসা মুসলমানের সহিত উত্তেজনার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে নাই। পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ বীরত্বসম্পন্ন জাতির আবাসভূমি হইলেও সমবেদনা ও সৌহৃদ্যের অভাবপ্রযুক্ত এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক ছিল। এইরূপ পার্থক্য থাকাতে উপস্থিত সঙ্কটকালে পঞ্জাবের ন্যায় বীরজননী ভূমিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুকূল ঘটনার সূচনা হইয়াছিল।

উপস্থিত সময়ে এক দল ইউরোপীয় এবং এক দল সিপাহী সৈন্য লাহোরের দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। লাহোরের ছয় মাইল দূরে মিয়াঁমীরনামক স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল। এই সৈনিকনিবাসে তিন দল পদাতি, এক দল অশ্বারোহী সিপাহী এবং এক দল ইউরোপীয় পদাতি ও কতিপয় কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিত। ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা অধিক ছিল না। মোটামুটি হিসাব করিলে প্রতি চারি জন সিপাহীর স্থলে এক জন করিয়া ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স এই সময়ে রাবলপিণ্ডিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং বিচার-বিভাগের কমিশনর রবার্ট মণ্টগোমারির প্রতি প্রধান কমিশনরের কার্য্যভার সমর্পিত ছিল।

১১ই মে মীরাটের সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হয়। তৎপর দিন প্রাতঃকালে তাড়িত বার্ত্তাবহ উহা অপেক্ষাও ভয়াবহ সংবাদ লাহোরস্থিত ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করে। রবার্ট মণ্টগোমারি প্রথম দিন মীরাটের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার করিতে না করিতেই দ্বিতীয় দিন দিল্লীর ভয়ঙ্কর ঘটনা জানিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মীরাটের ইউরোপীয়গণের অনেকে নিহত ও অনেকে তাড়িত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত বা পলায়িত হইয়াছেন। উত্তেজিত লোকে বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছে। রবার্ট মণ্টগোমারি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন অনুশোচনা বা বিস্ময় প্রকাশের সময় ছিল না। পঞ্জাবে বহুসংখ্যক

সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে। পঞ্জাবের শিখ ও মুসলমানগণ আজন্ম বীরব্রতে দীক্ষিত রহিয়াছে। পঞ্জাবের অনতিদূরে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি, জিগীষু আফগানগণ আপনাদের পার্ব্বত্য প্রদেশে শূরত্ব প্রকাশের অবসরপ্রতীক্ষা করিতেছে। রবার্ট মণ্টগোমারি মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য-স্থাপনে উদ্যত হইলেন। লাহোরের এক মাইল দূরে আনারকালিনামক স্থানে সিবিল ষ্টেসন ছিল। রবার্ট মণ্টগোমারি এই স্থানে অপরাপর রাজ-পুরুষদিগের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সিপাহীরা গুলি, বারুদ ও বন্দুকের ক্যাপ রাখিতে পারিবে না। লাহোরের দুর্গে অতিরিক্ত ইউরোপীয় সৈন্য রাখা হইবে। এই প্রস্তাব সকলের অনুমোদিত হইল। রবার্ট মণ্টগোমারি একজন সৈনিক পুরুষের সহিত মিয়াঁমীরের সৈনিকনিবাসে ব্রিগেডিয়ার করবেটের নিকটে গমন করি-লেন। কথিত আছে, এই সময়ে একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয় তাঁহাদের গোচর হয়।

লাহোরের দুর্গ নগরের প্রাচীরের মধ্যে ছিল। একদল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ, একদল কামানরক্ষক পদাতি এবং মিয়াঁমীরের সৈনিক-নিবাসের ২৬ সংখ্যক সিপাহীদলের কতিপয় সৈন্য এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। নগরে শান্তিস্থাপন ও রাজকীয় ধনাগাররক্ষা করা ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ২৬ সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী মে মাসের প্রথমার্দ্ধে দুর্গে পাহারা দিতে ছিল, ১৫ই মে তাহাদের পালা শেষ হয় এবং তাহাদের স্থলে মিয়াঁমীরের ৪৯ সংখ্যক সিপাহীরা দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করে। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যখন ৪৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ২৬ সংখ্যক সিপাহীদিগকে অবসর দিবার জন্য দুর্গে আসিবে, তখন এই উভয় দলের সমবেত সিপাহীদিগের সংখ্যা প্রায় ১,১০০ হইবে। ইহারা অবিলম্বে আফিসারদিগকে আক্রমণ ও দুর্গদ্বার অধিকার করিবে। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সংখ্যা অল্প হওয়াতে (ইহাদের সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক ছিল না) ইহারা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অধিকার করা হইবে। অনন্তর নিকট-বর্ত্তী হাসপাতালের খালি বাড়ীতে আগুন দেওয়া হইবে। মিয়াঁমীরের

এই কার্য্য নিরতিশয় দুরূহ ও নানারূপ আশঙ্কাজনক ছিল। যে সকল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহারা বীরত্বে বা সামরিক কৌশলে অপ্রসিদ্ধ ছিলনা। ইহাদের এক দল অর্থাৎ ১৬শ সংখ্যক পদাতিক, অসামান্য বীরত্বগুণে বীরেন্দ্রসম জের বরণীয় হইয়াছিল। কান্দাহার ও গজনির যুদ্ধে ইহাদের সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া সেনাপতি নট্ সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, মুদ্‌কি ফিরোজসহর ও সোব্রাঁওর চিরপ্রসিদ্ধ রণস্থলে বিদেশীয় প্রভুর পক্ষসমর্থন জন্য স্বদেশীয় শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিয়াছিল এবং শ্রীরঙ্গপত্তনে ইঙ্গরেজের আদেশে স্বদেশীয় রাজার ক্ষমতানাশে অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। ইহাদের প্রভুভক্তি, ইহাদের বিশ্বস্ততা, ইহাদের পরাক্রম এইরূপ প্রশংসনীয় ও প্রীতির উদ্দীপক ছিল। ইহারা এইরূপ বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি ও পরাক্রমের জন্য সমুচিত পারিতোষিকলাভেও বঞ্চিত হয় নাই। এই পারিতোষিক স্বরূপ সমুজ্জ্বল তারকা এবং মহীশূরের মুসলমান ভূপতির রাজকীয় চিহ্ন-রূপ ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত পদকে ইহাদের বক্ষোদেশ শোভিত থাকিত। এইরূপ রণনিপুণ বিশ্বস্ত সৈনিক দলের নিরস্ত্রীকরণ অবশ্য অসংসাহসের কার্য্য ছিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সাধারণের গোচর হইলে বা কর্ত্তৃপক্ষ ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলে বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রবার্ট মণ্টগোমারি বা ব্রিগেডিয়ার কর্বেট নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বল্প মাত্র ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া সমগ্র সিপাহীদলকে সৈনিক শ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে পরদিন (১৩ই মে) প্রাতঃকালে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমগ্র সৈনিক পুরুষ দিগকে সমবেত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। নিরস্ত্রী করণের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকটে প্রকাশিত না হয়, তদ্বিষয়ে মণ্টগোমারি ও কর্বেট, উভয়েই সবিশেষ সাবধান হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে আশঙ্কাজ্ঞাপক কোনরূপ চিহ্ন রহিল না। দুশ্চিন্তার কোনরূপ আবেশ দেখা গেল না। তাঁহাদিগকে চিন্তিত দেখিলে পাছে লাহোরের ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হয়, সাধারণে উৎসাহিত হইয়া পাছে তাঁহাদিগকে অধিকতর বিপদাপন্ন করিয়া তুলে, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসে ঔদাস্য দেখাইয়া, প্রকাশ্যভাবে প্রশান্তি ও প্রসন্ন

ভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বাহিরে সাধারণের সন্দেহের উদ্দীপক কোন চিহ্নই রহিলনা। এই দিন (১২ই মে) রাত্রিকালে সৈনিকনিবাসে সাহেব ও বিবিদিগের নাচ হইবার কথা ছিল। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ প্রফুল্ল-ভাবে নাচের স্থলে গমন করিলেন। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ বিবিধ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, প্রশান্তভাবে নৃত্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। সৈনিকনিবাসের নাচঘর আলোকমালায় শোভিত হইল। সেই আলোক-রাশিতে বিচিত্রবেশধারিণী, নৃত্যনিপুণা কামিনীর সৌন্দর্য্যতরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইউরোপীয় পুরুষগণ ও নারীগণ সমভাবে এইরূপ আমোদের উপভোগ করিলেন। কাহারও প্রসন্ন মুখমণ্ডলে সে সময়ে বিষণ্ণতাজনিত কালিমার সঞ্চার দেখা গেল না। কাহারও হৃদয় সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইল না। কেহ গভীর আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে মহাপ্রলয়ের বিভীষিকায় বিচলিত হইলেন না। সেই নিদাঘের নিশীথে সকলেই উল্লাসে উৎফুল্ল ও সকলেই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যরঙ্গে সময়যাপন করিলেন। সৈনিকনিবাসের চারি দিকে যে সকল সিপাহী শাস্ত্রী ছিল, তাহারা ইঙ্গরেজ-দিগের এইরূপ উৎফুল্ল ভাব দেখিয়া কোন বিষয়ে সন্দিহান হইল না। ইঙ্গরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্তমনে আমোদে মত্ত দেখিয়াও, তাহারা এই সুযোগে সৈনিকনিবাস অধিকার, ধনাগার আক্রমণ বা নিরস্ত্র ইউরোপীয়-দিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল না। যদি মিয়াঁমীরের সিপাহীগণ ইঙ্গরেজদিগের বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও এই সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। তাহাদের বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা এ সময়ে অবশ্যই বলবতী হইত। তাহারা এ সময়ে ইঙ্গরেজদিগকে এইরূপ নিশ্চিন্ত ও নিরস্ত্র দেখিয়া অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত।

১২ই মের রাত্রি নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ইউরোপীয় কুলকামিনী ও পুরুষদিগের নৃত্যরঙ্গে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সিপাহীদিগের শান্তি-সুখেরও কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। সিপাহীরা প্রশান্তভাবে প্রশস্ত সৈনিকনিবাসে আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্যাপৃত রহিল। ইউরোপীয়গণ প্রফুল্লহৃদয়ে আলোকমালায় সমুজ্জ্বল, সুরম্য গৃহে নৃত্যপরায়ণা কামিনীদিগের সৌন্দর্য্যসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে উষার অনতিগাঢ় অন্ধকার

তিরোহিত হইল। মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্র বালতপনের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে ইউরোপীয় সৈনিকদল ও সিপাহীগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। মণ্টগোমারি প্রভৃতি রাজপুরুষগণ আনরকালি হইতে অশ্বারোহণে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষই অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। এই সকল সৈনিকদল সর্ব্বপ্রথম এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল। দক্ষিণে কামানসহ কামানরক্ষকগণ এবং ৮১ সংখ্যক দলের প্রায় আড়াই শত ইউরোপীয় সৈনিক অবস্থিতি করিতে লাগিল। বামে এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিগণ সন্নিবেশিত হইল। মধ্যভাগে সিপাহীগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এই শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকদলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক সৈনিকদলের সম্মুখে বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যক সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের আদেশলিপি পঠিত হইল। ইহার পর প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে সিপাহীদিগকে প্রাতঃকালের কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে সমবেত করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সবিশেষ কৌশলসহকারে কার্য্যারম্ভ হইল। এতদ্দেশীয় সৈনিকদলকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। এদিকে ৮১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ আপনাদের পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কেবল কামানরক্ষকগণ কামানসহ সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ভাগে রহিল। তাহারা এই স্থানে থাকিয়া কামান ভরিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে থাকাতে সিপাহীরা উহা দেখিতে পাইল না। অনন্তর ২৬ সংখ্যক সিপাহীদলের লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্রানামক একজন সৈনিক পুরুষ ব্রিগেডিয়ারের আদেশে সিপাহীদিগের সম্মুখীন হইয়া এইভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিতে লাগিলেন :—"এক্ষণে অন্যান্য সৈনিকদলে বিদ্রোহভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিকপুরুষের সর্ব্বনাশ ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে। মিয়াঁমীরের সৈনিকদল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন করিয়াছে। এই সৈনিকদল যাহাতে বিদ্রোহভাবে পরিচালিত না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুতকরাই স্থির হইয়াছে। এই হেতু সমগ্র সৈনিকদলকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাহারা আপনাদের সমস্ত অস্ত্র এক স্থানে স্তূপাকার করুক।"

লেফ্‌টেনেণ্ট মোকাট্রা যখন গম্ভীরস্বরে এইরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন ৮১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া কামানের উভয় পার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অনন্তর যখন সিপাহীদিগকে তাহাদের অস্ত্রসকল এক স্থানে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইল, তখন তাহারা আপনাদের সমক্ষে গোলাভরা কামান দেখিতে পাইল। কামানরক্ষকগণ প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। এদিকে ৮১ সংখ্যক সৈনিকদিগকে বন্দুক ভরিবার আদেশ দেওয়া হইল। সিপাহীরা তখন অধিনায়কের আদেশ পালনে অসম্মত হইল না। ১৬সংখ্যক দলের সিপাহীগণ প্রথমে অস্ত্রপরিত্যাগে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিল। শেষে তাহারাও কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবের পরিচয় দিল না। সকল সিপাহী ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এক স্থানে রাখিল। অশ্বারোহীরা তরবারিসহ কোমরবন্ধ খুলিয়া দিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে ছয় শত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের সম্মুখে ২৫০০ সৈনিক পুরুষ নিরস্ত্রীকৃত হইল। যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগের পার্শ্বে থাকিয়া অসামান্য বীরত্বের সহিত বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল, তাহারা এইরূপে চিরপবিত্র বীরব্রত হইতে স্খলিত হইল। ৮১ সংখ্যক সৈনিকদল অগ্রসর হইয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ অধিকার করিল। এই সকল অস্ত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি গরুর গাড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে গাড়িবোঝাই অস্ত্র সৈনিকনিবাসে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে নিরস্ত্র সিপাহীরা শান্তভাবে আপনাদের আবাসগৃহে গমন করিল।

মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে নিরস্ত্রীকরণের কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু এখনও ২৬সংখ্যক দলের সশস্ত্র সিপাহীগণ লাহোরের দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৫ই পর্য্যন্ত ইহাদের পাহারার দিন ছিল। কিন্তু ১৪ই মে প্রাতঃকালে ৮১সংখ্যক দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ সহসা দুর্গে উপস্থিত হইল। ইহাদের অধ্যক্ষ কর্ণেল স্মিথ দুর্গে উপস্থিত হইয়া সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিলেন। অবিলম্বে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। দুর্গস্থিত সিপাহীরা সহসা আপনাদের সম্মুখে সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল।

তাহারা অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইল না। সহসা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে তাহাদের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহারা অস্ত্রপরিত্যাগসময়ে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। দুর্গস্থিত ২৬সংখ্যক সিপাহীদল ধীরভাবে অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া মিয়াঁমীরের আবাসগৃহে চলিয়া গেল। এদিকে ইউরোপীয় মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। হিন্দুস্থানীদিগের পরিবর্ত্তে পুলিশবিভাগের পঞ্জাবিগণ পাহারা দিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেসনের অর্থ সংগৃহীত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। যে সকল পত্র সিপাহীদিগের নামে ডাকঘরে পঁহুছিতে লাগিল, মণ্টগোমারির আদেশে তৎসমুদয় বিলি করা বন্ধ হইল। বিভিন্ন স্থানে দূত-সমূহ প্রেরিত হইল। স্থানান্তরপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ ইহাদের নিকটে সমুত্তেজিত সিপাহীদিগের সমুত্থানবার্ত্তা শুনিয়া আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। সেনাপতি ওয়েলেস্লি যখন ১৮০৩ খৃঃঅব্দে দক্ষিণা-পথে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হয়েন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূপতিদিগের প্রভুশক্তির বিলোপসাধন যখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তখন তিনি অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "কোন বিষয়েই যেন আশঙ্কার ও উত্তেজনার লক্ষণ প্রদর্শিত না হয়। সকল কর্ম্মচারীই যেন সর্ব্বদা কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রস্তুত থাকেন, এবং যতপ্রকার উপায়েই হউক আবশ্যক সংবাদসংগ্রহ করেন।" রবর্ট মণ্টগোমারি এইরূপ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া বিভিন্নস্থানের কর্ম্মচারীদিগকে ধীরভাবে কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। তিনি বাহিরে কোনরূপ উত্তেজনার লক্ষণ দেখাইলেন না। সর্ব্বজনসমক্ষে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন না বা সন্ত্রাসে অভিভূত হইয়া আপনাদের নিস্তেজ ভাবের পরিচয় দিলেন না। তাঁহার ধীরতা পূর্ব্ববৎ অটল রহিল। তিনি সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পঞ্জাবে শান্তি স্থাপনে তৎপর হইলেন।

মণ্টগোমারি কেবল লাহোররক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি অন্যান্য স্থান নিরাপদ করিতেও সচেষ্ট হইলেন। মীরাটে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় অশ্বারোহী, পদাতি ও কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ থাকাতেও তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে স্থানান্তরে বিপদের নিবারণ

জন্য পাঠান নাই। তাঁহারা কেবল মীরাটরক্ষার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মিঁয়ামীরে উহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এই সৈনিক বলের সাহায্যে সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্ষুদ্র সৈনিক দলের কিয়দংশ লাহোরের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। উহার একাংশ আবার অন্য স্থানের বিপত্তিনিবারণে প্রেরিত হয়।

লাহোরের প্রায় ৩০ মাইল দূরে অমৃতসর নগরে গোবিন্দগড় নামক দুর্গ অবস্থিত। অমৃতসর শিখসমাজের অতি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরে শিখগুরুগণ প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। গুরু গোবিন্দের বীরত্বময়ী পবিত্র কথা এই স্থানে নিরন্তর উদ্ঘোষিত হইয়া শিখদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সঞ্চার করে। সমগ্র পঞ্জাবে অমৃতসরের ন্যায় আর কোন স্থানে শিখদিগের ধর্ম্মানুশীলনের প্রাধান্য নাই। সমগ্র পঞ্জাবে আর কোন স্থান অমৃতসরের ন্যায় অতীত গৌরবের নিদর্শনজ্ঞাপক নয়। তেগবাহাদুর স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য যেরূপ ধীরভাবে প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের সমক্ষে আপনার মাথা দিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তরুণ বয়সে ভোগাভিলাষে বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ যেরূপ পরাক্রমের সহিত আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়া, উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী রণদুর্ম্মদ আফগানগণ এবং দক্ষিণে বীরত্ব-গৌরবসম্পন্ন ও সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশজাতিকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে পদার্পণ করিলে স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। এই স্থানের সরোবর-বেষ্টিত স্বর্ণমন্দিরে সমাগত হইয়া শিখগণ ধর্ম্মোপদেশে যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, সেই রূপ অতীত গৌরবের কথাতেও জাতীয়ভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ, শিখদিগের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চার পবিত্রতায়, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় পঞ্জাবের আর কোন নগর অমৃতসরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। শিখগণ অমৃতসরের ন্যায় আর কোন নগরের উপর সমধিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে অগ্রসর হয় না। এই স্থানের দুর্গ গোবিন্দগড় গুরু গোবিন্দের পবিত্র নামানুসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। চিরপ্রসিদ্ধ কহিনূর হীরক ব্রিটিশাধিকারের পূর্ব্বে এই দুর্গে সংরক্ষিত ছিল। উহার

সহিত গোবিন্দসিংহের নামের সংযোগ থাকাতে উহা শিখদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ছিল। সুতরাং পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানের শিখদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। রবর্ট মণ্টগোমরি এজন্য সর্ব্বপ্রথম গোবিন্দ-গড়রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে টেলিগ্রাফ পাইয়াই তিনি ১২ই মে প্রাতঃকালে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কূপার সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "উপস্থিত বিষয়ে এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। যাহাতে সিপাহীরা সন্ত্রস্ত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। গোবিন্দগড়রক্ষার ভার যে সকল সিপাহীর প্রতি সমর্পিত আছে, তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। জলন্ধরে কি ঘটিতেছে, তাহার সন্ধান লওয়া উচিত।" পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি দক্ষিণাপথে শান্তিস্থাপনের জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে রবর্ট মণ্টগোমারিও সেই নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হয়েন। তাঁহার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনর কোনরূপ চাঞ্চল্য বা সন্ত্রাসের চিহ্ন না দেখাইয়া, ধীরভাবে কর্ত্তব্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করেন।

গোবিন্দগড়ে সিপাহীদিগের সংখ্যাই অধিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। সহসা অমৃতসরে জনরব উঠিল যে, লাহোরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ গোবিন্দগড় অধিকারের জন্য দলে দলে আসিতেছে। এই জনরবে কূপার সাহেব কতিপয় বিশ্বস্ত শিখ ও অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের সহিত দুর্গদ্বারের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সহকারী কমিশনর মাক্‌নাটন সাহেব নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদিগকে সমবেত করিয়া লাহোরের পথে রাখিলেন। উপস্থিত সময়ে পঞ্জাবে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল। শস্যসম্পত্তিলাভে কৃষকগণ সন্তোষসহকারে কালাতিপাত করিতেছিল। কোন রূপ বিপ্লবে এই সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, ইহা তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। প্রধানতঃ জাঠগণ এই কৃষকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা সিপাহীদিগের সমুত্থানে অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। ভয়াবহ বিপ্লবে জনসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল ও বিধি-

বহির্ভূত পথ অবলম্বন করিলে, আপনাদের শান্তিময় ও শস্যসম্পত্তিপূর্ণ আবাসপল্লীতে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইবে ভাবিয়া, ইহারা সিপাহীদিগের সহিত কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। সুতরাং মাক্‌নাটন যখন ইহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য আহ্বান করিলেন, তখন ইহারা অবিলম্বে দলে দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ইহাদের হস্তে সঙ্গীনযুক্ত বন্দুক বা তরবারি ছিল না; ইহাদের দেহও সামরিক পরিচ্ছদে সমাবৃত ছিল না। আপনাদের অবলম্বিত কার্য্যের উপযোগী অস্ত্রাদি ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা এই সকল অপূর্ব্ব অস্ত্র লইয়া সহকারী কমিশনরের সহিত লাহোরের পথে উপস্থিত হইল। মাক্‌নাটন সাহেব ইহাদের সাহায্যে সিপাহীদিগের আগমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। নিশীথকালে লাহোরের সিপাহীরা আসিতেছে বলিয়া কোলাহল হইল। মাক্‌নাটন সাহেব বহুসংখ্যক গরুর গাড়ি স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া, তৎসমুদয়ের দ্বারা পথ নিরুদ্ধ করিলেন। এই অপূর্ব্ব প্রাচীরের পশ্চাৎ তাহার অপূর্ব্ব সৈনিক দল—সুদৃঢ়কলেবর, শক্তিসম্পন্ন জাঠ কৃষাণগণ কৃষিক্ষেত্রের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সহকারী কমিশনর লাহোরের সৈনিকসাগরের প্রবল তরঙ্গের গতিরোধ জন্য এই উপায় অবলম্বন করিলেন। কিয়ংক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইল। বহুক্ষণ সজ্জীকৃত গোযানের পশ্চাৎ জাঠকৃষকগণ সিপাহীদিগের প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অমৃতসরের ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীরা উপস্থিত হইল না। তাহাদের পরিবর্ত্তে সাহায্যকারী মিত্রগণ সহকারী কমিশনরের সমীপবর্ত্তী হইল। লাহোর হইতে ৮১ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদলের একাংশ গোবিন্দগড়রক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা এখন দ্রুতগতিতে মাক্‌নাটন সাহেবের সম্মুখীন হইল। ইহাদের আগমনে অমৃতসরের রাজপুরুষেরা আশ্বস্ত হইলেন। ইহারা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে গোবিন্দগড়ে প্রবেশ করিল। শিখদিগের পবিত্র স্থানের দুর্গে এই রূপে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল।

লাহোর ও অমৃতসর রক্ষার এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। এই দুই স্থান ব্যতীত পঞ্জাবে আরও কয়েক স্থানের সৈনিকনিবাসে বহুসংখ্যক সিপাহী

অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ফিরোজপুর ও ফিলোরে গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধের অনেক সরঞ্জাম ছিল। এই উভয় স্থানে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের অপেক্ষা সিপাহীদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। উভয় স্থানের সিপাহীদিগের উপরি কর্ত্তৃপক্ষের গুরুতর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। উভয় স্থানের ইউরোপীয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের বিভীষিকায় বিচলিত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত সময়ে ফিরোজপুরে ৫১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল, ১০ সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও ৫৭সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতি সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামান ও কামানরক্ষক পদাতি ছিল। এই সময়ে ফিরোজপুরে ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ কেহ কেহ স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কেহ বা অভিনব কর্ম্মচারীর হস্তে আপনার কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১১ই মে মুলতান হইতে যাইয়া ফিরোজ-পুরের সৈনিকনিবাসের কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ডেপুটি কমিশনর মেজর মার্সডেন স্বদেশে গমনে উদ্যত হয়েন। তাঁহার স্থলে কোর্ট-লাণ্ডনামক একজন সৈনিকপুরুষ নিয়োজিত হয়েন। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের এইরূপ পদপরিবর্ত্তনের সময়ে ফিরোজপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১২ই মে রাত্রিকালে একজন বার্ত্তাবহ মীরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ সংবাদ লইয়া লাহোর হইতে ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এই সূত্রে অবগত হয়েন যে, ১২ই মে লাহোরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার দিন অবধারিত হইয়াছে। ১২ই মে প্রাতঃকালে ফিরোজপুরের সমগ্র সৈনিকদল ব্রিগেডিয়ারের আদেশে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হয়। কাওয়াজের সময়ে সিপাহীদিগের ভাবভঙ্গী অবগত হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কথিত আছে, ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সশস্ত্র সিপাহীদিগের মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে আর একজন বার্ত্তাবহ মীরাটের টেলিগ্রাফ লইয়া উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সংবাদবাহকের উপস্থিতিতে ব্রিগেডিয়ার স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি

সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীদিগের উপর তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস ছিলনা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে সমগ্র সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব সিপাহীদিগের অধিনায়কগণের মনোনীত হইল না। তাঁহারা এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস নূতন লোক ছিলেন, তিনি সৈনিক বিভাগের অধিনায়কদিগের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে স্থির হইল যে, অপরাহ্ণ-কালে সিপাহীদিগের উভয় দলকে পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে রাখা হইবে। পর দিন প্রাতঃকালে এই উভয় স্থানে উভয় দলকে পৃথক ভাবে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করা যাইবে।

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে অনেক বারুদ ও গুলিগোলা ছিল। সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রাগাররক্ষার বন্দোবস্ত হইল। ৫৭সংখ্যক সিপাহীদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ অস্ত্রাগাররক্ষায় নিয়োজিত ছিল। এখন ৬ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক দলের এক শত জন সৈনিক অস্ত্রাগারের সম্মুখে সন্নিবেশিত হইল। বিপদের সময়ে ইউরোপীয় কুলনারী ও বালকবালিকাদিগকে ঐ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বা ইউরোপীয়দিগের সৈনিকনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গোপনে সংবাদ দেওয়া হইল। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পর দিন সিপাহীদিগকে পৃথক স্থানে পৃথক ভাবে নিরস্ত্র করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হইল না। বেলা পাঁচটার সময় উক্ত দুই দল সিপাহী, পৃথকরূপে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। ৫৭সংখ্যক দল অধিনায়কের আদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। ৪৫সংখ্যক দল সদর বাজার দিয়া যাত্রা করিল। বাজারে উপস্থিত হইলে তাহাদের অনেকের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। বাজারের লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া, তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। উপস্থিত সময়ে একটি সামান্য কথাতেই মনোগত ভাব বিকৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল। একটি সামান্য ফুৎকারেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারিত। সিপাহীরা একেই সন্দিগ্ধ, উত্তেজিত ও বিরক্ত ছিল। ইহার পর যখন তাহারা বাজার দিয়া যাইবার সময়ে অদূরে ইউরোপীয়

সৈন্য ও কামানরক্ষকদিগকে অস্ত্রাগারের নিকটে সমবেত হইতে দেখিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে বিশ্বাস-ঘাতকতার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণ করিয়া অস্ত্রাগারের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু সকলে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল না। তাহাদের দলের অবশিষ্ট সিপাহীরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল।

অস্ত্রাগারের বহির্ভাগ তাদৃশ সুরক্ষিত ছিল না। উহার পরিখা বিশুষ্ক ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীরা সহজে পরিখা উত্তীর্ণ হইল, প্রাচীরে উঠিল এবং উহার অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু যে গৃহে অস্ত্রাদি থাকিত, তাহা ছয় ফিট উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ৬১সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল উহার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা এই সৈনিকদলকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে ইউরোপীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ আহত হইলেন। কিন্তু শেষে সিপাহীরা তাড়িত হইল। ৫৭সংখ্যক দলের যে সকল সিপাহী অস্ত্রাগারে ছিল, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইল। এইরূপে অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তচ্যুত হইল। এদিকে ৬১সংখ্যক সৈনিকদলের আরও কতিপয় সৈনিক পুরুষ অস্ত্রাগাররক্ষার জন্য উপস্থিত হইল। ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার ইউরোপীয় সৈনিকে এইরূপে সুরক্ষিত ও সিপাহীদিগের আকস্মিক আক্রমণ হইতে এইরূপে বিমুক্ত রহিল।

অস্ত্রাগার রাজপুরুষদিগের হস্তগত ও ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষে সুরক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সৈনিকনিবাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সুসাধ্য হইল না। অল্প-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা একবারে দুই দিক রক্ষা করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে বাজারে ও সৈনিকনিবাসে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। উত্তেজিত জনসাধারণ বাজারে লুঠতরাজ করিতে লাগিল, সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয় আফিসরদিগের বাঙ্গলা, ভোজনগৃহ, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ কোলাহল এবং গগনব্যাপী ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর বা দৃষ্টিগোচর হইল না। এই বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মধ্যে—সর্ব্বধ্বংসকর ভয়ানক বিপ্লবের সময়ে ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের

পরিবারবর্গ নিরাপদে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে ছিল। উত্তেজিত জনসাধারণ বা সিপাহীগণ তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত ৫৭গণিত দলের সিপাহীরা আপনাদের সন্নিবেশস্থলে স্থির ভাবে ছিল। তাহাদের কেহ ৪৫সংখ্যক দলের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তরুণ তপনের করজালে যখন ফিরোজপুরের ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল যে, তাহাদের দলের অতি অল্প সংখ্যক লোকই স্থানান্তরে গিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ঈনেস এই জন্য এই দলের সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, যদি তাহারা ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের সম্মুখে ধীরভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে রাজভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রিগেডিয়ারের এই কথায় উক্তদলের একাংশ অস্ত্রপরিত্যাগ জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। অপরাংশও তাহাদের অনুগমনে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ৬১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকেরা ৪৫সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়াতে ৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীরা ভাবিল যে, তাহারাও অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তাহাদের অধিনায়কেরা তাহাদিগকে স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইল। ৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীরা ক্রমে একস্থানে সমবেত হইল এবং ধীরভাবে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এদিকে ৪৫সংখ্যক দলের সিপাহীরা ইঙ্গ্রেজ রাজপুরুষদিগের বশীভূত হইল না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় অধীরভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার এজন্য তাহাদের অস্ত্রাগার বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব করিলেন। অবিলম্বে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ দুই বার ফিরোজপুরবাসীদিগের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ৪৫সংখ্যক সিপাহীদলের অস্ত্ররক্ষাগৃহে গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল

৫৭সংখ্যক দলের সিপাহীগণ যখন নিরস্ত্রীকৃত হইল, গোলাগুলি প্রভৃতির সহিত অস্ত্রাগার যখন বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১০সংখ্যক দলের অশ্বারোহী সৈনিক-গণ যখন তাহাদের অধিনায়কগণের অনুরক্ত রহিল, তখন ৪৫সংখ্যক দলের

সিপাহীদিগের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। তাহারা এখন আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীর দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু ৬১সংখ্যক দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত থাকিল না। এই দলের সৈনিক পুরুষগণ কামান লইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। এদিকে ১০সংখ্যক অশ্বারোহিদলও অনুসরণকারী সৈনিকগণের সহায়তা করিতে লাগিল। এই সকল সৈন্য ফিরোজপুর হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিল। এইরূপে তাড়িত হইয়া ৪৫সংখ্যক দলের সিপাহীগণের অনেকে ক্ষুদ্র পল্লীতে বা জনশূন্য জঙ্গলে আত্মগোপন করিল। অনেকে অনুসরণকারী সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইল, অনেকে পল্লীবাসীদিগের হস্তগত ও রাজপুরুষগণের সমক্ষে সমানীত হইল, অনেকে অনুসরণকারী সৈন্য ও প্রভুভক্ত পল্লীবাসীদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, দিল্লীতে গিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিল।

এইরূপে ফিরোজপুরে সিপাহীদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল. ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার এইরূপে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের অধীন রহিল। কিন্তু লাহোরের ঘটনার সহিত তুলনা করিলে ফিরোজপুরের ঘটনা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে তাদৃশ গৌরবকর বা লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ফিরোজপুরের অস্ত্রাগারে ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বাজার বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় আফিসরদিগের বাঙ্গ্লা ভস্মসাৎ হইয়াছিল। ৪৫সংখ্যক সিপাহীদলের অস্ত্ররক্ষাগৃহে গোলাগুলি প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ভয়াবহ বিপ্লবের অনেক চিহ্ন ফিরোজপুরের অনেক স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহা হউক, ফিরোজপুরের প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার হস্তগত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পরিশেষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যদি অস্ত্রাগার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভ্রষ্ট হইত, উহার রাশীকৃত গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি যদি উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে দিল্লীতে পুনর্ব্বার আধিপত্যস্থাপন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোরনামক স্থানেও একটি প্রসিদ্ধ সৈনিকনিবাস ছিল। সুতরাং ফিরোজপুরের ন্যায় ফিলোর রক্ষা করাও ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। ফিলোরের দুর্গ জলন্ধর ও লুধিয়ানার

মধ্যভাগে এবং দিল্লীতে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। দুর্গের অস্ত্রাগার গোলাগুলিবারুদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। দুর্গের অনতিদূরে সৈনিকনিবাসে তৃতীয় পদাতিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ২৪ মাইল দূরে জলন্ধর ষ্টেসনে ৮ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদল, এক দল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী এবং ৩৬ সংখ্যক ও ৬১ সংখ্যক দলের সিপাহীগণ ছিল। শেষোক্ত দুই দল সিপাহীর বিশ্বস্ততার উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয় সপ্রমাণ করিতে কেহই উদ্‌যোগী হয়েন নাই।

১২ই মে দিল্লী ও মীরাটের ঘটনার সংবাদ টেলিগ্রাফে জলন্ধর হইতে লাহোর যায়। সংবাদ অস্পষ্ট ছিল। উহা অতিরঞ্জিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র সেই দিন কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের আয়োজন হয় নাই। তৎপর দিন সমুদয় সন্দেহভঞ্জন হয়। অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়। ঘটনার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইয়া যায়। সৈনিক-নিবাসের অধ্যক্ষ প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করেন।

ফিলোরের দুর্গে ইঙ্গরেজ সৈন্য রাখাই সিদ্ধান্ত হয়। রাত্রিকালে সিপাহীদিগের অজ্ঞাতসারে এক দল ব্রিটিশ সৈন্য ফিলোরে যাত্রা করে। এদিকে অন্যান্য বিষয়েও সাবধানতাসহকারে কার্য্য হইতে থাকে। ইউরোপীয় বালকবালিকা ও মহিলাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। কামান সকল যথাস্থানে সজ্জিত হয়। সৈনিকনিবাসের প্রত্যেক আফিসার অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের নিবারণ জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ইঁহারা প্রতি-মুহূর্ত্তে ভয়াবহ বিপ্লবের আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। অদূরে কোনরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইলে, কেহ কোন কার্য্যানুরোধে কোন স্থানে দ্রুতবেগে গমন করিলে ইঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে; উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহাদের কুলকামিনী ও শিশুসন্তানগণের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা দিবারাত্রি এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সজ্জিত কামানের পার্শ্বে প্রস্তরখণ্ডসমূহ স্তূপাকারে রাখা হইয়াছিল। যদি অশ্বারোহী

সৈনিকেরা কামান অধিকার করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ঐ সকল প্রস্তর তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। যাহা হউক, জলন্ধরে কোনরূপ গোলযোগের আবির্ভাব হইল না। সিপাহীরা সহসা উন্মত্ত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিল না। আফিসরদিগের গভীর আশঙ্কা ক্রমে অন্তর্হিত হইল।

এদিকে ফিলোরে ইঙ্গ্রেজ সেনানায়ক আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। টেলিগ্রাফের জনৈক কর্ম্মচারীর উদ্‌যোগে অবিলম্বে দুর্গমধ্যে টেলিগ্রাফ্ স্থাপিত হয়। ঐ কর্ম্মচারী টেলিগ্রাফের সাহায্যে জলন্ধর হইতে সংবাদসংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছু ক্ষণ পরে জলন্ধরে ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষদিগের আগমনবার্ত্তা ফিলোরের প্রধান সৈনিকপুরুষের গোচর হয়। দুর্গাধ্যক্ষ আশ্বস্তহৃদয়ে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গে যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল, তাহাদিগকে রাত্রিকালে সজ্জিত থাকিতে বলা হইল। স্বল্পমাত্র ইঙ্গ্রেজ সৈনিক এই আদেশে সাহসসহকারে দুর্গরক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিল। দুর্গদ্বার নিরুদ্ধ হইল। ইউরোপীয় সৈনিকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিয়া অদূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সৈনিকনিবাস শান্তিপূর্ণ রহিল। দুর্গের ও প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকিল। সিপাহীরা উত্তেজনার পরিচয় দিল না। বিপ্লবের ও সূচনা দেখা গেল না। নিরুদ্বেগে রাত্রি অতিবাহিত হইল। নিরুদ্বেগে সুখময়ী উষা অরুণরঞ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে দেখা দিল। উষাভাগে সাহায্যকারী সৈনিকদল সমাগত হইল। ফিলোরের ইউরোপীয়গণ ইহাদের উপস্থিতিতে উল্লাসপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে জলন্ধরের দেড় শত সৈনিক পুরুষ দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। ফিলোরের অস্ত্রপূর্ণ প্রসিদ্ধ দুর্গ ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষদিগের অধিকারে রহিল। কর্ত্তৃপক্ষ জলন্ধরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয়েন নাই। জলন্ধরের নিকটে অনেকগুলি সৈনিকনিবাস ছিল। যদি জলন্ধরের সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত হইত তাহা হইলে

হুশিয়ারপুর, কাঙ্গারা, নূরপুর ও ফিলোরের সিপাহীগণ তাহাদের নিরস্ত্রীকৃত সহযোগীদিগের সাহায্যার্থ ব্রিটিশ সৈনিকদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হয়েন নাই। যাহা হউক, এক জন তরুণবয়স্ক শিখ ভূপতি উপস্থিত সঙ্কটকালে জলন্ধরে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের সবিশেষ সহায়তা করেন। জলন্ধর এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী কপূর্রতলা রাজ্যের অধিপতি রণধীর সিংহের সাহায্য না পাইলে ইঙ্গরেজদিগকে উপস্থিত সময়ে সাতিশয় বিব্রত হইতে হইত। ১৮৪৬ অব্দে জলন্ধরের দোআব অধিকার কালে ব্রিটিশ কোম্পানি কপূর্রতলা রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করেন। রণধীর সিংহ ১৮৫৩ অব্দে কপূর্রতলার অধিপতি হয়েন। উপস্থিত সময় ইঁহার বয়স ২৬ বৎসরের অধিক ছিল না। এই তরুণ বয়সেই ইঁহার অসামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অবিচলিত ধীরতা ও মহীয়সী সহিষ্ণুতা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি ইঁহার রাজ্যের একাংশ গ্রহণ করিলেও ইনি বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন নাই। অসামান্য দয়া ও বলবতী পরোপকারপ্রবৃত্তি ইঁহাকে এইরূপ মহত্তর কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। জলন্ধরের ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ যখন মহারাজ রণধীরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কপূর্রতলায় দূত প্রেরণ করেন, তখন রণধীর সিংহ আপনাদের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি ১১ই মে ফিলোরে উপনীত হয়েন। এই সময় তাঁহার মন্ত্রীও উপস্থিত হইয়া ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের সাহায্যপ্রার্থনার বিষয় তাঁহার গোচর করেন। মহারাজ রণধীর সিংহ অবিলম্বে জলন্ধরে উপনীত হয়েন। তাঁহার সমস্ত অনুচর ইংরেজ রাজপুরুষদিগের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আপনার পাঁচ শত সৈনিকপুরুষ ও দুইটি কামান জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনরের হস্তে সমর্পণ করেন। কামান দুইটি সিপাহীদিগের আক্রমণনিবারণার্থ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। সৈনিক পুরুষগণ কারাগার ও অন্যান্য স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ উপস্থিত সময়ে এই রূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ভয়াবহ বিপ্লবসাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হইতেছিল, ব্রিটিশ শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি যখন এই আঘাতে বিচূর্ণিতপ্রায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, তখন এই ভূপতিগণই অটলভাবে সেই তরঙ্গের

গতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মহারাজ রণধীর সিংহ বিপদের সময়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানে বিমুখ হয়েন নাই। দয়াধর্ম্মে তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ উন্নত হইয়াছিল। অসামান্য মহানুভাবতায় তাঁহার কার্য্য এইরূপ পবিত্রভাবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সুবিস্তৃত পঞ্চনদের প্রান্তভাগে আর একটি স্থান ছিল। ঐ স্থানে বহুসংখ্যক সিপাহীসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। সৈনিকনিবাসের সুদৃঢ় দুর্গে, সুসজ্জিত যুদ্ধোপকরণে, ঐ স্থানে সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উহা পূর্ব্বে যুদ্ধপ্রিয় আফগানদিগের অধিকৃত ছিল। নওশেরার নিকটবর্ত্তী খেরাইনামক স্থানের মহাযুদ্ধে পঞ্জাবকেশরীর অদ্ভুত রণকৌশলে, সর্ব্বোপরি ফুলাসিংহের অসামান্য পরাক্রমে আফগানদিগের পরাজয়ের সহিত ঐ স্থানে শিখদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। শেষে শিখদিগের অধঃপতনের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়। ঐ স্থানও পঞ্জাবের সহিত কোম্পানির অধিকৃত ও সৈনিকনিবাসে সুরক্ষিত হইয়া উঠে। আফগানেরা যে স্থান রক্ষার জন্য এক সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল; ফুলাসিংহের অসাধারণ শক্তিতে নিপীড়িত হইয়া, তাহারা যেস্থানে অকাতরভাবে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এবং ফুলাসিংহ স্বয়ং যে স্থানের অধিকারে বীরত্বের একশেষ দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আফগানিস্থানের লোকে সে স্থানের বিষয় বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দেয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল, পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ নূতন রাজশক্তির সঞ্চারে নূতনত্বে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের রত্নরাশি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্থানের পূর্ব্বতন কাহিনী আফগানবাসীদিগের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আফগানিস্থানে বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও এবং রণজিৎ সিংহের রাজ্য ব্রিটিশসিংহের পদানত হইলেও পঞ্জাবের প্রান্তবর্ত্তী পেশাবর পরলোকগত আফগানদিগের অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ।

পেশাবর নগর সিন্ধুনদ হইতে চল্লিশ মাইল এবং খাইবর গিরিসঙ্কট হইতে দশ মাইল অন্তর অবস্থিত। এই নগর ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে আফগানিস্থানের অনেক সাদৃশ্য পরিব্যক্ত হয়। আফগানিস্থানের নগরের ন্যায় এই নগরের রাজপথসমূহ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। বেদানা,

আঙ্গুর, কিসমিস প্রভৃতি আফগানিস্তানের বহুবিধ ফল এই নগরেও পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বিক্রীত হয়। আফগানিস্তানের অবলাকুলের ন্যায় এই নগরবাসিনী রমণীদিগের মধ্যেও অবরোধপ্রথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি আফগান-দিগের সহিত এই নগরের অধিবাসিবর্গের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে, নগরের বাহ্যদৃশ্য এবং নগরবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও আকার-প্রকার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় পেশাবর এক সময়ে আফগানরাজ্যের অন্তর্গত ও আফগানজাতির প্রাধান্যের পরিচায়ক ছিল। পেশাবরের সৈনিকনিবাস ভারতবর্ষের অন্যান্য সৈনিকনিবাসের অনুরূপ ছিল। উহার কাওয়াজের ক্ষেত্রে ছয় হাজার সৈনিকপুরুষের সমাবেশ হইত। ভারতের অন্যান্য সৈনিক-নিবাসের ন্যায় পেশাবরের সৈনিকনিবাসে প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ ছিল। পথ সকল শ্রেণীবদ্ধ সরল রেখার ন্যায় ছিল। ইউরোপীয় আফিসরদিগের জন্য লোহিতবর্ণ বারিক ছিল, এবং সিপাহীদিগের জন্য মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। এই নগরে আগ্রার ন্যায় বহুসংখ্যক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান বাস করিত। প্রশস্ত বাজার উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। পেশা-বরবিভাগে ২,৫০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ১০,০০০ সিপাহী শান্তিরক্ষায় নিয়ো-জিত ছিল।

পেশাবর অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সুরক্ষিত হইলেও অধিকতর বিপত্তিপূর্ণ ছিল। এ স্থানের সমগ্র সিপাহী সৈন্য উত্তেজিত হইলে স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এতদ্ব্যতীত সীমান্তভাগে দুর্দ্ধর্ষ ও লুণ্ঠনপ্রিয় পার্ব্বত্য জাতিসমূহের আবাস ছিল। আফ্রেদি, ইউসফ্জি প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ধর্ম্মোন্মাদে এবং বিলুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত। ভীষণ বিপ্লব-সাগরের এইরূপ দুটি প্রবল তরঙ্গ যদি দুই দিক হইতে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে ধাবিত হইত, তাহা হইলে হয় ত ইঙ্গরেজ উহার গতি নিরুদ্ধ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

এই সকল উচ্ছৃঙ্খল পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আরও একটি আশঙ্কার বিষয় ছিল। গিরিসঙ্কটের বহির্ভাগে কাবুল এবং কান্দাহারে আফগানেরা বাস করিতেছিল। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত

মহম্মদ খাঁ যদিও ইঙ্গরেজদিগের সহিত অর্থের বিনিময়ে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ ছিলেন, তথাপি পেশাবরঘটিত পূর্ব্ব বিবরণ তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। শিখদিগের পরাক্রমে পেশাবর কিরূপে তাঁহার রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল, এই চিরাভীষ্ট উপত্যকার জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ কিরূপ বীরত্বপ্রকাশ পূর্ব্বক বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, নওশেরার নিকটবর্ত্তী সমরাঙ্গনে নরশোণিতপ্রবাহের সহিত রণজিৎ সিংহের বিজয়পতাকা কিরূপে পেশাবরে উড্ডীন হইয়াছিল, তাহার আমূল বৃত্তান্ত দোস্ত মহম্মদ ভুলিয়া যান নাই। স্বাধিকৃত জনপদ পরহস্তগত হওয়াতে দোস্ত মহম্মদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। যদিও পেশাবর পঞ্জাবের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ কোম্পানি যদিও দোস্ত মহম্মদকে অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিয়াছিলেন, তথাপি দোস্ত মহম্মদ পেশাবরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বিসর্জ্জন দেন নাই। যে অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, সেই অনুতাপের উত্তেজনায়, তিনি অভীষ্ট জনপদের উদ্ধারে অগ্রসর হইতে পারিতেন। পেশাবরের অধিকার জন্য আমীরের এইরূপ চেষ্টা বিপত্তিময় ও অপরিণামদর্শিতামূলক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে শাসনশৃঙ্খলা বিপ্লবের সঙ্ঘাতে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির সাম্রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, তাহারা যখন সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তদীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আমীর পরিণামদর্শিতায় বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন, অবশ্যম্ভাবী বিপত্তিতেও উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহার এইরূপ আগ্রহ বিঘ্নপূর্ণ হইলেও, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি এই সময়ে পেশাবরের উপত্যকায় সমগ্র সিপাহী সৈন্য ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত, আমীর যদি চিরপোষিত বাসনা ফলবতী করিবার জন্য এই বিপ্লবের গতিবিস্তারে উদ্যত হইতেন, বিলুণ্ঠনপ্রিয়, উদ্ধতপ্রকৃতি পার্ব্বত্য-প্রদেশবাসিগণ যদি পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে নানা স্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, অল্পমাত্র ইঙ্গরেজ সৈন্য ইহাদের গতিরোধে সমর্থ হইত না। সিপাহীদিগের অস্ত্রসঞ্চালনে, আমীরের আক্রমণে, পার্ব্বত্য

জাতির নিষ্পেষণে বোধ হয়, ইঙ্গরেজগণ সেই উপত্যকাপ্রদেশে অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। আমীর যদি অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত, সবুজবর্ণ পতাকা উড্ডীন করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের পবিত্র নামে ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র আফগানিস্তান রণবেশ পরিগ্রহ করিত। আফগানেরা ইঙ্গরেজ জাতির সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিল না। যাহারা এক সময়ে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাদের চিরশোভাময় দ্রাক্ষাবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের চিরপ্রসিদ্ধ সুস্বাদু ফলের উদ্যান শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের চিরগৌরবময় রাজধানীর প্রাধান্যনাশে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা উপস্থিত উত্তেজনার সময়ে তাহাদের সমক্ষে কৃপার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। সম্ভবতঃ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মুসলমানদিগের সমুত্থানে পেশাবর উপত্যকায় ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইত। এরূপ হইলে ভবিষ্যতে যে, কি ঘটিত তাহা বলা দুঃসাধ্য, হয় ত শোণিতময়ী ঘটনাবলীর কথায় ভবিষ্যতের ইতিহাস পরিপূর্ণ হইত। সামান্য অনবধানতায়, সামান্য উত্তেজনায় এরূপ ভয়াবহ ঘটনার আবির্ভাব হইত যে, ইঙ্গরেজ তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতি দলবদ্ধ হইলে, আফগানেরা অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকা উড্ডীন করিলে, পেশাবর ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইত। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা জানাইবার জন্য বোধ হয়, একজন বার্ত্তাবহও জীবিত থাকিত না। পেশাবরের সহিত পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার হইতে বিচ্যুত হইত। এই জন্য উপস্থিত সময়ে পেশাবরের উপর সকলের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। উত্তরভারতবর্ষের অধিবাসীরা পেশাবরের কথা জানিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহারা জিজ্ঞাসা করিত পেশাবরের সংবাদ কি? পেশাবরের সংবাদ জানিবার জন্য ভারতবাসীর কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত একটি ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

জুন মাসের মধ্যভাগে অমৃতসরে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সেনাপতি উইলসন সিন্ধুনদের তীরে দুই বার যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অম্বালাস্থিত সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সম্মিলিত সৈন্যের পরাক্রমে সিপাহীরা তাড়িত

হইয়াছে। প্রাতঃকালে এই সংবাদ অমৃতসরে উপস্থিত হয়। ঠিক এই সময়ে রাজা সাহেব দয়ালনামক একজন সম্ভ্রান্ত শিখ সর্দ্দার শিষ্টাচাররক্ষার জন্য অমৃতসরের প্রধান রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধজয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া, রাজপুরুষ শিখসর্দ্দারকে আপনাদের বিজয়বার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার তাহাতে ততটা মনোযোগ দিলেন না। অমৃতসরের ইঙ্গরেজগণ যে বিষয়ের জন্য আহ্লাদপ্রকাশ করিতেছিলেন, সর্দ্দার সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, রাজপুরুষকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশাবরের সংবাদ কি?" রাজপুরুষ উত্তর করিলেন, "সংবাদ খুব ভাল, সেখানে সকলেই শান্তভাবে রহিয়াছে।" সর্দ্দার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আপনার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সংবাদ।" শিখসর্দ্দারের এই কথায় রাজপুরুষের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাজপুরুষ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সর্ব্বদাই এইরূপ আগ্রহসহকারে পেশাবরের কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন?" শিখসর্দ্দার সহসা এ কথার উত্তর দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে আপনার শালের প্রান্তভাগ ধরিলেন, এবং উহার একাংশ অঙ্গুলিদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরভাবে কহিলেন, "যদি পেশাবর আপনাদের অধিকারভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্জাব বিদ্রোহাবর্ত্তে এইরূপ ঘুরিতে থাকিবে।" শিখসর্দ্দারের এই কথা অতি যথার্থ। যদি সিপাহীরা শৃঙ্খলাসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, ইঙ্গরেজেরা যদি ইহাদের আক্রমণনিবারণে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পঞ্চনদের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইত। পেশাবর নগর ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত। ইউসফ্জি, আফ্রেদি, আফগান প্রভৃতি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদম্য উৎসাহ, অভাবনীয় তেজস্বিতা ও অনমনীয় শক্তির সহিত ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে ধাবিত হইত। স্বল্পমাত্র ইঙ্গরেজ এই উদ্বেলিত সৈন্য-সাগরের গতিরোধে সমর্থ হইত না। এই সাগরের ভয়াবহ তরঙ্গে সমগ্র পেশাবর বিধ্বস্ত হইত, সমগ্র পঞ্চনদ বিপ্লাবিত হইয়া যাইত এবং মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রাচীরও বিকম্পিত হইয়া উঠিত।

উপস্থিত সময় পেশাবরে ৭০ সংখ্যক ও ৮৭ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক দল, দুই দল ইউরোপীয় কামানরক্ষক এবং অন্য তিন দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

এই সকল দলে দুই হাজারের বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। পক্ষান্তরে ২১সংখ্যক, ২৪সংখ্যক, ২৭সংখ্যক, ৫১সংখ্যক ও ৫৪সংখ্যক দলের সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহী সৈনিকগণ ছিল। সমষ্টিতে প্রায় ৭৬০০ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। কর্ণেল নিকলসন এবং মেজর এডওয়ার্ডিস এই বিভাগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সিডনী কটন সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১২ই মে দিল্লীর সংবাদ পেশাবরে উপস্থিত হয়। মীরাট উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়াছে দিল্লী ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের অধিকার হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, বৃদ্ধ মোগল আবার আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের গৌরবান্বিত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছেন। সিপাহীরা দলে দলে তাঁহার প্রাধান্যঘোষণা করিতেছে, মুসলমানেরা আবার আপনাদের পূর্ব্বতন প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে। সহসা এই বিপ্লবের সংবাদে নিকলসন ও এডওয়াডিস স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার কটন ঐ সংবাদে চিন্তিত হইলেন। পেশাবরের অদূরে নিবিলি চেম্বারলেন নামক একজন সুদক্ষ সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত সঙ্কটকালে পেশাবররক্ষার সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। চেম্বারলেন কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি ব্রিগেডিয়ারের আহ্বানে সবিশেষ সত্বরতাসহকারে পেশাবরে উপনীত হইলেন।

১৩ই মে চেম্বারলেনের উপস্থিতির এক কি দুই ঘণ্টার পরে সেনাপতি রীডের ভবনে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হয়। শাসনবিভাগের ও সমর-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ জন্য একত্র হয়েন। সভায় স্থির হয় যে, উপস্থিত গোলযোগের সময়ে পঞ্জাবের শাসন-বিভাগের ও সমরবিভাগের কর্ম্মচারী এক স্থানে অবস্থিতি করিবেন। সেনাপতি রীড সমগ্র সৈনিক দলের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহাকে রাবলপিণ্ডিতে অথবা অন্য যে স্থান উপযুক্ত বোধ হয় সেই স্থানে প্রধান কমিশনরের নিকটে থাকিতে হইবে। প্রধান কমিশনর এবং প্রধান সেনাপতি এক স্থানে থাকিয়া, এক মতানুসারে ও একবাক্যে কার্য্য করিবেন। উপস্থিত সময়ে সমরবিভাগের

প্রধান কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা অব্যাহত রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। রণকুশল বীরপুরুষগণ যাঁহাদের আদেশে পরিচালিত হয়, যাঁহাদের বাহুবল ও বুদ্ধিকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, বিশাল সৈনিক দল রাজ্যের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর ক্ষমতানাশে আগ্রহপ্রকাশ করে, যাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া, বিপক্ষগণ প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনে সঙ্কুচিত, আত্ম-প্রাধান্যস্থাপনে শঙ্কিত ও আত্মপক্ষের গৌরববর্দ্ধনে সন্ত্রস্ত হয়, কোনরূপে তাঁহাদের ক্ষমতায় বাধা দেওয়া উচিত বোধ হয় না। সেনাপতির প্রাধান্য, এবং রাজ্যশাসনবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত সকল বিষয়েই তাঁহার ঐক্য দেখিলে সাধারণে ভাবিত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত রহিয়াছে। রাজ্যের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে এবং যাঁহারা সৈনিকবিভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অনৈক্য উপস্থিত হইত, সাধারণে যদি দেখিত শাসনবিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতায় সৈনিকবিভাগের প্রধান পুরুষের ক্ষমতারোধ হইয়াছে, যিনি বীরপুরুষগণের অধিনেতা হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, তিনি এখন শীতসন্ত্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় সর্ব্ববিষয়েই সঙ্কুচিত রহিয়াছেন এবং দুরবগাহ রাজ-নীতির ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া, ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে সৈনিক-দল বা সেনাপতির প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা থাকিত না। তাহারা হয় ত সেনাপতিকে ক্ষমতাশূন্য দেখিয়া, দুরূহ কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইত এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল ভাবিয়া, উহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য দলে দলে ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিত। বিশেষতঃ উপস্থিত সময়ে যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে সিপাহীদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছিল, ইউরোপীয়েরা যখন সর্ব্বস্বপরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিলেন, নগরে নগরে যখন শাসনশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, এবং উত্তেজিত জনসাধারণ যখন সম্পত্তি লুণ্ঠনের আশায় দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন সৈন্যশাসনকর্ত্তা ও রাজ্যশাসনকর্ত্তার মধ্যে কোন বিষয়ে অনৈক্য দেখিলে এবং সৈন্যাধ্যক্ষ কোন বিষয়ে ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলে, সিপাহীদিগের সাহসবৃদ্ধির সহিত উত্তেজিত জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইত।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ সেনাপতির প্রাধান্যরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন এবং একবাক্যে ও একবিধ পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে প্রধান কমিশনরের নিকটে রাখিতে সম্মত হইলেন। সেনাপতি রীড সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বয়সের আধিক্যে তাঁহার বহুদর্শিতা অটল এবং ধীরতা অবিচলিত ছিল। তিনি যদিও এডওয়ার্ডিস বা চেম্বারলেনের ন্যায় কার্য্যকুশল বা ক্ষিপ্রকর্ম্মা ছিলেন না, তথাপি বয়সের আধিক্যে ও সৈনিক বিভাগে প্রাচীনত্বের সম্মানে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রাচীন সেনাপতি হার্বার্ট এডওয়ার্ডিস প্রভৃতির ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেখিয়া, তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মন্ত্রণাসভার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে অস্থায়ী সৈনিক দল সংগঠিত হয়। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও কার্য্যকুশল সৈনিক পুরুষগণ এই দলে প্রবিষ্ট হয়। এই দলের সম্বন্ধে স্থির হয় যে, যখন যে স্থানে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে, তখনই ঐ দল সেই স্থানে আক্রমণ-নিবারণ জন্য প্রেরিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আটকের দুর্গে যে সিপাহীদলের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়। এবং প্রস্তাব হয় যে, ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য এক জন বিশ্বস্ত পাঠান সর্দ্দারের তত্ত্বাবধানে কতিপয় পাঠান আটকের খেয়াঘাঠে পাহারা দিবে, সিপাহীদলকে এরূপ স্থানে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইবে যে, উত্তেজনার সময়ে তাহারা পরস্পরের সাহায্য না পাইতে পারে এবং ইউরোপীয়েরা সহজে তাহাদের ক্ষমতারোধ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত স্থির হয় যে, ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন কালবিলম্ব না করিয়া প্রধান কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য রাবলপিণ্ডিতে গমন করিবেন। এই সকল প্রস্তাব স্যার জন লরেন্সের অনুমোদিত হয়। অতঃপর প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের মতানুসারে ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন অস্থায়ী সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন।

১৬ই মে সেনাপতি রীড ও ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেন রাবলপিণ্ডিতে প্রধান কমিশনরের নিকটে উপনীত হয়েন। ঐ দিন হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসও প্রধান কমিশনরের আদেশে রাবলপিণ্ডিতে গমন করেন। স্যার জন লরেন্স যে রূপ

দূরদর্শী সেই রূপ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। স্থূলদর্শী মানব প্রায়ই বিপদের সময়ে আপনাকে লইয়াই বিব্রত হয়। কিন্তু যিনি দূরদর্শী, ধীর প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের নির্দ্ধারণে সমর্থ, তিনি বিপত্তিকালে কেবল আত্মবিষয়ের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন না। তখন সমগ্র বিষয়ই তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। তিনি ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সকল দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। তখন সকল দিকই তাঁহার রক্ষণীয়, সকল জনপদই তাঁহার পালনীয় ও সকল বিষয়ই তাঁহার দর্শনীয় হয়। তিনি কেবল বর্ত্তমান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎও তাঁহার লক্ষ্য হয়। সেনাপতি হিউয়েট ভাবিয়াছিলেন যে, যখন তিনি মীরাটে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন কেবল মীরাট রক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। হিউয়েট ইহা ভাবিয়া, দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল মীরাটের চিন্তাই জাগরূক ছিল। কিন্তু স্যার জন লরেন্স পঞ্চনদে অবস্থিতি করিয়া, সমগ্র ভারতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। উদারতাসুলভ প্রশান্ত ভাবে, দূরদর্শিতাসুলভ প্রশস্ত জ্ঞানে, ধীরতাসুলভ পরিণাম-চিন্তাতে সকল বিষয়ই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি আপনার কার্য্যপ্রণালী একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানরক্ষার জন্য তিনি যত্নশীল হইলেন না। তিনি কেবল এই বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন না যে, আমি পঞ্জাবের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পঞ্জাবরক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। পঞ্জাবব্যতিরিক্ত আর কোন প্রদেশের জন্য আমি দায়ী নহি। উপস্থিত সময়ে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষা করাই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কেবল পঞ্জাবের বিষয় ভাবেন নাই, সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য যদি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। স্যার জন লরেন্স এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতা, যত্নশীলতা ও সমীক্ষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া, ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

স্যার জন লরেন্স প্রথমে শিখ ও আফগানদিগকে আপনাদের সৈনিক-দলে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে অনেকে সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিচলিত হয়েন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পঞ্জাবের শিখেরা কখনও পূরবীয় সিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট বা একবিধ উদ্দেশ্য সাধনে একত্র সম্মিলিত হইবে না। এক সময়ে আফগানেরা শিখদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। সিপাহীগণ এখন মোগলের যে চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে সমবেত হইয়া, আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে, শিখসম্প্রদায় এক সময়ে সেই রাজধানীতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিল। দিল্লী খালাসীদিগের যেরূপ বিদ্বেষবুদ্ধির উদ্দীপক ছিল, সেইরূপ উহা তাহাদের প্রলোভনসামগ্রীর মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল। মোগলেরা এক সময়ে যাহাদের ক্ষমতাবিনাশে যত্নশীল হইয়াছিল, দয়ায় বিসর্জ্জন দিয়া, সমদর্শিতায় উপেক্ষা করিয়া, সৌজন্য ও সদাশয়তায় আস্থা না দেখাইয়া, দুর্দান্ত দানবের ন্যায় যাহাদের শোণিতপাত করিয়াছিল, তাহাদের রাজধানীতে অধিকারস্থাপন এবং তাহাদের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য দর্শন খালাসাদিগের অনভিপ্রেত ছিল না। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের ক্ষমতানাশে বিমুখ হইত না। এদিকে দিল্লীর মোগলের সহিত আফগানদিগেরও তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। মোগলেরা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আফগানেরাও এক সময়ে মোগলের শোণিতপাতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং পুনর্ব্বার মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইতে এবং মোগলদিগের প্রাধান্যনাশ জন্য সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আফগানেরা ঔদাস্য বা অসম্মতি প্রকাশ করিত না। স্যার জন লরেন্স স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে এই বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আত্মবলবৃদ্ধির নিমিত্ত আফগান ও শিখদিগের সাহায্যগ্রহণে উদ্যত হইলেন। গবর্ণর জেনেরেল এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি প্রথমে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে সৈনিকদলে লইতে অনুমতি দিলেন। শেষে এই সৈনিকদল সম্প্রসারিত হয়। স্যার জন লরেন্স এই রূপে এই অভিনব সৈনিকদলের সাহায্যে উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হয়েন।

অভিনব সৈনিকদলের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আটঘাট বাঁধা

হয়। পুলিসের বল বৃদ্ধি হয়। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতাসহকারে কার্য্য করিতে থাকে। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খেয়াঘাটে ও অন্যান্য স্থানে প্রহরী রাখা হয়। যে সকল ব্যক্তি ফকিরের বেশে বা সংসারবিরাগী, ভ্রমণকারী উদাসীনের ভাবে সিপাহীদলে প্রবেশ করিয়া, নানারূপ আশঙ্কাজনক কথায় তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হয়। ধনাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। বিপত্তিকালে কোম্পানির অর্থ যাহাতে সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়া, অনর্থের উৎপত্তি না করে, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত প্রহরিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ইহার উপর জনসাধারণের জীবন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন করিবার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। দেওয়ানী বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারী, যাহাকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাকেই ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। এই রূপে এলাহাবাদের ন্যায় পঞ্জাবেও ভীষণ যমদণ্ডের পরিচালনার ব্যবস্থা হয় এবং এই রূপ উত্তেজনার সময়ে সাধারণের জীবন উত্তেজিত ব্রিটিশ বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সিপাহীরা যাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, উত্তেজনায় অধীরতা প্রকাশ করিয়া অদূরদর্শিতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, যাঁহাদের স্বদেশীয়গণের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিল, তাঁহারাই এখন তাহাদের জীবননাশ বা জীবনরক্ষার জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন। এ সময়ে তাঁহাদের বুদ্ধির স্থিরতা না থাকিতে পারে; এ সময়ে তাঁহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইতে পারেন, এ সময়ে হয় ত তাঁহারা অধীরতায় উত্তেজিত হইয়া, বিচারাসনের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন। এরূপ আশঙ্কা থাকিলেও জনসাধারণ দলে দলে তাঁহাদের সমক্ষে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়। তাঁহারা কিরূপ নিরপেক্ষভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিরূপ ধীরতা ও উদারতা দেখাইয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহা অতীতের দর্পণস্বরূপ পবিত্র ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই।

কথিত আছে, উত্তেজিত মুসলমানগণ দূরতর স্থান হইতে পঞ্জাবের সিপাহীদিগকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইতে পত্র লিখিয়াছিল। এই সকল পত্র

কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। পত্রসমূহে উল্লেখ ছিল যে, ফিরিঙ্গীরা বিবিধ উপায়ে সকলের ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছে। এই জন্যই বসাযুক্ত টোটাব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই ভাবে অনেকগুলি পত্র ধরা পড়িলে কর্ত্তৃপক্ষের স্পষ্ট বোধ হয় যে, বিপ্লব ক্রমে সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, এ সময়ে সাধারণে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাদোষেই হউক, বা জনসাধারণের অদূরদর্শিতা প্রযুক্তই হউক, এই আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিচারবৈচিত্র্যে সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বাধীনতা অন্তর্হিত, রাজসম্মান বিলুপ্ত ও রাজ্য স্বাধিকারভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা সাধারণের উত্তেজনাবর্দ্ধনে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ভ্রমণকারী পথিকের বেশেই হউক, ধর্ম্মনিষ্ঠ ফকিরের ভাবেই হউক, উদাসীন যোগীর সজ্জাতেই হউক তাঁহাদের গুপ্তচরগণ যে, বিভিন্ন স্থানে সিপাহীদলে প্রবেশ করিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। হইতে পারে, এইরূপ লোক দ্বারা পত্রসমূহ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। যাহারা এই সকল পত্র লিখিয়াছিল, তাহারা সদ্বিবেচনায় পরিচালিত হয় নাই, দূরদর্শিতায় আত্মসংযত হয় নাই, বা পরিণাম-ভাবনায় সৎপথাবলম্বী হয় নাই। তাহারা অপরিণতবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী ছিল। অনভিজ্ঞতায়, অদূরদর্শিতায় ও অপরের উত্তেজনায় তাহাদের হৃদয়ে যে আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই গভীর আশঙ্কা প্রযুক্তই তাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোন স্থলে বিচলিত হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অবিচলিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তাহারা সমগ্র ভারতবাসীকে দলবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহাদের লিখিত পত্রাবলীতে, তাহাদের পরিকীর্ত্তিত বিবিধ কাহিনীতে, তাহাদের প্রচারিত জনশ্রুতিতে সমগ্র সিপাহীদল বিচলিত, উত্তেজিত ও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে সমুত্থিত হয় নাই। রাজপুরুষগণ সমভাবে ধীরতা প্রকাশ করিলে অনেক প্রভুভক্ত সিপাহী এ সময়েও তাহাদের প্রভুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত। কিন্তু গভীর উত্তেজনার অভিঘাতে রাজপুরুষদিগের ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপুরুষগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের ন্যায় আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডাকঘরে ঐ সকল পত্র পাইলে বা কোন আগন্তুককে একান্তে সিপাহীদিগের সহিত কথা

কহিতে দেখিলে ভাবিতেন যে; সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, ভারতের সমগ্র সৈনিকদল তাঁহাদের ক্ষমতানাশে ও আধিপত্য-বিলোপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

নিকলসন অতঃপর ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য পার্ব্বত্যজাতির সর্দ্দার-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সর্দ্দারেরা প্রথমে তাঁহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা তাঁহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। আফ-গানদিগের আক্রমণে ইঙ্গরেজেরা কিরূপ হীনবল হইয়াছিলেন, পার্ব্বত্য প্রদেশের সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে তাঁহাদের কিরূপ পরাজয় হইয়াছিল, তাহা সর্দ্দারদিগের মনে ছিল। উপস্থিত সময়ে পাছে, ইঙ্গরেজেরা ঐরূপ বিপদাপন্ন হয়েন, বিপক্ষের পরাক্রমে পাছে তাঁহারা ঐরূপ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় সর্দ্দারেরা প্রথমে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হয়েন নাই। তাঁহারা সে সময়ে নিকলসনকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন,, "আপনারা যে, বিপক্ষগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা-শালী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন, অগ্রে তাহার পরিচয় দিন, পশ্চাৎ আমরা আপনাদের সাহায্য করিব।" যাহাহউক, নিকলসন ইহাতে হতোৎসাহ হয়েন নাই। তিনি আপনাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধে উদ্যত হয়েন।

কর্ণেল এডওয়ার্ডিস ২১ মে পেশাবরে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সূর্য্যালোক এই মেঘজাল ভেদ করিয়া, অল্পপরিমাণে বিকীর্ণ হইতেছিল। এডওয়ার্ডিস এই কাদম্বিনীর তরঙ্গলীলার মধ্যে কার্য্য-স্থলে উপনীত হয়েন। কটন ও নিকলসন এই জলদজালসমাচ্ছন্ন আকাশতলে তাঁহাদের কার্য্যকুশল ও দূরদর্শী সহযোগীর অভ্যর্থনা করেন। উপরিস্থিত আকাশের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। নিম্ন-স্থিত বিস্তৃত প্রান্তরের ন্যায় তাঁহাদের অন্তঃকরণেও অপ্রসন্নভাব বিরাজ করিতেছিল। তাঁহারা পরস্পর সমবেত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কা অন্তর্হিত হইল না। তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে মানসনয়নে অবশ্যম্ভাবী বিপদের আবির্ভাব দেখিতে লাগিলেন। উত্তেজনার সময়ে হিন্দুস্থানী সিপা-হীরা পরস্পর সম্মিলিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদিগকে পরস্পর পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের নিকটে ইউ-

রোপীয় সৈনিকেরা কামানসহ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এদিকে সিপাহীরা কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া,গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে তাহাদের মানসিক শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের সহিত সিপাহীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাবুলের ঘটনা স্মরণ করিয়া, তাহারা প্রথমে ইঙ্গরেজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। তাহারা প্রথমে উদাসীনভাবে উভয় পক্ষের কার্য্য চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি তাহারা সিপাহীদিগকে অপেক্ষাকৃত প্রবল দেখিত, তাহা হইলে পঙ্গপালের ন্যায় ইঙ্গরেজের অধিকারে প্রবেশ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর বিপ্লব অধিকতর ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিত। সুতরাং তাহারা এ সময়ে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে উদাসীন ছিল না। একতর পক্ষের ক্ষমতা পরিস্ফুট হইলে তাহাদের চেষ্টা ও তাহাদের কার্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

২১ মে রাত্রি কালে এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন এক বাড়ীতে শয়ন করেন। কিন্তু শয়ন করিয়াও, ইঁহারা শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে যখন কলরবের নিবৃত্তি হইয়াছিল, জীবকুল যখন শ্রান্তিবিনাশিনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তিসুখের উপভোগ করিতেছিল, প্রকৃতি যখন রজনীর প্রশান্তভাবে মগ্ন রহিয়াছিল, তখন এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন প্রতিমুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তার তরঙ্গাবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সিপাহীগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিনিরোধের জন্য দুরূহ কার্য্যসাধনে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহারা শান্তিলাভের জন্য শয়ন করিয়াও, কেবল এইরূপ চিন্তার আবেগে আন্দোলিত হইতেছিলেন। গভীর নিশীথে তাঁহারা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন পেশাবরের ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী নৌশেরা হইতে একজন সংবাদবাহক আসিয়া জানাইল যে, তত্রত্য ৫৫সংখ্যক সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন ব্রিগেডিয়ার কটনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার জাগরিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার দুই জন সহযোগী তদীয় শয্যার পার্শ্বে রহিয়াছেন। এডওয়ার্ডিস ও নিকলসন তাঁহাকে কহিলেন যে, নৌশেরার ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী

হইয়াছে। তত্রত্য ১০ গণিত অশ্বারোহিদলও অবিলম্বে তাহাদের পথানুসরণ করিতে পারে। এরূপ স্থলে পেশাবরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। কিন্তু নিকলসন ও এডওয়ার্ডিস কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। পেশাবরের ৫ দল সিপাহীর* মধ্যে চারি দলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইল। ব্রিগেডিয়ার নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে চারি দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল। অবশিষ্ট দল (২১ সংখ্যক দল) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ছিল; এজন্য তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সৈনিক-নিবাসে রাখা স্থির হইল।

এখন আর কালবিলম্ব করিবার সময় ছিলনা। যে সকল সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়ের অধিনায়কদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রিগেডিয়ারের আদেশে অধিনায়কেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উপস্থিত হইলেন। কটন, এডওয়ার্ডিস ও নিকলসনের সমক্ষে তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, তিনি সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অধিনায়কেরা ব্রিগেডিয়ার কটনের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা যে দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দলের বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, যে দলের রণকৌশলে আপনারা বীরেন্দ্রসমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে যে দলের সিপাহীগণ তাঁহাদের প্রীতির, স্নেহের, সর্ব্বোপরি অপরিসীম বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সেই সৈনিক দল সাধারণের সমক্ষে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, এবং পবিত্র বীরব্রত হইতে স্খলিত ও ঘোরতর অবমাননাগ্রস্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া, তাঁহারা সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। অধীরতার সহিত তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অধৈর্য্যসহকৃত উত্তেজনার সহিত ব্রিগেডিয়ারের প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের একজন

* পঞ্চম অশ্বারোহিদল এবং একবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, সপ্তবিংশ ও একপঞ্চাশ পদাতিদল।

দৃঢ়তা সহকারে কহিলেন যে, তাঁহার অধীন দলের সিপাহীগণ কখনও এরূপ অবমাননা সহিতে পারিবে না। তাহারা নিশ্চিতই কাওয়াজের ক্ষেত্রে গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিয়া, কামানসমূহের অধিকারে অগ্রসর হইবে এবং তাহাদিগকে যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইবে, তাহারা সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবে। পেশাবরের সিপাহীগণ আপনাদের অধিনায়কদিগের এই রূপ প্রীতি ও স্নেহের পাত্র ছিল। অধিনায়কগণ তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তিতে এই রূপ সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোরতর বিপত্তিকালেও তাঁহারা আপনাদের অনুরক্ত দলের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এডওয়ার্ডিস ও নিকলসনের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার কটনও সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি অধিনায়কদিগের ঘোরতর আপত্তিতেও নিরস্ত হইলেন না। অধিনায়কগণ যখন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেছিলেন, তখন এডওয়ার্ডিস বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার ভার কেবল ব্রিগেডিয়ারের উপরই সমর্পিত রহিয়াছে।" এই কথায় কটন গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আমি নিজের ক্ষমতানুসারে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, সিপাহীগণ পূর্ব্বপ্রস্তাবক্রমে নিরস্ত্রীকৃত হইবে।" ব্রিগেডিয়ারের এই শেষ বাক্যে অধিনায়কগণ নীরব হইলেন। আর কোন কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইল না। তাঁহারা নীরবে আপনাদের অধ্যক্ষের আদেশে অবনতমস্তক হইলেন এবং তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রকাশ করিয়া, তদীয় আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নীরবে স্বস্থানে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজনার সময়ে সিপাহীদল সহজে পরস্পর সম্মিলিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ব্রিগেডিয়ার কটন তৎসমুদয়কে দুইটি পৃথক স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন স্থির হইল যে, ব্রিগেডিয়ার, এডওয়ার্ডিসের সহিত এক দিকে যাইবেন এবং নিকলসন অন্য একজন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া অপর দিকে গমন করিবেন। এই উভয় পক্ষে ইউরোপীয় সৈন্য থাকিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য হইল। এই সময়ে সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিদ্বয়ের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁহারা নানারূপ আশঙ্কার কল্পনা করিয়া, মানসনয়নে নানারূপ দৃশ্যের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া, দুরূহ কার্য্য-

সাধনে প্রস্তুত হইলেন! এদিকে সিপাহীদলের অধিনায়কগণ আপন আপন দলের সিপাহীদিগকে যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করিলেন। সিপাহীগণ কোন কথা না বলিয়া, কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, কোন বিষয়ে অবাধ্যভাব না দেখাইয়া, অধিনায়কদিগের আদেশে শ্রেণীবদ্ধ হইল। অদূরে ইউরোপীয় সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান রহিল। যদি সিপাহীগণ সেনাপতির আদেশপালনে কোন রূপে অসম্মতি প্রকাশ করিত, তাহা হইলে ঐ সকল ইউরোপীয় সৈন্য নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। কিন্তু সিপাহীরা আদেশানুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইল না। তাহারা অধিনায়কদিগের আদেশে একে একে নীরবে ও ধীরভাবে আপনাদের অস্ত্রাদির উন্মোচন করিয়া এক স্থানে রাখিতে লাগিল। এই রূপে তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসমূহ স্তূপাকার হইল। তথাপি তাহারা উত্তেজনা, অধীরতা বা অবাধ্যভাবের পরিচয় দিল না। এই রূপ অধঃপতনের শোচনীয় ভাবে, এইরূপ অবমাননাকর অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাহাদের অধিনায়কগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুরাগভাজন, তাঁহাদের প্রীতির পাত্র, তাঁহাদের বিশ্বাসের অদ্বিতীয় আস্পদ সৈনিকগণ যখন নীরবে, অধোবদনে আপনাদের সামরিক চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, বীরত্বের পরিচয়সূচক গৌরবকর অস্ত্রসকল যখন এক স্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রীতিপাত্রদিগের এইরূপ অধোগতিদর্শনে যুদ্ধাভরণে ও যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহাদের লজ্জার আবির্ভাব হইল। গভীর বিরাগে মর্ম্মা-ন্তিক অনুতাপে, দুঃসহ দুঃখে, তাঁহাদের কেহ কেহ আপনাদের অস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত সেই স্তূপাকার অস্ত্ররাশির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহাদের গভীর সমবেদনা এইরূপে প্রদর্শিত হইল, এবং যে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাঁহাদের অনুগত জনগণের দুর্গতি ও অবমাননার একশেষ ঘটিল, সেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিও তাঁহাদের বিরাগ এই রূপে পরিস্ফুট হইল*।

* কর্ণেল এডওয়ার্ডিস এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "যখন সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত পিস্তল ও তরবারি তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ীতে বোঝাই হইতেছিল, কথিত আছে, তখন ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের তরবারিসমূহ এদিক ওদিক হইতে ঐ গাড়ীবোঝাই অস্ত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"

এইরূপে সিপাহীগণ একে একে নিরস্ত্রীকৃত হইল। ব্রিগেডিয়ার কটন তাহাদের ধীরতা এবং অধিনায়কের আদেশপালনে তাহাদের একাগ্রতা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীরা সৈনিকনিবাসের দিকে চলিয়া গেল। বিনা গোলযোগে ও বিনা রক্তপাতে গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইল। এডওয়ার্ডিস এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যখন আমরা সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ জন্য গমন করি, তখন আমাদের সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক স্থানীয় লোক ছিল; তাহাদের মুখ দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, উপস্থিত ঘটনায় কোন্ পক্ষের প্রাধান্য হয়, তাহাই দেখিবার জন্য তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন আমরা প্রত্যাগত হই, তখন গ্রীষ্মকালীন মক্ষিকা-সমূহের ন্যায় সকলে দলে দলে আমাদের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হয়। এখন এই সকল লোককে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে।" পেশাবরের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণ এইরূপ ঔৎসুক্য সহকারে উভয় পক্ষের কার্য্যকলাপ চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে তাহারা ইঙ্গরেজদিগকে সিপাহীদিগের সমক্ষে হীনবল দেখিত, অথবা যদি ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে কোন রূপ অনৈক্য বা কার্য্যশৈথিল্য তাহাদের নেত্রগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রবলপরাক্রমে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত। ইঙ্গরেজদিগের শোণিতস্রোতে হয় ত পেশাবরের উপত্যকা রঞ্জিত হইত।

যাহা হউক, পেশাবরের নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ সৈনিকনিবাসের দিকে গেল বটে, কিন্তু তাহাদের শান্তিলাভ হইল না তাহারা আপনাদের পদ-মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, আপনাদের অবমাননার একশেষ দেখিয়াছিল, আপনাদের পবিত্র বীরব্রতের শোচনীয় পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তাহাদের অধোগতি ঘটিয়াছিল। সকল বিষয়েই তাহারা আপনাদিগকে গৌরবশূন্য ও হীনভাবাপন্ন মনে করিয়াছিল। অধিনায়কগণ যখন তাহাদের শোচনীয় দশায় দুঃখাভিভূত হইয়াছিলেন, দুঃখের আবেগে যখন তাঁহারা আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাহারা দুর্ব্বিষহ যাতনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ে তাহাদের শান্তি ছিল না, অন্তঃকরণে তাহাদের সন্তোষ ছিলনা, দৈনন্দিন কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ বা একাগ্রতা ছিল না। তাহারা বর্ত্তমান সময়ে যে রূপ দুর্গতিগ্রস্ত

হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও, সেই রূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। নিরস্ত্রীকরণের পর যখন তাহারা সৈনিকনিবাসে গমন করিল, তখন তাহাদের আশঙ্কা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, হয় ত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষগণ তাহাদের বিনাশার্থ অগ্রসর হইবে, ইউরোপীয়দিগের তরবারির আঘাতে হয় ত তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে,অথবা ইউরোপীয়-দিগের কামানের গোলায় তাহাদের দেহ হয় ত অনন্তপ্রবাহ বায়ুরাশির সহিত মিশিয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কায় অধীর হইয়া, তাহাদের অনেকে দূরবর্ত্তী বিজন অরণ্যে বা পর্ব্বতপাদস্থিত লোকালয়ে প্রস্থান করিল। পেশাবরের কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য চিন্তিত হইলেন। সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত ও যুদ্ধোপযোগী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে বঞ্চিত হইয়াছিল, বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অস্ত্রাদির অভাব ছিল না। ঐ সকল অস্ত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গীন, তরবারি বা বন্দুকের সমকক্ষ না হইলেও, মারাত্মক কার্য্যসাধনের অনুপযোগী ছিল না। নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ যদি পার্ব্বত্য জাতির সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহা হইলে গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে; এই অশঙ্কায় পেশাবরের সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ সকল সিপাহীকে ধরিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনেকে ধৃত হইল। পল্লীবাসিগণ অনেককে আনিয়া কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিল। সেনাপতির অনুমতিব্যতিরেকে সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করার অপরাধে সামরিক বিচারালয়ে ঐ সিপাহীদিগের বিচার হইতে লাগিল। বিচারে ৫১ সংখ্যক সৈনিকদলের সুবাদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ঐ দলের একজন হাবিলদার এবং একজন সিপাহীর কিছুদিনের জন্য কারাবাস দণ্ড হইল। এই শেষোক্ত দণ্ড লঘুতর হইয়াছে বলিয়া কটন ও এডওয়ার্ডিস বিরক্ত হইলেন। কারাবাসদণ্ড তাঁহাদের নিকট পর্য্যাপ্ত বোধ হইল না। ইহাতে বোধ হয়, তাঁহারা সিপাহীদিগের বিধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সমগ্র পেশাবর সিপাহীশূন্য হইলে বোধ হয় তাঁহারা নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইতেন। উপস্থিত সময়ে তাঁহারা এইরূপে স্নেহদয়ায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কঠোর কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের প্রকৃতি এইরূপে কঠোরতর হইয়া উঠিয়াছিল। অনতিবিলম্বে পেশাবরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই কঠোরভাবের বিকাশ হইল। অবিলম্বে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুবাদার বধ্যভূমিতে

নীত হইলেন। অদূরে সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইল। এডওয়ার্ডিস অশ্বারোহী ও পদাতি লইয়া, সৈনিকনিবাসের পথে সজ্জিত রহিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সমবেত সিপাহীগণের সমক্ষে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকপুরুষ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এই ঘটনার পর ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব হইল। এই দলের সিপাহীগণ প্রথমে নওশেরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা এই স্থান হইতে মরদাননামক স্থানে যাইতে আদিষ্ট হয়। এজন্য এই দলের সিপাহীগণের অধিকাংশই মরদানে গমন করে। অল্পসংখ্যক সিপাহী নওশেরায় অবস্থিতি করিতে থাকে। কথিত আছে, ৫৫ সংখ্যক দলের এই অবশিষ্ট সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়া, তাহাদের মরদানস্থিত সহযোগীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এজন্য ৫৫ সংখ্যক সিপাহী-দলের নিরস্ত্রীকরণার্থে ২৩ মে রাত্রিকালে পেশাবর হইতে এক জন ইউরোপীয় অধিনায়কের অধীনে কতিপয় ইউরোপীয় পদাতিক ও কতিপয় এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী মরদানে যাত্রা করে। কর্ণেল হেন্‌রি স্পটিসউড্ নামক এক জন সদয়প্রকৃতি সৈনিকপুরুষ এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যদিও অল্পদিন মাত্র এই দলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি অধীন সৈনিক পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার সমবেদনার সঞ্চার হইয়াছিল। সদয়ব্যবহারে, স্নেহপূর্ণ ভাবে, সারল্যময় সদাচারে, তিনি প্রত্যেক সিপাহীর হৃদয়ঙ্গম বন্ধু, বিশ্বস্ত আত্মীয়, প্রীতিময় অভিভাবক ছিলেন। স্নেহের ও প্রীতির পুত্তলী স্বরূপ পুত্র ঘোরতর বিপদের সম্মুখে পতিত হইলে, পিতার হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, আপনার অধীন সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া, তিনি সেইরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার চিহ্ন ছিল না, ললাটফলকে সহিষ্ণুতার লক্ষণ ছিল না। তিনি যাহাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্য্য করিতেন, যাহাদের উপকারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, যাহাদের উন্নতি হইলে সন্তোষসাগরে ভাসমান হইতেন, কেবল যাহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন, সেই প্রীতিভাজন বীরপুরুষেরা পবিত্র সৈনিকব্রত হইতে বিচ্যুত হইবে, আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্দ্দশাপন্ন ও অবমাননাগ্রস্ত হইবে, এবং বীরোচিত স্বত্ব ও

সম্মান হইতে স্খলিত হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় কষ্টের একশেষ ভোগ করিবে, ইহা তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। গভীর দুঃখে তিনি কর্তৃপক্ষকে নিরস্ত্রীকরণে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার লোকদিগের সম্বন্ধে লিখিলেন যে, তাঁহার দলের কেহই অবিশ্বাসের পাত্র নয়। তিনি ইহাদের জন্য আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, তাঁহার প্রার্থনায়, অধীন দলের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগে কোন ফল হইল না। পেশবার হইতে নিরস্ত্রীকরণ জন্য সৈন্য উপস্থিত হইল। ইহাদের আগমনে সন্দিগ্ধ হইয়া ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের এতদ্দেশীয় আফিসরেরা ২৪ মে রাত্রিকালে কর্ণেলের নিকট গিয়া, উক্ত সৈনিকদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ণেল স্পটিসউড্ সমস্তই জানিতেন। এখন আফিসরদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। আফিসরেরা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক কর্ণেলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। এখন স্পটিসউডের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। তাঁহার কথায় তদীয় প্রীতিপাত্রদিগের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি এতদিন যাহাদের প্রীতিকর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত ছিলেন, এখন তাহারাই তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তিনি এত দিন বিশ্বস্তভাবে যাহাদের উন্নতির জন্য যত্নশীল ছিলেন এখন তাহারাই তাঁহাকে অবিশ্বস্ত ভাবিলেন। দুঃখের পর দুঃখের তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি আর ভবিষ্যতের শোচনীয় দৃশ্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন না, প্রীতিভাজন বন্ধুজনের দুর্গতি দেখিবার জন্যও প্রস্তুত রহিলেন না। মর্ম্মান্তিক দুঃখে, নৈরাশ্যের গভীর আবেগে জ্ঞানহারা হইয়া, কর্ণেল স্পটিসউড্ স্বকীয় গৃহে একাকী বসিয়া, আপন হস্তে আপনার পিস্তলের গুলিতে আপন মস্তক ভেদ করিলেন।

কর্ণেল স্পটিসউড্ যখন এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অধীন সৈনিকগণের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের চিন্তায় সন্তপ্তহৃদয়ে, অসম্মান ও অবিশ্বাসের জন্য ব্যাকুলভাবে, যখন আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তখন ৫৫ গণিত সিপাহীদল স্থির থাকিতে পারিল না। এখন তাহাদের অধিনায়ক চির দিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাহাদের শেষ আশাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া-

ছিল। তাহাদের সম্মানও চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবার সূচনা হইয়াছিল। এখন স্থানান্তর হইতে তাহাদের বিপক্ষে সৈন্য আসিতেছিল। তাহারা যখন দুর্গপ্রাচীরের উপরিভাগ হইতে ঐ সৈনিকদলকে আসিতে দেখিল, তখন তাহাদের ধীরতা, তাহাদের কর্ম্মনিষ্ঠতা সমস্তই দূরীভূত হইল। তাহারা তখন অধীরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ, সামরিক, অস্ত্র, গোলা, গুলি ও অর্থ যাহা সম্মুখে পাইল, তৎসমুদয় লইয়া সোয়াটের অভিমুখে ধাবমান হইল। কেবল তাহাদের দলের ১২০ জন সিপাহী পলায়নে নিরস্ত থাকিল। নিকলসন অশ্বারোহী পুলিস সৈনিকের সহিত পলায়িত দিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পলাতকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াছিল। গন্তব্য পথ পর্ব্বত ও অরণ্যাদিতে সাতিশয় দুর্গম ছিল। সিপাহীরা এই পর্ব্বতময় পথে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অনুসরণকারীরাও তাহাদের অনুসরণে নিরস্ত হইল না। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সিপাহীরা যে যে পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, নিকলসনও সেই সেই পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকে ধৃত ও বন্দী হইল। অনেকে অনুসরণকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। অনেকে আহত হইয়া, দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনেকের অস্ত্র ও সামরিক ভূষণ অনুসরণকারী-দিগের হস্তগত হইল। অনেকে সোয়াটের পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, আপনাদিগকে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বার্থত্যাগী ও আত্মসমর্পণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল এবং সেই চিরপবিত্র ও চিরন্তন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তত্রত্য ভূপতিগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। তাহাদের দলের প্রায় ১২০ জন দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে দেহত্যাগ করিয়াছিল। প্রায় ১৫০ জন ইঙ্গরেজের বন্দী হইয়াছিল। তিন চারি শত জন অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তাহারা তেজস্বিতাপ্রকাশে বিমুখ হয় নাই। যখন নিকলসন অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তাহাদের অনুসরণ করেন, তখন তাহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল*। কিন্তু শেষে তাহাদের দলভঙ্গ হয়। তাহারা সহযোগিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,

* *Kaye, II, p. 486.*

বিক্ষতদেহে সোয়াটে গমন করে। সোয়াটের আখুন্দনামে পরিচিত বৃদ্ধ ভূপতি স্বধর্ম্মের পরিপোষক ও স্বধর্ম্মসংক্রান্ত কার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। যাহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্যত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের জন্য দুরারোহ পর্ব্বত ও দুর্গম অরণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অপরিচিত জনপদে উপস্থিত হইয়া, কাতরকণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, বৃদ্ধ আখুন্দ যদি তাহাদের প্রার্থনাপূরণে উদ্যত হইতেন, ধর্ম্মের নামে যদি ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইত। তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের হৃদয়ে এরূপ প্রচণ্ড বহ্নি উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, যাহার জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র পেশাবর ভস্মীভূত হইয়া যাইত এবং ঐ প্রজ্বলিত পাবকের প্রবল তাড়নায় ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভিত্তিও বোধ হয়, বিচলিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ আখুন্দ সিপাহীদিগের প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে আপনার রাজ্যে থাকিতে না দিয়া কেবল সিন্ধুনদের অপর পারে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের সহিত পথ-প্রদর্শক দিলেন। এইরূপে বিপন্ন সিপাহীরা সোয়াটে আশ্রয় না পাইয়া, কাশ্মীরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কাশ্মীরে যাইতে হইলে, হাজরা জনপদ বা উহার প্রান্তভাগ দিয়া যাইতে হইত। এই বিভাগের ডেপুটিকমিশনর মেজর বিচরের চেষ্টায় তাহাদের গমনপথ সকল অবরুদ্ধ হইল। বিচরের আদেশে স্থানীয় জমীদারগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অনুচরগণের সহিত গিরিসঙ্কট গুলিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হতভাগ্য সিপাহীগণ আপনাদের গন্তব্য পথ এই-রূপে অবরুদ্ধ দেখিয়া, কোহিস্তানের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু মেজর বিচর সকল স্থানেই তাহাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। তাহারা যে স্থানে যাইতে লাগিল, সেই স্থানেই সশস্ত্র লোকে তাহা-দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। তাহাদের চারিদিকে সমুন্নত পর্ব্বত গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছিল; তাহাদের গন্তব্যপথ সশস্ত্র অধিবাসিগণে অবরুদ্ধ হইয়া-ছিল; তাহাদের আশ্রয় স্থান অপরিচিত ও অনাতিথেয় লোকের তাড়নায় বিপত্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। পার্ব্বত্যলোকে তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে অস্ত্র লইয়া তাহাদের গতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। খাদ্যের অভাবে, প্রবল বৃষ্টিতে ও দুরন্ত হিমে তাহাদের সাতিশয় দুর্দ্দশা হইয়া-

ছিল, তথাপি তাহারা আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে অবনত হইল না। তাহাদের এক জন জমাদার এই বলিয়া সহযোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, এইরূপ অপরিচিত স্থানে শৃগালকুকুরের ন্যায় দেহ ত্যাগ করা অপেক্ষা ফিরিয়া গিয়া, রণস্থলে প্রকৃত যুদ্ধবীরের ন্যায় বীরশয্যায় শয়ন করাই শ্রেয়ঃ। যখন সহযোগীরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন সে দুঃসহ যাতনায় ও গভীর মনোবেদনায় অধীর হইয়া আত্মহত্যা করিল। জমাদারের আত্মবিসর্জ্জনের পর অবশিষ্ট সিপাহীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন স্থানে তাহাদের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। সকল স্থলেই তাহারা অবরুদ্ধ, আক্রান্ত ও নিপীড়িত হইতে লাগিল। যে কয়েক জন অবশিষ্ট ছিল, অবশেষে তাহারা পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, বিপক্ষদিগের সমক্ষে অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিল। তাহাদের কেহ কেহ ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, কেহ কেহ কামানের গোলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

৫৫ সংখ্যক সিপাহীদলের ১২০ জন সৈনিকপুরুষ ইঙ্গরেজদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। ইহারা যদিও ইঙ্গরেজদিগের বিরোধী হইয়াছিল, যদিও আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইয়া, বিশৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিয়াছিল, যদিও আপনাদের ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় ইঙ্গরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ভ্রান্ত ভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল, তথাপি কোন বিষয়ে ইহাদের ভয়ঙ্কর ভাবের পরিস্ফুট হয় নাই। ইহারা আপনাদের আফিসরদিগের শোণিতপাত করে নাই। ইউরোপীয়দিগের দেহনিঃসৃত রুধিরধারাতে ইহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। ইহাদের অনেকে সেই সময়ে উত্তেজনা ও সন্ত্রাসে অধীর হইয়া, ইঙ্গরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। এই সকল শোচনীয়দশাগ্রস্ত জীবকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিলে বা বন্দুকের গুলিতে বধ করিলে নিঃসন্দেহ দয়া ও ন্যায়পরতার অবমাননা হইত। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ সে সময় বিরুদ্ধাচারীদিগের বিধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন না। তাঁহারা সহযোগীদিগকে উপস্থিত বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সদয়ভাবে কার্য্য করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। নিকলসন এ সম্বন্ধে এডওয়ার্ডিসকে লিখিয়াছিলেন, "এই দলের (৫৫ সংখ্যক) আফিসরেরা

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শিখগণ শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে ছিল। এজন্য আমার মতে দয়ার সহিত ন্যায়পরতার সম্মান রক্ষা করা উচিত। শিখদিগের এবং যাহারা অল্পদিন হইল, সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট অপরাধীদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের যেন প্রাণহানি না হয়, এবং যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত থাকিয়া, জনসাধারণের উত্তেজনায় ভীতচিত্তে আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদেরও যেন জীবন নষ্ট না হয়।" স্যার জন লরেন্স ও পেশাবরের কমিশনরের নিকট ঐ ভাবে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রে লিখিত ছিল, "৫৫ সংখ্যক দলের সিপাহীরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল। তাহারা দয়ার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনার পর আমি তাহাদের সকলকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে ইচ্ছা করি না। একবারে এক শত কুড়ি জনের প্রাণদণ্ড করা সংখ্যায় বড় অধিক বলিয়া বোধ হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে অপরকে ভয় প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। পূর্ণ সংখ্যার এক চতুর্থাংশ হইতে এক তৃতীয়াংশকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলে আমার বিবেচনায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যাহাদের কোনরূপ দোষ দেখা গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা কুচরিত্র, উদ্ধত, সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, যুদ্ধে উদ্যত এবং আফিসরদিগের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ, তাহাদের প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি আবশ্যক সংখ্যার পূরণ না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সৈনিকদিগকে এই শ্রেণীতে নিবেশিত করা উচিত। বন্দুক বা কামান, যে উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বোধ হয়, তদ্দ্বারা ইহাদের প্রাণদণ্ড করা উচিত। অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে কয়েক দলে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। কোন দলকে দশ বৎসর, কোন দলকে সাত বৎসর, কোন দলকে পাঁচ বা তিন বৎসর কাল কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা বিধেয়। আমার বিবেচনায় এইরূপ দৃষ্টান্তই অধিকতর কার্য্যকর হইবে এবং এইরূপ শ্রেণীভেদে ও দণ্ডভেদে অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। সিপাহীরা দেখিবে যে, আমরা ভবিষ্যৎ অশান্তি ও অনিষ্টের প্রতীকার জন্য শাস্তি দিয়াছি; প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, দণ্ড বিধান করি নাই। ইহাতে জনসাধারণেও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবে না। যদি এই প্রস্তাব অনুসারে

কার্য্য না হয়, তাহা হইলে সকলেই প্রাণপণে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। যেহেতু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, তাহারাও দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।*"

স্যার জন লরেন্সের এই অভিমত সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল। যে সকল হিন্দুস্থানী সিপাহী ঘটনাক্রমে দুর্গ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদিগকে বেতন না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যে সকল শিখ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিল, তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের সহিত অন্য সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত হইল।

ইহার পর কঠোরতম শাস্তি প্রদানের কার্য্য আরম্ভ হইল। ৫১ সংখ্যক দলের যে ১২ জন সিপাহী স্বদল পরিত্যাগ করিয়াছিল, ৩রা জুন তাহাদের ফাঁসি হইয়াছিল। এখন ১০ই জুন ৮৭ সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিকদলের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মরদাননামক স্থানের ১২০ জন সিপাহী আপনাদের ইচ্ছায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রধান কমিশনরের অভিপ্রায় অনুসারে ইহাদের এক তৃতীয়াংশের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ১০ই জুন এই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন হইল। এই কঠোরতম দণ্ডবিধানের জন্য ১২০ জনের মধ্যে ৪০ জন সিপাহী নির্ব্বাচিত হইল। ১০ই জুন এই নিরুদ্ধ ও নিরতিশয় শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবেরা কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমানীত হইল। ইহাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহাদের পদমর্য্যাদার তিরোভাব ঘটিয়াছিল, ইহাদের সামরিক ভূষণ অপসারিত হইয়াছিল। ইহারা এখন স্বকীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আত্মীয় স্বজনদিগকে দুস্তরদুঃখসাগরে ভাসাইয়া, পূর্ব্বতন গৌরব ও মর্য্যাদায় বিসর্জ্জন দিয়া, কাতরভাবে কেবল জীবন—আপনাদের জীবনের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর কার্য্যদর্শনের জন্য সমগ্র পেশাবরের সৈনিকগণ সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রে মণ্ডলাকারে তিন দিকে দণ্ডায়মান হইল। অপর দিকে কামান সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখিবার জন্য আগমন করিল। ইহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত

* Kaye. Vol. II. p. 488-489.

হইয়াছিল। অনেকে সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। কেহ কেহ এই কার্য্যে ব্রিটিশশাসনের ভিত্তি বিপর্য্যস্ত হইবে বলিয়া মনে করিতেছিল। এই কৌতূহলাক্রান্ত ও নানাভাবে পরিচালিত দর্শকবৃন্দের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিকেরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান রহিল। আফিসরেরা আপনাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। ইঁহাদের অধীন সৈনিক পুরুষেরা সন্দেহাকুলহৃদয়ে গুরুতর বিপদের প্রতিবিধান জন্য প্রস্তুত রহিয়াছিল।

কয়েক বার সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইলে ব্রিগেডিয়ার কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান সৈনিকদিগের পুরোভাগে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিয়া দণ্ডাদেশলিপি পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে আদেশলিপি পঠিত হইল। অতঃপর ভয়াবহ কার্য্যের আরম্ভ হইল। নির্ব্বাচিত চল্লিশ জন অপরাধী সৈনিক পুরুষকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য কাহারও মুখ হইতে একটি কথা বহির্গত হইল না। তাহাদের উদ্ধারার্থ কাহারও হস্ত প্রসারিত হইল না। তাহাদের কঠোরতম শাস্তির নিরোধের জন্য কাহারও কোন উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হইল না। সকলেই ভীতচিত্তে, নিস্পন্দভাবে ও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এই ভয়ানক ঘটনা দেখিল। নিরস্ত্র ও সশস্ত্র, উভয় সিপাহীদলই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। ইহারা কেহই কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। সকলেই গভীর আশঙ্কা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিল এবং সকলেই বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, অধিনায়কদিগের আদেশ পালন করিতে লাগিল। পার্ব্বত্য প্রদেশের যে সকল অধিবাসী এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিল, তাহারা ইঙ্গরেজের অভাবনীয় ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সৈনিকদলে প্রবেশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বজনসমক্ষে এইরূপ দণ্ড বিধান করিয়া, আপনাদের অপ্রতিহত প্রভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহারা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, তাহারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কঠোরতা প্রকাশ না করিয়াও, জনসাধারণের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতে পারিতেন। কামানের গোলায় যাহারা

বিনষ্ট হইল, যাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল, তাহারা ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও জাতিনাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইলেও কোন রূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করে নাই। আফিসরদিগের শোণিতে তাহাদের অস্ত্র কলঙ্কিত হয় নাই। কুলকামিনী বা শিশুদিগের বিরুদ্ধেও তাহাদের অস্ত্র উদ্যত হয় নাই। সমগ্র রাজ্য ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত করিতেও তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তাহারা গভীর সন্দেহে সশঙ্ক হইয়া উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল মাত্র। এই উত্তেজনার আবেগে তাহাদের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তাহারা চিরন্তন সৈনিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হয় নাই। চিরপ্রচলিত সৈনিকশাসন-বিধিরও মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। এ অংশে তাহাদের অপরাধ গুরুতর হইতে পারে। কারারোধে ইহাদের যথোচিত শাস্তি হইত। একবারে ৪০টি জীবকে কামানে উড়াইয়া না দিয়া, যদি তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিকপুরুষ ও দর্শকগণের সমক্ষে দীর্ঘকাল কারাবাসের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইত, তাহা হইলে ন্যায়পরতার মর্য্যাদানাশ হইত না, করুণারও অবমাননা ঘটিত না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হইত না। দর্শকগণ একবারে এতগুলি সৈনিককে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কারাগারে যাইতে দেখিলে ব্রিটিশাসনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিত।

সোয়াট নদীর তীরে আবজাইনামক স্থানের দুর্গে ৬৪ সংখ্যক সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। নিকলসন যে দিন ৫৫ সংখ্যক সিপাহীদিগের অনুসরণ করেন, তার পর দিন সংবাদ পাইলেন যে, আজুন খাঁ নামক একজন বিখ্যাত সাহসী আফগান পর্ব্বত হইতে নামিয়া ৬৪ সংখ্যক সিপাহীদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি উক্ত দুর্গস্থিত সৈনিকদলের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। অযোধ্যা অধিকৃত হওয়াতে মুসলমানদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। মহম্মদের শিষ্যেরা দেখিল যে, তাহাদের চিরমান্য ভূপতি ফিরিঙ্গীর কৌশলে স্বরাজ্য হইতে তাড়িত ও সর্ব্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। অযোধ্যা ধর্ম্মনিষ্ঠ নবাবের অধীন থাকাতে ঐ স্থান মুসলমানধর্ম্মের দুর্গস্বরূপ ছিল। এখন ঐ দুর্গ ফিরিঙ্গীর অধীন হইল। ইহা দেখিয়া ভারতের মুসলমানেরা ভাবিল অতঃপর হয়দারাবাদেরও ঐ দশা ঘটিবে। অযোধ্যার ন্যায় হয়দারাবাদও মুসলমানধর্ম্মের প্রাধান্যরক্ষার স্থল ছিল। যেহেতু এই স্থানে

ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ভূপতি আধিপত্য করিতেন। এই স্থানে মুসলমানধর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বদা অপ্রতিহত থাকিত এবং এই স্থানে মুসলমানধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে অনুষ্ঠিত হইত। ফিরিঙ্গিগণ যখন অযোধ্যা অধিকার করিল, তখন হয়দারাবাদও অধিকার করিবে। মুসলমান ধর্ম্মের দুইটি প্রধান আশ্রয়স্থল তাহাদের অধিকৃত হইবে। এইরূপ কল্পনাতরঙ্গে পরিচালিত হইয়া, ভারতের কৌতূহলপরবশ মুসলমানেরা এক সময়ে অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল। কথিত আছে, তাহারা এজন্য আফগানিস্তানের আমীরের সমবেদনা উদ্দীপিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল *। ইহাদের অধীরভাবে আমীর দোস্ত মহম্মদ অধীরতা প্রকাশ করুন, বা নাই করুন অযোধ্যার ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ভূপতির দুর্গতির সংবাদ আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশের ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের অবিদিত হয় নাই। ভারতবর্ষের একজন প্রধান মুসলমান ভূপতির অবমাননায় এই মুসলমানগণ যে, উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে বিপদাপন্ন করিতে অগ্রসর হইবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ঘটনা বিচিত্র ও অসম্ভাবিত না হইলেও উপস্থিত সময়ে সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সজ্জিত হয় নাই। কার্য্য কুশল কটনের চেষ্টায় আজুনখাঁর উদ্দেশ্য বিফল হয়। আজুন খাঁ স্বস্থানে প্রতিগমন করে। এদিকে আবজাই দুর্গের সৈনিক পুরুষেরা নিরস্ত্রীকৃত হয়।

পঞ্জাবের অন্যান্য স্থলেও সিপাহীরা সমুত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু লাহোর ও পেশাবরে যাহা ঘটিয়াছিল, অন্যান্য স্থলে তাহা ঘটে নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জলন্ধরে যে সকল সিপাহী ছিল, তাহাদের কতকগুলি ফিলোরে

* ১৮৫৬ অব্দের আগষ্ট মাসে সোয়াটের আখুন্দের একখানি পত্র পিণ্ডিতে ফতেখাঁর নিকট প্রেরিত হয়। এই পত্রে লিখিত ছিল যে, লক্ষ্ণৌনিবাসী মুসলমানগণ আমীর দোস্ত মহম্মদকে জানাইয়াছেন যে, ইঙ্গরেজেরা অযোধ্যা অধিকার করিয়াছে। ইহার পর বোধ হয়, হয়দরাবাদও অধিকৃত হইবে। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে কোনরূপ চেষ্টা না হইলে ভারতবর্ষে আর মুসলমানধর্ম্মের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। এ সম্বন্ধে আমীর দোস্ত মহম্মদ কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন, তাহা লক্ষ্ণৌর মুসলমানগণ জানিতে চাহিতেছেন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 496. note,*

প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন জলন্ধরের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হয়েন নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে জলন্ধরের সিপাহীদিগের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মে। এই সময়ে ইহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি হইয়াছিল। চিরপবিত্র ধর্ম্মের অবমাননার আশঙ্কায় ইহাদের চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে ইহাদের ধীরতা অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেজর লেক্ জলন্ধর বিভাগের কমিশনর ছিলেন। মীরাট এবং দিল্লীর ঘটনার সময়ে তিনি জলন্ধর নগরে উপস্থিত ছিলেন না। শেষে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সিপাহীদিগকে সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও সন্দিগ্ধ দেখিলেন। এখন এই অসন্তুষ্ট ও সন্দিগ্ধ সিপাহীদিগের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল। কমিশনর লেক্ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার গুরুতর গোলযোগের আশঙ্কায় সহসা নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। আফিসেররাও নিরস্ত্রীকরণের সমর্থন করিলেন না। এদিকে সিপাহীদিগের হৃদয়নিহিত আশঙ্কা ও তন্মূলক উত্তেজনার শান্তির নিমিত্ত কোনরূপ সদুপায় অবলম্বিত হইল না। সুতরাং অবিলম্বে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবতরঙ্গে জলন্ধর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ৭ই জুন ইউরোপীয় সৈনিকদলের অধিনায়কের গৃহে অগ্নি লাগিল। এই সঙ্গে দুই দল পদাতি ও একদল অশ্বারোহী সিপাহী সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল। ৭ই জুন রাত্রিকালে দেখিতে দেখিতে সমগ্র সৈনিকনিবাস যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিতে তরঙ্গায়িত হইল। চারিদিকে ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল, চরিদিকে উত্তেজিত লোকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। আফিসরেরা তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিল। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ শিশুসন্তানদিগের সহিত ভয়বিহ্বলচিত্তে নিরাপদ স্থলে আশ্রয় গ্রহণ জন্য উদ্যত হইল। অতিমাত্র গোলযোগে, নিরতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে ও ভয়াবহ কলরবে গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। একদল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ কয়েক দল ইউরোপীয় কামানরক্ষকের সমক্ষে জলন্ধরের সিপাহীগণ প্রকাশ্যভাবে গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা উত্তেজিত হইলেও ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে তৎপরতা

প্রকাশ করে নাই এবং সর্ব্বজনগর্হিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও সর্ব্বধ্বংসকর বিকটভাবের বিস্তারে উদ্যত হয় নাই। বোধ হয়, তাহারা তাড়াতাড়ি দিল্লীতে গিয়া স্বধর্ম্মরক্ষায় উদ্যত স্বদেশবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আফিসারদিগের শোণিতপাতে তাহাদের স্পৃহা ছিল না, জলন্ধরে সমগ্র ইউরোপীয়ের ধ্বংসসাধনে তাহাদের আগ্রহ ছিল না, বা বিস্তৃত পঞ্চনদে ইঙ্গরেজশাসনের বিলোপেও তাহাদের চেষ্টা ছিল না। তাহাদের যে সকল স্বদেশবাসী জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহারা বোধ হয়, সেই সকল স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ফিরিঙ্গীদিগের কৌশলে তাহাদের ধর্ম্মনাশ হইবে। তাহারা ধর্ম্মনিহন্তা ফিরিঙ্গীদিগের সমক্ষে অবস্থিতি করিতে সাহসী হয় নাই। সুতরাং তাহারা আফিসরদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের গতিতে, উত্তেজনার গভীর আবেগে কোন কোন স্থলে জীবন ও সম্পত্তি বিপত্তিপূর্ণ হইয়াছিল। গোলযোগের মধ্যে একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ গুলির আঘাত প্রাপ্ত হয়, এই আঘাতেই শেষে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই সৈনিক পুরুষ স্বদলের কোন সিপাহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। একজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, এইরূপ গোলযোগে কতিপয় আফিসরও আহত হয়েন। কোন কোন স্থলে আবাসগৃহ ভস্মীভূত ও সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হয়। এগুলি বিপ্লবের অনিবার্য্য ফল এবং তদানীন্তন কালের অনিবারণীয় গতির লীলামাত্র। গভীর উত্তেজনা ও গুরুতর গোলযোগের সময়ে সর্ব্বস্থলেই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের বলবতী জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যায় না। সিপাহীরা আফিসরদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিল। যেখানে তাহারা আফিসরদিগকে বিপদাপন্ন দেখিয়াছিল, সেইখানেই তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য বিদ্যুৎবেগে উপস্থিত হইয়াছিল। এ অংশে তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি কলঙ্কিত হয় নাই, তাহাদের প্রতিহিংসা উদ্দীপিত হইয়া উঠে নাই, এবং তাহাদের দয়া ও সমবেদনা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ফিলোরে ৩ সংখ্যক সৈনিকদল ছিল। হুসিয়ারপুরে ৩৩ সংখ্যক সিপাহী-দল অবস্থিতি করিতেছিল। জলন্ধরের সিপাহীরা বোধ হয়, ইহাদিগকে লইয়া মোগলের রাজধানীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। একজন অশ্বারোহী ফিলোরের সিপাহীদিগকে সংবাদ দিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রধাবিত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা রাত্রি ১টার সময় জলন্ধর পরিত্যাগ করে। ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন তদ্দণ্ডে ইহাদের অনুসরণে উদ্যত হয়েন নাই। রসদের প্রতীক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড তপন যখন পূর্ব্বগগনপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, চারি দিকে প্রখর আতপ তাপ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তখন ব্রিগেডিয়ারের আদেশে এক দল সৈনিকপুরুষ সিপাহীদিগের অনুসরণ করে। রাত্রি ১টার সময় সিপাহীরা জলন্ধর হইতে যাত্রা করিয়াছিল। পর দিন বেলা ৭ টার সময় তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রস্থান করিল। কিন্তু সিপাহীরা তখন বহু দূরে গিয়াছিল। অনুসরণকারিগণ অনুসরণমাত্র করিল এবং অনুসরণ করিয়াই স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দেখিতে পাইল না। এই অনুসরণের কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। এই সময়ে জনরব উঠিয়াছিল যে, ফিলোরে অবিলম্বে গোলযোগ ঘটিবে। একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়ক দুইটি কামান এবং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ লইয়া ফিলোরের অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত পঞ্জাবের দ্বিতীয় অশ্বারোহীদল যাত্রা করে। তিনি উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, সিপাহীদলের আফিসরেরা দুর্গে রহিয়াছেন, উত্তেজিত সিপাহীরা ৪ মাইল দূরে শতদ্রু পার হইতেছে। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে জলন্ধরের সিপাহীরা সমাগত হইল। উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, ইঙ্গরেজ সেনানায়ক তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার অধীন সৈনিকপুরুষেরা গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ফিলোর হইতে শতদ্রুতে যাইবার পথ তাহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না। এদিকে ফিলোরের আফিসরেরা দুর্গে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন পথপ্রদর্শককে পাঠাইতে পারিলেন না। সুতরাং অনুসরণকারী সৈনিকগণ সমস্ত রাত্রি এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন যদি কালবিলম্ব না করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সিপাহীদিগের অনুসরণ জন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে

কিয়দংশে কার্য্য হইতে পারিত। কিন্তু অতিবিলম্বে সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হইল। ফিলোরের সিপাহীরা অবলীলাক্রমে দুর্গ পরিত্যাগ করিল। আফিসরেরা আকস্মিক বিপদে ভীত হইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনুসরণকারী সৈনিকগণ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা কোনরূপ সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। এদিকে জলন্ধরের সিপাহীরা উপস্থিত হইয়া শতদ্রুর অপর তটে উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিল।

* জলন্ধরের ব্রিগেডিয়ার যখন এইরূপ কার্য্যশৈথিল্যের পরিচয় দিয়াও সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসালাভ করিতেছিলেন, তখন দুই জন সিবিল কর্ম্মচারী কালবিলম্ব না করিয়া যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত উপস্থিত বিপদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। জর্জ রিকেট্‌স উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনর এবং থরন্‌টন সহকারী কমিশনর ছিলেন। থরন্‌টন ফিলোরের সৈনিকদিগকে বেতন দিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে সিপাহীদের গমনের সংবাদ পাইয়া, তিনি সবিশেষ সত্বরতার সহিত অশ্বারোহণে শতদ্রুতটে উপনীত হয়েন এবং নৌসেতু ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সেতু ভগ্ন হওয়াতে সিপাহীরা কয়েক মাইল দূরে গিয়া শতদ্রু উত্তীর্ণ হইবার উদ্যোগ করে। থরন্‌টন তাড়াতাড়ি লুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, ডেপুটি কমিশনর রিকেট্‌স্ টেলিগ্রাফে জলন্ধরের সংবাদ পাইয়া লুধিয়ানার রক্ষার আয়োজন করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ দিল্লীর অভিমুখে গিয়াছে, লুধিয়ানা তাহারই পার্শ্বভাগে অবস্থিত। ডেপুটি কমিশনর আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময়ে লুধিয়ানা উৎসন্ন করিয়া যাইবে। সময় অতি অল্প ছিল। এই অল্প সময়ও আবার অল্পতর হইয়া পড়িল। যেহেতু ডেপুটি কমিশনর যখন জলন্ধরের সংবাদ পাইলেন, তখন লুধিয়ানার সিপাহীদিগের নিকটেও ঐ সংবাদ উপস্থিত হইল। লুধিয়ানার সিপাহীদল ফিলোরের ৩ গণিত সিপাহীদলের একটি শাখা, ইহারা জলন্ধরের সিপাহীদিগের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহারাও প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদের গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। দুর্গ ও ধনাগার অধিকার করা ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লুধিয়ানায় ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না, সুতরাং ইহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ সুগম

ছিল। এ দিকে প্রতিমুহূর্ত্তে জলন্ধর ও ফিলোরের সিপাহীদিগের উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল। ডেপুটি কমিশনর এইরূপ বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জলন্ধর ও লুধিয়ানার মধ্যে শতদ্রু নদ ছিল। জলন্ধরের সিপাহীরা যাহাতে এই নদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, ডেপুটি কমিশনর তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৪ গণিত শিখসৈন্য দিল্লীতে যাইতেছিল, ডেপুটি কমিশনর যখন ভয়াবহ বিপদের সংবাদে বিব্রত হইয়াছিলেন, তখন তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল। লেফ্‌টেনেণ্ট উইলিয়মস্ নামক একজন সেনানায়ক এই দলের কিয়দংশ সৈন্য সহ সিপাহীদিগের আগমনে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে নাভার রাজা বিপদাপন্ন ইঙ্গরেজের সাহায্যার্থ দুইটী কামান এবং কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এই সময়ে ভারতের প্রধান ভূপতিগণ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। যেখানে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ বিপদের পর বিপদে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য কাতরভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেইখানেই ভারতের ভূপতিবর্গ তাঁহাদের উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ভারতবাসিগণ এক দিকে যেমন ভয়ঙ্কর বিপ্লবের অবতারণা করিয়াছে, অপর দিকে কোমলহৃদয় ভারতবাসীদিগের করুণা বিপ্লবপীড়িত বিদেশীদিগের হৃদয়ে শান্তি বিধান জন্য সেইরূপ যত্নের পরিচয় দিয়াছে। উপস্থিত স্থলে নাভার অধিপতির হৃদয়ে এইরূপ করুণার আবির্ভাব হইয়াছিল। করুণার বশবর্ত্তী হইয়া নাভারাজ বিপন্নদিগের সাহায্যের জন্য সৈন্য ও কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। লুধিয়ানার ডেপুটিকমিশনর এই সকল সৈনিকদল লইয়া জলন্ধরের সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সিপাহীরা কোন্ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, জানিবার জন্য ডেপুটি কমিশনর নৌকাযোগে অপর তটে উপস্থিত হইলেন এবং সেই তটভাগ দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন যে, সহকারী কমিশনর থরন্‌টন সাহেবের চেষ্টায় নৌসেতু ভগ্ন হওয়াতে সিপাহীরা শতদ্রুর ৪ মাইল উজানে গিয়া, যে স্থলে নদ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই স্থানে পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ডেপুটি কমিশনর আবার নদী পার হইয়া লুধিয়ানার দিকে আসিলেন। এবং সংগৃহীত সৈন্য লইয়া লেফ্‌টেনেণ্ট উইলিয়ম্‌-

সের সহিত সিপাহীদিগের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোন যদি ইউরোপীয় সৈন্যসহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শতদ্রুতটে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে সিপাহীগণ দুই প্রতিকূল সৈনিক-দলের মধ্যে পড়িয়া বিপদাপন্ন হইত। অনেকে হয়ত দুই দলের সংঘর্ষে শতদ্রুর তটবিভাগে বা শতদ্রুর জলপ্রবাহে দেহত্যাগ করিত। কিন্তু এই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের সৈনিকদলের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না। এদিকে রাত্রি ১০ টার সময়ে সিপাহীরা রিকেট্‌স্‌ ও লেফ্‌টেনেণ্ট উইলিয়মসের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। পথ দুর্গম ছিল, স্থানে স্থানে অদৃঢ় বালুকারাশি ও বহুসংখ্যক খাত থাকাতে ইঙ্গরেজ সৈন্যের গমনে বিঘ্ন হইয়াছিল। এদিকে প্রায় ১২০০ সিপাহী শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদের সহিত ইঙ্গরেজ সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ পক্ষে শিখ সৈনিকেরা যার পর নাই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহীরাও পরাক্রান্ত স্বদেশীয়দিগের সমক্ষে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। রণকুশল শিখগণ অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তিপ্রদর্শনে নিয়োজিত ছিল, তজ্জন্য এখন তাহারাই অবিকারচিত্তে ও অসঙ্কুচিত ভাবে তাহাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতপাত করিতে লাগিল; আর সিপাহীরা ইঙ্গরেজের দুরবগাহ রাজনীতির মহিমায় আপনাদের রাজভক্তিতে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, এজন্য এখন তাহারা সেই প্রভুভক্ত স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ এক সময়ে ভারতবাসীদিগের সাহায্যে ভারতে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন আবার সেই ভারতবাসীদিগের সাহায্যেই আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল হইলেন। দুই ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইঙ্গরেজের পক্ষে কামান ছিল, এই কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীদিগের কামান না থাকিলেও তাহারা বন্দুকের সাহায্যে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। নিশীথকালে চন্দ্রমা যখন গগনমধ্য হইতে করজাল বিস্তার করিতে লাগিল, তখন ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্‌ ও সেনানায়ক উইলিয়মস্‌ সিপাহীদিগের পরাক্রমে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। নাভারাজের সৈন্য পলায়ন করিল। শিখগণও পরিশ্রান্ত হইল। তাহাদের গুলি বারুদ নিঃশেষিত হইয়া গেল। এদিকে সিপাহীদল অবারিতবিক্রমে আত্মক্ষমতা

প্রকাশ করিতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্ ও ইঙ্গরেজ সেনানায়ক উইলিয়মস্ আর কোন উপায় না দেখিয়া, আপনাদের সৈন্য সহ রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহারা অবসন্নদেহে ও ভগ্নহৃদয়ে পশ্চাৎ হটিয়া আপনাদের সৈনিক-নিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইঙ্গরেজ সেনানায়ক যখন উত্তেজিত সিপাহীদিগের গতিরোধে অসমর্থ হইলেন, ইঙ্গরেজ সৈন্য যখন সিপাহীদিগের পরাক্রমে হটিয়া গেল, তখন সেই উত্তেজিত সিপাহীগণ প্রবল বেগে লুধিয়ানার অভিমুখে ধাবিত হইল। ৯ই জুন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তাহারা নগরে প্রবেশ করিল। দুর্গে যে সৈনিকদল ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহীদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। নগরের চারি দিকে যে সকল উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোক অপরের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশা করিতেছিল, তাহারা সিপাহী-দিগের সমাগমে দলবদ্ধ হইয়া বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে সমুত্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র লুধিয়ানা বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাবুল হইতে যাহারা তাড়িত হইয়া বৃটিশ কোম্পানির অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা লুধিয়ানায় বাস করিতেছিল। তাহাদের বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। কাশ্মীরের যে সকল ব্যক্তি শালের ব্যবসায় করিত, তাহারাও লুধিয়ানায় অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত বিলুণ্ঠনপ্রিয় বহুসংখ্যক লোক লুধিয়ানাবাসী ছিল। এখন এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কাবুলীগণ লুণ্ঠনাশায় দলে দলে চারি দিকে ধাবিত হইল। কাশ্মীরের শাল ব্যবসায়িগণ গবর্ণমেণ্টের গুদাম, আমেরিকাবাসী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক-দিগের গৃহ সকল লুণ্ঠন করিল, উপাসনাগৃহ সকল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, ছাপাখানা বিনষ্ট করিল এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত সমুত্তেজিত সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের আবাসগৃহ সকল দেখাইয়া দিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক মুসলমান গুজরগণ একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মৌলবীর কথায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই মৌলবী ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। এক্ষণে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য ফিরিঙ্গীর বিপক্ষে ইহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা উদ্ধতপ্রকৃতি মুসলমান গুজরদিগকে অধিকতর উদ্ধত করিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ সিপাহীদিগের সমাগমে

আহ্লাদিত হইয়া চারিদিকে বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। কারাগারের কয়েদি-গণ বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। যাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্বাধিকার আছে, যাহা ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয়ই বিলুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হইল। ব্যবসায়িগণ সিপাহীদিগের পরাক্রমে ভীত হইয়া তাহাদের জন্য টাকা বা আটা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। এদিকে বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরদিগের আক্রমণে অনেক দোকান নিরুদ্ধ হইল। মহাজনেরা আপনাদের টাকাকড়ি গোপন করিল। ব্যবসায়ীরা আপনাদের দ্রব্যজাত গৃহবদ্ধ করিয়া রাখিল। কিছুকালের জন্য শৃঙ্খলা ও শান্তি লুধিয়ানা হইতে অন্তর্হিত হইল। কিছুকালের জন্য লুধিয়ানার শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণ গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে উপায় প্রশস্ত বলিয়া মনে করিল, সেই উপায়েই আপনাদিগকে নিরাপদ করিতে উদ্যত হইল। লুধিয়ানায় ইঙ্গরেজের প্রাধান্য, ক্ষমতা ও আধিপত্য কিছু কালের জন্য সমাগত সিপাহীদিগের পরাক্রমে পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল।

জলন্ধরের উত্তেজিত সিপাহীরা লুধিয়ানায় সমাগত হইল। লুধিয়ানার উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত হইল। গবর্ণমেণ্টের দ্রব্যাদি অপহৃত হইল। ইউরোপীয়-গণ প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া, ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোনের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু জনষ্টোন যথাসময়ে সাহায্য-কারী সৈনিকপুরুষদিগকে পাঠাইলেন না। যে রাত্রিতে জলন্ধর ও লুধিয়ানার পথে ডেপুটি কমিশনর রিকেট্‌সের সহিত সিপাহীদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রাত্রিতেই ইউরোপীয় সৈনিকেরা লুধিয়ানায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে কোন আদেশ উপস্থিত হইল না। রিকেট্‌স তাঁহার সাহায্যের জন্য কামান ও সৈন্য পাঠাইয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জনষ্টোনের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যার্থ সমস্ত দিনের মধ্যে কেহই লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা রাত্রিসমাগম পর্য্যন্ত লুধিয়ানায় রহিল, অবশেষে তাহারা মোগলের রাজধানী দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইল। শেষে যখন জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিকেরা লুধিয়ানায় উপস্থিত হইল, তখন সিপাহীদিগের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তাহাদের অনুসরণ করা তখন নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইল।

ব্রিগেডিয়ার জনষ্টোনের শিথিলতা প্রযুক্ত ইঙ্গরেজ পক্ষের ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সিপাহীরা তাড়াতাড়ি দিল্লীতে চলিয়া যাওয়াতে ইঙ্গরেজদিগকে তাদৃশ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। সিপাহীগণ কোনরূপ শৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থিত কার্য্যপ্রণালীর অনুবর্ত্তী হয় নাই। তাহারা যখন জলন্ধর হইতে লুধিয়ানায় উপস্থিত হয়, তখন লুধিয়ানায় কোন ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না। দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা আগন্তুক সিপাহীদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল, নগরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জনসাধারণের অধিকাংশ সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। ধনাগার তাহাদের পদানত হইয়া উঠিয়াছিল, দুর্গ তাহাদের পরাক্রমলব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহারা যদি দুর্গের যথাস্থানে কামান সমূহ স্থাপন করিত, উক্ত কামান সমূহের পার্শ্বে যদি সৈনিক পুরুষদিগকে রাখিয়া দিত, ধনাগারের অর্থ রাশি যদি যুদ্ধোপযোগী কার্য্যে ব্যয় করিত, এবং নগরের উত্তেজিত জনসাধারণের সাহায্যে যদি আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্নশীল হইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রয়াস, বোধ হয়, বিফল হইত না। তাহারা লুধিয়ানায় আপনাদের অধিকারস্থাপনে সমর্থ হইত। ইঙ্গরেজ বোধ হয় সহসা তাহাদের ক্ষমতা নাশ করিতে পারিতেন না। পঞ্জাব হইতে দিল্লীগামী প্রশস্ত পথের পার্শ্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ নগর যদি সিপাহীদিগের অধিকারে থাকিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজকে সাতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত, এবং বোধ হয় দিল্লী পুনরধিকার করা ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দিল্লী অধিকৃত না হইলে উপস্থিত বিপ্লবে আত্মপ্রাধান্যস্থাপন ইঙ্গরেজের পক্ষে দুর্ঘট হইত। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যক্রমে সিপাহীরা এ সকল বিষয় ভাবিয়া দেখে নাই। পরিচালকের অভাবেই হউক, অদূরদর্শিতার জন্যই হউক, কোনরূপ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট না থাকার জন্যই হউক, সিপাহীরা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। ইহাতে দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা এক কেন্দ্রে বহু দলে সমবেত হইয়া, আপনারাই আপনাদের বলক্ষয় করিয়াছিল। ইঙ্গরেজ যেমন কোন কোন স্থলে কার্য্য-শিথিলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সিপাহীরাও সেইরূপ প্রায় সর্ব্ব-

স্থলেই দূরদর্শী পরিচালক ও সুশৃঙ্খলার অভাব প্রযুক্ত ক্ষীণবল হইয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল।

জলন্ধরের উত্তেজিত সিপাহীগণ লুধিয়ানা হইতে দিল্লীতে প্রস্থান করিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের সাহায্যার্থ লুধিয়ানায় সমাগত হইল। এখন লুধিয়ানার রাজপুরুষেরা কঠোরভাবে প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধনে উদ্যত হইলেন। লুধিয়ানায় তাঁহাদের প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা আবার জনসাধারণের ভীতিস্থল হইয়া দাঁড়াইল। এখন তাঁহারা সাতিশয় কঠোরতাসহকারে আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ২০ জনের অধিক কাশ্মীরীশাল-বিক্রেতা অন্যান্য লোকের সহিত অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। যাহারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদেরও ঐ দশা ঘটিল। হতভাগ্যেরা যখন ধৃত হইল, তখনই বিচারক তাহাদের বিচার আরম্ভ ও দণ্ডাদেশ প্রচার করিলেন। ঐ আদেশ টেলিগ্রাফে স্থানান্তরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ আবার টেলিগ্রাফে উহার অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। এইরূপে যে দিন বিচার আরম্ভ হইল, সেই দিনের অপরাহ্নের মধ্যে হতভাগ্যদিগের সমস্ত আশাভরসার অবসান হইল।

অতঃপর রাজপুরুষেরা লুধিয়ানার সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। জলন্ধরের ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা উপস্থিত হওয়াতে, ডেপুটি কমিশনর রিকেটস্ সহজে লুধিয়ানার সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে যাহারা অস্ত্র সহ আত্মগোপন করিয়াছিল, স্থানীয় অধিপতিবর্গ তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া দিতে লাগিলেন। যাহারা গোপনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছিল, তাহারা এইরূপে ধৃত হইল। রাজপুরুষেরা প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা অস্ত্র ব্যবহার করা বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহাদের নিকটে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র বা যুদ্ধোপকরণ পাওয়া যাইবে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল।

যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও যুদ্ধোপকরণের সংগ্রহ যেমন প্রতিষিদ্ধ হইল, সেইরূপ দিল্লীস্থিত সৈন্যের ব্যবহারার্থ দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল।

পঞ্জাব হইতে দিল্লীর অভিমুখে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া বহু সংখ্যক গরুর গাড়ী ও ভারবাহী জন্তু সকল দ্বারা দ্রব্যাদি প্রেরিত হইল। এই দ্রব্য পাঠাইবার সম্বন্ধে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের অধিকাংশ লোকে এই সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতিনাশের আশঙ্কায়, ধর্ম্মহানির বিভীষিকায় অথবা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দিগ্ধ লোকের মন্ত্রণায়, ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সমবেদনাপ্রকাশে সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে পঞ্জাবের অধিপতিগণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিলেন। ঝিন্দ, নাভা, পাতিয়ালার রাজগণ উত্তেজিত লোকের সম্মুখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য রক্ষার জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাদের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত দ্রব্যাদি নিরাপদে দিল্লীতে পহুঁছে। দিল্লীস্থিত ইঙ্গরেজ সেনানিবাসের সৈনিকেরা ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহ লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষগণ যখন মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা অবগত হয়েন, পঞ্জাবের স্থানে স্থানে যখন অশান্তির আবির্ভাব হয়, তখন উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণনিবারণ ও শান্তিস্থাপনের জন্য সীমান্ত-ভাগের যুদ্ধকুশল ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অস্থায়ী সৈন্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কাপ্তেন ডেলী নামক একজন সেনানায়কের অধীনে এই সৈনিকদল মরদাননামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৩ই মে ইহারা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে নওশেরায় যাত্রা করে। নিশীথকালের পূর্ব্বে ইহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়। সেনাপতি কটন আবার এই স্থান হইতে ইহাদিগকে আটকে যাইবার আদেশ দেন। সুতরাং কাপ্তেন ডেলী প্রত্যূষে নওশেরা হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সৈনিকদল সহ আটকে উপনীত হয়েন। এইরূপে এই যুদ্ধকুশল ও দৃঢ়তাসম্পন্ন সৈনিকদল প্রচণ্ড আতপে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও আটকের দুর্গ নিরাপদ করে। অতঃপর ইহারা ১৬ই মে নিশীথকালে আটক পরিত্যাগ করে। এই সময়ে চন্দ্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। নিশীথকালীন সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। সৈনিক দল এই স্নিগ্ধচন্দ্রালোকে ও শীতলসমীরসঞ্চালনে

প্রফুল্ল হইয়া চলিতে লাগিল। পথে কয়েক স্থলে বিশ্রাম করিয়া তাহারা ১৮ই মে রাবলপিণ্ডীতে উপনীত হইল। এই স্থানে কাপ্তেন ডেলী আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে এই সৈনিক দল সহ দিল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিতে হইবে। আদেশ পাইয়া ডেলী দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে তিনি লুধিয়ানায় উপস্থিত হয়েন। ৫ঠা জুন প্রাতঃকালে তাঁহার সৈনিকদল আম্বালায় এবং ৬ই জুন কর্ণালে পঁহুছে। দিল্লী হইতে যে সকল রাজপুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত ডেলীর সাক্ষাৎ হয়। এই রাজপুরুষদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠনপ্রিয় উত্তেজিত লোকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহারা ফিরিঙ্গীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠনে কিছুতেই কাতর নহে। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত উক্ত রাজপুরুষেরা উক্ত পল্লীসমূহের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উত্তেজনা এত-দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, দুই একজনের অপরাধে সমগ্র পল্লীর উচ্ছেদসাধন ইঁহাদের নিকট ন্যায়বহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কাপ্তেন ডেলী ইঁহাদের আগ্রহে এই ন্যায়বহির্ভূত কার্য্যসাধনে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার আদেশে সৈনিকদল পল্লীসমূহ আক্রমণ করিল। পল্লীবাসীরা ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে আকস্মিক আক্রমণে দেহ ত্যাগ করিল, অনেকে বন্দী হইল। তাহাদের আবাসগৃহসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। পলায়িত রাজ-পুরুষেরা এইরূপে প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি করিলেন; আর এই সেনানায়কও তাঁহাদের আগ্রহে অনেক নিরপরাধী পল্লীবাসীর প্রাণনাশের সহিত সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন।

পল্লীদাহনে ও পল্লীবাসীদিগের বিনাশসাধনে কাপ্তেন ডেলীর পথে বিলম্ব হইল। এই বিলম্ব প্রযুক্ত তিনি যথাসময়ে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। গভীর উত্তেজনাতেই হউক, আপনাদের আত্মীয়স্বজনের হত্যাতেই হউক বা সম্পত্তির বিধ্বংসেই হউক, অনেক রাজপুরুষ উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এই বিপ্লবে যে সকল রাজপুরুষের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের ক্রোধ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, প্রতিহিংসাও সেইরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহারা ভারতের সমগ্র জনপদ জনশূন্য হইলেই, আপনাদিগকে নিরাপদ ও শান্তিসুখের

অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। শিকারি যেমন শ্বাপদ হত্যা করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভারতবর্ষীয়দিগকে নিহত করিয়া প্রীত হইতেন। তখন ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের নিকট নরশ্বাপদ বলিয়াই পরিচিত হইত। এই শ্বাপদকুলের সংহারে তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অবিচলিত ও অপরাঙ্মুখ থাকিতেন। কিন্তু এইরূপ গভীর উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত সর্ব্ববিধ্বংস-কামনার মধ্যেও কাপ্তেন ডেলি দয়া ও ন্যায়পরতা হইতে একবারে বিচ্যুত হয়েন নাই। যাহারা সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধ ছিল, যাহারা নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া, কাতরভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছিল, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সেনানায়ক তাহাদের প্রতি করুণাপ্রকাশে নিরস্ত থাকেন নাই। কাপ্তেন ডেলি পল্লীস্থিত মহিলা ও বালকবালিকাদিগের জীবন রক্ষা করেন। কাপ্তেনের সাহায্যে মহিলারা আপনাদের যৎসামান্য সম্পত্তি স্থানান্তরে লইয়া যায়।

ডেলির পঞ্জাবী সৈনিকদল ৯ই জুন দিল্লীতে উপনীত হয়। তাহারা এই নিদারুণ গ্রীষ্মকালে পেশাবরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত প্রায় ৫৮০ মাইল ২২ দিনে অতিক্রম করে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের অবসন্নতা জন্মে নাই, তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয় নাই, বা শ্রমাতিশয্যে আলস্যের আবির্ভাব ঘটে নাই। সুনিদ্রার পর স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ুর সংস্পর্শে জীবকুল যেরূপ উৎফুল্ল হয়, তাহারাও সেইরূপ প্রফুল্লভাবে, যে দিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়, সেই দিনেই উত্তেজিত সিপাহীদিগের এক দলের সহিত যুদ্ধ করে। সিপাহীদিগের এই দলে পদাতি ও অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। ডেলির সৈনিকেরা ইহাদিগকে হটাইয়া দেয়। যুদ্ধে ডেলির দলের এক জন তরুণবয়স্ক, সাহসী ইউরোপীয় অধিনায়কের মৃত্যু হয়। যে সিপাহী ইঁহাকে গুলি করিয়াছিল, উক্ত দলের সুবাদার মেহ্‌বন সিংহ নামক এক জন গুর্খা সৈনিক পুরুষের তরবারির আঘাতে তাহারও প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান—ইংরেজ সৈন্যের সন্নিবেশ—সেনাপতি বার্ণার্ড্—দিল্লী অধিকারের প্রস্তাব—সিপাহীদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ—সেনাপতি বার্ণার্ডের মৃত্যু—সেনাপতি রীড—তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগ—সেনাপতি উইলসন্—ইংরেজশিবিরের অবস্থা—এতদ্দেশীয়দিগের প্রভুভক্তি—তাহাদের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের ব্যবহার—দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ।

দিল্লীর ইংরেজ সেনানিবেশ যে স্থানে ছিল, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সৈনিকনিবাসের দক্ষিণদিকে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। যে সকল সৈনিকদল দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, দিল্লীর প্রথম যুদ্ধের পর তাহাদের বসতিস্থান পার্ব্বত্য ভূভাগ হইতে সমতল ভূখণ্ডের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যের এই সন্নিবেশ-ভূমি যেরূপ গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইরূপ প্রাকৃতিক শোভায় বিভূষিত ছিল। ইহার পুরোভাগে সুদৃশ্য প্রাসাদময়ী নগরী সৌন্দর্য্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছিল। উহার সমুদ্ধত স্তম্ভ, সুদৃশ্য মসজিদ, সুসজ্জিত অট্টালিকা, সুশোভন পণ্যবীথিকা সুনিপুণ শিল্পকরের শিল্পচাতুরীর সহিত আপনার অতীত মহিমা প্রকাশ করিতেছিল। উহার এক দিকে সুনীল যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছিল; আর এক দিকে রক্তবর্ণ সুদৃশ্য প্রাচীর আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে রক্ষণীয় স্থানকে নিরাপদ করিবার জন্যই যেন, অতিগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। উন্নত পার্ব্বত্য ভূখণ্ডের পাদদেশে কোথাও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত, শ্যামল বৃক্ষলতাময় উদ্যান; কোথাও প্রশস্ত অট্টালিকা; কোথাও বা জানপদবর্গের পরিষ্কৃত পল্লী সুদক্ষ চিত্রকরের চিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছিল। ইংরেজের শিবির হইতে দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ভাবুক দর্শকের হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হইত। দিল্লীর পূর্ব্বতন গৌরব, পূর্ব্বতন প্রাধান্য, উহার অধঃপতন, উহার বর্ত্তমান অবস্থা, একে একে ভাবুকের ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া দিত। যে

নগর এক সময় ইংরেজের পদানত ছিল ; ইংরেজের অনুগৃহীত এক জন বৃদ্ধ মোগল যে নগরে সাক্ষীগোপালের ন্যায় থাকিয়া, স্বীয় বংশের বিলুপ্ত গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ; যে নগর ইংরেজের নিকট লণ্ডন বা লিবারপুল, মাঞ্চেষ্টার অথবা বর্ম্মিংহামের ন্যায় সুরক্ষিত ও সর্ব্বতোভাবে স্বহস্তগত বোধ হইতেছিল ; তাহাতে সহসা ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল ; তাহার সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ভূপতি সহসা রাজাধিরাজের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অতর্কিত ঘটনাবলীতেও ভাবুকের হৃদয় আন্দোলিত হইত ; কিন্তু এখন ভাব-স্রোতে ভাসমান হইবার সময় ছিল না। অতীত ঘটনার সহিত বর্ত্তমান ঘটনার তুলনা করিয়া, নিয়তির অনন্ত শক্তিতে বিমুগ্ধ হইবারও অবকাশ ছিল না। ইংরেজগণ উপস্থিত সময়ে কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, বর্ত্তমান সময়ে অতীতের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া; ভাব স্রোতের সম্প্রসারণে উদ্যত হইলেন না। তাঁহারা অতীত সময়ে দিল্লীর ভূপতির সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন জন্য যেমন কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ কার্য্যকারিতা দেখাইতে উদ্যত হইলেন।

পুরাতন সেনা-নিবাস ভেদ করিয়া একটি রাস্তা কর্ণালের প্রশস্ত রাজপথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। উহা নগরের প্রান্তবর্ত্তী পল্লীসমূহের বৃক্ষবাটিকার মধ্য দিয়া কাবুল দরজার দিকে গিয়াছে। কর্ণালের আর দুইটি পথ সেনানিবাসের মধ্য দিয়া দিল্লীর বিভিন্ন তোরণের দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই সকল পথ চারি দিকে থাকাতে ইংরেজ সৈন্যের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী স্থানে খালসমূহ থাকাতেও অল্প সুবিধা হয় নাই। ইংরেজ সেনানিবাসের পশ্চাদ্ভাগে নুজুফগড় ঝিল নামে একটি খাল ছিল। উহা যমুনার সহিত সংযোজিত থাকাতে জললাভের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। এই ঝিল যমুনা খালের সহিত সংযুক্ত ছিল। যমুনার খাল দিল্লীর প্রান্তবর্ত্তী উপনগরসমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং উহা প্রশস্ত রাজপথ দিয়া সম্রাটের প্রাসাদ-প্রাচীরের নিকটে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। দিল্লী অধিকার করিতে যে সকল সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, পঞ্জাব তাহাদের প্রধান ভরসাস্থল

ছিল। পঞ্জাব হইতে দিল্লীর অধিকারের জন্য সৈনিকদল উপস্থিত হয়। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর দিল্লীর যুদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হয়েন। পঞ্জাব ও দিল্লীর পথ নিরাপদ রাখা ইংরেজদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ সৈনিক-নিবাসের সহিত কর্ণালের পথের সংযোগ থাকাতে পঞ্জাবে যাতায়াতের পক্ষে কোনরূপ বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মুজফগড় ঝিল নিকটে থাকাতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয়-প্রাপ্তির সুবিধা ছিল। গ্রীষ্মকালে উক্ত ঝিল প্রায়ই জলশূন্য থাকিত। এইরূপ বিশুষ্ক জলাশয় দ্বারা সমীপবর্ত্তী আতপদগ্ধ জনগণের তাদৃশ উপকার হইত না। কিন্তু কোম্পানির সৈনিকদিগকে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৫৬ অব্দে অতিরিক্তপরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে উক্ত ঝিলের জল এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালেও উহা হইতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে পরিষ্কৃত পানীয় পাওয়া যাইত। যমুনা ইংরেজ সৈন্যের ২ মাইল দূরে থাকিলেও তাহাদের জলাভাব বশতঃ কোন কষ্ট হয় নাই। নিদারুণ গ্রীষ্ম-কালে সৈনিকগণ যখন প্রখর আতপতাপে দগ্ধীভূত হইত; অসহনীয় পিপাসায় কাতর হইয়া যখন চারি দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিত; তখন হ্রদের সুশীতল জল তাহাদের শান্তি বিধান করিত। ঐ হ্রদের জলে অবগাহন করিয়া, তাহারা যেরূপ তাপদগ্ধ দেহ সুশীতল করিত, হ্রদের জল পান করিয়াও, তাহারা দারুণ তৃষ্ণার শান্তিতে সেইরূপ প্রফুল্ল হইত। শারীরিক স্বাস্থ্যসাধন ভিন্ন উক্ত ঝিল দ্বারা সৈন্য-সন্নিবেশের স্থল রক্ষা করিবারও সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত হ্রদ ব্যতীত প্রাচীন সৈনিকবাসে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় ছিল। পাহাড়টি প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত, এবং নগরের সমতল ভূভাগ হইতে প্রায় ৫০।৬০ ফীট উচ্চ। পাহাড়ের এক দিকে একটি প্রশস্ত গৃহ ছিল। গৃহটি আধুনিক সময়ে নির্ম্মিত এবং হিন্দু রাওর বাসভবন বলিয়া পরিচিত। গোবা-লিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়ার পত্নী বাইজী বাই একসময়ে ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের প্রদত্ত পেন্সনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীজী রাও ঘট্‌কেও গবর্ণমেণ্টের পেন্সন্ লাভ করেন। এই ব্যক্তি দিল্লীতে বাস করিতেন। ইঁহারই বাসগৃহ হিন্দু রাওর ভবন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীজী রাও সাহেবী ধরণের বেশভূষাপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার বিলক্ষণ বাক্‌চাতুরী ছিল।

কথিত আছে ১৮৩৮ অব্দে লর্ড অকৃলণ্ড যখন ফিরোজপুরে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন শ্রীজী রাও পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে ঠেলিয়া গবর্ণর জেনেরল এবং শিখ ভূপতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন শিখ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি না গবর্ণমেণ্টের পেন্সন্‌ভোগী ?" শ্রীজী রাও গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "হাঁ। আপনিও শীঘ্রই হইবেন।" এইরূপ বাক্‌চতুর ও বিলাতী-পরিচ্ছদধারী মহারাষ্ট্রীয় এক সময়ে দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেন। তিনি ইংরেজের পেন্সন্‌ গ্রহণপূর্ব্বক যে বাস-ভবনে ইংরেজী রীতিপদ্ধতির অনুকরণ করিয়া আমোদিত হইতেন, সেই বাস ভবন এখন বিপদাপন্ন ইংরেজের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইল। উপস্থিত সময়ে হিন্দু রাওর ভবন জনশূন্য ছিল। ইংরেজের সৈনিক নিবাস ও দিল্লী সহরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ উহাতে স্বকীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন।

হিন্দু রাওর ভবনের নিকটে গোলঘর—ফ্ল্যাগষ্টাফ টাওয়ার অবস্থিত। মে মাসে এই গৃহ দিল্লী হইতে পলায়িত ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। এই গৃহ পাহাড়ের উপর থাকাতে ইহা হইতে সহরের সৈনিকদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যাইত। অধিকন্তু ইহাতে অনেক সৈন্য বাস করিতে পারিত। এই গৃহ ও হিন্দু রাওর ভবনের মধ্যে একটী ভগ্নপ্রায় মসজিদ ছিল। এই মসজিদেও অনেক সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত পাহাড়ের প্রান্তভাগে, ইংরেজের শিবিরের প্রায় ২০০ দুই শত গজ অন্তরে একটি প্রাচীন মানমন্দির ছিল। ইহা একটি জ্যোতির্ব্বিদ্‌ রাজপুত ভূপতির নির্ম্মিত। এক সময়ে গ্রহনক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সামরিক কার্য্যের জন্য ইংরেজদিগের নিরতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বুদ্‌লিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি স্যার হেন্‌রি বার্ণার্ড্‌ এই চারি স্থানে বিপক্ষদিগের কার্য্যপরিদর্শন জন্য সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। প্রতি সৈনিকসন্নিবেশের স্থলে কামান স্থাপিত হইল।

দিল্লী সহরের চারি দিকে অনেকগুলি পল্লী ছিল। যে সকল খাল ও রাস্তার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্ব্বোক্ত পাহাড় অতিক্রমপূর্ব্বক পল্লী সমূহের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। পল্লীগুলির কোথাও ভগ্নপ্রায়, কোথাও বা

বাসোপযোগী গৃহ, কোন স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান, কোন স্থানে চিরহরিৎ বৃক্ষশ্রেণী, কোন স্থানে কর্ষিত শস্যক্ষেত্র, কোন স্থানে বা অস্বাস্থ্যকর পল্বল ছিল। হিন্দু রাওর গৃহের অনতিদূরে, কর্ণালগামী প্রশস্ত পথের মধ্যে সবজীমন্দির নামক সুদৃশ্য পল্লী অবস্থিত এই স্থানে অনেকগুলি সুন্দর গৃহ এবং প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ছিল। পল্লীর বহির্ভাগে ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্যান, নিবিড় নিকুঞ্জ, প্রাচীর বেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা প্রভৃতিতে শোভিত, প্রশস্ত, সমতল ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ খালের পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল। এই স্থানে দিল্লীর সিপাহীরা অনায়াসে আত্ম-গোপন করিতে পারিত। কিন্তু ইহা ইংরেজ-শিবিরের সন্নিকটে থাকাতে তাহাদের উক্তরূপ সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সবজীমন্দিরের কিছু দূরে পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে কৃষ্ণগঞ্জ, ত্রিবেণীয়নগঞ্জ, পাহাড়ীপুর এবং তেল্লী-বাড়ী নামক পল্লী নগরের কাবুল দরওয়াজার দিকে প্রসারিত ছিল। পাহাড় হইতে দিল্লী সহর পর্য্যন্ত প্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক অট্টালিকা ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে মেটকাফ্ সাহেবের গৃহ এবং লাডলোক্যাস্‌ল (এই গৃহে দিল্লীর কমিশনর ফ্রেজার সাহেব অবস্থিতি করিতেন) ছিল।

দিল্লী নগরীর চারিদিক প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর প্রায় সাত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ২৪ চব্বিশ ফীট। প্রাচী-রের চারি পার্শ্বে প্রায় ২৫ পঁচিশ ফীট প্রশস্ত এবং প্রায় ২০ কুড়ি ফীট গভীর একটি পরিখা ছিল। এই সময়ে পরিখা বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রাচীর বেষ্টিত নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ১০ দশটি প্রবেশদ্বার ছিল। দিল্লীর রাজপ্রাসাদ একটি দুর্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা নগরের প্রান্তভাগে সুনীল যমুনার তটদেশে অবস্থিতি করিয়া আপনার সৌন্দর্য্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছিল। কথিত আছে, এই সময়ে মিরাট এবং দিল্লীর পাঁচ দল পদাতিক, একদল অশ্বারোহী, এক দল কামানরক্ষী দিল্লীতে ছিল। এতদ্ব্যতীত ফিরোজপুর, ঝাঁসি, হিসার ও মথুরা প্রভৃতি হইতে অনেক সিপাহী দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিল। কামান, গোলাগুলি, বারুদ প্রভৃতি নগরে পর্য্যাপ্তপরিমাণে রক্ষিত ছিল। সুতরাং সিপাহীদিগের সংখ্যার অনুরূপ অস্ত্রাদির অভাব ছিল না। নগরের যে অংশ পাহাড়ের দিকে অবস্থিত, সেই অংশ ইংরেজসৈনিকদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত

ছিল। সুতরাং ঐ অংশে সিপাহীদিগের গতিবিধি তাহাদের গোচর হইত, অপরাপর অংশে কি ঘটিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারিত না। সমগ্র নগরের এক সপ্তমাংশ পাহাড়ের সম্মুখে ছিল। নগরের আয়তন অনুসারে ইংরেজদিগের সৈন্য সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, তাহাদের পক্ষে সমস্ত দিক পরিদর্শনের সুবিধা ছিল না। নগরস্থিত সিপাহীরা ইচ্ছানুসারে নগরের অপরাপর অংশের তোরণ দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। যিনি শিবাস্তপোল মহাসমরে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে বিস্তৃত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে দুরাক্রম্য বহুসংখ্যক বিপক্ষে পরিপূর্ণ, মহানগরী এইরূপে অবস্থিতি করিয়া, তদীয় চিন্তাস্রোত শতগুণে প্রবল করিয়া দিতেছিল।

সেনাপতি বার্ণার্ডের সঙ্গে তিন হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এবং বাইশটি কামান ছিল। এতদ্ব্যতীত এক দল গুর্খা সৈন্য এবং পঞ্জাব হইতে আগত সৈনিকদল তাঁহার পক্ষ সমর্থন জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের সংখ্যার তুলনায় ইংরেজ সেনাপতির সৈনিক-বল অল্প ছিল। এই অল্প সৈনিক-দলের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীর ন্যায় বিস্তৃত নগর অধিকার করা সুসাধ্য ছিল না। ইংরেজ সেনাপতি যদিও নিরাপদ স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার সৈনিকদিগের সন্নিবেশ-ভূমি সবিশেষ কৌশল সহকারে সুরক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি দিল্লীর অধিকারের পক্ষে তাঁহার আয়োজন পর্য্যাপ্ত ছিল না। ইংরেজ সৈন্য যেমন দুরাক্রম্য স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সিপাহীরাও সেইরূপ সুদূরবিস্তৃত দুষ্প্রবেশ নগরে থাকিয়া, ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সীজর অসভ্যদিগের নিবাসভূমি গল অধিকার করিয়া রোমে গিয়া বলিয়া-ছিলেন, "গেলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম"। উপস্থিত সময়ে যে সকল রাজ-পুরুষ ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লীর অধিকারপ্রসঙ্গেও সীজরের উক্ত চির-প্রসিদ্ধ বাক্য প্রয়োজিত হইবে। সেনাপতি বার্ণার্ড যাইবেন, দেখিবেন, এবং অধিকার করিবেন। সেনাপতির পদার্পণ ও দর্শনমাত্রেই মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর প্রাসাদের উপর ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইবে। অধিক কি, ধীর-

প্রভৃতি লর্ড ক্যানিঙের মনেও এইরূপ ধারণার সঞ্চার হইয়াছিল। সৈনিকদল দিল্লীতে উপস্থিত হইবে; অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা দিল্লীর অধিপতি এবং রাজবংশীয়দিগের সহিত অপরাপর বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিবে; তাহার পর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গিয়া, আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া তুলিবে। এইরূপ বিশ্বাস সে সময়ে অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। জুন মাসের অর্দ্ধাংশ অতীত হইতে না হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ইংরেজগণ উক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, বলিতেছিলেন যে, দিল্লী পুনরধিকৃত হইয়াছে; বিপক্ষদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি তাঁহাদের পদানত হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইয়া আপনার প্রভাজালে জনসাধারণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু সেনাপতি বার্ণার্ডের উপর যে কার্য্যভার সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা তাদৃশ লঘু ছিল না। অপরে যাহা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছিল, বার্ণার্ড তাহাই নিরতিশয় দুঃসাধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বকীয় শিবির হইতে দিল্লীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখন উহার আয়তন, উহার সুদৃঢ় প্রাচীর, উহার সুরক্ষিত অস্ত্রাগার, সর্ব্বোপরি উহার বলবহুলতা, তাঁহার মনে গভীর দুশ্চিন্তার উৎপত্তি করিত। তিনি আত্মসৈনিকদলের অল্পতা এবং বিপক্ষদিগের সংখ্যাধিক্য মনে করিয়া, একান্ত ম্রিয়মাণ হইতেন। সেই সময়ে অনেকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্লিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর যদি সেনাপতি বার্ণার্ড বিপক্ষদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তাহারা আর পরস্পর দলবদ্ধ হইত না। সুতরাং মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে অবলীলাক্রমে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত। এই ঘটনা হইতে উক্তরূপ ফল প্রসূত হইত কিনা, ইতিহাস তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। ইংরেজ সেনাপতি যখন উক্তরূপ কার্য্যের অনুসরণ করেন নাই, তখন উহার ফল কিরূপ হইত, তাহা কে বলিতে পারে? সেনাপতি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াই কার্য্য-প্রণালীর অবধারণ করিয়াছিলেন। তিনি উদাসীনভাবে দীর্ঘকাল দিল্লীর নিকটে অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা করেন

নাই। বিপক্ষদিগের সন্নিবেশের স্থানের দৃঢ়তায় এবং তাহাদিগের সংখ্যাধিক্যেও তাঁহার উদ্যম বিলুপ্ত, আশা অন্তর্হিত বা উৎসাহ বিচলিত হয় নাই। তিনি দিল্লী অধিকার করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং যে কোন রূপে হউক, দিল্লী অধিকার করাই, তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে, এ বিষয়ে কালবিলম্ব হইলে তাঁহার স্বদেশীয়গণ তদীয় কার্য্য-শৈথিল্যের উল্লেখ করিয়া, নানা দোষারোপ করিবেন। অধিকন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, সহসা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তিনি অসংসাহসিক, অসমীক্ষ্যকারী ও অযোগ্য বলিয়া ধিকৃত হইবেন। তিনি এইরূপে ধিকৃত হইতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি যখন এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন, তখন তদীয় দলের কতিপয় অসংসাহসী সৈনিক যুবক তাঁহার নিকটে আপনাদের অসংসাহসের অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন।

ইংরেজ সৈনিকদলে যে সকল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি যুবক, যে প্রণালীতে দিল্লী অবিলম্বে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইতে পারে, সেই প্রণালী সেনাপতি বার্নার্ডের গোচর করিলেন। সেনাপতি তাঁহাকে উক্ত প্রণালীর বিষয়, আর দুই তিন জন সহযোগীর সহিত পরামর্শের পর, বিশদরূপে বিবৃত করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ১২ই জুন বেলা ৩া টার সময় পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী দুইটি তোরণ (কাবুল এবং লাহোর তোরণ) বারুদে যেমন উড়াইয়া দেওয়া হইবে, অমনি দুই দল সৈনিক পুরুষ নগরে প্রবেশ করিবে। সৈনিকদল নগরে প্রবেশসময়ে, দক্ষিণভাগে প্রাচীরের উপর যে সকল কামান স্থাপিত আছে, তৎসমুদয় অধিকার করিবে। অপর কয়েক দল নগরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া প্রাসাদের অভিমুখে যাইবে। এই সৈনিকদল প্রাসাদের চারিপার্শ্বে সন্নিবেশিত থাকিবে। চারি জন সৈনিক যুবক পরামর্শ করিয়া, নগর আক্রমণ করিবার এইরূপ প্রণালী অবধারণ করিলেন। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনীতে চারি জনের নাম স্বাক্ষরিত হইল। সেনাপতি বিজ্ঞাপনীর অনুমোদন করিলেন এবং অবিলম্বে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ দিলেন। সুতরাং ১১ই জুন রাত্রি দ্বিপ্রহরের

পর সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইল। যে সকল সৈনিক পুরুষ এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য নির্ব্বাচিত হইল, তাহাদিগকে সম্পাদনীয় কার্য্যের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সেই দিন তাহারা, যে দুইটি তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে, সেই তোরণদ্বয়ের অভিমুখে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। এইরূপে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পাদন জন্য ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্‌সের অধীনে তিন শত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের আসিবার কথা ছিল; নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের উপস্থিতির কোন নিদর্শন লক্ষিত হইল না। এইরূপে সহযোগীদিগের অনুপস্থিতিপ্রযুক্ত অপরাপর সৈনিক পুরুষ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে ভগ্নোদ্যম হইল। যে দিন উপস্থিত প্রস্তাবানুসারে কার্য্যারম্ভ হয়, সেই দিন ব্রিগেডিয়ার গ্রেব্‌স সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি সেনাপতির নিকট হইতে লিখিত আদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। রাত্রি ১১টার সময়ে ব্রিগেডিয়ার এক জনের মুখে উক্ত আদেশ শুনিতে পাইয়া, উহার সত্যতানিরূপণ জন্য অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি সেনাপতির শিবিরের অভিমুখে প্রস্থান করেন। গোলঘরের নিকটে উপনীত হইয়া, তিনি দেখেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ দুইটি কামান লইয়া ঐ স্থান রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তর সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলে সেনাপতি উপস্থিত বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রিগেডিয়ার কহিলেন যে, সহসা নগর আক্রমণ করিলে উহা অধিকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এত অল্প সৈন্য লইয়া, অধিকৃত নগর রক্ষা করা অসম্ভব। ব্রিগেডিয়ারের কথায় সেনাপতি বিচলিত হইলেন। তাঁহাকে অনিচ্ছা-সহকারে পূর্ব্বপ্রদত্ত আদেশের প্রত্যাহরণ করিতে হইল। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনে আদেশ পাইল। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে নগর আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যে সকল সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার প্রাগুক্ত প্রণালীর অবধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিমত বিচক্ষণ সৈনিকপ্রধানদিগের অনুমোদিত হয় নাই। সৈনিকপ্রধানগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতিরেকে রক্ষণীয় স্থান

পরিত্যাগ না করিয়া ভালই করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি সেনাপতিকে তাদৃশ অসংসাহসের কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া, স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

যে সৈনিক কর্ম্মচারী সর্ব্বপ্রথম পুর্ব্বোক্তরূপে নগর আক্রমণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি নিরস্ত হইলেন না। দুই দিন পরে তাঁহার আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। সেনাপতি আন্সনের মৃত্যুর পর সেনাপতি রীড প্রধান সেনাপতি হইয়া রাবলপিণ্ডী হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫ই জুন সেনাপতি রীড এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সৈনিক-সমিতির আহ্বান করিলেন। সেনাপতি রীডের শিবিরে সমিতির অধিবেশন হইল। সমিতিতে উপস্থিত সৈনিকপ্রধানেরা বলিতে লাগিলেন যে, যাবৎ অন্ততঃ এক হাজার সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত না হয়, তাবৎ নগর আক্রমণ করা নিরতিশয় অসংসাহসের কার্য্য। দিল্লী যেরূপ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, সেইরূপ বহুসংখ্যক সশস্ত্র সৈনিকে সুরক্ষিত ছিল। প্রতি তোরণের উপর কামানসমূহ আক্রমণকারীদিগের গতিরোধের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এদিকে ইংরেজদিগের সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ এত অল্প ছিল যে, তাহাতে এই দুরাক্রম্য, সুবিস্তৃত স্থান হস্তগত করা সুসাধ্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে যেমন সকল দিকে সুফললাভের সম্ভাবনা ছিল, অকৃতকার্য্য হইলে সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বনাশ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। আক্রম্য স্থান হস্তগত করিতে অসমর্থ হইলে আক্রমণকারীদিগের সহজে প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা ছিল না। সিপাহীদিগের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত তাহারা হয়ত সমূলে বিধ্বস্ত হইত। সৈনিক যুবকের দ্বিতীয় বারের আক্রমণপ্রণালী এইরূপ ছিল—বারুদ দ্বারা যুগপৎ লাহোর এবং কাবুল তোরণ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাশ্মীর তোরণে যে সকল সিপাহী সৈন্য সন্নিবেশিত থাকিবে, আক্রমণকারীরা তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিবে। ভেরীধ্বনি হইবামাত্র আক্রমণকারীরা অগ্রসর হইবে এবং বারুদ দ্বারা উদ্ঘাটিত তোরণপথে নগরে প্রবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিবে। আক্রমণকারীদিগের কোন দল নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তদ্দণ্ডে উহার প্রতিকারের বন্দোবস্ত থাকিবে এবং প্রত্যেক দল যে প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে

যথোপযুক্ত উপদেশ দেওয়া হইবে। সৈনিকপ্রধানগণ এই প্রণালী অনুসারে নগর আক্রমণ করিতে নানারূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। সাহায্যকারী সৈনিকদিগের উপস্থিতি পর্য্যন্ত আক্রমণে নিরস্ত থাকাই তাঁহাদের মতে সঙ্গত বোধ হইল। কিন্তু এই মত সিবিল কর্ম্মচারীদিগের অনুমোদিত হইল না। কমিশনর গ্রিথেড সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের প্রতিনিধি স্বরূপ উল্লিখিত সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সৈনিক পুরুষদিগের মতের অনুমোদন করিলেন না। কালবিলম্বব্যতিরেকে দিল্লী আক্রমণ করাই তাঁহার মতে উচিত বোধ হইয়াছিল। কমিশনর নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন যে, এ বিষয়ে বিলম্ব হইলে বিপক্ষেরা উৎসাহযুক্ত হইবে; প্রদেশীয় রাজগণ কোম্পানির শক্তি বিলুপ্ত হইল মনে করিয়া, স্বপ্রধান হইতে উদ্যত হইবেন; বিভিন্ন স্থানের উদ্ধত লোকে কোম্পানির বিপক্ষদিগকে নানারূপে প্রশ্রয় দিতে থাকিবে। কমিশনর এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত আক্রমণ-প্রণালীর সমর্থন করিতে লাগিলেন। সে দিন এ বিষয়ের কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল না। সেনানায়কগণ সে দিন সমিতির কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

পর দিন আবার সমিতির অধিবেশন হইল। ব্রিগেডিয়ার উইলসন্ এবং সেনাপতি রীড পূর্ব্বোক্তরূপ আক্রমণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিরুদ্ধপক্ষে এই যুক্তি দেখাইলেন যে, সহসা নগর আক্রমণ করিতে হইলে শিবিরে যত সৈনিক আছে, তাহাদের প্রায় সকলকেই উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে শিবির একরূপ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিবে। আক্রমণকারীরা যদি প্রবলবেগে আপনাদের গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত করিয়া, নগরে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও নগরস্থিত বহুসংখ্য সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সহসা নগর আক্রমণ না করিয়া সাহায্যকারী সৈনিকগণের প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। বিপক্ষ সিপাহীরা নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, যাহাতে সমীপবর্ত্তী জনপদে উৎপাত করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা বিধেয়। সেনানায়কদ্বয়ের এইরূপ হেতুবাদে পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। যে সৈনিক যুবক আক্রমণ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, যাঁহার অভিমত দ্বিতীয়বারে সৈনিক সমিতিতেও

অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তিনি পুনঃ পুনঃ বিরুদ্ধ যুক্তিতেও হতোদ্যম হইলেন না। কয়েকদিন পরে তিনি আবার বলিলেন যে, দিল্লী শীঘ্র অধিকৃত না হইলে বিপক্ষেরা আপনাদের বল বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইবে। তাহারা আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের পরাজয় সুসাধ্য হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই শেষ কথাতেও কোন ফলোদয় হইল না। যে পর্য্যন্ত সাহায্যকারী সৈনিকগণ উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নগর আক্রমণে নিরস্ত থাকাই সিদ্ধান্ত হইল।

যে সকল রাজপুরুষ উপস্থিত সময়ে আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপনে এবং বিনষ্ট গৌরবের উদ্ধারসাধনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বুদলিকা সরাইয়ের যুদ্ধের পর দিল্লী সহসা আক্রান্ত হইলে বিপক্ষগণ বিতাড়িত হইত. এবং নগরে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিত *। যাঁহারা নগর আক্রমণের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হড্‌সন্ নামক একটি সৈনিক পুরুষ ছিলেন। চরগণ দ্বারা বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য যে কার্য্য-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল, ইনি সেই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নগর মধ্যে ৭০০০ সাত হাজার সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন জন্য ২০০০ দুই হাজার সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সবিশেষ শৃঙ্খলা সহকারে কার্য্য করিলে এই সৈনিক-বল দ্বারা বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিতে পারা যাইত। নগরবাসীরা সম্ভবতঃ তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত না। সহসা আক্রান্ত হইলে সিপাহীরা রণে ভঙ্গ দিয়া, ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিত। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে উহার ফল তাঁহাদের আশানুরূপ হইত কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না, তাঁহারা বিপক্ষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইতেন। যে আশায় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া, তাঁহারা নগরতোরণ ভেদ পূর্ব্বক বিপক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদিগকে সেই আশায় বিসর্জ্জন দিতে হইত।

* স্যার জন্ লরেন্সেরও এইরূপ বিশ্বাস ছিল।—*Hobmes, Indian Mutiny, p. 353, note.*

এইরূপে ইংরেজ সেনানায়কগণ সাহায্যকারী সৈনিকদলের প্রতীক্ষায় রহিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্যে তাঁহাদের শিবিরে রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। তাঁহাদের চিকিৎসাগার রোগিগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তাঁহাদের সৈনিকদলে বিসূচিকার আরম্ভ হইল। এদিকে নানা স্থান হইতে উত্তেজিত সিপাহীরা সমাগত হইয়া দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। রোহতকে ষাটিগণিত পদাতিকদল ইংরেজদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা ১৩ই জুন দিল্লীতে উপনীত হইল। ইহার তিন চারি দিবস পরে নসিরাবাদের সিপাহীগণ দিল্লীতে পদার্পণ করিল। জেলালাবাদের প্রসিদ্ধ সমরে কামানরক্ষকগণ যে সকল কামানের সাহায্যে ভীমমূর্ত্তি আফগানদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল সেই সকল কামান লইয়া কামানরক্ষীরা এখন ইংরেজদিগকে পরাজিত করিবার জন্য দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

১৯শে জুন নসিরাবাদের সিপাহীরা উক্ত কামান লইয়া সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইংরেজদিগের শিবিরের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিল। ইহাদের কামান হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যে, ইংরেজ সৈনিকেরা নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল। ক্রমে সূর্য্য অস্তগত হইল। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈনিকেরা অন্ধকারে আত্মপর নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আপনাদের লোকদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল। আক্রমণকারী সিপাহীরা নগরে ফিরিয়া গেল। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের ২০ কুড়ি জন হত এবং ৭৭ সাতাত্তর জন আহত হইল। পঞ্জাবের সৈনিকদলের পরিচালক কাপ্তেন ডেলি আহত হইলেন। ব্রিগেডিয়ার গ্রাণ্ট এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কয়েকজন এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ যদি তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে যুদ্ধস্থলে তিনিও নিহত হইতেন।

১৯শে জুনের এই ঘটনায় ইংরেজ সেনানায়কগণ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এ সময়ে পঞ্জাব তাঁহাদের প্রধান ভরসাস্থল ছিল। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর তাঁহাদের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা প্রধান কমিশনরকে আপনাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং আপনাদের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ভারতের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা গবর্ণর জেনেরলের সঙ্গে এ সময়ে তাঁহাদের

কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরকে আপনাদের গবর্ণর জেনেরল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লীর পথ একরূপ নিরাপদ ছিল। ইংরেজগণ প্রতিমুহূর্ত্তে পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিক-দিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর অবরোধ জন্য উপস্থিত হইলেও আপনারাই দিল্লীর সম্মুখে একরূপ অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের গতিবিধির ব্যাঘাত জন্মাইতে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। স্থানান্তর হইতে সমাগত সিপাহীদিগের নগরে প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ করিতেও তাঁহাদের কোন সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা সংখ্যায় যেরূপ ক্ষীণ, যুদ্ধোপকরণে সেইরূপ হীন ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় অস্থির থাকিতেন। যাহাতে সিপাহীরা সহসা আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার উপায়বিধানে তাঁহাদের কোনরূপ আয়োজন ছিল না। তাঁহারা এইরূপ বিপত্তিগ্রস্ত, এইরূপ বিব্রত এবং এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া, প্রতি-মুহূর্ত্তে পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২২শে জুন ৮৫০ আট শত পঞ্চাশ জন সৈনিক এবং ৫টি কামান তাঁহাদের শিবিরে উপস্থিত হইল। ইহাতে তাঁহাদের কিয়দংশে বল বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষ সিপাহীরা ইহা অপেক্ষাও বর্দ্ধিতবল হইয়া উঠিল। যে হেতু, জলন্ধর এবং ফিলোর হইতে ৬ গণিত অশ্বারোহী ৩,৩৬ এবং ৬১ গণিত পদাতিকদল ইংরেজের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, মোগলের রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক তত্রত্য সিপাহীগণের সংখ্যাবৃদ্ধি করিল।

২০শে ও ২১শে জুন শান্তভাবে অতিবাহিত হইল। সিপাহীরা ঐ দুই দিন ইংরেজের শিবির আক্রমণের কোন উদ্যোগ করিল না। ২১শে জুন রবিবার ছিল। ইংরেজগণ আপনাদের এই পবিত্র দিনে প্রগাঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। পলাশীর শত বার্ষিক উৎসবের দিন তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছিল। ১৭৫৭ অব্দে ২৩শে জুন পলাশীর বিস্তৃত আম্রকাননে মীরমদন ও মোহনলালের অধঃপাতনের সহিত হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছিল। ইংরেজ ঐ দিনে আপনা-দের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার শত বর্ষ পরের ২৩শে জুন ইংরেজেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন।

দিল্লীর ইংরেজ সেনানায়কেরা ভাবিলেন যে, ঐ দিনে তাঁহাদিগকে গুরুতর বিপদে বিব্রত হইতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা উহার পূর্ব্বদিন উপাসনাগৃহে সমবেত হইয়া সংযতচিত্তে আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহী-দিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লোকের অসদ্ভাব ছিল না। যে সিপাহীরা এক সময়ে ইংরেজের বশীভূত ছিল, ইংরেজের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত; ইংরেজের যুদ্ধোপকরণে, ইংরেজের শিক্ষায় বলীয়ান্ হইয়া বীরসমাজে বরণীয় হইয়াছিল, তাহারা যখন সহসা ইংরেজের বিপক্ষ হইল ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রে ইংরেজদিগকেই বিনষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল; তখন অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকে তাহাদের সেই বিদ্বেষ-বহ্নি উদ্দী-পিত করিতে অগ্রসর হইল। সন্ন্যাসী ও ফকির, মৌলবী ও মোল্লা, এই সময়ে আপনাদের অভ্যস্ত অভিচারমন্ত্রে সিপাহীদিগকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিল। কথিত আছে, দিল্লীস্থিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারা দৃঢ়তাসহকারে নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গীদিগের আধিপত্য ১০০ এক শত বৎসরের অধিক কাল থাকিবে না। শত বর্ষ পরে তাঁহাদের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবে। ২৩শে জুন শত বর্ষ পূর্ণ হইবে; ঐ দিনে ফিরিঙ্গীগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। দিল্লীর প্রতি সৈনিকদলে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। প্রতি সৈনিক এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া, উক্ত শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমান, একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী বা মৌলবীর বাক্‌চাতুরী সিপাহীদিগের সমক্ষে ব্যর্থ হইল না। ইহাদের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় এবং ভাঙ্গের নেশায় প্রমত্ত হইয়া, সিপাহীরা আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। ইংরেজ-শিবিরের সৈনিকগণ যেমন প্রতিদিন সাহায্যের অভাবে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, নগরস্থিত সিপাহীরা সেইরূপ অস্ত্রবলে ও সংখ্যাধিক্যে দিনে দিনে প্রবলতর হইয়া উঠিল।

২২শে জুনের রাত্রি অতিবাহিত হইল। ২৩শে জুনের তরুণ তপন ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে দেখা দিল। ইংরেজেরা যে বিষয়ের আশঙ্কা করিয়াছিলেন,

তাহাই ঘটিল। এই দিনে পলাশীযুদ্ধের দিবস হইতে নির্দ্দিষ্ট শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। এই দিনে হিন্দুদিগের পবিত্র পর্ব্ব রথযাত্রা ছিল। অধিকন্তু এই দিনে শুক্লপক্ষের বালচন্দ্রমা দেখা দিয়াছিল। রথযাত্রা বলিয়া যেমন উক্ত দিন হিন্দুদিগের নিকটে শুভজনক ছিল, অভিনব চন্দ্রের আবির্ভাব প্রযুক্ত তেমনি উহা মুসলমানদের নিকটে মঙ্গলদায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই ঐ দিনে আপনাদের জয়লাভ নিশ্চিত বলিয়া মনে করিয়াছিল। কৌতূহলপর লোকের মন্ত্রণায়, ভাঙের উত্তেজনায়, এবং সিদ্ধিলাভের আশায় উৎসাহিত হইয়া, দিল্লীর সিপাহীরা লাহোর তোরণ দিয়া ২৩শে জুন প্রাতঃকালে প্রবলবেগে বহির্গত হইল। ইংরেজ-পক্ষের যে সকল সৈনিক আপনাদের গন্তব্যপথ পরিষ্কার, এবং শত্রুর আগমনের পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা পূর্ব্বেই সাবধান হইয়াছিল। নুজুফগড় খালের উপর একটি সেতু ছিল। সিপাহীরা এই সেতু দিয়া কামান লইয়া আসিয়া, ইংরেজের ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজপক্ষের পূর্ব্বোক্ত সৈনিকেরা পূর্ব্বেই ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সিপাহীরা সেতুপথে অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা সবজীমন্দিরে সমবেত হইয়া, কেবল ইংরেজ শিবিরের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিল। তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, একাগ্রতা মাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল, সাহস ও শক্তি, উভয়ই প্রভূতপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারা প্রবলপরাক্রমে হিন্দুরাওর গৃহ আক্রমণ পূর্ব্বক ইংরেজ সৈনিকদিগকে নিরতিশয় বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্বিপ্রহরের সময়ে তাহাদের কামান হইতে উপর্য্যুপরি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। পঞ্জাব হইতে যে ৮৫০ জন সৈনিক পুরুষ ইংরেজপক্ষের সাহায্যের জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। এইরূপ উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের আরম্ভ হইল। ৬০ গণিত ব্রিটিশ সৈনিকদল এবং গুর্খা সৈন্য যদিও সবিশেষ সাহসসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, তথাপি সেনানায়ক রীড্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যদি তাঁহার সাহায্যার্থ অপর সৈনিকদল উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করা তাঁহার পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য হইবে। কিছু ক্ষণ পরে সাহায্যকারী সৈনিকদল উপস্থিত হইল।

সূর্য্যাস্তকালে সিপাহীরা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিল। রজনী-সমাগমের পূর্ব্বে সবজীমন্দির ইংরেজের অধিকৃত হইল। আক্রমণকারী সিপাহীরা আপনাদের কামান লইয়া নগরে প্রতিগমন করিল *। কথিত আছে ১১ এগার ঘণ্টা কাল এইযুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহীরা যেমন মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি করিয়া, ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগকে বিব্রত করিয়াছিল, সেইরূপ মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য্য অনল-কণাসদৃশ খরতর করজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের দুঃসহ কষ্ট দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেনানায়ক রীড্ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বিদ্রোহীরা বেলা প্রায় ১২ টার সময়ে আমার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করে। কোন সৈনিকদল তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ ৬০ গণিত ব্রিটিশ সৈনিক, পঞ্জাবের সৈন্য এবং আমার নিজের দলের সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিতে থাকে। এক সময় আমার বোধ হইয়াছিল যে, এই যুদ্ধে আমাকে পরাজিত হইতে হইবে। নগরস্থিত কামানের গোলাবৃষ্টিতে এবং সিপাহীদিগের আনীত কামানের গোলার আঘাতে আমার সমগ্র সৈনিকদলের শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল †।" সিপাহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া, প্রতিগমন করিলেও যুদ্ধে তাহারা যেরূপ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইংরেজ সেনানায়কের এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই যুদ্ধে সেনানায়ক রীডের সন্নিবেশিত ব্যূহের অনতিদূরবর্ত্তী একটি মন্দির ইংরেজদিগের অধিকৃত হয়। কর্ণালগামী, প্রশস্ত পথের এক পার্শ্বে এই মন্দির এবং অন্য পার্শ্বে একটি সরাই ছিল। ইংরেজ সেনানায়ক এই উভয় স্থানে ১৮০ জন ইউরোপীয় সৈন্য রাখিয়া উহার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন।

পলাশীর শত বার্ষিক উৎসবের দিন অতীত হইল। উত্তেজিত সিপাহীরা শত বর্ষের পর যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইল। ভবিষ্যদ্-বক্তাদিগের ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইল না। ভাঙের উত্তেজনা বা সিদ্ধিদায়ক শুভকর দিনে সিদ্ধিলাভের প্রার্থনা সিপাহীদিগকে অভীষ্ট ফল দিতে পারিল না। ২৩শে জুনের পর আবার ইংরেজপক্ষের শিবিরে শান্তির আবির্ভাব হইল।

* *Cave-Browne, Punjab and Delhi. Vol. I. P. 351.*

† *Reid's Letters and Notes. Comp, Kaye, Sepoy Wor. Val. II. p. 555.*

এদিকে ক্রমাগত সিপাহীদিগের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন সরিৎ যেমন নানা স্থান হইতে আসিয়া, প্রধান নদীর সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহীগণ আসিয়া দিল্লীস্থিত বিশাল সৈনিকদলের সহিত মিশিতে লাগিল। জলন্ধর প্রভৃতি স্থান হইতে ইতঃপূর্ব্বে সৈনিকদলের সমাগম হইয়াছিল। এখন বেরিলী হইতে প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তময় সৈনিকপ্রবাহ আসিয়া, দিল্লীর সুবিস্তৃত সৈনিকতরঙ্গিণীতে একীভূত হইল।

পক্ষান্তরে স্যার জন্ লরেন্স নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সেনাপতি বর্ণার্ডের পক্ষ প্রবল করিবার জন্য পঞ্জাব হইতে শিখ ও ইউরোপীয় সৈন্য, এবং কামান পাঠাইতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে একদল সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষ ইংরেজের শিবিরে উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের পর আরও সাহায্যকারী সৈনিকগণের সমাগম হইতে লাগিল। ২৪শে জুন নিবিল চেম্বারলেন্ আড্‌জুটান্ট জেনেরলের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে দিল্লীস্থিত ব্রিটিশ সৈনিকদল আশ্বস্ত হইল। সেনানায়ক হড্‌সন্ এ বিষয়ে আহ্লাদ সহকারে লিখিয়াছেন—"নিবিল চেম্বারলেন্ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিই একাই এক সহস্র *।" চেম্বারলেনের সমাগমে ব্রিটিশ সৈনিক দলে এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য সেনানায়ক বার্ণার্ডের সাহায্যার্থ উপনীত হইতে লাগিলেন। রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল বেয়ার্ডস্মিথ যন্ত্রাদি সহ উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথম ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ২৩শে জুনের যুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিলেও সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট ছিল না। কর্ণেল স্মিথ উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার দিল্লী আক্রমণের প্রস্তাব হয়। এ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রণালী অবধারিত হয়। যে সকল সৈন্য আক্রমণার্থ যাত্রা করিবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। এই আক্রমণের বিষয় সাধারণে যাহাতে জানিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বিত হয়। সমস্ত ঠিক হইলে সেনাপতি বার্ণার্ড জানিতে পারিলেন যে, বেরিলী হইতে সমাগত প্রায় চারি হাজার সিপাহী সেনাপতি বখৎ খাঁর অধীনে তাঁহার শিবির আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছে। ইংরেজের সৈনিকগণ রাত্রিশেষে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, বিপক্ষদিগের অলক্ষভাবে নগরের প্রাচীরের দিকে অগ্রসর

* *Hodson. Twelve year,s Saldier's Life in India, p. 216.*

হইয়াছিল। এই সময়ে আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ইহার মধ্যে সিপাহীরা ইংরেজদিগের নিকটে যে টাকা আসিতেছিল, তাহা কর্ণালের প্রশস্ত পথবর্ত্তী আলিপুর নামক স্থানে আটক করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। বখৎ খাঁ কিছুক্ষণ পরে আপনার কামান লইয়া নগরে গমন করেন। অতঃপর ইংরেজেরা আপনাদের গমনাগমনের পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হয়েন। বিপক্ষ সিপাহীরা যাহাতে সহজে তাঁহাদের গমনাগমনের প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইয়া, কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে, এই জন্য তাঁহারা যমুনা খালের পশ্চিম দিকে কাষ্ঠময় সেতু এবং মুজ্‌ফগড় খালের দুইটি পুল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ খালের উপর আর একটি পুল এবং যমুনার প্রশস্ত নৌসেতু ভগ্ন করিতে পারেন নাই। এই সেতু দিয়া বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহীরা দিল্লীতে আসিতেছিল। এইজন্য সিপাহীরা সেতু রক্ষার্থে যথোচিত যত্ন করে।

পঞ্জাব হইতে ইংরেজের শিবিরে সাহায্যকারী সৈনিকগণ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেনাপতি বার্ণার্ড তাহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত বোধ করেন নাই। তিনি নিজের অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টকে উহা সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, তাঁহার যুদ্ধোপকরণও অল্প ছিল। নগর আক্রমণের বিবিধ প্রণালী অবধারিত হইলেও, তিনি অল্প-সংখ্যক সৈন্য ও অল্পসংখ্যক যুদ্ধোপকরণের উপর নির্ভর করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই জন্য তিনি আপনার শিবিরে অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। যে সকল তরুণবয়স্ক বীরপুরুষ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বর্ত্তমান সময়ে অসংসাহসের পরিচয় দিয়া বীরত্ব-কীর্ত্তির অধিকারী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, দূরদর্শী, বর্ষীয়ান্ সেনাপতি তাঁহাদের সহিত একমত হয়েন নাই। তাঁহারা সেনাপতিকে গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন দেখিয়া, একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। আপনাদের সেনাপতির উপর তাঁহাদের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি তাঁহাদের ন্যায় অসমীক্ষ্যকারী বা অসংসাহসী ছিলেন না। তিনি গুরুতর কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সাবধানে কার্য্য-প্রণালীর নির্দ্ধারণ করিতে হইত। কোন বিষয়ে সামান্য অসাবধানতা, সামান্য

অশৃঙ্খলা, বা বিবেচনার সামান্য ত্রুটী ঘটিলে বিপদ যে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিত, তদ্বিষয়ে তরলমতি ও অসংসাহসী বীরপুরুষদিগের ধারণা ছিল না। সুতরাং আপনাদের সেনাপতির উপর সহজেই তাঁহাদের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা বিরক্ত হইলেও সেনাপতির সৌম্য মূর্ত্তি ও সদয় প্রকৃতি দেখিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। সেনাপতি বার্ণাড সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার দুশ্চিন্তা এবং তাঁহার গুরুতর কার্য্যসংক্রান্ত নানা গোলযোগের মধ্যেও, তিনি শিবিরস্থিত যাবতীয় সৈনিকের কষ্টমোচনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। তাঁহার সমবেদনার অবধি ছিল না। তিনি আপন সৈনিকদিগের মধ্যে যুদ্ধস্থলে উৎসাহদাতা, বিপত্তিকালে রক্ষাকর্ত্তা, এবং রোগজনিত যাতনার সময়ে শুশ্রূষাকারী ছিলেন। ফলতঃ অতি নিম্নপদস্থ সামান্য সৈনিকও তাঁহাকে যেরূপ প্রভু ও উপদেষ্টা বলিয়া জানিত, সেইরূপ স্নিগ্ধ বন্ধু, প্রীতিময় আত্মীয় এবং নিরন্তর সমবেদনাপর অভিভাবক বলিয়া মনে করিত। উপস্থিত সময়ে কাপ্তেন হড্‌সন্ পীড়িত হইয়াছিলেন; একদা তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেন যে, বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, শুশ্রূষা করিতেছেন *। কিন্তু এইরূপ স্নিগ্ধহৃদয় বর্ষীয়ান্ পুরুষ রোগাতুর ও অবসন্ন সৈনিকদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য এই কষ্টময় সংসারে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। নিয়তির শক্তিতে তাঁহাকে মর্ত্ত্যধামের অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অধীন হইতে হইল। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তিনি সুস্থ ও সবল ছিলেন; কিন্তু ঐ দিবস বেলা ১০টার পূর্ব্বে তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। বেলা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

সেনাপতির দেহত্যাগ হইল। দিল্লী অনধিকৃত রহিল। সিপাহীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সৈনিকদিগের অল্পসংখ্যা অল্পতর হইয়া উঠিল। এই দুঃসময়ে সেনাপতি রীড্ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। পুনর্ব্বার নগর আক্রমণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। পুনর্ব্বার উহা পরিত্যক্ত হইল। এদিকে ১৭ই জুলাই রীড্ অসুস্থতা প্রযুক্ত প্রধান সেনাপতির কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্বালায় গমন করিলেন। তৎপদে সেনাপতি উইল্‌সন্ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

* *Hodson, Twelve Years in India. p.* 207.

ইংরেজ সৈন্য যখন দিল্লী অধিকার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছিল, ইংরেজ সেনাপতি যখন সাহায্যকারী সৈনিকের অভাবে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন সুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ডস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের মানসপটে অনেক দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছিল। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতির ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লী সহজেই ইউরোপীয় সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইবে। সৈনিকবলে না হয়, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উহা অবিলম্বে জনশূন্য হইবে *। বোর্ডের সভাপতি পার্লেমেণ্ট সভায় এই বিষয় পরিব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার স্বদেশীয়গণ এ সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, যাঁহাদের উপর সাম্রাজ্যরক্ষার ভার ছিল, তাঁহারা এ সময়ে সর্ব্বব্যাপী বিপ্লবের অভিঘাতে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই। ঘটনা গুরুতর হইলেও, ভারতবর্ষের রাজপুরুষগণ চারি দিকে বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেও, তাঁহারা ভাবিতেছিলেন যে, শীঘ্রই সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি অন্তর্হিত হইবে। বিপক্ষ সিপাহীরা অবিলম্বে পরাজিত ও নিহত হইবে। ভারতবর্ষের সমুদয়স্থানে অবিলম্বে কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে। কিন্তু দূরবর্ত্তী মহাসাগরের ক্রোড়স্থিত শান্তিময় স্থানে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহারা ভারতবর্ষে যে শান্তির আশা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে অবিলম্বে ঘটিল না। এক মাস অতিবাহিত হইল। এক মাস কাল ইংরেজ সেনাপতি সৈনিকদল সহ দিল্লীর সম্মুখে রহিলেন। এক মাসের মধ্যে অনেকে নিহত হইল। অনেকে আহত হইয়া যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসালয়ের আশ্রয় লইল। কিন্তু দিল্লী বিধ্বস্ত হইল না। যাঁহারা বলিতেছিলেন, মোগলের রাজধানী শীঘ্রই ইংরাজের পদানত হইবে, তাঁহাদের কথা এখন লোকে বিদ্রূপাত্মক বা অযথার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। চারি দিকে প্রকাশ হইল যে, দিল্লী সিপাহীদিগের অধিকারে রহিয়াছে। বৃদ্ধ মোগল ইংরেজের সমক্ষে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন। ইহাতে অদূরদর্শী জনসাধারণ যেমন ইংরেজের ক্ষমতার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিল, নানা স্থানের উত্তেজিত সিপাহীরাও সেইরূপ উৎসাহযুক্ত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল।

* *Martin. Indian Empire Vol. II. p. 211.*

ঝাঁসি, রাজপুতনা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীতে উপস্থিত হইতেছিল, তখন সেনাপতি উইল্‌সন্‌ ইংরেজ শিবিরের অধ্যক্ষ হইলেন। সেনাপতি রীডের পদত্যাগের তিন দিবস পূর্ব্বে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুরাওর গৃহ আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের ২০ কুড়ি জন হত এবং প্রায় ২০০ দুই শত জন আহত হয়*। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল্‌ চেম্বারলেন্‌ এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন যে, তাঁহাকে ৬ ছয় সপ্তাহ কাল শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সেনাপতি উইল্‌সন্‌ যখন রীডের পদগ্রহণ করেন, তখন ইংরেজ শিবিরে নৈরাশ্য ও বিষাদ ভিন্ন কোন বিষয়ে কোনরূপ প্রসন্নভাবের আবির্ভাব ছিল না। দুই জন সেনাপতির দেহত্যাগ হইয়াছিল। তৃতীয় জন রোগজীর্ণ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল এবং কোয়ার্টর মাষ্টার জেনেরল আহত হইয়াছিলেন। শিবিরস্থিত সৈনিকদিগের অল্প সংখ্যা ক্রমেই অল্পতর হইতেছিল। সময়ে সময়ে নগর আক্রমণের প্রস্তাব হইতেছিল; কিন্তু অনেকে উহার বিরোধী হইতেছিলেন। সিপাহীরা বারংবার আক্রমণ করিতে-ছিল। ইংরেজেরা এক মাসের অধিক কাল দিল্লীর সম্মুখে ছিলেন; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহারা অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হয়েন নাই। সিপাহীরাও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত করিতে নিরস্ত থাকে নাই। তাহাদের সহিত ইংরেজ সৈনিকদিগকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ২০ কুড়ি বারের অধিক যুদ্ধ করিতে হয়। ইংরেজ সৈনিকদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিতে হইত। দিবসে তাহাদের বিশ্রাম ছিল না; রাত্রিতেও তাহাদের নিদ্রা ছিল না। দিবসে তাহারা যেমন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত, রাত্রিতে সেইরূপ ভেরীর রব শুনিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইত। দিবসের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিত, কিন্তু তাহাদের অদৃষ্টে অশান্তির পর শান্তি ঘটিত না। দিনযামিনীর আবর্ত্তনের সহিত দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের একাগ্রতা, উৎসাহ বা উত্তমের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। তাহারা সমান উত্তম ও উৎসাহের সহিত দিবসে ও রাত্রিতে সমভাবে ইংরেজের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইত। যুদ্ধে তাহারা সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে

* *Mortin. Indian Empire. Vol. II. p. 431.*

বিমুখ হইত না। ইংরেজগণ যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, সিপাহীরাও সমরক্ষেত্রে সেইরূপ বীরত্ব দেখাইয়া, আক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে চমকিত করিত। আক্রমণকারী ও আক্রান্তগণ উপস্থিত সময়ে সর্ব্বক্ষণ যেরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিত, তাহা মহাকবির মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে কোন ফল না পাওয়াতে ইংরেজ সেনাপতি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য বিপক্ষের নিপীড়নে একান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাহাদের শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হইল। তাহাদের বিরক্তির একশেষ ঘটিল। তাহাদের ক্লান্তি অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা সর্ব্বদা প্রবল বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও, কোনরূপ ফললাভ করিতে পারিল না। এদিকে বর্ষার আরম্ভ হইল। বৃষ্টিপাতে তাহাদের পরিচ্ছদ সিক্ত, তাহাদের শিবির বিধৌত এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল। জুলাই মাসের মধ্যভাগে সেনাপতি উইলসন্ ভাবিলেন, এরূপ অবস্থায় বিপক্ষগণের সম্মুখে থাকা অসাধ্য। বিপক্ষদিগের যেরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহাতে তিনি আপনার সন্নিবেশস্থান রক্ষার জন্য একান্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগর আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেনের ন্যায় সৈনিক পুরুষেরাও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। যে পর্য্যন্ত উপযুক্তসংখ্যক সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষের সমাগম না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা নগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিপক্ষেরা সংখ্যাধিক্যে যেরূপ বলীয়ান্, যুদ্ধোপকরণে সেইরূপ প্রবল ছিল। দূরদর্শী ইংরেজ সৈনিক পুরুষেরা এইরূপ প্রবল বিপক্ষকে সহসা আক্রমণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। নগর আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলে, ইংরেজ সৈন্যের স্থানান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব হইয়াছিল। সেনাপতি বার্ণার্ডের দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। দিল্লীর কমিশনর দেখিলেন যে, নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক সিপাহী যেরূপ উৎসাহকারে মোগলের রাজধানীতে উপস্থিত হইতেছে তাহাতে অল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য কখনও তাহাদের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইবে না। তাঁহারা দীর্ঘকাল দিল্লীর প্রাচীরের পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু

এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দিল্লী অধিকার করিবার কোন সুবিধা দেখা যাইতেছে না। তাঁহাদের সৈনিকগণ আক্রমণকারী সিপাহীদিগকে দূরীভূত করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মপক্ষের কোন ফললাভ হইতেছে না; সিপাহীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না। তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ অন্তর্হিত হইতেছে না; দিল্লীও তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িতেছে না। এভাবে দীর্ঘকাল না থাকিয়া, তাঁহারা যদি স্থানান্তরে শান্তিস্থাপনের আয়োজন করেন, তাহা হইলে সুফল লাভ হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া, কমিশনার সাহেব স্থানান্তরে গমন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন; উইলসন্ যখন সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন এ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছিল। সেনাপতি স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন নাই। তিনি যখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন এক জন সৈনিকপুরুষ উহার বিরুদ্ধ পক্ষ প্রদর্শন জন্য তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন বেয়ার্ড স্মিথ কহিলেন যে, তাঁহারা এখনও সর্ব্বাংশে পঞ্জাবের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন; দিল্লী হইতে পঞ্জাব ও কর্ণালের পথে কোন গোলযোগ নাই। বিপক্ষ সিপাহীরা ঐ পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে নাই। এখন যদি দিল্লীর পুরোবর্ত্তী স্থান হইতে শিবির তুলিয়া অন্য স্থানে যাওয়া হয়, তাহা হইলে হয় ত পঞ্জাবের পথ অবরুদ্ধ হইবে। অধিকন্তু আত্মপক্ষের দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। লোকে ভাবিবে যে, ইংরেজ সিপাহীদিগের পরাক্রমে দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়াছেন। দিল্লী মোগলের অধিকারে রহিয়াছে। ইংরেজ তাহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের পথ নিরাপদ রহিয়াছে, সে স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে। এদিকে আত্মপক্ষের সৈনিকগণ এখনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই; তাহাদের খাদ্যেরও অভাব ঘটে নাই; এরূপ অবস্থায় দিল্লী পরিত্যাগ করা কখনও উচিত নয়। যদি মৃত্যুর বিকট দৃশ্য শিবিরের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও আত্মপক্ষের সম্মান, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য এবং দিল্লী অধিকার করিবার নিমিত্ত উহার পুরোভাগে অবস্থিতি করাই কর্ত্তব্য। সেনাপতি উইলসন্ প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের এইরূপ যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন। দিল্লী পরিত্যাগের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

সেনাপতি উইলসনের কার্য্যভারগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে সিপাহীরা

ইংরেজের সেনানিবাসের দক্ষিণ ও বামভাগ আক্রমণ করে। পরিশেষে তাহারা তাড়িত হয়। ২৩শে জুলাই আবার তাহারা কাশ্মীর তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজদিগের অধিকৃত স্থান হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষে তাহারা নগরের প্রাচীরের দিকে গমন করে। ইংরেজ সৈনিকেরা সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। এইরূপ পশ্চাদ্ধাবনে তাহারা অনেকবার বিপদাপন্ন হইয়াছিল। এবারেও তাহাদের বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অনেক উৎকৃষ্ট সৈনিক পুরুষ আহত হয়। অনেকে দেহত্যাগ করে। সিপাহীপক্ষের ক্ষতি গুরুতর হয় নাই। তাহারা সমস্ত কামান লইয়া, নগরে প্রবেশ করে। জুলাই মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়। সিপাহীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণেও ইংরেজপক্ষের সৈনিকদল আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করে নাই। ৩০শে জুলাই সেনাপতি উইল্‌সন্ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কল্‌বিন্ সাহেবকে এই ভাবে লিখেন—"সিপাহীদিগের আক্রমণে বাধা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; যেরূপে হউক, শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। শত্রু-সংখ্যা অসংখ্য; তাহারা আমাদের ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক আমাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সৈনিকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়াই, দেহ ত্যাগ করিবে। সৌভাগ্যক্রমে শত্রুদিগের কোন পরিচালক নাই; কোনরূপ শৃঙ্খলাও নাই; আমরা এরূপও শুনিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিকল্‌সনের তত্ত্বাবধানে সাহায্যকারী সৈন্য আসিতেছে। আমরা যদি তাহাদের উপস্থিতি পর্য্যন্ত আমাদের অধিকৃত স্থান রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিরাপদ হইব।" এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কল্‌বিন সাহেব দিল্লী পরিত্যাগ-প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী ছিলেন। সেনাপতি উইলসন্‌ও দিল্লীতে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ লিখিয়াছিলেন।

এইরূপ আক্রমণ ও তজ্জনিত নানা গোলযোগের মধ্যেও ইংরেজ শিবিরে প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছিল। সৈনিকেরা প্রফুল্লভাবে অশ্বে আরোহণ করিয়া, নানা স্থানে বেড়াইত, ক্রিকেট খেলিয়া আনন্দ অনুভব করিত, সহযোগীর সহিত একত্র বসিয়া, নানারূপ গল্পে কাল কাটাইত। সায়ন্তন সময়ে শ্রুতি-মধুর বাদ্যধ্বনি শুনিয়া, তাহারা প্রীতিলাভ করিত। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া ঐ সময়ে বাদ্যস্থানে আনা হইত। তাহারা

সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিয়া যেরূপ প্রফুল্ল হইত, সেইরূপ বাদ্যযন্ত্রনিঃসৃত বিবিধ সঙ্গীত শুনিয়া শান্তিলাভ করিত। গুর্‌খা সৈন্য এবং ভারতের সীমান্তবর্ত্তী জনপদের নবনিয়োজিত সৈনিকেরা উপস্থিত যুদ্ধে সাতিশয় বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়াছিলেন। এইজন্য ইংরেজ সৈনিকেরা তাহাদের সহিত প্রীতি সূত্রে সম্বদ্ধ হয়। ইহারা তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া ধূমপান করিত। তাহাদের ভাষা ভালরূপে না বুঝিলেও আগ্রহসহকারে তাহাদের সহিত গল্প করিত। রণস্থলে যে সকল এতদ্দেশীয় সৈনিক আহত হইয়াছিল, তাহাদের সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অসামান্য ছিল। তাহারা ধীরভাবে আঘাতজনিত বেদনা সহ্য করিত। এক জনের মেরুদণ্ডে গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাহার হস্ত ও পদদ্বয়ের অধোভাগ অসাড় হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তির বাঁচিবার আশা ছিল না। তথাপি সে আপনার একজন সহযোগীর পার্শ্বে বসিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাব দেখাইয়া, প্রফুল্লভাবে ধূমপান করিতেছিল। সহযোগী তাহার আঘাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, "কিছুই নয়। পিঠে সামান্য একটা ধাক্কা মাত্র লাগিয়াছে। আমি আবার দুর্বৃত্তদিগের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইব।" পরদিন এই ব্যক্তির মৃত্যু হয় *। এইরূপ প্রশান্তভাবে, এইরূপ প্রফুল্লতাসহকারে, সৈনিকদিগের এক মাস কাল অতিবাহিত হইল। মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইলেও তাহাদের প্রসন্নভাব অন্তর্হিত হয় নাই। বিপদে পরিবেষ্টিত হইলেও, তাহারা শান্তিসুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। বহুসংখ্যক এবং বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ-সমন্বিত পরাক্রান্ত বিপক্ষের আক্রমণের বিবশীভূত হইলেও, তাহারা দুশ্চিন্তায় কাতর বা অবসাদে অবসন্ন হয় নাই।

ইংরেজপক্ষের সৈন্য অল্প হইলেও তাহারা সাহসে ও বীরত্বে নিরতিশয় প্রবল ছিল। ভারতের অনেক বীর পুরুষ এই দুঃসময়ে ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের দুঃসহ কষ্টে দুঃখানুভব এবং তাহাদের দুরতিক্রমণীয় বিপদে সাহায্য করিতেছিল। পঞ্জাবকেশরীর ফরাসী সেনাপতির শিক্ষায় যাহারা কামানপরিচালনে সুদক্ষ হইয়াছিল, সোব্রাঁও এবং চিলিয়ানবালার রণক্ষেত্রে যাহারা এই বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষকে বিস্মিত

* *Hudson, Twelve years in India, 213.*

করিয়াছিল, তাহারা এই সময়ে দিল্লীর পুরোভাগে পরাক্রান্ত সিপাহীদিগের সমক্ষে ইংরাজের পক্ষ সমর্থনে নিরস্ত থাকে নাই। লর্ড লরেন্স এই সকল রণ-পারদর্শী খালাসাকে দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা এক সময়ে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই এখন ইংরেজের পক্ষসমর্থনার্থ স্বদেশীয়দিগের ক্ষমতানাশে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বতন বিষয় তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহারা এখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিনব বিষয় ও অভিনব শক্তির সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল।

ইংরেজসৈন্য তীব্র মদিরার একান্ত পক্ষপাতী। শিখগণ মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে অনভ্যস্ত নহে। যখন ঘোরতর পরিশ্রমের পর অবসাদ উপস্থিত হয়, মনোমধ্যে নানা অশান্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন ইহারা সুরার সাহায্যে সেই অবসাদ ও অশান্তি দূর করিতে চেষ্টা করে। উপস্থিত সময়ে বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছিল। বৃষ্টিপাতে ইংরেজসৈনিকদিগের পরিচ্ছদ আর্দ্র, দেহ শিথিল ও শিবির সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহাদের শারীরিক তেজস্বিতা সঞ্চারের জন্য সুরার প্রয়োজন হয়। তাহারা প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিল না। কিন্তু অধিনায়কগণ এ বিষয়ে তাহাদের আসক্তির সীমা সংকীর্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বর্ষার জল-স্রোতের ন্যায় পানস্রোত অবাধে ইংরেজশিবিরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সুরা-পানে প্রমত্ত হইয়া, সৈনিকেরা উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

যখন যুদ্ধের বিরাম হইত, ইংরেজেরা যখন কিয়ৎকালের জন্য শান্তিসুখের অধিকারী হইতেন, রণস্থলের ভৈরব রব ও ঘোরতর গোলযোগের পর যখন প্রশান্তভাব তাহাদের শিবিরে বিরাজ করিত, তখন তাঁহারা স্থানান্তরপ্রবাসী স্বদেশীদিগের সংবাদপ্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইতেন। কাণপুর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্য ভারতবর্ষ, রাজপুতনা, এবং উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের প্রধান প্রধান স্থান ভীষণ বিপ্লবের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল স্থানে কি ঘটিতেছে; উত্তেজিত সিপাহীরা এই সকল স্থানে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে; বিপন্ন ব্রিটিশগণ কিরূপে এই সকল স্থানে বিপদের প্রতিরোধ

করিতেছেন; তাহা জানিবার জন্য শিবিরস্থিত ইংরেজেরা নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন দূরতর স্থান হইতে সংবাদপ্রাপ্তির কোন সুবিধা ছিল না। রেলওয়ে তখন ভারতের পরস্পরদূরবর্ত্তী স্থানগুলিকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করে নাই। টেলিগ্রাফের তার সকল স্থানে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে নাই। সমগ্র ভারতের গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতার সহিত তখন দিল্লীর কোন সংস্রব ছিল না। গবর্ণর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি কি করিতেছেন, তাহা দিল্লীস্থিত ইংরেজেরা জানিতেন না; জানিবার জন্য তাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এ সময়ে কেবল পঞ্জাবই তাঁহাদের ভরসাস্থল ছিল। তাঁহারা পঞ্জাবের প্রধান কমিশনারকেই গবর্ণরজেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা পঞ্জাবের দিকে চাহিয়াই উৎফুল্ল থাকিতেন, পঞ্জাব লক্ষ্য করিয়াই জয়াশায় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন, পঞ্জাবের শিখ এবং পঞ্জাবপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতবাসীদিগের সাহস ও যুদ্ধকৌশল মনে করিয়াই, আপনাদিগকে পরাক্রান্ত বিপক্ষদিগের মধ্যে বলসম্পন্ন ভাবিতেন। নববিজিত পঞ্চনদ এইরূপে তাঁহাদের আশার উদ্দীপক হইলেও তাঁহারা অন্য স্থানের স্বদেশীয়দিগের ভাবনায় অস্থির ছিলেন। কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌ এ সময়ে তাঁহাদের অধিকতর ভাবনার বিষয় ছিল। হুইলার এবং হেন্‌রি লরেন্সের বিপত্তিই এ সময়ে তাঁহাদিগকে অধিকতর চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এক সময়ে তাঁহারা শুনিলেন, সেনাপতি হুইলার কাণপুররক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সিপাহীরা পরাজিত ও পলায়িত হইয়াছে। সেনাপতি স্বয়ং বিজয়ী সৈন্যসহ দিল্লীর উদ্ধারের জন্য আসিতেছেন। অন্য সময়ে তাঁহারা শুনিলেন যে, লক্ষ্ণৌ সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। হাবেলকের পরাক্রমে সিপাহীরা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। এ সময়ে কলিকাতা হইতে সহজ পথে সংবাদ আসিত না। সিপাহীরা সহজ পথে সংবাদপ্রেরণের উপায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কলিকাতা হইতে বোম্বাই, মুলতান হইয়া, দিল্লীতে সংবাদ পঁহুছিত। সংবাদ এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া বহু বিলম্বে আসিলেও উহা সত্য হইত না। একবার সংবাদ আসিল যে, ফরাসী সৈন্য চীন দেশে যাইতেছিল, তাহারা এখন দিল্লীর অধিকারে সাহায্য করিবার জন্য

ইংরেজের শিবিরে আসিতেছে। আর একবার শিবিরে প্রচারিত হইল যে, উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ লণ্ডনে পঁহুছিলে লণ্ডনবাসীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া ডিরেক্টরদিগের কার্য্যালয় ভস্মীভূত করিয়াছে এবং ডিরেক্টরদিগকে পথবর্ত্তী আলোকদণ্ডে বাধিয়া ফাঁসি দিয়াছে।

এইরূপে নানা ভাবে নানা বিষয়ের সংবাদ আসিতে লাগিল। কিন্তু উহা সত্য হইল না। সময় যাইতে লাগিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে বিপন্ন ইংরেজদিগের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল না। কাণপুর ভীষণ কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইল। সেনাপতি হুইলার নিহত হইলেন। ইউরোপীয় বালকবালিকা ও মহিলারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের তরবারি ও গোলার আঘাতে দেহ ত্যাগ করিল। লক্ষ্ণৌতে স্যার হেন্‌রি লরেন্স সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এই সকল শোচনীয় সংবাদ দিল্লীর পুরোবর্ত্তী ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ সৈনিকেরা এই নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইল। অধিনায়কেরা আপনাদের বালকবালিকাগণের হত্যাকাণ্ড এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির অদ্বিতীয় পাত্র স্যার হেন্‌রি লরেন্সের দেহ-ত্যাগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পঞ্জাবে যেমন স্যার জন, অযোধ্যায় সেইরূপ স্যার হেন্‌রি, শক্তি, সাহস, অধ্যবসায় ও উৎসাহের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। এই দুঃসময়ে ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যে কোন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে ছিল। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আপনি ঘোরতর বিপত্তির মধ্যেও শক্তি ও [illegible] করিতেছিলেন। ফলতঃ এই সময়ে ভ্রাতৃদ্বয় বিপন্ন সাম্রাজ্যসৌধের অবলম্বনস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। এখন সেই স্তম্ভদ্বয়ের একতরটির পতন হইল। যে স্থানে এই সংবাদ পঁহুছিল, সেই স্থানের ইংরেজগণ গভীর বিষাদে অবসন্ন হইলেন। যে ইংরেজশিবিরে এই সংবাদ উপস্থিত হইল, সেই শিবির গভীর শোকের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপে ভারতের সমগ্র ব্রিটিশাধিকৃত স্থান একই শোক ও একই বিষাদের ছায়ায় কালীময় হইল। ফলতঃ স্যার হেন্‌রি লরেন্স ভারতবর্ষপ্রবাসী ইংরেজদিগের বিশ্বস্ত বন্ধু, সহৃদয় পরামর্শদাতা, বিপত্তিকালে সাহসী রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। পবিত্রভাবে, পরোপকারে, স্নিগ্ধ ব্যবহারে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে, বন্ধুপ্রীতিতে

এবং ঈশ্বরভক্তিতে তিনি তৎসমকালে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। এক জন সুলেখক ইংরেজ স্বদেশের এই কর্ম্মবীরের কর্ম্ম-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়ে কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর রাজ্যের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুরুষ পরিদৃষ্ট হয় না *।" লেখকশ্রেষ্ঠের এই উক্তি অযথার্থ নহে।

ইংরেজ যাহাদের আক্রমণে এইরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, যাহাদের উত্তেজনায় তাঁহাদের সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত, বাসগৃহ দগ্ধীভূত, এবং জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে সংশয়দোলায় অধিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাদের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষভাবের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে এইরূপ বিদ্বেষভাব, সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের একতর সম্প্রদায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হওয়াতে ইংরেজ সমগ্র ভারতবাসীকে অনেক স্থলে ভীষণ দানব বলিয়া মনে করিতেন। শ্বেতকায়গণ কৃষ্ণকায়দিগকে এই সময়ে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিলেই যেন চরিতার্থ হইতেন। দিল্লীর ইংরেজশিবিরেও এই বিদ্বেষ ভাব অপ্রকাশিত থাকে নাই। পাঁড়ে এই কথাটি ইংরেজের ঘোরতর ক্রোধের উদ্দীপক হইয়াছিল। পাঁড়ের নামে তাহাদের ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইত, মুখ বিকৃত হইয়া উঠিত, এবং নেত্রদ্বয় হইতে যেন অনলকণা বাহির হইত। পাঁড়ে বিদ্বেষ তাঁহাদের এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারা দিল্লীর নাম পাঁড়েভূমি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁড়ের স্বদেশীয়দিগের সকলেই তাঁহাদের বিরোধী হয় নাই। উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে উহার এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরেজ যদিও ভাবিতেন, তাঁহারা ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, তথাপি কার্য্যতঃ ভারতবর্ষীয়গণই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিল। তাঁহারা আপনাদের জাতির পরম শত্রু বলিয়া, যাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহারা এক দিনের জন্যও প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করে নাই। সৈনিকদল-ভুক্ত নয়, এরূপ শত শত ভারতবর্ষীয় এই সময়ে ইংরেজের জন্য নানা বিঘ্ন

* *Russell, Diary in India Vol. II. p. 138*

বিপত্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। ইহারা যুদ্ধস্থলে বিজয়গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করে নাই, বীরেন্দ্রসমাজে বরণীয় হইবার ইচ্ছা ইহাদের মনে স্থান পায় নাই। ইহারা যে কার্য্যে নিয়োজিত ছিল, বিশ্বস্তভাবে এবং যত্ন ও সত্বরতাসহকারে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ইংরেজ এবং তাহাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যে বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, ইংরেজ এবং তাহাদের স্বদেশীয়গণ যে, পরস্পর বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, ইহা তাহাদের মনে স্থান পাইত না। শান্তির সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ যে ভাবে ইংরেজের কার্য্য সম্পাদন করিত, এই ঘোরতর বিগ্রহের কালেও ইহারা ঠিক সেই ভাব দেখাইত। বিদেশীয় ইউরোপীয়েরা নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে যে, ভারতবর্ষীয়-দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা স্বদেশে অতি সামান্য অবস্থাপন্ন এবং অতি সামান্য কার্য্যসম্পাদনে অভ্যস্ত হইলেও এদেশে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যদি ভারতবর্ষীয়গণ মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহাদের কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদনে তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিল। ইংরেজ পদাতিক, ইংরেজ অশ্বারোহী, বা ইংরেজ কামানরক্ষকগণ যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা না থাকিলে তাহারা একান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িত। তাহাদের আহার্য্য বা পানীয়ের সংগ্রহে কোন সুবিধা হইত না। যাঁহারা দিল্লীর যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন সহৃদয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইংরেজ শিবিরে প্রত্যেক ইউরোপীয়ের জন্য দশ জন করিয়া ভারতবর্ষীয় ছিল। কামানরক্ষক-দলে ভারতবর্ষীয়দিগের সংখ্যা ইউরোপীয়-দিগের সংখ্যার চারি গুণ ছিল। অশ্বারোহিদলে প্রতি অশ্বের জন্য দুই জন করিয়া ভারতবর্ষীয় কার্য্য করিত। ইহাদের অভাবে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না *। এইরূপে ভারতবর্ষীয়গণ শিবিরস্থিত ইউরোপীয়-দিগের যেরূপ শুশ্রূষা করিত, সেইরূপ উক্ত সৈনিকদলের ঘোড়াগুলিকে ঘাস

* *History of the seige of Delhi. Camp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p 604. note.*

দানা দিত, কামানগুলি যথাস্থানে লইয়া যাইত, পীড়িত ও আহতদিগকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া, তাহাদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিত। এই সকল কার্য্যে তাহাদের কোনরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইত না কোনরূপ বাধা বা বিঘ্নে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে নিরস্ত থাকিত না। তাহারা বিপক্ষের গোলা-বৃষ্টিতে দৃক্পাত করিত না, বিপক্ষের তরবারির সঞ্চালনে ভীত হইত না, বা বিপক্ষের বলাধিক্য দেখিয়া, আপনাদের অল্পসংখ্যক বিদেশীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইত না। দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন,—"একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কামানসমূহ ব্যূহের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলা-বৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা, আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার এক জন ভারতবর্ষীয় কামানপরিচালকের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়া দ্বারা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তৎসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি সাহেব।" আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া, তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং ডুলিতে না তুলিয়া দিতাম, তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক ছিল, তাহারা এই ভাবে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল"*। যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে এতদ্দেশীয়-গণ এই দুঃসময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত প্রশান্ত ভাব হইতে বিচলিত হয় নাই, বিপ্লবে প্রমত্ত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই, বা বাহিরে সৌজন্য ও সদাচারের পরিচয় দিয়া, নৃশংস-ভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে উদ্যত হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, তখন তাহারা নিরীহভাবে আপনাদের বিদেশীয় প্রভুর কার্য্যসাধনে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছিল। যথাসময়ে

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 604. note.*

নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইবে বলিয়া তাহারা যে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, সে কর্ম্ম সম্পাদনে তাহাদের কখনও ঔদাস্য দেখা যায় নাই। তাহারা উপস্থিত বিপ্লবকে জাতীয় সমুত্থান বলিয়া মনে করে নাই, বিপ্লবে উন্মত্ত স্বজাতীয়ের প্রতিও তাহারা সমবেদনা প্রকাশে উদ্যত হয় নাই, তাহারা অর্থের বিনিময়ে ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইয়া, বিদেশীয় প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ও বিশ্বস্ত ছিল। তাহাদের এই নিত্য সন্তোষ বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই ভৃত্যভাবও অবিশ্বস্ততা বা অশ্রদ্ধায় কলঙ্কিত হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু ইউরোপীয়গণ এই বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্যদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? যৎসামান্য অর্থের জন্য যাহারা এই ঘোর সঙ্কটকালে তাঁহাদের কার্য্য করিতেছিল, তাহারা কি ভাবে কালযাপন করিত? এ বিষয়ে ইতিহাসের উত্তর বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয়ভেদী। ভারতবর্ষীয়গণ এ সময়ে তাহাদের ইউরোপীয় প্রভুদিগের সমক্ষে আদর ও যত্নের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইউরোপীয়গণ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাহারা বিপদে অবসন্ন না হইয়া, বিপক্ষের ভ্রূকুটীতে দৃক্‌পাত না করিয়া, জীবনের মমতায় আকৃষ্ট না হইয়া, যেরূপে আপনাদের প্রভুদিগের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, তাহাতে যদি প্রভুগণ তাহাদের সহিত স্নেহভাজন বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে ন্যায়পরতা এবং দয়া ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষিত হইত। কিন্তু ইউ-রোপীয় প্রভুগণ এই বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগের সহিত তাদৃশ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা এ সময়ে সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। যে কোন রূপে হউক, এই শ্বাপদগুলির সংহারে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া-ছিলেন। কোন ভারতবর্ষীয় এ সময়ে সৌজন্য প্রকাশ ও সদয় ব্যবহার করিলে তাঁহারা উহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় বধ্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং দিল্লীর শিবিরে ভারতবর্ষীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তির বিনিময়ে বিরক্তি, শ্রদ্ধার বিনিময়ে অবিশ্বাস, সদয়ভাবের বিনিময়ে ঘোরতর কঠোর ব্যবহার, এবং যত্ন ও মমতার বিনিময়ে পদে পদে তাচ্ছল্য ও দৌরাত্ম্যের নিদর্শন দেখিতে পাইতে ছিল। বর্ণনীয় ঘটনায় এইরূপ কঠোরতা ও নির্দ্দয়ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রন্ধনশালার বালকদিগের উপর সৈন্যসন্নিবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার ভার ছিল। বিপক্ষদিগের অবিরত গুলি বৃষ্টির মধ্যেও তাহা-

দিগকে এই কার্য্য করিতে হইত। ইউরোপীয়গণ তাহাদের এই বিপদের বিষয় একবারও ভাবিতেন না। যাহারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন ও সজীবতা সম্পাদন জন্য যথাসময়ে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিত, তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সর্ব্বক্ষণ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত। কেবল ইহাই নির্দ্দয়তা ও কঠোরতার একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। যাহারা এই বিপত্তিকালে আপনাদের জীবন তুচ্ছ করিয়া, নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করিত, শিবিরস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহা-দিগকে কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা এবং প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এক জন সহৃদয় ইংরেজ দিল্লীর অবরোধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঃ—"নিরন্তর যুদ্ধে ও হত্যাকার্য্যে আমাদের লোকে এরূপ নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা ভারতবর্ষীয়দিগের জীবন, অতি সামান্য জীবের জীবন অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর মনে করিত। অধিনায়কেরা সদুপদেশ বা সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের চরিত্রসংশোধনের চেষ্টা করিতেন না। তাহাদের কার্য্যকলাপ নরহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়-দিগের প্রতি যেরূপ প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশিত হইত, তাহা ইউরোপীয় লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। যে সকল ভারতবর্ষীয় ভৃত্য অত্যাশ্চর্য্যরূপে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিয়াছে, অধিনায়কেরা তাহাদের প্রতি নিরতিশয় কঠোরতাপ্রদর্শনে নিরস্ত থাকেন নাই। আমাদের লোকে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছে এবং তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছে। ইংরেজ-সৈনিকগণ কামানরক্ষকদলের মধ্যে ভিস্তিদিগকে জল দিবার জন্য যুদ্ধের সময়ে আপনাদের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। গোলার আঘাতে এই হতভাগ্যদিগের অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের প্রতি অপর সাধারণের অপেক্ষা অধিকতর দয়া প্রদর্শন করা উচিত ছিল। সহিস, ঘেসেড়া, ডুলি-বেহারাদিগের মধ্যে অনেকে আমাদের কার্য্য করিতে গিয়া, আহত হইয়াছিল। ইহারা কয়েক মাস, দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র এবং রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিত। যাহারা দুই এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিল, তাহাদিগকে এক স্থানে পূরিয়া রাখিবার জন্যও চিকিৎসকেরা কয়েক গজ ক্যান্‌বিস্‌ অথবা একটি সামান্য পর্ণকুটীর বহুকষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। দিল্লীর অধিকাংশ অধিবাসী আমা-

দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল। তথাপি সমগ্র অধিবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের বালকেরা পর্য্যন্ত শোণিত-পিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে বলিতে শুনা যাইত যে, শিবিরস্থিত সমস্ত আরদালী ও পুরুষদিগকে গুলি করা উচিত"*। যদিও এই গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থে আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই, তথাপি ইনি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন†। যাহাদের সদয় ব্যবহার, যাহাদের সৎকর্ম্মশীলতা, এবং যাহাদের প্রভুভক্তির উপর ইউরোপীয়দিগের জীবন নির্ভর করিত, তাহারা সেই ইউরোপীয়দিগের হস্তেই এইরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল। শান্তির সময়ে উদ্ধত ইউরোপীয়গণ আপনাদের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য উদ্ধতভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন। কিন্তু শান্তির সময় অতীত হইয়াছিল। সমগ্র ভারত প্রচণ্ড বিপ্লবে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কোন স্থানে এক জন ইউরোপীয় ছিল, তাঁহারই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এতদ্দেশীয়দিগের বিশ্বস্ততা ও দয়াশীলতার উপরেই ইউরোপীয়দিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপস্থিত বিষয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"(শান্তির) সেই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা সেই সময়ের সহিত পরিবর্ত্তিত হই নাই। আমাদের লৌহসদৃশ কঠোর প্রকৃতি এরূপ অনমনীয় ছিল যে, আমরা প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে থাকিলেও উহার অবনতির উপক্রম দেখা যায় নাই। আমরা এরূপ অবাধ্য, এরূপ অসহিষ্ণু এবং এরূপ ভয়শূন্য যে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি, তাহাদের হস্তই যে, এ সময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তদ্বিষয় আমরা কখনও লক্ষ্য করি নাই। যে বিপত্তি ও নিগ্রহ অপরের প্রকৃতি অনুন্নত ও নিস্তেজ করিতে পারে, সেই বিপত্তি ও নিগ্রহের মধ্যে থাকিয়াও, আমাদের জাতি সর্ব্বদা কঠোরতাযুক্ত, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং অনমনীয় রহিয়াছিল। মানবের যাবতীয় বিচারবিতর্ক এবং যুক্তিসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, যে কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা এ সময়ে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিত, তাহাই আমাদের

* *Siege of Delhi. Kaye, Sepoy war. Vol. II. p. 605, note.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 605, note.*

জাতিকে নিরাপদ রাখিয়াছিল ; যে দৃঢ়তা, অনমনীয়তা এবং আত্মনির্ভরের ভাব দেখিয়া আমাদের শত্রুদলের মহৎ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, ইংরেজেরা কখনও পরাজিত হইতে জানে না, সেই দৃঢ়তা এবং সেই অনম্য ভাব ও আত্মনির্ভরের শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, যদি এ দেশে একটি মাত্র শ্বেতপুরুষ থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার স্বজাতির জন্য এই সাম্রাজ্য পুনরায় লাভ করিতে পারিবেন। পরাধীন জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহারের বিষয় যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে উহার সমর্থন করা অসম্ভব হইলেও, এই সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে যে, এইরূপ শক্তির নিদর্শন আমাদের দুর্ব্বলতার মধ্যেও আমাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে"*।

সহৃদয় ঐতিহাসিকের এই উক্তি অযথার্থ নহে। সর্ব্বপ্রকার দৃঢ়তা সকল সময়েই মানুষকে অপরাজেয় ও অনমনীয় করিয়া রাখে। কিন্তু ইংরেজ একটি অধীন জাতির প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার না করিয়াও, এইরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিতেন। যখন বিপদ অনিবার্য্য হয়, জীবন যখন প্রতি মুহূর্ত্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, স্বকীয় প্রাধান্য ও ক্ষমতা যখন নিরন্তর চঞ্চল ভাবের পরিচয় দিতে থাকে, তখন দৃঢ়তাই মানুকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু দৃঢ়তা ও নির্দ্দয় ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণকালে বা অন্য কোন ঘোরতর বিপত্তির সময়ে ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত পরাক্রম প্রকাশ করা এবং যে কোন রূপে হউক, বিপত্তিনাশের উপায় বিধান করা দৃঢ়তার লক্ষণ। শক্তিশালী ও সহায়সম্পন্ন শত্রু মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিতেছে, প্রতি আক্রমণে তাহাদের তেজস্বিতা ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে আত্মপক্ষের নিরন্তর ক্ষতি হইতেছে, অনেকেই রণক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে, অনেকে আহত বা রুগ্ন হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লইতেছে ; এইরূপ সঙ্কটকালে যিনি কোনরূপে শত্রুর সমক্ষে অবনত না হয়েন, কোনরূপে জয়াশায় বিসর্জ্জন না দেন, কোনরূপে তেজস্বিতার সহিত পরাক্রমপ্রকাশে নিরস্ত না থাকেন, তাঁহার সেই অনমনীয়ভাবেই তদীয় অসামান্য দৃঢ়তার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

* *Kaye, Sepoy Var. Vol. II. p. 605-606.*

কিন্তু যিনি এইরূপ বিপত্তিকালে স্বজাতি বা স্বদেশীয় ভিন্ন অপর সকলকে বিদ্বেষভাবে চাহিয়া দেখেন, বিপক্ষের স্বদেশবাসিগণ তাঁহার উপকারসাধনে উদ্যত থাকিলেও তিনি সদয় ব্যবহার করিতে বিমুখ হয়েন এবং পদে পদে সেই সকল ব্যক্তিকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত করিতে থাকেন। তাঁহার জীবন ঐ সকল লোকের শুশ্রূষার উপর সর্ব্বাংশে নির্ভর করিলেও তিনি তাহাদের জীবনকে তৃণ বা লোষ্ট্রের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ উদ্ধত ভাবে, নির্দ্দয় ব্যবহারে এবং অতি কঠোর প্রকৃতিতে তদীয় দৃঢ়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। ইহাতে দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে প্রকৃতিগত ক্ষীণতা এবং অনমনীয় ভাবের পরিবর্ত্তে অসৌজন্য এবং অশান্ত ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয়গণ উপস্থিত সঙ্কটে এইরূপ অসৌজন্য ও অশান্তভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে এইরূপ নির্দ্দয়ভাব দেখাইয়া প্রকৃত বীরত্বের অবমাননা করিয়াছিলেন।

ফলতঃ এই সময় অনেক ইউরোপীয়ের জিঘাংসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষবাসিশূন্য করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইতেন। এক জন ইউরোপীয় আফিসার মিরাট হইতে লিখিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকেরা কাণপুর দিয়া যাইবার সময়ে পথে যে সকল এতদ্দেশীয়-দিগকে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করাতে তিনি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন *। আর একজন আফিসার লিখিয়াছেন :—"আমাদের সৈন্য যখন দিল্লীতে প্রবেশ করিবে, তখন দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী যে মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে। অধিনায়কদিগের কেহই এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে পারিবেন না" †। যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ দিল্লী অধিকার করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে পদে পদে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইত। বৃষ্টির জলে তাহাদের শিবির প্লাবিত হইয়াছিল। বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে প্রতিদিন তাহাদের দলের কেহ না কেহ নিহত বা আহত হইতেছিল। নিদারুণ বিসূচিকায় অনেকের দেহাত্যয় ঘটিতেছিল। ইউরোপীয়েরা একেই সমগ্র ভারতবাসীকে আপনাদের পরম শত্রু

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 436*

† *Ibid. Vol. II. p. 436.*

বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহার উপর এইরূপ অসহনীয় কষ্ট, এইরূপ ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তিতে এবং দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে এইরূপ নিদারুণ পরিশ্রম ও অশান্তিতে তাঁহাদের বিদ্বেষবহ্নি অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তাঁহারা সমগ্র ভারতকে জনশূন্য করিতেই যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। এইজন্য তাঁহারা কাহার সহিত সদয় ব্যবহার করেন নাই, কাহাকেও সদয়-ভাবে দেখেন নাই, বা কাহারও কোনরূপ অভাবমোচনে উদ্যত হয়েন নাই। যাহারা তাঁহাদের এইরূপ অশান্তির সময়ে তাঁহাদের এইরূপ দুর্গতির মধ্যে, তাঁহাদেরই জন্যে, বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা দয়ার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ক্ষুধার সময়ে যাহারা অন্ন আনিয়া দিয়াছে; তৃষ্ণার সময়ে যাহারা জল দিয়া পিপাসা শান্তি করিয়াছে; আহত হইলে যাহারা স্কন্ধে বহন করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে; রুগ্ন হইলে যাহারা শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া, শুশ্রূষা করিয়াছে; যুদ্ধের সময়ে যাহারা বিবিধ যুদ্ধোপকরণের সংগ্রহে, এবং বাহনাদির পরিচর্য্যায় যত্নশীলতার একশেষ দেখাইয়াছে; তাহারা সেই বিপন্ন প্রভুদিগের হস্তে সবিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে। স্যার্ জন লরেন্স প্রকাশ্য-ভাবে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে সাহায্য না পাওয়াতে অর্থাৎ সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে ভৃত্যোচিত কর্ম্ম করিবার লোক না থাকাতে ইউরোপীয়দিগের মৃত্যু ঘটিতেছে"*। শুশ্রূষাকারী ভারতবর্ষীয়গণ নির্দ্দয় প্রকৃতি ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীন্ বা বন্দুকের গুলির আঘাতে, অথবা বিপক্ষদিগের আক্রমণে দেহত্যাগ করাতেই যে, ইংরেজের শিবিরে লোকের অভাব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেনাপতি উইল্সন্ ইউরোপীয়-দিগের এইরূপ বলবতী জিঘাংসার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, "শিবি-রের বহুসংখ্যক ভৃত্য ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সঙ্গীন্ এবং বন্দুকের গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াছে। ইহা ব্রিগেডিয়ার উইল্সনের অবিদিত নাই। তিনি নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, এইরূপ কঠোর ব্যবহারে সমগ্র সৈনিকদল নিরতিশয় শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু ইহাতে শিবিরস্থিত ভৃত্যদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। অনেকে আপনাদের সহযোগীদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, শিবির ত্যাগ করিয়া

* *Martin, Indian Empire. Vol. II· p.* 436.

যাইবে। কেহ কেহ ইহারই মধ্যে শিবির হইতে পলায়ন করিবার মানস করিয়াছে”*। গভীর উত্তেজনার সময়ে ইউরোপীয়েরা এইরূপে হিতাহিত বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল। একটি পরাধীন জাতিকে আপনাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত দেখিয়া তাঁহারা এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, সেই জাতির যে সকল ব্যক্তি প্রাণপণে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতেছিল, সেই সকল ব্যক্তির জীবনও তাঁহাদের নিকটে অতি সামান্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের এইরূপ উত্তেজনাতেও ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের দয়া ও ধর্ম্মের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। একদিকে যেমন নর-শোণিতপাত হইতেছিল, অপর দিকে সেইরূপ করুণার স্নিগ্ধভাবে নিপীড়িত ব্যক্তিগণ শান্তিলাভ করিতেছিল। নির্দ্দয়-প্রকৃতি নর-হন্তার পার্শ্বে সদয়-প্রকৃতি, শান্তশীল, মানব-হিতৈষীর আবির্ভাব হইতেছিল। আপনাদের আত্মীয়গণের বিয়োগেই হউক, অথবা আপনাদের স্বজাতির দুর্দ্দশা দর্শনেই হউক, ইউরোপীয়গণ যখন ভারতবর্ষীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেই ভারতবর্ষীয়গণই আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাহাদের অসহায় স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই কার্য্যে তাহারা, উত্তেজিত সিপাহীদিগের কথায় ভীত হয় নাই; সিপাহীদিগের অঙ্গীকৃত পুরস্কারের লোভেও দয়াধর্ম্মের অবমাননা করে নাই। এইরূপ মহৎ, এইরূপ গৌরবান্বিত হিতৈষণার পবিত্রভাব, এইরূপ চির প্রশংসনীয় কার্য্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নহে। যে সকল ইউরোপীয় কুলকন্যা ও বালকবালিকা বিভিন্নস্থান হইতে দিল্লীর শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সরলহৃদয়ে এই মহৎ কার্য্যের পবিত্রভাব পরিব্যক্ত করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। এ স্থলে একজনের বিষয় লিখিত হইতেছে:—গুরগাঁওতে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে একটি ইংরেজমহিলা আপনার শিশু পুত্রের সহিত নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার স্বামী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদিগের যত্নে তিনি পুত্রের সহিত নিরাপদে থাকেন। পল্লীবাসিগণ এই নিরাশ্রয়া ও একান্ত বিপদ্‌গ্রস্তা মহিলাকে তিন মাস কাল, লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই তিন মাস কাল, তাহারা খাদ্যসামগ্রী দিয়া

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 436.*

ইঁহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল, ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া ইঁহার শীতাতপজনিত কষ্ট দূর করিবার উপায় ক'রিয়া দিয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা তাহাদিগকে নানারূপ ভয় দেখাইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও তাহারা বিচলিত হয় নাই। সেই মহিলাকে বাহির করিয়া দিলে তাহারা পল্লীবাসীদিগকে ১০০ এক শত টাকা পারিতোষিক দিবে বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছিল. কিন্তু ঐ পারিতোষিকলোভেও পল্লীবাসিগণ দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, সেই কুলকামিনীকে উক্ত নরদানবদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই। পরিশেষে একটি বৃদ্ধ পল্লীবাসী তাঁহাকে শিশুসন্তানের সহিত দিল্লীর শিবিরে পঁহুছাইয়া দেয়। এই মহিলা কৃতজ্ঞভাবে দয়ার্দ্র পল্লী বাসীদিগের সদ্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশু সন্তানটি যে পলিতকেশ বৃদ্ধের স্কন্ধে আরূঢ় ছিল, সেই বৃদ্ধের প্রতি সে নিরতিশয় স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছিল *।

আর একটি ঘটনায় ইংরেজের শিবিরে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের একটি কৃষকতনয়ার পরাক্রমে অর্লিয়েঁ নামক নগরে ইংরেজ সৈন্য যেরূপ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল, দিল্লীতে ইংরেজদের শিবিরস্থিত সৈনিকেরা সেইরূপ একটি মুসলমানতনয়ার পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিল। এই নারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। যুদ্ধে তাহার সবিশেষ সাহস প্রকাশিত হয়। উক্ত মহিলা শেষে অবরুদ্ধ হইলে সেনাপতি উইল্‌সনের আদেশে মুক্তিলাভ করে। তাহার আবির্ভাবে মুসলমান সৈন্য অধিকতর উৎসাহযুক্ত ও উত্তেজিত হইবে ভাবিয়া, কাপ্তেন হডসন্ তাহাকে পুনর্ব্বার বন্দী করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে এই নারী পুনর্ব্বার অবরুদ্ধ ও অম্বালায় প্রেরিত হয় †। ইংরেজের শিবিরে এইরূপ জেনিদার্কের আবির্ভাব উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অল্প বিস্ময়কর ঘটনা নহে ‡।

এদিকে সমুন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, সুশোভন রাজপ্রাসাদে যাহা ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। বৃদ্ধ মোগল সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামে আদেশ প্রচারিত হইতেছিল,

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 436.*

† *Hodson, Twelve years in India. p. 250.*

‡ *Greathed, Letters during the Siege of Delhi. p. 130.*

তাঁহার নামে ফিরিঙ্গিধ্বংসের নানারূপ অভাবনীয় প্রস্তাব দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ঘোষিত হইতেছিল, তাঁহার নামে দরবারে ওমরাহ ও সেনাপতিদিগের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতেছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। বয়সের আধিক্যে তিনি যেরূপ শক্তিহীন, উত্তেজিত সিপাহীদিগের দলবৃদ্ধি ও প্রভাববৃদ্ধিতে সেইরূপ ক্ষমতাহীন হইয়াছিলেন। সিপাহীদিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। নগরস্থিত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচারী হইতেও তাঁহার কোনরূপ সাহস ছিল না। কৌতুকপ্রিয় জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহার সমক্ষে নির্দ্দেশ করিতেছিল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ফিরিঙ্গী সমূলে বিনষ্ট হইবে। তিনি এই আশ্বাসবাক্যে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার যে প্রাসাদে এক সময়ে জনসাধারণ সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না, সেই প্রাসাদ এখন বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সিপাহীদিগের আরামস্থল হইয়াছিল। উহার একস্থান সিপাহীগণের অশ্বগুলির আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। স্থানান্তর স্তূপীকৃত অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছিল। স্থানবিশেষ পরিশ্রান্ত সিপাহীদিগের বিনোদগৃহস্বরূপ হইয়াছিল। এই সিপাহী-দিগের গতিরোধে বৃদ্ধ ভূপতির কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজের শিবিরের সকলে যখন পরস্পর একতাসম্পন্ন ও একবিধ কার্য্যপ্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিল, তখন দিল্লীর প্রাসাদে সিপাহীগণ অনৈক্যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং মতের বিভিন্নতায় পরস্পর ভিন্নপথানুবর্ত্তী হইতে-ছিল। ইহাদের প্রকৃত পরিচালক ছিল না। কেহ ইহাদের কর্ত্তা হইয়া, ইহা-দিগকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ ছিলেন না। দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে সমুদয় কার্য্য হইতেছিল বটে, কিন্তু আজ তাঁহার যে আদেশ বিজ্ঞাপিত হইতেছিল, কাল তাঁহার সেই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ দেখা যাইতে-ছিল। আজ যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছিল, কাল সেই বিষয়েরই বৈপরীত্য ঘটিতেছিল। নগরের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। মুসল-মানগণ গোহত্যা করিতে উদ্যত হওয়াতে হিন্দুগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে গোলযোগের শান্তি ছিল না। মহাজনদিগের দ্রব্যাদি নিরাপদ ছিল না। সিপাহীদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, দোকানদারেরা প্রায়ই দোকান রুদ্ধ করিয়া রাখিত। তাহারা সম্রাটের নিকটে অভিযোগ করিত। কিন্তু

সম্রাট তাঁহাদের অভিযোগ শুনিয়া অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারিতেন না। বৃদ্ধ মোগলের পরিবর্ত্তে উত্তেজিত সিপাহীরাই দিল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার কারাগার হইতে কয়েদীগণ বিমুক্ত হইয়া দলে দলে দিল্লীতে আসিয়াছিল। ইহাদের আবির্ভাবে নগর অধিকতর শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। তাহাদের ক্ষত স্থান অনাবৃতভাবেই থাকিত। মলম বা পটীর সংস্থান ছিল না। এইরূপে ক্ষতস্থানে নালী ধরাতে দুর্ভাগ্য আহতগণ অসহনীয় যাতনায় অধিকতর নিপীড়িত হইত। বেরেলীর গোলন্দাজ দলের বখত খাঁ নামক এক জন সুবাদার দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় ফীট ছিল। ইঁহার স্থূলতাও কম ছিল না। ইনি চল্লিশ বৎসর কাল, কোম্পানির সৈনিকদলে কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থূলতাপ্রযুক্ত অশ্বারোহণে তাদৃশ পটুতা না থাকিলেও ইনি সাধারণতঃ সামরিক কার্য্যে কুশল ছিলেন *। এই অতিদীর্ঘ, অতিস্থূল, সমরতত্ত্বজ্ঞ বর্ষীয়ান পুরুষ সেনাপতি হইলেও সমগ্র সিপাহীদলে তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। নীমচ হইতে যে সকল সিপাহী দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা বখত খাঁকে সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করে নাই। এদিকে ঘাউস খাঁ নামক অপর এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ বখত খাঁর বিরোধী হয়েন। সেনাপতি সর্দ্দার সিংহের সৈনিকদল বখত খাঁর ঔদাস্যপ্রযুক্ত দুই দিন বৃষ্টির মধ্যে থাকাতে উক্ত সেনাপতিও বখত খাঁর প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এইরূপে প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে পরিচালকগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন হডসন্ বার্ত্তাসংগ্রহবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিভাগের রুজুব আলি নামক এক জন মির মুন্সীর কৌশলে হাকিম আসান উল্লা খাঁ নামক ভূপতির এক জন প্রধান কর্ম্মচারী সিপাহীদিগের সমক্ষে যেরূপ অবিশ্বস্ত

* *Cooper Crisis in the punjab. p. 201.*

বলিয়া পরিগণিত হয়েন, সেইরূপ আততায়ী বলিয়াও নিগৃহীত ও অপদস্থ হইয়া উঠেন *।

নগরে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু ইংরেজের শিবিরের ন্যায় এখানেও বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোগাক্রান্তগণ যথানিয়মে ঔষধ পাইত না। এতদ্ব্যতীত নিরন্তর দাঙ্গাহাঙ্গামায় নগরবাসিগণ এরূপ নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কিয়ৎকালের জন্য ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হওয়াতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীগণের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি বা ঐক্য ছিল না। সমগ্র দলকে আপনার অধীন করিয়া সুপ্রণালীক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন, এরূপ কোন সেনাপতিও ছিলেন না। সিপাহীরা যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা একটি প্রধান দুর্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইত। দুর্ভেদ্য, উন্নত প্রাচীর উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছিল। প্রশস্ত পরিখা উহাকে শত্রুপক্ষের দুরাক্রম্য করিয়া তুলিয়াছিল। উহার বহির্ভাগ যেমন পরাক্রান্ত বিপক্ষের আক্রমণজনিত বিঘ্নবিপত্তি দূর করিবার জন্য উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, উহার অন্তর্ভাগও সেইরূপ বিপক্ষকে বাধা দিবার জন্য বিবিধ যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল। উহাতে রাশীকৃত গোলাগুলি ছিল। উহার এক স্থানে বারুদ যথানিয়মে রক্ষিত হইতেছিল। কামান সকল উহার যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। বন্দুক, সঙ্গীন, তরবারি প্রভৃতি উহার স্থানে স্থানে স্থাপিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রচুর খাদ্য, বহুসংখ্যক ঘোটক প্রভৃতি সৈনিকদিগের বলবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত হইতেছিল। এই সকল

* কাপ্তেন হড্‌সন্ বিবিধ স্থান হইতে সংবাদসংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্সের মির মুন্সী রজব আলি এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। এই চতুর মুন্সী নগরের সংবাদ আনিয়া দিতেন। একদা তিনি হড্‌সনের পরামর্শে হাকিম আসান উল্লা খাঁর নামে এক খানি পত্র লিখেন। পত্রখানি এই ভাবে লিখিত হয় যে, উহা সিপাহীদিগের হস্তে পড়িলে তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে, হাকিম বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন। যদি উহা সিপাহীদিগের হস্তগত না হয়, তাহা হইলে হাকিম যেন বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত বিধেয়। ঘটনাক্রমে এই পত্র সিপাহীদিগের হস্তে পতিত হয়। তাহারা এই জন্য এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, হাকিমের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। হাকিম কোনরূপে পলাইয়া, রাজপ্রাসাদে গিয়া বৃদ্ধ ভূপতির শরণাপন্ন হয়েন —*Martin, Indian Empire. Vol. II. P. 434-435, note. Comp. Cooper, Crisis in the punjab. p. 206-207*

সুবিধা থাকাতেও প্রকৃত পরিচালকের অভাবে সিপাহীরা নিরতিশয় ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ শিবাস্তপোল আক্রমণের সহিত ইংরেজের দিল্লী আক্রমণের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে এই সাদৃশ্যের কোন কারণ দেখা যায় না। শিবাস্তপোলের ন্যায় দিল্লীতে কোন ইউরোপীয় যুদ্ধবীর ছিল না। শিবাস্তপোলের ন্যায় দিল্লী একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের যাবতীয় যুদ্ধোপকরণে বলসম্পন্ন হয় নাই। শ্রীরঙ্গপট্টন বা ভরত-পুরের সহিতও উহার তুলনা হইতে পারে না। দিল্লীতে টিপুসুলতানের ন্যায় কোন প্রসিদ্ধ রণকুশল ভূপতি, সুশিক্ষিত ও প্রভুভক্ত সৈনিকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া, পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক আপনার রাজ্যরক্ষার জন্য স্বকীয় দুর্গের দ্বারদেশে বীর শয্যায় শয়ন করেন নাই। দিল্লীতে জাঠদিগের ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ-গণও সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশলের একশেষ দেখাইয়া আক্রমণকারী ইংরেজ সৈন্যকে বারংবার তাড়িত করে নাই। টিপুর সাহসে, জাঠদিগের পরাক্রমে, শ্রীরঙ্গপট্টন ও ভরতপুর আক্রমণ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক বোধ হয়, এই চিরপ্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত দিল্লীর ঘটনার তুলনা করিতে অগ্রসর হইবেন না। অশীতিপর বৃদ্ধ মোগল দিল্লীর নাম মাত্র ভূপতি ছিলেন। এই ভূপতির কিরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও বৃদ্ধ মোগলের মর্ম্মস্পর্শী যাতনার বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই *। ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নানারূপ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও, রসশালিনী কবিতার রচনায় আমোদ লাভ করিতেন। বাবর শাহের কবিতারচনাক্ষমতা তাঁহার সন্তানগণেও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক সময়ে রসময়ী কবিতা মোগল ভূপতিদিগের চিত্তবিনোদনের অদ্বিতীয় উপায় ছিল। বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম যখন আপনার নিদারুণ দুর্দ্দশায় একান্ত সন্তপ্ত হইতেন, তখন তিনি কবিতার আলোচনা করিয়া এবং স্বয়ং কবিতা লিখিয়া শান্তি লাভ করিতেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহও আপনার এইরূপ দুর্দ্দশায় একান্ত অধীর হইয়া, স্বরচিত কবিতায় গভীর মনোযাতনা প্রকাশ করিতেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল, তাঁহার সমুদয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া-

* *Cooper, Crisis in the Punjab, p, 212-213. Cave-Brown, Punjab and Delhi Vol. II, p. 37-39, Martin. Indian Empire Vol. II. p. 439.*

ছিল, তাঁহার সুবিস্তৃত, রমণীয় প্রাসাদ সৈনিকনিবাসে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার পরিবারের মধ্যে শান্তিসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল; তিনি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কবিতায় বলিতেন :—

"আমায় সৈনিকদলে করেছে বেষ্টন,
নাহি শান্তি, নাহি হায়! স্থিরতা এখন।
কেবল জীবন মাত্র রয়েছে আমার-
তাহাও করিবে তারা অচিরে সংহার।"

উত্তেজিত সিপাহীদিগের সমাগমে বৃদ্ধ বাহাদুরের কিরূপ মর্ম্মপীড়া হইয়াছিল, তাহা এই কবিতায় পরিস্ফুট হইতেছে। আতঙ্কে, নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, এক, এক দিন তিনি দরবারগৃহে আমীর ওমরাহগণের সমক্ষে শ্বেতশ্মশ্রুগুচ্ছ উৎপাটিত করিতেন, এবং মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া উহা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আপনার এইরূপ দুর্দ্দশার মূলীভূত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত দিতেন *। এইরূপ অবস্থার মধ্যেও মোগলের প্রাসাদ নিরাশ্রয় ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহার পরিবারস্থ অনেককে এজন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সমক্ষে লাঞ্ছিত হইতে হয়। মীর্জ্জা মোগলনামক একজন রাজকুমার ইংরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করাতে সৈনিক বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়েন †। মীর্জ্জা হাজি নামক অন্য একটি রাজকুমার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লুকাইয়া রাখাতে সিপাহীদিগের নিরতিশয় বিরাগভাজন হয়েন। বেগম জীনতমহল ইউরোপীয়-দিগের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করাতে উত্তেজিত লোকের মধ্যে সাতিশয় নিন্দার পাত্রী হইয়া উঠেন ‡।

বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়গণ এইরূপে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষায় যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র বা পৌত্রগণ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এইরূপ মহৎ কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন। দুঃসহ মনোযাতনায়

* *Mortin, Indian, Empire, Vol, II, p. 439.*

† কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মীর্জ্জা মোগল সিপাহীদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন। *Holmes, Indian Mutiny. 364.*

‡ *Martin, Indian Empire, II, p. 439.*

অধীর হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামায় একান্ত বিরক্তি ভোগ করিয়া, বাহাদুর শাহ পরিশেষে ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করেন। একদিন ইংরেজের শিবিরে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, শাহ বাহাদুর শাহ—সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট—সন্ধিপ্রার্থী হইয়া লোক পাঠাইয়াছেন। তিনি সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রাসাদে ইংরেজের সৈন্যের প্রবেশের জন্য নৌসেতুর নিকটবর্ত্তী সলিমগড়ের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তদীয় পূর্ব্বতন রাজসম্মান রক্ষা করিয়া, তাঁহাকে যথানিয়মে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি দিতে হইবে *। বেগম জীনতমহল এবং দিল্লীর অনেক রাজকুমার ও ওমরাহগণ এইরূপ প্রস্তাবানুসারে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব স্যার জন্ লরেন্সের গোচর হইয়াছিল। কলিকাতায় গবর্ণরজেনেরলের সমক্ষেও উহা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুর্ভাগ্য বাহাদুর শাহেরও দুর্দ্দশার অবসান ঘটে নাই।

---

* *Cave-Browne, Punjab and Delhi. Vol. II. p. 39.*

তৃতীয় অধ্যায়।

পেশাবর।

পেশাবর পরিত্যাগের প্রস্তাব—ঝেহলম ও শ্যালকোট—সেনানায়ক নিকল্‌সনের দিল্লীতে গমন—নুজুফগড়ের যুদ্ধ।

নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও, ইংরেজসৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা পঞ্জাব হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা করিতেছিল; পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরের উপর তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহারা এই জন্য দিল্লী অধিকারের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল না। প্রধান কমিশনরও আপনার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন থাকেন নাই। দিল্লী তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে কোনরূপে হউক, উপস্থিত সময়ে দিল্লী অধিকার করা তিনি প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্জাব হইতে সাহায্যকারী সৈনিক দল পাঠাইতে ত্রুটি করেন নাই। প্রধান কমিশনর যখন দিল্লীর চিন্তায় এইরূপ বিব্রত ছিলেন, তখন পঞ্জাবের আর এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী পেশাবরের ভাবনায় অস্থির হয়েন। মে মাস অতীত হইতে না হইতে মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস স্যার জন্‌ লরেন্সের নিকটে লিখেন,—'হিন্দুস্থানের কার্য্যপ্রণালী এখন অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল হইয়াছে, পঞ্জাবও এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়া উঠিয়াছে। এখন পেশাবরই প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে। যদি পেশাবরে আমাদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে আমরা সকল স্থানে নিরাপদে থাকিব। যদি এই স্থান বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সমগ্র পঞ্জাব আন্দোলিত হইতে থাকিবে।"

কিন্তু স্যার জন লরেন্সের দৃষ্টি অন্য দিকে ছিল। স্যার-জন্‌ লরেন্স পেশাবরের বিষয় না ভাবিয়া, দিল্লীর বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। দিল্লী ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তচ্যুত হইয়াছিল। নানাস্থানের উত্তেজিত সিপাহীদল উহার সমুন্নত প্রাচীরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। উহার প্রশস্ত প্রাসাদ ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ লোকের আরামক্ষেত্র হইয়াছিল। সিপাহীরা উহার, বৃদ্ধ ভূপতিকে

সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জনসাধারণের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছিল। উহা সিপাহীদিগের অধিকৃত হওয়াতে লোকে ইংরেজদিগকে হীনবল ভাবিতেছিল। উহার প্রাধান্যলাভে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তেজিত ব্যক্তিগণ অধিকতর উৎসাহযুক্ত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হইতেছিল। সুতরাং স্যার জন্ লরেন্স ভাবিতেছিলেন যে, ভারতে কোম্পানির প্রাধান্যস্থাপন দিল্লীর পুনরধিকারের উপরেই সর্ব্বাংশে নির্ভর করিতেছে। ফ্রান্সের ক্যালে নগর যেমন ইংলণ্ডের মহারাণী মেরির হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল, দিল্লী ও সেইরূপ স্যার জন্ লরেন্সের মনোমন্দির সর্ব্বাংশে অধিকার করিয়াছিল। মহারাণী মেরি অন্তিমকালে ক্যালে নগরের বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, স্যার জন্ লরেন্সও সেইরূপ বলিতে পারিতেন,—“যদি আমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে ‘দিল্লী’ এই কথাটী আমার হৃদয়ে অঙ্কিত দেখা যাইবে।” তিনি যখন দেখিলেন যে, দিল্লী অধিকার করা সময়সাপেক্ষ, তখন পঞ্জাবে যত সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে, তৎসমুদয়ই দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি ৯ই জুন এড্ওয়ার্ডিসের নিকটে লিখিলেন—“যদি সাহায্যের অভাবে দিল্লীর অবরোধকারীরা বিপদাপন্ন হয়, তাহা হইলে পেশাবরের ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থে পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। এ সময়ে পেশাবর-রক্ষার জন্য আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত একরূপ বন্দোবস্ত হইবে যে, আমীর স্বকীয় সৈন্য দ্বারা পেশাবর রক্ষা করিবেন। তিনি যদি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাহা হইলে পেশাবর তাঁহাকে চিরকালের জন্য দেওয়া যাইবে। স্যার জন্ লরেন্স এই বলিয়া লিপি শেষ করেন, “পেশাবর রক্ষা করা আমার হৃদয়গত বাসনা; কিন্তু একটী বিষয় নিশ্চিত যে, যদি দিল্লীতে আমাদের কোন রূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে যে সকল সিপাহী আমাদের পক্ষে আছে, তাহাদের অধিকাংশ আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে।”

প্রধান কমিশনরের এই প্রস্তাব অবগত হইয়া, এড্ওয়ার্ডিস্ চমকিত হইলেন। সেনাপতি কটন এবং নিকল্সনও তাঁহার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। পেশাবরকে তাঁহারা সমগ্র পঞ্জাবরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেন। এই অবলম্বন নষ্ট হইলে সুবিস্তৃত পঞ্চনদ যে, অধঃপতিত হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এখন তাঁহারা প্রধান কমিশনরকে এবিষয়ে নিরস্ত

করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। দিল্লী অধিকার করা যে প্রয়োজনীয়, তাহা এড্‌ওয়ার্ডিস্ জানিতেন, কিন্তু পেশাবরই তাঁহার সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি স্যার জন্ লরেন্সের নিকটে লিখিলেন, পেশাবর পঞ্জাবের নোঙ্গর স্বরূপ; যদি এই নোঙ্গর তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে, সমগ্র জাহাজ সমুদ্রে আন্দোলিত ও নিমজ্জিত হইবে। ইহার পর তিনি আমীর দোস্ত মহম্মদের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। এ বিষয়ে প্রধান কমিশনরের মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হইল না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেন, "আমীর দোস্ত মহম্মদ যদি আমাদের হিতৈষী বন্ধু হয়েন, তাহা হইলে তিনি মর্ত্ত্যলোকবাসী আফ্‌গান্ নহেন। ভারতে আমাদের অন্ন জল উঠিয়াছে, এই ভাবিয়া, আমীর যদি আমাদের শত্রুপক্ষের অনুগমন না করেন, তাহা হইলে, তিনি দেবলোকবাসী দেবদূত। প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে, ইউরোপীয়েরা ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। কাবুলের ঘটনা পুনর্ব্বার আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে।"

এড্‌ওয়ার্ডিসের লিপি প্রধান কমিশনরের নিকটে উপস্থিত হইলে, প্রধান কমিশনর ধীরভাবে তাঁহার সহযোগীর যুক্তির পর্য্যালোচনা করিলেন। কিন্তু তিনি ঐ যুক্তির গুরুত্ব বুঝিয়াও, তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। এখনও দিল্লী তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া রহিল, এখনও তিনি পেশাবরে অধিকার-স্থাপন অপেক্ষা দিল্লী অধিকার করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে দিল্লীতে বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহীদলের উপস্থিতিসংবাদ তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। সংবাদ পাইয়াই, তিনি এড্‌ওয়ার্ডিসের নিকটে টেলিগ্রাম করিলেন যে, যদি দিল্লীতে ইউরোপীয়দিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ হয়, তাহা হইলে, তিনি পেশাবর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। এবারেও কটন ও এড্‌ওয়ার্ডিস নিরস্ত থাকিলেন না। তাঁহারা আবার আপনাদের যুক্তিপ্রদর্শনে উদ্যত হইলেন; আবার প্রধান কমিশনরকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য ধীরতা ও তেজস্বিতা সহকারে পেশাবররক্ষার প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এড্‌ওয়ার্ডিস আপনার হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, "যদি সেনাপতি রীড্ ৮০০০ আট হাজার সৈনিকপুরুষ লইয়া দিল্লী

অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি নয় হাজার বা দশ হাজার লইয়াও উহা অধিকার করিতে পারিবেন না। যদি আপনি পঞ্জাবে আমাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখেন, তাহা হইলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান হইতে ভারতবর্ষ পুনরধিকার করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। মধ্যভারতবর্ষে যাহাই ঘটুক না কেন, যদি আমরা সমুদ্রতটবর্ত্তী প্রধান নগর এবং এই সীমান্তরাজ্য অধিকারে রাখি, তাহা হইলে আমাদিগকে কোনরূপে অবনত হইতে হইবে না। আমাদের এই বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইহা আমাদের নিজের বাড়ীতে একটী হাঙ্গামাস্বরূপ হইয়াছে। এখন যাহাতে কাজ হয়, এরূপ রাজনীতির অনুসরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য। আপনি সেনাপতি রীডের সাহায্যার্থে যে সকল সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তৎসমুদয় লইয়া যদি সেনাপতি দিল্লী অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে দিল্লী অধিকারের চেষ্টা না করাই ভাল *।”

এদিকে প্রধান কমিশনর গবর্ণরজেনেরলকে উপস্থিত বিষয় জানাইলেন। সহযোগীদিগের সহিত মতবিরোধ ঘটিলেও তিনি ধীরতার সীমা অতিক্রম করেন নাই। তিনি ধীরভাবে সহযোগীদিগের কথার আলোচনা করিয়াছিলেন; ধীরভাবে সমুদয় বিষয় গবর্ণরজেনেরলকে জানাইয়াছিলেন; এখন পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা হইতে পত্রাদি পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইত। সিপাহীদিগের সমুত্থানে সহজ পথে সংবাদ আসিতে পারিত না। স্যার জন্ লরেন্স গবর্ণরজেনেরলের উত্তরপ্রাপ্তির বিলম্ব দেখিয়া, আবার তাঁহার নিকটে এই বিষয় লিখিলেন। কিন্তু এই পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই গবর্ণরজেনেরল এড্‌ওয়ার্ডিসের অনুকূলে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রধান কমিশনরের মতানুসারে কার্য্য হইল না। আমীর দোস্ত মহম্মদ পেশাবররক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পেশাবর পঞ্চনদের সহিত সংযোজিত রহিল। উহাতে ইংরেজের প্রাধান্য পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিল।

দিল্লী অধিকারের জন্য পেশাবর-ত্যাগের প্রস্তাব এইরূপে পরিত্যক্ত হইল।

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II, pp. 614, 616.*

স্যার জন্ লরেন্স উপস্থিত বিষয় যেরূপ অভিনিবেশের সহিত ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কেহই সেরূপ দেখেন নাই। জুন এবং জুলাই মাসে দিল্লীর ইংরেজ সেনানায়কেরা যেরূপ বিপন্ন, যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, যেরূপ বিঘ্নবাধায় পরিবেষ্টিত হইয়া, কাতরভাবে মর্ম্মভেদী কথা স্যার জন্ লরেন্সকে জানাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান কমিশনরের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বলহীন ও বিপন্ন সৈনিকদিগের বলবৃদ্ধি করা কেবল তাঁহার উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই বিষয়ে অমনোযোগী হইলে, তাঁহাকে একটা গুরুতর ও প্রধান কর্ত্তব্যের অপালনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। পেশাবর পরিত্যাগ করিলে যে, অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু দিল্লী অধিকারে নিরস্ত হওয়া এবং পেশাবর পরিত্যাগ করা, এই দুইয়ের অনিষ্টকারিতার তুলনা করিয়া, তিনি প্রথমটাকেই অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী হিন্দুস্থানের উত্তেজিত সিপাহীগণের বসতিস্থল হইয়াছিল। বৃদ্ধ মোগলভূপতির নামে ইংরেজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই ফিরিঙ্গিবিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ দিল্লীতে মোগলের পুনরাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ইংরেজদিগকে হীনবল বলিয়া মনে করিতেছিল। সুতরাং এ সময়ে দিল্লী অধিকার করা কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকেরা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া আপনারাই অবরুদ্ধের মত রহিয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু অবরোধকারীদিগের অবরুদ্ধভাব ঘুচিল না। তখন সকলের দৃষ্টি এই সৈনিকদলের উপর নিপতিত হইল। সকলেই মনে করিল যে, এই বার ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। সিপাহীদিগের পরাক্রমে ইংরেজের পরাক্রম বিনষ্ট হইয়া গেল। মোগলের বিজয়পতাকা আবার ভারতে উড্ডীন হইল। ভারতবর্ষীয়গণ যখন এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল, এইরূপ ভাবনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন স্যার জন লরেন্স স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি চিরপ্রিয় পেশাবরের মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, দিল্লীতেই আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। সময় ও অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহার এই কার্য্য ইতিহাসে নিন্দনীয় হইতে পারে না। তিনিও

অদুরদর্শিতা বা অসমীক্ষ্যকারিতায় কলঙ্কিত হইতে পারেন না। স্যার জন্ লরেন্স পেশাবর পরিত্যাগের প্রস্তাব করিলেও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগকে বিপন্ন করিতে উদ্যত হয়েন নাই। তিনি ইউরোপীয় বালকবালিকা ও কুলমহিলাকে সিন্ধুনদের এপারে আনিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

নববিজিত পঞ্জাব রাজ্য যদিও সাধারণতঃ প্রশান্তভাবে ছিল, তথাপি উহার স্থানে স্থানে অশান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহী-দিগের ন্যায় পঞ্জাবের কোন কোন সিপাহীদলও ব্রিটিশ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠে। এই উত্তেজনায় ঝেহলম্ ও শ্যালকোটে বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ঝেহলম্ বা বিতস্তার তীরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে ১৪ চৌদ্দ গণিত সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। স্যার জন্ লরেন্স যখন দিল্লীর ঘটনায় বিব্রত ছিলেন, তখন ইহারা সাতিশয় উত্তেজিত হওয়াতে, তিনি ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল এলিস্ এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন। প্রধান কমিশনর নিরস্ত্রীকরণের যে প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, কর্ণেল তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। এইরূপ কার্য্যে সিবিল কর্ম্মচারী অপেক্ষা সৈনিক কর্ম্মচারীরই অধিকতর অভিজ্ঞতা আছে মনে করিয়া, তিনি স্বকৃত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হয়েন। ঈদৃশ বিষয়ে সেনানায়কের এই অভিমান বিস্ময়কর নহে। ঝেহলমের সিপাহীরা যখন আপনাদের সৈনিকনিবাসের অপর দিকের ভূমিতে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগকে শ্রেণীবদ্ধ হইতে দেখিল, তখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা জানিতে তাহাদের কালবিলম্ব হইল না। তখন তাহাদের প্রভুভক্তি, প্রভুর প্রতি বিশ্বাস, প্রভুর আদেশপরতন্ত্রতা সমস্তই অন্তর্হিত হইল। তাহারা অধিনায়ক-দিগের আদেশ বা আগ্রহপূর্ণ উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, আপনাদের বন্দুক ভরিতে লাগিলেন। অধিনায়কেরা দেখিলেন যে, অধীন সৈনিকদলের উপর তাঁহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাদের বিনা আদেশে এক পদও অগ্রসর হইত না, তাহারা এখন স্বপ্রধান হইয়া আত্ম-পরাক্রমপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে সেনানায়কদিগের যুগপৎ বিষাদ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সেনানায়কেরা আর আপনাদের সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে সাহসী না হইয়া, নিরাপদ হইবার জন্য ইউরোপীয় সৈনিক-

দলে গমন করিলেন। সিপাহীরা অতঃপর সৈনিক-নিবাসস্থিত, প্রশস্ত ইষ্টকালয়ে সমবেত হইল। কেহ কেহ আপনাদের মৃন্ময় কুটীরে গিয়া ইউরোপীয় সৈনিক-দিগের কার্য্য দেখিতে লাগিল। এ দিকে ইউরোপীয় সৈন্য একবারে সিপাহী-দিগের মধ্যে গিয়া পড়িল। ইংরেজপক্ষের মুলতানী অশ্বারোহিগণ এসময়ে সবিশেষ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু সিপাহীদিগের গুলি-বৃষ্টিতে তাহারাও স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈন্য কামান সন্নিবেশিত করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু নিকটবর্ত্তিতাপ্রযুক্ত সিপাহীদিগের বন্দুকের গুলিতে যেরূপ ফল হইতে লাগিল, ইংরেজের কামানে সেরূপ ফলোদয় হইল না। সিপাহীদিগের নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে ইংরেজ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সিপাহীরা যখন এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টিতে যখন ইংরেজের কামানের কার্য্য বিফল করিয়া ফেলিতেছিল, এবং অশ্বারোহীদিগকে নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে যখন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন ব্রিটিশ পদাতিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ইহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হইল না। সিপাহীদিগের অধ্যুসিত ইষ্টকালয় অধিকৃত হইল। সিপাহীরা মৃন্ময় কুটীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোলাবৃষ্টির মধ্যে সেনানিবাসের বামপার্শ্বস্থিত পল্লীতে প্রবেশ করিল।

এই সময় মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড সূর্য্য চারি দিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। ইংরেজ সৈন্য অসহনীয় উত্তাপে নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদের এক জন অধিনায়ক সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়াতে রণস্থল হইতে অপসারিত হইয়া-ছিলেন। আর এক জন উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়া-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক সৈনিক পুরুষ ও যুদ্ধাশ্ব রণক্ষেত্রশায়ী হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকগণ রাত্র দ্বিপ্রহর হইতে পর দিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সামরিক কার্য্যে নিয়োজিত থাকাতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে অনুমতি পাইল। কিয়ৎকালের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে নিরস্ত থাকিয়া, তাহারা ঘোরতর পরিশ্রমজনিত অবসন্নতা দূর করিতে উদ্যত হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে তাহারা সিপাহীদিগের অধ্যুসিত পল্লী আক্রমণ করিবার আদেশ পাইল। এ সময়েও প্রচণ্ড উত্তাপ ছিল। এই উত্তাপে ইংরেজ

সৈন্য সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিপাহীরা বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি মুহুর্মুহুঃ গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত কামান ছিল। কিন্তু বিপক্ষগণ অধিকতর নিকটবর্ত্তী থাকাতে কামান তাদৃশ কার্য্যকর হইল না। পক্ষান্তরে সিপাহীদিগের গুলিতে ইউরোপীয়দিগের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের গুলিবৃষ্টি নিরুদ্ধ করিতে না পারিয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল। তাহাদের একটী কামান সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। সিপাহীগণ এই কামানের সাহায্যে পশ্চাদ্ধাবিত ইউরোপীয়দিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। সিপাহীরা এই যুদ্ধে নিরতিশয় তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের সন্নিবেশস্থল হইতে একপদও বিচলিত হয় নাই। তাহাদের পরাক্রমে ইংরেজসৈন্যকে পরাস্রিত হইয়া, পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে হয়।

ইংরেজ সৈন্য এইরূপে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পরাক্রমে হটিয়া গেল। সেই দিন আর তাহারা যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল না। পর দিন উষাকালে আবার যুদ্ধের আয়োজন হইল। উভয় পক্ষ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে বিপক্ষ সিপাহীরা আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। যুদ্ধে ইহাদের অনেকে দেহ ত্যাগ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিতস্তায় নিমজ্জিত হইয়াছিল, কেহ কেহ কাশ্মীররাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ পুলিশের হস্তে নিপতিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রত্যেকের জন্য ত্রিশ টাকা পারিতোষিক দিবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহারা কাশ্মীরে গিয়াছিল, তত্রত্য কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। কামানের গোলায় তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপে ঝেহলমের ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। সিপাহীদিগের দল বিচ্ছিন্ন এবং তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইলেও প্রধান কমিশনর সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজ সেনানায়ক যে ভাবে আপনার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধান কমিশনরের বিরক্তির একশেষ হইয়াছিল। ঝেহলমের ঘটনায় বৃটিশ সৈন্যের বীরত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ ও সামরিক শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে নাই। সহজ কথায়, বৃটিশ কোম্পানির অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য এক দলের কতকগুলি সিপাহীর পরাক্রমে পরাজিত হইয়াছিল।

শ্যালকোট ঝেহলমের ৭০ সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। পঞ্জাবের অন্যান্য সৈনিক ষ্টেশনের মধ্যে শ্যালকোট একটী প্রধান ষ্টেশন। শান্তির সময়ে এস্থানে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য অবস্থিতি করিত। সুবিস্তৃত সেনানিবাস, বৃহৎ অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান প্রভৃতিতে শ্যালকোট সুশোভিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের অনেকগুলি উপাসনামন্দির এই স্থানে তাঁহাদের প্রাধান্যের পরিচয় দিতেছিল। ইউরোপীয়গণ শান্তির সময়ে প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তানগণের সহিত এই স্থানের সুসজ্জিত গৃহে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতেন; সুরম্য উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া আমোদিত হইতেন; উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। এইরূপে শ্যালকোট তাঁহাদের শান্তি, তাঁহাদের আমোদ এবং তাঁহাদের সুখের স্থান ছিল। ১৭৫৭ অব্দের প্রারম্ভে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এই সুখ, শান্তি ও আমোদের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে নাই। মে মাসের প্রারম্ভে সিপাহীদিগের মধ্যে একটী অমূলক জনরব প্রচারিত হয় যে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন হইতে তাহাদের জাতি নাশ করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এই জনরবে তাহারা উত্তেজিত হইলেও উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দেয় নাই, বা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলে নাই। শ্যালকোটে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহারা দিল্লীতে যাইবার জন্য সেনানায়ক নিকল্‌সনের দলভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ৫২ ও ৩৫ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিদল এবং ৯ গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ নিকল্‌সনের সৈনিকদলে প্রবেশ করে। সুতরাং শ্যালকোটে কেবল ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের অবশিষ্টাংশ এবং ৪৬গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিদল থাকে। ব্রিগেডিয়ার ব্রিণ্ড উপস্থিত সময়ে শ্যালকোটের সৈনিকনিবাসের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিখযুদ্ধে ইঁহার কার্য্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইঁহার স্থূলোন্নত কলেবর তেজস্বিতা ও সাহসের আশ্রয়স্থল ছিল। ইনি শ্যালকোটের ন্যায় একটী প্রধান ষ্টেশন ইউরোপীয় সৈনিকশূন্য করিবার একান্ত বিরোধী ছিলেন; অন্ততঃ ২৫০ শত সৈন্য এস্থলে রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে নিরাপদ হইবার জন্য এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি নিরস্ত্রী-

করণে উদ্যত হয়েন নাই। ইঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে না। নিরস্ত্রীকৃত হইলে বরং তাহারা সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ব্রিগেডিয়ার ইহা ভাবিয়া, সশস্ত্র সিপাহীদিগের সহিত সেই প্রশস্ত সৈনিকনিবাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইলে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের কেহ কেহ ঝেহ্লমের ঘটনা অবগত হইলেন। সংবাদ যখন ইউরোপীয়দিগের গোচর হয়, তখন তত্রত্য সিপাহীগণ উহা জানিতে পারে নাই। ঝেহলমও শ্যালকোটের মধ্যে সংবাদগমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যেহেতু গবর্ণমেণ্ট শ্যাল্কোট ও ঝেহ্লমের মধ্যবর্ত্তী ইরাবতী ও বিতস্তার সেতু ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু পথ অবরুদ্ধ হইলেও সিপাহীদিগের নিকটে সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইল না। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের সমগ্র প্রধান স্থান গুলি যেন, সিপাহীদিগের সমক্ষে একীভূত হইয়াছিল। স্থান গুলি পরস্পর দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী হউক, তৎসমুদয়ে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ বা বিমুক্ত থাকুক, সিপাহীগণ যে কোন স্থানে অবস্থিতি করিত, সেই স্থানে থাকিয়াই, তাহারা অন্যান্য স্থানের সংবাদ জানিতে পারিত। ঝেহ্লমের ঘটনার অব্যবহিত পরে উহার সংবাদ শ্যালকোটের সিপাহীদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। ৯ গণিত অশ্বারোহিদলের যে সকল সিপাহী দিল্লীগামী সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের দুই এক জন অমৃতসর হইতে ছুটী লইয়া আইসে। ইহারা ঝেহ্লমের ১৪ গণিত সিপাহীদিগের কথা শ্যালকোটের সহযোগীদিগের মধ্যে প্রকাশ করে।

সহযোগীর কথায় শ্যালকোটের সিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দিল্লীগামী সৈনিকদল অমৃতসরে উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা শ্যালকোটে উপস্থিত হইবে। তাহাদের উপস্থিতিতে শ্যালকোটের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে হইবে। এই আশঙ্কায় শ্যালকোটের সিপাহীগণ অধিকতর বিচলিত হইল। এদিকে তাহারা জানিতে পারিল যে, দিল্লীর মোগল ভূপতির পত্র লইয়া, এক জন সংবাদবাহক উপস্থিত হইয়াছে। এই পত্রদ্বারা বৃদ্ধ মোগল ভূপতি তাহাদিগকে দিল্লীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ৮ই জুলাই রাত্রিতে তাহারা আপনাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিল এবং ফিরিঙ্গিগণ কোনরূপে কোন দিকে পলায়ন করিতে

না পারে, তাহার উপায়বিধানে সচেষ্ট হইল। এখন তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি দূরীভূত হইল; তাহারা এখন ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। শ্যালকোটের হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হইল।

পর দিন প্রাতঃকালিক তোপধ্বনি হইবার পূর্ব্বে সিপাহীগণ সজ্জিত হইয়া, পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্যারম্ভ করিল। এই সময়ে তাহাদের "দীন্ দীন্" রবে চারি দিক পূর্ণ হইল। ইউরোপীয়েরা এই বিকট রবে সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব কোলাহলের কারণ জানিতে আর বিলম্ব হইল না। আফিসরগণ তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ করিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। ৯ গণিত অশ্বারোহিদল ঐ সময়ে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল। ৪৬গণিত পদাতি-দল অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইউরোপীয়-গণ সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলেন। তাঁহাদের কোনরূপ ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। এদিকে তাঁহাদের কুলকামিনী ও শিশুসন্তানদিগের সংখ্যা অধিক ছিল। কোন ইউরোপীয় সৈন্য এ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল না। সুতরাং তাঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের গতিরোধে একান্ত অসমর্থ হইলেন। শ্যালকোটে শিখসর্দ্দার তেজ সিংহের একটি বাটী ছিল। উহা পুরাতন দুর্গ নামে কথিত হইত। এখন ঐ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করা ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের আর কোন উপায় রহিল না। কেহ কেহ নিরাপদে ঐ দুর্গে উপনীত হইলেন। কেহ কেহ যাইতে যাইতে পথে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অস্ত্রাঘাতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই সময়ে উত্তেজিত লোকে যেরূপ জিঘাংসার পরিচয় দিয়াছিল, কেহ কেহ সেইরূপ দয়া ও কোম-লতা দেখাইয়াও, ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ারের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি পুরাতন দুর্গে পলাইতে কহিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার প্রথমে সম্মত হইলেন না। শেষে সহযোগীদিগের একান্ত অনুরোধে অশ্বারোহণে, পুরাতন দুর্গে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহী সিপাহীগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহাদের এক জনের

পিস্তলের গুলিতে বর্ষীয়ান বীরপুরুষ পশ্চাদ্দেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দুর্গে লইয়া গেলেন। ৪৬গণিত পদাতিদলের এক জন ইউরোপীয় অধিনায়ক, স্ত্রী ও সন্তানগণের সহিত শকটারোহণে সৈনিকনিবাস হইতে দুর্গে যাইতেছিলেন, দুর্গপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলে কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহার গাড়ি পরিবেষ্টন করিল। সিপাহীগণ তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া, তিনি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। অমনি সিপাহীদিগের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহার পত্নীর ও সন্তানগণের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। তাঁহারা নিরাপদে দুর্গে উপনীত হইলেন। চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষও এইরূপে নিহত হইলেন। তিনি যে গাড়িতে ছিলেন, সেই গাড়িতে তাঁহার স্ত্রী এবং অপর একটি ইউরোপীয় মহিলা আপনার সন্তানগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহিলাদ্বয় আক্রমণকারীদিগের নিকটে দয়া ভিক্ষা করিলেন। আক্রমণকারিগণ তাঁহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শনে বিমুখ হইল না। তাহারা কহিল যে, সাহেব লোকই তাহাদের আক্রমণের বিষয়, অপর কাহারও প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই। মহিলাদ্বয় অক্ষতশরীরে দুর্গে উপনীত হইলেন।

এক জন ডাক্তার আপনার দুহিতার সহিত সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক জন সিপাহী তাঁহার মস্তকে গুলি করিল। ডাক্তার সাহেব দুহিতার বাহুদেশে মস্তক রাখিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার দুহিতা অক্ষতশরীরে অশ্বারোহী সিপাহীদিগের আবাসে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একজন কর্ণেল এবং তাঁহার স্ত্রী অবস্থিতি করিতেছিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত সওয়ার ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। এই বিশ্বস্ত সওয়ারগণ ইঁহাদিগকে নিরাপদে দুর্গে লইয়া গেল। ৯গণিত অশ্বারোহিদলের এক জন কাপ্তেন এবং এক জন ডাক্তার আপনাদের স্ত্রী, সন্তানবর্গ ও দুইটি আয়ার সহিত একটি ক্ষুদ্র গৃহে লুকায়িত হইলেন। ঐ দলের অশ্বচিকিৎসক ইঁহাদের সহিত রহিল। একজন বিশ্বস্ত চৌকীদার ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ইঁহারা তের ঘণ্টা কাল, সেই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধভাবে থাকিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে উক্ত বিশ্বস্ত চৌকীদার ইঁহা-

দিগকে দুর্গে লইয়া গেল। ৪৬গণিত পদাতিদলের এক জন কাপ্তেন সিপাহীদিগের সমুত্থানের পূর্ব্বরাত্রিতে আপনার কার্য্যস্থলে ছিলেন, উষাকালে তিনি যখন কার্য্যস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন, কতিপয় সওয়ার পদাতিদলের আবাসগৃহের দিকে যাইতেছে; তাঁহার নিজের সৈনিক-গণও নিরতিশয় অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে তাঁহার অনুগমন না করিয়া, সওয়ারদিগের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহা দেখিয়াই, কাপ্তেন আপনার বাঙ্গালার দিকে সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন, বাঙ্গালায় উপনীত হইয়া, পত্নীকে জাগাইলেন, এবং তাঁহাকে একখানি বগীতে চড়াইয়া, মহারাজমিশ্রনামক এক জন সিপাহীকে দুর্গে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি পত্নীর পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। এই স্থানে এক জন সৈনিক তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক একটি কুটীরে লুকাইয়া রাখিল। ইহার অব্যবহিত পরে উক্ত পদাতিদলের কর্ণেল এবং এক জন কাপ্তেন উপস্থিত হইলেন। প্রায় সমগ্র সৈনিকদল ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহিল যে, ফিরিঙ্গীর রাজত্বের অবসান হইয়াছে, তাহারা কর্ণেল এবং কাপ্তেনকে যথাক্রমে মাসিক ২০০০৲ এবং ১০০০৲ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছে। ইঁহারা তাহাদিগকে দিল্লীতে লইয়া গেলে ভাল হয়। তাহারা ইঁহাদের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কর্ণেল ও কাপ্তেন গ্রীষ্মকালে সুশীতল, পার্ব্বত্য বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, কর্ণেল এবং কাপ্তেনের নিকটে সিপাহীদিগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহাদের জীবনরক্ষায় উদাসীন রহিল না। এক জন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক, স্ত্রী ও শিশু সন্তানের সহিত দুর্গে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একজন সওয়ার তাঁহাকে গুলি করিল। কাছারি এবং জেলখানার চাপরাসীগণ তাঁহাদের তিন জনকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিল। শ্যালকোটের বিপ্লবে ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের মধ্যে কেবল এই খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রী নিহত হয়েন। মাজিষ্ট্রেটের কাছারির এক জন পাঠান চাপরাশী ইঁহার হত্যাকারীদিগের অধিনায়ক ছিল। এই হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য ১০০০৲ টাকা পারিতোষিক দিবার ঘোষণা হয়। কিন্তু হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। কথিত আছে, নিহতা মহিলা একটি বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপন করাতে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। এইরূপ কার্য্য তাহাদের নিকটে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদের মতে মৃত্যুই এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি ছিল।

৪৬ গণিত পদাতিদলের আফিসারগণ তাঁহাদের দলের সৈনিকগণের মধ্যে ছিলেন। ইহার মধ্যে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে দুর্গে যাইবার পথ অবরুদ্ধ হয়। আফিসরেরা অন্য উপায়ের অভাবে অশ্বারোহণে গুজরণবালার দিকে ধাবিত হয়েন। মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। তাঁহারা আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছিলেন; পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; আকস্মিক বিপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইতে হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর অধিবাসিগণ দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাদের ক্ষুৎপিপাসাশান্তি করিয়াছে, এমন কি অর্থ দিয়াও, তাঁহাদের অভাবমোচনে উদ্যত হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে একজন আফিসরের মহিলা বগীতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীর তাদৃশ সুস্থ ছিল না। শকটের সঞ্চালনে ইনি বুধপুরনামক পল্লীতে নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়েন। কতিপয় পল্লীবাসী ইঁহাকে চারপয়ে রাখিয়া, আপনারাই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অশ্বারোহীদলের একজন সপ্তদশবর্ষীয় অধিনায়ক তাঁহার দুইজন ঊর্দ্ধতন আফিসরের সহিত আপনাদের সৈনিকদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের বাসগৃহের দিকে অশ্ব পরিচালিত করেন। এই সময়ে সৈনিকগণ উত্তেজিত ও বিশ্বস্ততা হইতে স্খলিত হইলেও, তাহাদের অনেকে আফিসরদিগের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। আফিসরগণ যখন তাহাদের সমক্ষে উপনীত হয়েন, তখন তাহারা বারংবার তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। যেহেতু, সে সময়ে তাহারা আফিসরদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিত না। সওয়ারদিগের কথায় দুই জন ঊর্দ্ধতন আফিসর পলায়ন করিলেন। কিন্তু ৬ জন সওয়ার তরুণবয়স্ক আফিসরের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহাদের এক জন সাহসী বীরবালককে গুলি করিল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার তরবারিতে লাগিল। তরুণবয়স্ক তেজস্বী আফিসর এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও, আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন না। তিনি অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টার সময় শ্যালকোট পরিত্যাগ করিয়া, ৩০ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পর দিন বেলা

১১টার সময় উজীরাবাদে উপনীত হইলেন। এইরূপে অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। অনেকে আবার উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও, তাহাদের সকলেই শোণিতপিপাসু দানবের ন্যায় ব্যবহার করে নাই। তাহাদের অনেকে আপনাদের আফিসরদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছে; অনেকে সাহেব লোকের প্রাণনাশ করিলেও, তাহাদের কুলকামিনী ও শিশু সন্তানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালনে বিমুখ হইয়াছে; অনেকে আপনাদের অসামর্থ্য বুঝিয়া, ইউরোপীয়দিগকে অগ্রেই সাবধান করিয়া দিয়াছে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু আত্মবিস্মৃতিতেও, তাহাদের বিশ্বস্ততা একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহারা কঠোরহৃদয় হইলেও স্থানবিশেষে কোমলভাবের পরিচয় দিয়াছে। এই কোমলভাবের জন্য উপস্থিত সময়ে অনেক ইউরোপীয় অক্ষতদেহে স্থানান্তরে যাইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের কুলকামিনী ও শিশু-সন্তানগণও ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল।

ইউরোপীয়গণ যখন পুরাতন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন উত্তেজিত সিপাহীগণ নানা বিষয়ে আপনাদের গভীর উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বধ্বংসে বলবতী একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এ সম্বন্ধে যে সকল কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় বারংবার উল্লিখিত হইবে, শ্যালকোটেও তৎসমুদয়ের পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ কারাগারে গমন করিল, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, ধনাগার লুঠিয়া লইল, সমুদয় কাগজপত্রের সহিত কাছারিঘর নষ্ট করিয়া ফেলিল, এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধ্যুসিত গৃহ অবরুদ্ধ করিল। ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণও এই সর্ব্বধ্বংসব্যাপারে তাহাদের সহযোগী হইল। যাহারা এক সময়ে বিশ্বস্ততা দেখাইয়া, আপনাদের প্রভুদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিল, তাহারা এখন সেই প্রভুদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইল না। ব্রিগেডিয়ারের পরমবিশ্বস্ত সর্দ্দার বেহারা তাহার প্রভুর নিদ্রিতাবস্থায় তৎপার্শ্বস্থিত গুলিভরাপিস্তল হইতে ক্যাপ তুলিয়া লইতে সঙ্কোচ প্রকাশ করে নাই। ব্রিগেডিয়ারের একজন খানসামা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয় নাই। ইহারা আপনাদের প্রভুদিগের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল। সিপাহী-

দিগের উত্তেজনায় তাহাদের প্রভুগণ কিরূপ প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠেন, এই প্রতিহিংসার আবেগে তাহাদের জীবন কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হয়, তাহা ইহাদের অবিদিত ছিল না। সুতরাং এ সময়ে ইহারা হিংসাপরায়ণ প্রভুদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এইরূপ অবিশ্বাসপ্রযুক্ত ইহাদের ধীরতা বিচলিত হয়। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিলিয়া, আপনাদের প্রতিহিংসাপর প্রভুদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয়*। এইরূপে শ্যালকোটের উত্তেজিত সিপাহীগণ, কারামুক্ত কয়েদীগণ, সমীপবর্ত্তী পল্লীসমূহের উদ্ধত গুজরগণ, এবং ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সংহারকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। যে সকল দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায়, তৎসমুদয় তাহারা আত্মসাৎ করে। এমন কি, যে কামান প্রতিদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় বিস্ফোরিত করিত, তাহাও সিপাহীগণ অধিকার করে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের অন্যান্য দ্রব্য বিনষ্ট, বিপর্য্যস্ত বা বিশৃঙ্খল হয়। কেবল ইউরোপীয়দিগের উপাসনাগৃহ এই বিপ্লবের মধ্যে অক্ষতভাবে থাকে।

রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বে নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোক দিল্লীতে যাইবার জন্য চন্দ্রভাগা নদীর অভিমুখে ধাবিত হইল। পুরাতন দুর্গে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপনাদিগকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত

* সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যগণ তাহাদের প্রভুদিগকে কিরূপ প্রতিহিংসাপর মনে করিত, এতদ্দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হইবে। গল্পটি এই :—কলিকাতার একটি ভদ্রলোক আহারের সময়ে আপনার খিদমৎগারের পরিবর্ত্তে একটি নূতন ভৃত্য দেখিয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক ভৃত্য উত্তর করিল,—"হাম্ বদলি হ্যায় সাহেব" অর্থাৎ আমি পূর্ব্বতন ভৃত্যের স্থলে বদলি হইয়াছি। কেহ পীড়িত হইলে তাহার স্থলে প্রায়ই নূতন লোক আসিয়া কার্য্য করে। সুতরাং পুরাতন ভৃত্যের পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া, সাহেব কোন কথা কহিলেন না। কয়েক দিন পরে পূর্ব্বতন ভৃত্য উপস্থিত হইল। তাহার শরীর পূর্ব্ববৎ সবল ও সুস্থ ছিল। সাহেব তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৃত্য কহিল, যে দিন তাহার পরিবর্ত্তে অন্য লোক ছিল, সেই দিন সে গোপনে সংবাদ পাইয়াছিল যে, সাহেব লোক তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যদিগকে গুলি করিয়া মারিবেন। এজন্য সে আপন প্রাণরক্ষার জন্য অপর লোক রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II. p. 631, note.*

হইয়াছিল। সুতরাং এখন তাঁহাদের অধিকতর আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা রাত্রিকালে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রশান্তভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ বারুদখানা উড়াইয়া দিয়া শ্যালকোট পরিত্যাগ করিয়াছিল। যেখানে এইরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই খানেই তাহারা ইংরেজের যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। শ্যাল-কোটেও এইরূপ ঘটনা অসম্পন্ন থাকে নাই। এখানকার অনেক ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন; বারুদাগার বিধ্বস্ত হইয়াছে; ইউরোপীয়দিগের গৃহাদি বিনষ্ট হইয়াছে; দ্রব্যাদি অপহৃত বা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে; সংক্ষেপে সমগ্র নগর আকস্মিক বিপ্লবের সংঘাতে পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। উন্মত্তপ্রায় সিপাহীগণ ও উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ এইরূপে বিপ্লবময় কার্য্যসাধন পূর্ব্বক আপনাদের ক্ষণস্থায়িনী স্বাধীনতায় উৎফুল্ল হইয়া, কল্পনাবলে মানসপটে কত চিত্তবিমোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপ কল্পনামত্ত, সমুত্তেজিত ও ইংরেজের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষভাবে পরিচালিত লোকের প্রস্থানে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগ হইলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের এক জনের অদৃষ্টে শান্তিলাভ ঘটিল না। ব্রিগেডিয়ার ব্রিণ্ড সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। তিনি আহত হইয়াও, দুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। কিন্তু নিয়তিবশে তাঁহার জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। তিনি সুস্থ শরীরে থাকিলে শ্যালকোটের ইউরোপীয়দিগের অনেক উপকার হইত। একজন সওয়ারের নিক্ষিপ্তগুলি তাঁহাদের সমস্ত আশার উচ্ছেদ করিল। ঘটনার পরদিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে ব্রিগেডিয়ার দেহত্যাগ করিলেন।

শ্যালকোটের সিপাহীগণ জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সেই উৎফুল্লভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। অবিলম্বে পরাক্রান্ত রিপক্ষদল তাহাদের সম্মুখীন হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনানায়ক নিকল্‌সনের অধীনে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদল দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকল্‌সন্ কাবুল ও পঞ্জাবের যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিখদিগের মধ্যে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইলে নিকল্‌সন ঐ রাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য এরূপ

কার্য্যনৈপুণ্যের পরিচয় দেন যে, তাহাতে লর্ড ডাল্‌হৌসী তৎপ্রতি নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিখগণ তাঁহার সাহস, কর্ম্মপটুতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া, তৎপ্রতি অনুরক্ত হয়। নিকল্‌সন্‌ যেরূপ শিখদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন, শিখদিগের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার সিপাহীদলের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। ইহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার অধীন সৈনিকদলের মধ্যে ৩৩ এবং ৩৫ গণিত সিপাহীদল এবং ৯গণিত অশ্বারোহিদলের কতকগুলি সওয়ার ছিল। নিকল্‌সন্‌ ইহাদের সকলেরই নিরস্ত্রীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি এই সঙ্কল্পের বিষয় শিবিরে প্রকাশ করিলেন না। নিকলসন্‌ এই বিষয়ে নিরতিশয় সাবধান ছিলেন। কথিত আছে, যখন নানাস্থানের সিপাহীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া, ভয়ঙ্করকার্য্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন নিকলসন্‌ পেশাবরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে সিপাহীদিগের গোপনীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে তাঁহার একাগ্রতা পরিস্ফুট হয়। তিনি আটকে গিয়া ডাক অবরুদ্ধ করেন এবং সিপাহীদিগকে অনেক চিঠি ডাকঘরের কতিপয় কর্ম্মচারী দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লন। অনন্তর মূল পত্রগুলি যথাস্থানে পাঠাইয়া, তৎসমুদয়ের অনুবাদ আপনার নিকটে রাখেন। এই সকল পত্রে সিপাহীদিগের ষড়যন্ত্রের অনেক কথা প্রকাশিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ের অবধারণ জন্য পেশাবরে পঞ্জাবের কমিশনর ও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের অধিনায়ক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমবেত হয়েন। সমিতিতে সর্ব্বপ্রথম, এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ের আলোচনা হয়। অধিনায়কগণ সৈনিকদলের পক্ষ সমর্থন করেন। নিকল্‌সন্‌ এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, তাঁহাদের হস্তে অনুদিত পত্রগুলি সমর্পণপূর্ব্বক কহেন, "বোধ হয় এই সকল পত্র আপনাদের আমোদজনক হইবে"। বলা বাহুল্য যে, এই সকল পত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সিপাহীদিগের অবিশ্বস্তভাবের কথা ছিল *। উপস্থিত বিপ্লবের ইতিহাসে ডাকের অবরোধ, সিপাহীদিগের পত্রসমূহের অনুবাদ প্রভৃতি

* Wilberforce, *An Unrecorded Chapter of the Indian Mutiny* p. 34-35, note.

বিষয়ে নিকল্‌সনের এইরূপ কার্য্যের সবিশেষ উল্লেখ নাই। ঘটনা অংশতঃ সত্য হইলেও, উহা নিকল্‌সনের কার্য্যতৎপরতা ও সাভিনিবেশ দৃষ্টি সপ্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক, নিকলসন নিরস্ত্রীকরণের বিষয় গোপন রাখিলেন। ৩৩গণিত সিপাহীদল হুশিয়ারপুরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ৩৫গণিত সিপাহীদলের সহিত ২৫ শে জুন প্রাতঃকালে ফিলোরের দুর্গপ্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইল। নিকল্‌সন্ এই সময়ে সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। পথিমধ্যে কামানসমূহ সন্নিবেশিত হইল। উভয় পার্শ্বে ৫২গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদল যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। ফিলোরের প্রান্তস্থিত শতদ্রুর উপর সেতু ছিল। নিকল্‌সন্ পুলিশের উপর আদেশ দিয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথম কামানের আওয়াজ হইলেই ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সিপাহীগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেতুপথে পলায়ন করিতে না পারে, এইজন্য সৈনানায়ক ঐরূপ আদেশ দিলেন। ইহার পর তিনি কামানপরিচালক ও সন্নিবেশিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কহিলেন, "সিপাহীগণ যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করে, তাহা হইলে যেন অবিলম্বে তাহাদিগকে গুলি করা হয়। শতদ্রুর সেতু বিনষ্ট হইলে আমরাও ক্ষুদ্রতর দ্বিতীয় সোত্রাঁও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব"। সিপাহীগণ নিশ্চিন্তভাবে দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, শেষে দুর্গের নিকটে আসিয়া, যখন গোলাপূর্ণ কামান সন্নিবেশিত এবং সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সজ্জীভূত দেখিল, তখন কোনরূপ প্রতিকূলাচরণে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া, সেনানায়কের আদেশে আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসমুদয় একস্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখিল।

এইরূপে দুইদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া নিকল্‌সন্ ৫ই জুলাই অমৃতসরে উপনীত হইলেন। ইহার দুই দিন পরে ঝেহ্‌লমের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি অতঃপর অন্যান্য সিপাহীদলকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। ৫৯গণিত সিপাহীদল এই ঘোরতর দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের পূর্ব্বে কতিপয় বিপ্লবকারী সিপাহীকে কামানে উড়াইয়া দেওয়ার আয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাহীদল প্রশান্তভাবে কামানের দিকে পিঠ

রাখিয়া যোড়হাতে মস্তক অবনত করে। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের সমগ্র দেহ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। যেরূপ অম্লানভাবে, যেরূপ সাহসসহকারে সিপাহীগণ আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহাতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিরতিশয় বিস্মিত হয়।* ইহার পর ৫৯গণিত দলের সিপাহীগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হয়। এক দিন পূর্ব্বে এই সিপাহীদল আপনাদের রাজভক্তির জন্য প্রশংসিত হইয়াছিল। এখন সহসা অস্ত্রপরিত্যাগের আদেশ হওয়াতে তাহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু তাহারা কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। চিরাভ্যস্ত বীরব্রত হইতে স্খলিত হওয়াতে তাহাদের নিরতিশয় ক্ষোভ হইল বটে, কিন্তু তাহারা এই ক্ষোভের আবেগে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিল না। অধিনায়কের আদেশে তাহারা ধীরভাবে আপনাদের অস্ত্র ও সামরিক ভূষণ পরিত্যাগ করিল। এই দলের অনেকসিপাহী নিরস্ত্রীকরণ সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং অনেকের নিকট অস্ত্রাদি ছিল। কিন্তু তাহারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত থাকিলেও সরলতা হইতে বিচ্যুত হইল না। সহযোগী-দিগের অধঃপতনে তাহাদের সাতিশয় দুঃখ হইলেও তাহারা সরলভাবে আপনা-রাই অধিনায়কের নিকটে আসিয়া, আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিল। এই সিপাহীদলের মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। নিকল্‌সনের ন্যায় সিপাহীদ্বেষী অধিনায়কও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহারা শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রশান্তভাবে ছিল। ইহাদের ব্যবহারে অধিনায়কদিগের মনে কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হয় নাই। নিকল্‌সন্ কেবল সাবধান হইবার জন্য নিতান্ত দুঃখের সহিত ইহাদিগকে নিরস্ত্র করেন।

এই ঘটনার পর রাবলপিণ্ডিতে ৫৮গণিত সিপাহীদল নিরস্ত্রীকৃত হয়। ২৪গণিত দলও ইহাদের ন্যায় দণ্ডভোগ করে। এই নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদিগকে রক্ষকগণে পরিবেষ্টিত করিয়া পেশাবরে লইয়া যাওয়া হয়।

দিল্লীগামী সৈনিকদলের অধিনায়ক যখন একদলের পর আর একদল সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া, অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন শ্যালকোটের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৯গণিত অশ্বারোহিদলের

* *An Unrecorded Chapter of the Indian Mutiny.* p. 42-43.

কতকগুলি সওয়ার তাঁহার সহিত ছিল। তিনি এখন তাহাদের নিঃস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। এই সকল সৈনিকের ঘোড়া, অস্ত্র, সামরিক পরিচ্ছদ কাড়িয়া লওয়া হইল। ইহারা কোনরূপ বাধা দিল না। সেনানায়ক নিকল্‌সন্ অতঃপর শ্যালকোটের সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অমৃতসর হইতে গুরুদাসপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; যেহেতু, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্যালকোটের সিপাহীগণ ঐ স্থানে পহুঁছিবে। অমৃতসর হইতে গুরুদাস-পুর ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী। নিকল্‌সনের সৈনিক দল ২০ ঘণ্টায় এই ৪১ মাইল পথ অতিক্রম করিল। তাহারা প্রচণ্ড আতপতাপে ভ্রূক্ষেপ করিল না। বিদ্বেষপর বিপক্ষদিগের বশবতী হিংসার ন্যায় উষ্ণতর বায়ুপ্রবাহে তাহারা নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতেছিল, কিন্তু উহাতে তাহাদের গতি ব্যাহত হইল না। তাহাদের অনেকে সর্দ্দিগর্ম্মীতে দেহত্যাগ করিল, অনেকে প্রচণ্ড সূর্য্যের অনলকণাসদৃশ করজালে অবসন্ন হইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল, তথাপি তাহারা অপ্রতিহতবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা গুরুদাসপুরে উপনীত হইয়া বিপক্ষের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের নিকটে সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষগণ ত্রিমুঘাটে চন্দ্রভাগা পার হইতেছে। বর্ষাসমাগমে চন্দ্রভাগার জলবৃদ্ধি হওয়াতে উহা দুস্তর হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য ইংরেজ-পক্ষের সবিশেষ সুবিধা হইল। নিকল্‌সন্ ১২ই জুলাই মধ্যাহ্নকালে শ্যালকোটের সিপাহীদিগকে ঐ স্থানে আক্রমণ করিলেন। সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ বাধা দিয়া, আপনাদের অস্ত্র, সামরিক পরিচ্ছদ, বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের ১২০ জন রণস্থলে দেহত্যাগ করিল। অনেকে চন্দ্রভাগার জলোচ্ছ্বাসে দৃক্‌পাত না করিয়া, ঝাঁপ দিল। ইংরেজ-পক্ষের সৈনিকেরা পথশ্রমে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, এদিকে তাহাদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের অভাব ছিল, এই সকল কারণে তাহারা পলায়িতদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারিল না। প্রায় ৩০০ শত সিপাহী আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতায় বাধা দিয়া, অস্ত্রাদি লইয়া, নদীমধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। ইহারা সাহস ও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইল না। যে কোনরূপে হউক, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষা করা, ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। ইহারা শ্যালকোট হইতে যে কামান আনিয়াছিল, এখন তাহাই বিপক্ষের গতি-

রোধের জন্য সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কামান-পরিচালকদলের কোন সৈনিক পুরুষ ছিল না। বিগ্রেডিয়ার ব্রিগুের পূর্ব্বোক্ত খানসামা এই শূন্য স্থান পূরণ করিল। এই ব্যক্তি গোলন্দাজদিগের মধ্যে দীর্ঘ-কাল অবস্থিতি করাতে কামানপরিচালনের কৌশল শিখিয়াছিল। সিপাহীগণ এইরূপে চন্দ্রভাগামধ্যবর্ত্তী দ্বীপে ইংরেজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিল। এদিকে নিকল্‌সন্‌ ১৬ জুলাই নৌকা সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সিপাহীগণ ইংরেজসৈন্যের আক্রমণনিরোধ করিতে পারিল না। অনেকে প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে কামানের পার্শ্বে দেহত্যাগ করিল। অনেকে প্রাণরক্ষার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু তাহারা পরিত্রাণ পাইল না। তাহাদের কেহ কেহ নদীতে নিমজ্জিত হইল, কেহ কেহ ইংরেজসৈন্যের গুলির আঘাতে নদীপ্রবাহমধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিল। যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অবিলম্বে ধৃত হইল। তাহাদের অধ্যুসিত পল্লীগুলি ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহাদের বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আবার ইংরেজের হস্তগত হইল। যে সকল দ্রব্য না পাওয়া গেল, তৎসমুদয়ের জন্য পল্লীবাসি-গণ জরিমানা দিতে বাধ্য হইল। ইহার পর পূর্ব্বের ন্যায় হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ হইল। প্রায় ৬০০ শত সিপাহী কাশ্মীরে ধৃত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা-দিগকে ঐ স্থান হইতে আনয়ন করিলেন। একদিনে ইহাদের ৭৮ জনকে গুলি করা হইল। উত্তেজিত সিপাহীদলের এতদ্দেশীয় আফিসরদিগকে, প্রাণদণ্ডের জন্য শ্যালকোটে রাখা হইল। ইউরোপীয়দিগের যে সকল ভৃত্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারাও শাস্তিভোগ করে। এক এক জনকে ৪০ ঘা করিয়া বেত মারা হয়। একদিনে ১২৫ জন এইরূপ দণ্ড ভোগ করে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন এক হইতে ছয় জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। শ্যাল-কোটে সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপে আপনাদের বশবর্ত্তী প্রতিহিংসার তৃপ্তি সাধন করেন।

সেনাপতি নিকল্‌সন্‌ অতঃপর অমৃসরে ফিরিয়া গেলেন এবং ঐ স্থান হইতে লাহোরে উপনীত হইলেন। এদিকে পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরও রাবলপিণ্ডি হইতে ঐ স্থানে আসিলেন। সেনাপতি ২১ শে জুলাই লাহোরে উপনীত হয়েন। তৎপরদিন প্রধান কমিশনর আপনার সেক্রেটরিদ্বারা দিল্লীগামী সৈনিকদলের

বিষয় বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকটে একখানি পত্র লিখেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার জন লরেন্স দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। বেলুচী, শিখ, ইউরোপীয় সৈন্য, যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় তিনি দিল্লীতে পাঠাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অশ্ব, সঙ্গিন, কামান প্রভৃতিও এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রধান কমিশনর এই সকল উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক নিকল্‌সনের ন্যায় এক জন তরুণবয়স্ক বীর পুরুষকে সৈনিকদলের অধিনায়ক করেন। ইউরোপীয় সৈনিক-দিগের পার্শ্বে বিশ্বস্ত শিখ সৈনিকদল দণ্ডায়মান হইল। দৃঢ়কায় বেলুচীগণ তাহাদের পক্ষ সমর্থনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। সেনাপতি নিকল্‌সন্ এই সৈনিকদল লইয়া আশ্বস্তহৃদয়ে মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী হস্তগত করিতে যাত্রা করিলেন। ২৫শে জুলাই তাঁহার সৈনিকদল বিপাশা পার হইয়া শতদ্রুতটে উপনীত হইল। ঐ স্থান হইতে তাহারা দ্রুতবেগে যমুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৩রা আগষ্ট পথিমধ্যে সেনাপতি উইল্‌সনের এক খানি পত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রে লিখিত ছিল যে, "মুজফগড় খালের উপর আমরা যে সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম বিপক্ষ সিপাহীগণ তাহা পুনঃ নির্ম্মিত করিয়া, ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা অলিপুর নামক স্থান এবং আমাদের পার্শ্বভাগের সৈনিকদলের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিয়াছে, অতএব আপনি যত শীঘ্র পারেন, আসিয়া, তাহাদিগকে আমার পার্শ্বভাগ হইতে তাড়িত করিবেন"। ৬ই আগষ্ট নিকল্‌সন্ অম্বালায় উপনীত হইলেন। ইহার এক দিন পরে তাঁহাব সৈনিকদল কর্ণালে উপনীত হইল।

৭ই আগষ্ট নিকল্‌সন্ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজ-সৈনিকনিবাসে সমাগত হইলেন। মহানগরী দিল্লী এখন তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের বিষয়ীভূত হইল। তিনি উহার আয়তন, উহার গঠনকৌশল উহার সমুন্নত প্রাচীরের দৃঢ়তার আলোচনা করিয়া, আপনার কর্ত্তব্যকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর বর্ণনার পূর্ব্বে পঞ্জাবের শেষ ঘটনার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি অনেক সিপাহীকে নিরস্ত্র করিয়া, অনেককে আপনাদের কঠোরতা ও প্রবল পরাক্রম দেখাইয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল।

কোন কোন স্থানে বীরত্ব ও সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই বীরপুরুষদিগের সর্ব্বশেষ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই শেষ কার্য্য সম্পাদনের ভার অপরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন না, সুতরাং সমরস্থলে ইঁহার তেজস্বিতাপ্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু ইনি বীরপুরুষের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে উৎসুক ছিলেন। এই ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত ইনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে ইঁহার তেজস্বিতা প্রদর্শিত হউক, বা না হউক, সর্ব্বতোভাবে ঘোরতর নৃশংসভাব পরিস্ফুট হয়।

১৮৫৭ অব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পঞ্জাবের সিপাহীদিগের সমুত্থানসম্বন্ধে এইসংবাদ প্রচারিত হয়—"৩০শে জুলাই লাহোরের ২৬গণিত ভারতবর্ষীয় পদাতিদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আপনাদের অধিনায়ককে নিহত করিয়াছিল। শেষে ইহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।" এই সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিপক্ষ সিপাহীদিগের যেরূপ শাস্তি বিধান করিতেন, তাহাই সুদূরবর্ত্তী স্থানে "সমূলে বিনষ্ট" 'একবারে বিধ্বস্ত' প্রভৃতি বিশেষণে পল্লবিত হইত। এই বিপ্লবে সমুদয় স্থানের প্রকৃত সংবাদ গবর্ণরজেনেরলের নিকটে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যে সকল সিপাহী ইতস্ততঃ ধাবিত হইত, সিবিল কর্ম্মচারীই প্রধানতঃ তাহাদের শাস্তি বিধান করিতেন। পল্লীদাহন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে ইঁহারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ২৬গণিত দলের সিপাহীগণ এক জন সিবিল কর্ম্মচারীর আদেশে নিহত হয়। নিধনকর্ত্তার নাম ফ্রেডরিক কুপার। ইনি অমৃতসরের ডেপুটিকমিশনর ছিলেন।

৩০শে জুলাই মিয়াঁমীরের ২৬গণিত পদাতি দল নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় হওয়াতে ধূলিরাশিতে চারি দিক অন্ধকারময় হইয়াছিল। এইরূপ আকস্মিক ধূলিঝড়ে সিপাহীদিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। আফিসরগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আতঙ্কপ্রযুক্তই তাহারা চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই সিপাহীদল ১৩ই মে নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। এই দলের অনেকে উত্তেজনাশূন্য ও নিরীহপ্রকৃতি ছিল। ধূলিঝড়ের সময়ে আতঙ্কপ্রযুক্ত সিপাহীদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার

নিদর্শন লক্ষিত হয়, তখন শিখগণ বিচারবিতর্ক না করিয়া সকলের উপর সমভাবে গুলি চালাইতে থাকে। এজন্য সমগ্র দল পলাইতে উদ্যত হয়। এই গোলযোগের সময়ে উক্ত দলের অধিনায়ক নিহত হয়েন। কুপার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই দলের প্রকাশ সিংহ নামক এক জন উত্তেজিত সিপাহীর অসির আঘাতে অধিনায়ক দেহত্যাগ করেন।* কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর লক্ষিত হয়। ফলতঃ প্রকৃত হত্যাকারীর নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। স্যার রবার্ট মণ্টোগোমারি প্রথমতঃ সমগ্র দলের উপর হত্যাপরাধের আরোপ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ব্যক্তিবিশেষের অস্ত্রাঘাতে ২৬ গণিত দলের সেনানায়কের মৃত্যু হয়। † অধিনায়কের নিধনে সিপাহীগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে দণ্ড-বিধাতা ফ্রেডরিক কুপারের আবির্ভাব হয়। ইঁহার দণ্ড কিরূপ ভয়ঙ্করভাবের উদ্দীপক, কিরূপ নৃশংসতাসূচক হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

সিপাহীগণ যখন ইরাবতীর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন কুপার সাহেব ৮০।৯০ জন অশ্বারোহীর সহিত অমৃতসর হইতে তাহাদের অনুসরণ করেন। সিপাহীগণ ইরাবতীর তটে উপনীত হইয়া নদী পার হইবার জন্য পল্লীবাসীদিগের নিকটে নৌকা প্রার্থনা করে। পল্লীবাসিগণ তাহাদের সাহায্য করে নাই। বরং তাহারা কৌশলক্রমে সাহায্যপ্রার্থীদিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখে। ইহার মধ্যে উজনালানামক স্থানের তহসীলদার পুলিশসৈন্যের সহিত তথায় উপনীত হয়েন। পল্লীবাসিগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহাদের আক্রমণে প্রায় ১৫০ শত পিসাহী দেহত্যাগ করে। পরক্ষণে ডেপুটি কমিশনর ঘটনাস্থলে উপনীত হয়েন। তিনি পরবর্ত্তী ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"পল্লী-বাসীদিগের আক্রমণে সিপাহীদিগের অনেকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অনেকে কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া নদীমধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্রদ্বীপে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে থাকে। অনাহারে ইহারা অবসন্ন হইয়াছিল, পথশ্রমে ইহারা ক্লান্ত

* *Cooper, Crisis in the Punjab. p. 153.*

† *Martin, Indian Empire. Vol, II. p. 427.*

হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর আকস্মিক আক্রমণে ইহারা আপনাদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। বন্য পক্ষীগুলি যেমন নদীমধ্যে সন্তরণ দ্বারা প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে, ইহারাও সেইরূপ প্রাণের দায়ে সন্তরণ করিতে লাগিল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য দুইখানি নৌকা অবিলম্বে প্রেরিত হইল। এই সময়ে সূর্য্য প্রখর করজাল বিস্তার করিতেছিল। সিপাহীগণ ২০ মিনিটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট দ্বীপে উপস্থিত হইল। ঘোরতর নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, ৪০।৪৫ জন সিপাহী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য যে সকল সওয়ার গিয়াছিল. তাহারা সন্তরণকারীদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাঁদিকে যখন ঐরূপ গুলি করিতে নিষেধ করা হইল,তখন সিপাহীগণ ভাবিল যে, ডেপুটি কমিশনর তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহারা ইহা ভাবিয়া, বিপক্ষদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাদের হস্ত যখন আবদ্ধ করা হইল, তখন কেহই কোনরূপ বাধা দিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের যথারীতি বিচার হইবে এবং বিচারের পূর্ব্বে তাহারা আহার পানে পরিতোষ লাভ করিবে। এই জন্য ৩৬ জন দৃঢ়কায় সিপাহীকে যখন এক ব্যক্তি আবদ্ধ করে, তখন তাহারা কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে ২৮২ জন সিপাহী উজ্‌-নালার পুলিশ ষ্টেশনে আনীত হয়। এতদ্ব্যতীত তাম্বুবাহক ডুলিবেহারা প্রভৃতি অনেক অনুচরকে পল্লীবাসীদিগের জিম্মায় রাখা হয়। তৎপরদিন অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়াতে হননকার্য্য বন্ধ থাকে। ১লা আগষ্ট এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহা মুসলমানদিগের একটি প্রধান পর্ব্ব—বক্‌রইদের দিন। এই দিনে অবরুদ্ধ সিপাহীগণকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার আয়োজন হইল। আমি সিপাহী-দিগকে বাঁধিবার জন্য অধিকপরিমাণে রজ্জু সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়াছিলাম। শিখগণ এই আদেশানুসারে রজ্জু লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। ঐ স্থানে বৃক্ষের সংখ্যা অধিক ছিল না। সুতরাং সমুদয় সিপাহীকে ফাঁসি দিবার সুবিধা হইল না। প্রতি বারে দশ দশ জনকে দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গুলি করিবার প্রস্তাব হইল। সিপাহীগণ যখন এবিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহারা নিরতিশয় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। এক জনমাত্র আংলোসাক্সণ মাজিষ্ট্রেট (স্বয়ং কুপার সাহেব) ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, হননকার্য্যের

তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। প্রতি বারে দশ দশ জন সিপাহী রজ্জুবদ্ধ হইয়া, বধ্যভূমিতে সমানীত হইতে লাগিল। শিখগণ গুলি করিবার জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত ছিল। মাজিষ্ট্রেট পুলিশষ্টেশনে উপবিষ্ট ছিলেন। তদীয় কর্ম্মচারি-গণ তাঁহার চারি পার্শ্বে থাকিয়া, ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিতেছিলেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সিপাহীগণ ইঁহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে মাজিষ্ট্রেট ও শিখদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ইহারা বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, শিখদিগের গুলির আঘাতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপে ১৫০ শত সিপাহী যখন নিহত হইল, তখন এক জন ঘাতক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার বন্ধ রাখার পর আবার পূর্ব্ববৎ কার্য্যারম্ভ হইল। ২৩৭ জন সিপাহী নিহত হইলে এক জন কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন যে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ প্রাচীরমধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইতে চাহিতেছে না। ইহাদিগকে ঐ গৃহে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া, আমি ঐ স্থানে গমন করিলাম। গৃহদ্বার যখন উদ্‌ঘাটিত হইল, তখন দেখা গেল যে, হল্‌ওয়েলের বর্ণিত অন্ধকূপের ব্যাপার এই স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। ভয়ে, শ্রান্তিতে, অবসন্নতায়, গ্রীষ্মাতিশয্যে এবং অংশতঃ শ্বাসরোধে ঐ গৃহস্থিত ৪৫ জন সিপাহীর প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইয়াছে। স্থানীয় মুদ্দাফরাস দ্বারা মৃতদেহ বাহির করা হইল। পুলিশ ষ্টেশনের ১০০ শত গজ অন্তরে একটি গভীর কূপ ছিল। নিহত সিপাহীদিগের দেহরাশি ঐ গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত ৪৫টি মৃতদেহও এই কূপে সমাহিত হইল। কাণপুরে একটি কূপ আছে, উজ্‌নালাতেও ঐরূপ একটি কূপ রহিল।" *

এইরূপে উজনালাতে নরমেধ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইল। যজ্ঞেশ্বর আপনার উর্দ্ধতন শাসনকর্ত্তাদের নিকটে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। প্রধান কমিশনর স্যার্ জন লরেন্স তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন। প্রধান বিচারক স্যার রবার্ট মণ্টেগোমারি পত্রদ্বারা তৎকৃত কার্য্যের যথোচিত সুখ্যাতি করিলেন। গবর্ণরজেনেরলের নিকটেও তাঁহার সাতিশয় প্রশংসা হইল। এতদ্দেশীয় ভূপতির নিকটেও তিনি সম্মানলাভে বঞ্চিত হইলেন না। কপূর্রতলার রাজা রণধীরসিংহ তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। নরমেধকর্ত্তা

* *Cooper, Crisis in the punjub p 160-167.*

অবিকারচিত্তে নরশোণিতপাত করিয়া, এইরূপে নরশ্রেষ্ঠদিগের প্রশংসিত, সম্মানিত ও সমাদৃত হইলেন।

স্যার্ রবার্ট মণ্টেগোমারি উপস্থিত বিষয়ে কুপার সাহেবের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যাবৎ কুপার সাহেব জীবিত থাকিবেন, তাবৎ ইহার জন্য তাঁহার টুপিতে জয়চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে। নরঘাতক শিখদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ বহু অর্থ দেওয়া যাইবে। এখানে (লাহোরে) তিন দল সিপাহী উত্তেজিত হওয়াতে তাঁহাদের নিরতিশয় বিরক্তির কারণস্বরূপ হইয়াছে। তাহারাও এইরূপ দশাপন্ন হইবে।* এক জন অপক্ষপাত ঐতিহাসিক এই বিষয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের এক জন প্রধান উৎসাহদাতা যে, এইরূপ নরহত্যাকে জয়চিহ্নস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। লাহোরের আরও তিন দল সিপাহী তাঁহাদের বিরক্তিকর হওয়াতে তিনি ঐ বিরক্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বোধ হয়, উক্তরূপ আর একটী জয়চিহ্নপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিতেছিলেন। কুপার সাহেব কলিকাতার অন্ধকূপ এবং কাণপুরের কূপের সহিত উজনালার সঙ্কীর্ণ গৃহ ও কূপের তুলনা করিয়াছেন। যদি মানবের অসহনীয় যাতনায় উপেক্ষা-প্রদর্শনের বিষয় ধরা যায়, তাহা হইলে সিরাজউদ্দৌলা, নানা সাহেব এবং এই ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুষ্ঠিত নরহত্যা পরস্পর তুলনীয় হইতে পারে। যাবৎ কারারক্ষকদিগের নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তাবৎ নানা সাহেবের হতভাগ্য বন্দিগণ, অক্ষতশরীরে রহিয়াছিল। যখন তাহাদিগকে রক্ষা করা কারারক্ষকদিগের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইল না, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি নিরতিশয় নির্দ্দয়রূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। ঈদৃশ কার্য্যের একমাত্র সাফাই এই যে, যাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার উপর এই বলিয়া সাতিশয় কঠোরভাবে দোষারোপ করা হয় যে, তিনি অন্ধকূপের অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে নিরতিশয় ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন। কুপারের বর্ণনায় বোধ হয় যে, উজনালার অন্ধ-

* *Cooper, Crisis in the Punjab. p. 168.*

কূপেও জীবিত ব্যক্তি ছিল। ইহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এক জন আহত সিপাহীকে মহারাণীর সাক্ষীস্বরূপ রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অপর বন্দীদিগের প্রত্যেকেই মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। কথিত আছে, সিপাহীগণ যে সময়ে অপরাধজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আইন অনুসারে প্রায় ৫০০ শত ব্যক্তি নিহত হয়। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই সকল অসহায়—কর্তৃপক্ষের বর্ণনানুসারে নিরস্ত্র, ভয়বিহ্বলচিত্ত, অনাহারে বিশুষ্ক এবং ক্লান্তিতে অবসন্ন লোকের ধ্বংসসাধন কোন্ অপরাধে—কোন্ আইনে হইয়াছিল ? কুপার সাহেব উত্তর দিয়াছেন, অপরাধ—বিদ্রোহ। এই সকল লোক যদি আপনাদের ঘোরতর অপকীর্ত্তিস্বরূপ নরহত্যাপাপে লিপ্ত না থাকিত, তাহা হইলেও ইহাদের বিষয়ে আইনের বিধান একরূপ হইত। ইহাদের অপরাধের শাস্তি—মৃত্যু। যে সিপাহীকে মহারাণীর সাক্ষীস্বরূপ রাখা হইয়াছিল, মণ্টেগোমারি তাহাকে লাহোরে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধ অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল। সিপাহী আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে লাহোরে পাঠান হয়। পরে আর ৪১ জন সিপাহী অবরুদ্ধ হয়। তাহারাও ইহার সঙ্গে লাহোরে প্রেরিত হয়। সেইখানে ইহাদের সকলকে কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে কুপার সাহেব দৃঢ়তার সহিত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ২৬গণিত সিপাহীদল উভয়তঃ সমূলে অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল।”

দূরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবে তাঁহার স্বদেশীয় বিচারকের কার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ধকূপের ঘটনা হল্‌ওয়েলের কল্পনাসম্ভূত কি প্রকৃত, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে এখন উহা হলওয়েলের কল্পনাসমুৎপন্ন চিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রকৃত হইলেও সিরাজউদ্দৌলা অবশিষ্ট বন্দীদিগের জীবনের হানি করেন নাই। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যাচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অত্যাচারী নবাবের সমক্ষে তাঁহাদের স্বদেশীয়গণ অক্ষতশরীরে ছিল। কিন্তু উজনালার ঘটনায় ইংরেজ বিচারকের সমক্ষে অবশিষ্ট সিপাহীদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় নাই। তাহাদের প্রতি কঠোরতম দণ্ডই প্রয়োজিত হয়। নিরুপায় নিঃসহায় প্রতিপক্ষের বিষয়ে সিরাজ-

† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 428-429.*

উদ্দৌলা ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ বিচারক তাদৃশ ধীরভাব দেখাইতে পারেন নাই। দেশকালপাত্রানুসারে মানবের নির্দ্দয়ভাবের বিচার করিলে উজনালার কূপ, হল্‌ওয়েলের বর্ণিত অন্ধকূপ অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংসতার পরিচয় দিবে।

২৬গণিত নিরস্ত্রীকৃত সৈনিকদলের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের বিবরণ শুনিয়া, লোকে যেরূপ ভীত, সেইরূপ উত্তেজিত হয়। অশ্বারোহী সিপাহীগণ যে সকল ঘোড়া ব্যবহার করিত, তৎসমুদয় তাহাদের নিজের ছিল। গবর্ণমেণ্ট ঘোটকগুলি অধিকার করাতে সিপাহীগণ উত্তেজিত হওয়ায় মণ্টেগোমারি সাহেব ঐ সকল বিরক্তিজনক লোক হইতে বিমুক্তি লাভের আশায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তিনি লাহোরের ৩০০০ হাজার সিপাহীকে উৎসন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।* উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কিরূপ বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এই ঘটনায় পরিস্ফুট হইতেছে। লাহোরের সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়াছিল। ইহাদের অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রসঞ্চালন করিলেও সকলে সমভাবে ইংরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ এই সঙ্কটকালে ইংরেজের জীবন রক্ষা করিতে উদাসীন থাকে নাই। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা এই সময়েও অটল ছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ স্থলবিশেষে এই বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির সম্মান রক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সমগ্র সিপাহীকে দুর্দ্দান্ত শ্বাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই দুর্দ্দান্ত শ্বাপদদিগকে, যে কোন রূপে হউক, পৃথিবী হইতে দূরীভূত করা তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা এইরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনাদের অপরিসীম কার্য্যতৎপরতা অথবা অনন্ত নৃশংসতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়াও, পঞ্জাবের লোকে ইংরেজের ক্ষমতার স্থায়িত্বসম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের আস্থা ক্রমে সন্দেহে পরিণত হয়, সন্দেহ হইতে অবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটে। † পেশাবরের একটি ঘটনায় এ বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে

* *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 429.*

† *Holmes, Indian Mutiny. p. 373.*

এডওয়ার্ডিস্ পেশাবরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে টাকা ধার লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইঁহারা সাধারণের স্থায় কোম্পানির আধিপত্যের অবসান হইল বলিয়া মনে না করিলেও, আপনাদের অর্থসম্বন্ধে একবারে সংশয়শূন্য হয়েন নাই সুতরাং এ বিষয়ে ইঁহাদের তাদৃশ আগ্রহ পরিস্ফুট হয় নাই। অবশেষে ইঁহারা এডওয়ার্ডিসের নিকটে মহাজনদিগকে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। মহাজনেরাও উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বরং সকলেই আপনাদিগকে অপরের পশ্চাতে রাখিতে ইচ্ছা করেন। শেষে এড্ওয়ার্ডিসের দৃঢ়তায় ও কার্য্যতৎপরতায় তাঁহাদিগকে সম্মত হইতে হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনানায়ক নিকল্‌সন্ ৭ই আগষ্ট দিল্লীতে উপনীত হয়েন। সেনাপতি উইল্‌সনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি আপনার সৈনিকদলের পূর্ব্বেই দিল্লীতে পহুঁছিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়াই,সেনাপতি উইল্‌সনের সহিত স্বকীয় কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করেন। তাঁহার উন্নত দেহ, তাঁহার দীপ্তিময় লোচনযুগল, তাঁহার মুখমণ্ডলের অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে শিবিরস্থিত সৈনিকদল তাঁহাকে প্রকৃত বীর পুরুষ বলিয়া মনে করে। তাহাদের এই ধারণা অলীক হয় নাই। নিকল্‌সন্ প্রকৃত প্রস্তাবে বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার উপস্থিতিমাত্রেই তদীয় গুণের নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে। তিনি সৈন্যসন্নিবেশস্থল পরিদর্শন করেন; প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে। তিনি যখন অপরাপর সৈনিক পুরুষের সহিত ভোজনস্থলে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তাঁহার মৌনভাবদর্শনে তৎপ্রতি সর্ব্বপ্রথম অনেকের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি যখন আপনাদের ব্যূহরচনার পরিদর্শন জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন, তখন তাঁহার রুক্ষভাব দেখিয়া, সৈনিকপ্রধানেরা সর্ব্বপ্রথম অসোন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিল্লীর অবরোধের ইতিহাসলেখক তৎসম্বন্ধে এই ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"এ সময়ে একটি সুগঠিতদেহ, আগন্তুক পুরুষ আমাদের সৈন্যসন্নিবেশস্থল দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি প্রতিস্থলেরই সূক্ষ্ম বিবরণ—উহার বলশালিতা উহার ইতিহাস, তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তদীয় পরিচ্ছদে তাঁহার পদমর্য্যাদার কিছুমাত্র পরিজ্ঞান

হয় নাই। উপস্থিত সঙ্কটকালে অনেকেই আপনাদের ইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। এক আফিসরের পরিচ্ছদের সহিত অপর আফিসরের পরিচ্ছদের প্রায়ই সমতা দেখা যাইত না। যাহা হউক, পরক্ষণে জানা গেল যে, আগন্তুক পুরুষ সেনাপতি নিকল্‌সন্। ইতঃপূর্ব্বে শিবিরের লোকে তাঁহার আকৃতি দেখিতে পায় নাই। এই সময়ে লোকের মধ্যে কাণাঘুষা হইতে লাগিল যে, আগন্তুক সেনাপতির সামরিক বিষয় সম্বন্ধে অসামান্য প্রতিভা আছে। তাঁহার আকৃতি যেন দানবের আকৃতির ছাঁচে ঢালা। বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তপদাদি নিরতিশয় শক্তিসম্পন্ন; হাবভাব উৎসাহ ও কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জক এবং রুক্ষভাবের পরিচায়ক, দেহ সৌন্দর্য্যশালী; শ্মশ্রুরাজি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠস্বর উন্নত ও গম্ভীর; তাঁহাতে যে শক্তিমত্তা, গুণাতিশয্য ও দৃঢ়তা আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।"[1] এইরূপ বীর পুরুষ এখন দিল্লী উদ্ধারার্থে সমাগত হইলেন। সৈনিকেরা প্রথমতঃ তাঁহার উদ্ধতভাবে অসন্তুষ্ট হইলেও শেষে তদীয় গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান সহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ হইল। নিকল্‌সনের সৈনিকদল দ্রুতগতি দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; নিকল্‌সন্ তাহাদিগকে আনিবার জন্য শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি ১৪ই আগষ্ট স্বকীয় সৈনিক দল লইয়া, মহোল্লাসে শিবিরে উপনীত হইলেন। শিবিরস্থিত সৈনিকেরাও ইহাদের আগমনে উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। কামানগুলিও পশ্চাৎ আসিতেছিল। দিল্লী ও পঞ্জাবের পথ অবরুদ্ধ না থাকাতে ইংরেজপক্ষের সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। সিপাহীগণ ঐ পথ অবরুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ১৪ই আগষ্ট আবার তাহারা এই উদ্দেশ্যে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ঝিন্দের রাজা ইংরেজদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করা বোধ হয় সিপাহীদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেনানায়ক হডসন্ আপনার অশ্বারোহী সৈনিকদিগকে লইয়া উহাদিগের গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণের জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত সিপাহীদিগের কয়েকবার ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীগণ জয়লাভ করিতে

[1] *History of the Siege of Delhi Kaye, Sepoy War. Vol II. p. 649, note.*

পারে নাই। বর্ষাতিশয্যে এ সময়ে অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। গন্তব্য পথ এইরূপে দুর্গম হইলেও হডসন্ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ২২শে আগষ্ট শিবিরে প্রত্যাগত হয়েন।

পূর্ব্বে যে সকল কামানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ফিরোজপুর হইতে দিল্লীর অভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, বেরিলী ও নিমচের সিপাহীদল ১৮টি কামান লইয়া ঐ সকল কামান অবরুদ্ধ করিবার জন্য ২৩ শে জুলাই দিল্লী হইতে যাত্রা করে। পর দিন প্রাতঃকালে সেনানায়ক নিকল্সন্ ১০০০ এক হাজার ইউরোপীয় এবং ২০০০ দুই হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া উহাদিগকে বাধা দিবার জন্য বাহাদুরগড় নামক পল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। যেহেতু, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিপাহীগণ ঐ স্থানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এসময়ে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সমুদয় পথ কর্দ্দমাক্ত ও স্থানে স্থানে জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পদাতিগণ অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিচ্ছিল পথে আপনাদিগকে সহজভাবে রাখিবার জন্য তাহারা প্রতিপদক্ষেপে সাবধান হইতে লাগিল। কামানপরিচালকগণ কর্দ্দমলিপ্ত পথে কামানের চাকা চালাইবার জন্য বারংবার কাঁধ দিয়া ঠেলিতে লাগিল। এরূপ বহুকষ্টে ৬ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ৯ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। এই সময়ে নিকলসন্ জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ বাহাদুরগড়ে না গিয়া, নুজুফগড়ের অভিমুখে গিয়াছে। নিকলসন্ অবিলম্বে বাহাদুরগড় পরিত্যাগ করিয়া, নুজুফগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেলা ৪টার সময়ে তিনি নুজুফগড়ের খালের একটি শাখাখালে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সিপাহীগণ খালের অপর তটে সজ্জীভূত রহিয়াছে। খালের সেতু তাহাদের দক্ষিণ ভাগে আছে। সম্মুখে একটি সরাই এবং উহার বামে ও দক্ষিণে দুইটি পল্লী আছে। এই পল্লীদ্বয় ও তাহাদের অধিকারে রহিয়াছে। তাহারা পল্লীদ্বয়ে তিনটি, সরাইয়ে চারিটি এবং খালের উপর তিনটি কামান স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের বামভাগে নুজুফগড় পল্লীও অধিকৃত হইয়াছে। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইংরেজ পক্ষের সমগ্র সৈনিকদল খাল পার হইল। নিকল্সন্ তাড়াতাড়ি সিপাহীদিগের সন্নিবেশস্থল পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে সরাই আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যেহেতু, সিপাহীদিগের অধিকৃত স্থানের মধ্যে ঐ সরাইটি প্রধান ব্যূহ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, নিকল্সন্ ৬১গণিত ইউরোপীয়

পদাতিদলকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে কহিলেন—"স্যার্ কোলিন্ কাম্পবেল্ চিনিয়াবালার যুদ্ধের সময়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের অবিদিত নাই এবং আল্মার * যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ ভাবের যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। এখন আমিও তোমাদিগকে ঐরূপ দুই একটি কথা বলিতেছি। তোমরা যাবৎ ঐ সকল সন্নিবেশিত কামানের ২০ বা ৩০ গজ অন্তরে উপস্থিত না হও, তাবৎ গুলিবৃষ্টি কর, আমরা শীঘ্রই কার্য্য শেষ করিতে পারিব।" †

ইংরেজপক্ষের কামানপরিচালকেরা সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধারম্ভ করিল। কয়েক বার গোলাবর্ষণের পর পদাতিদল অগ্রসর হইল। ইহারা সেনাপতি নিকল্সনের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে বিপক্ষদিগের ২০ গজ অন্তরে আসিয়া পড়িল। অধিনায়ক এই স্থান হইতে ইহাদিগকে সঙ্গিন চালাইতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর ইহারা কামান অধিকার করিল; সিপাহীগণ সরাই হইতে হটিয়া গেল। তাহা বিলক্ষণ সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। অনেকে ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু সমুদয় স্থান কর্দ্দমাক্ত হওয়াতে তাহারা আপনাদের কামনগুলি লইয়া যাইতে পারে নাই। জলপ্লাবন ও কর্দ্দমের আতিশয্যে ইউরোপীয় সৈনিকেরাও সবিশেষ সত্বরতা সহকারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে নাই। ইংরেজপক্ষের সৈনিকগণ যখন পুরোভাগ হইতে বাম ভাগে যাইয়া, সরাই ও খালের মধ্যভাগে কামান স্থাপন করিল, তখন সিপাহীগণ সমুদয় কামান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেতুর উপর দিয়া পলায়ন করিল। ইহার মধ্যে ১গণিত পঞ্জাবী পদাতিদল নুজুফগড় পল্লী অধিকার করিল। পার্শ্ববর্ত্তী একটি পল্লীতে কতিপয় সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল; পঞ্জাবীগণ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে ক্রটি করে নাই। কিন্তু ইহারা এরূপ পরাক্রমের সহিত আত্মরক্ষা করে যে, ইহাদের পরাজয়ের জন্য অপর সৈনিক পাঠাইতে হয়।

* আল্মা—ক্রিমিয়ার একটি ক্ষুদ্র নদী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে এই নদীর তীরে একটি যুদ্ধ ঘটে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সৈনিকদলের পরাক্রমে রুষিয়ার সৈন্য এই যুদ্ধে পরাজিত এবং তাড়িত হয়।

† *Holmes, Indian Mutiny p. 378.*

সেনাপতি নিকল্‌সন্‌ বিজয়ী হইয়া, সেই পঙ্কলময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে আনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এজন্য অনাহারে তাঁহার সৈনিকগণের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। এইরূপ অনাহারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে নিকল্‌সন্‌ খালের সেতু বিনষ্ট করিয়া, বিজয়ী সৈনিকদলের সহিত শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর নগর অবরোধের উপযোগী কামান ইত্যাদি আসিয়া পহুঁছিল। স্যার্‌ জন লরেন্স এইরূপে দিল্লীর উদ্ধারের ব্যবস্থা করাতে ইংরেজ-শিবিরের সৈনিকদিগের উল্লাসের অবধি রহিল না। প্রায় তিন মাস কাল, এই মহানগরী সিপাহীদিগের অধিকারে রহিয়াছিল। তিন মাস কাল, যুদ্ধকুশল ইংরেজ-সেনাপতিদিগের কৌশলপরম্পরা ইহার সমক্ষে ব্যর্থ হইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য নগরস্থিত সিপাহীদিগের নিকটে যেরূপ সংখ্যায় অল্প, সেইরূপ সামরিক অস্ত্রাদিতে হীনবল ছিল। এইরূপ হীনবলতাপ্রযুক্ত তাহারা এত দিন মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর সমক্ষে কাতরভাবে আত্মপক্ষের যার পর নাই অধোগতি দেখিতেছিল। এখন তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিল। তাহাদের সাহায্যার্থে পঞ্জাব হইতে এক জন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর যুদ্ধকুশল সৈনিকদল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের বলবৃদ্ধির জন্য পঞ্জাব হইতে কামান ইত্যাদিও আসিল। সুতরাং এখন তাহারা মোগলের রাজধানী আপনাদের আয়ত্ত মনে করিয়া, উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরেজ সেনানায়কেরাও এখন প্রফুল্ল-চিত্তে প্রাচীরপরিবেষ্টিত মহানগরীর অধিকারের নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দিল্লী সিপাহীদিগের অধিকারে থাকাতে উত্তেজিত লোকে, এত দিন ভাবিতেছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। শেষে তাহাদের এই ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

বাঙ্গালা ও বিহার।

—*—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

কলিকাতা—ইউরোপীয়দিগের আতঙ্ক ও উত্তেজনা—গবর্ণর-জেনেরেলের উদ্বেগ—তাঁহার প্রশান্তভাব—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৈনিকদলপ্রেরণ—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদল—মুদ্রণস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—বারাকপুরের সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ—কলিকাতার ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী-দিগের আতঙ্কজনিত অবস্থা—অযোধ্যার নবাবের অবরোধ—অস্ত্রব্যবহারসংক্রান্ত বিধি—গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদ ও দেহরক্ষার্থে ইউরোপীয় সৈন্যের নিয়োগ।

ভারতের উত্তরাংশে যখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজ সেনানায়ক হাবেলক্ ও নীল যখন কানপুর ও লক্ষ্ণৌর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, স্যার্ জন্ লরেন্স যখন পঞ্জাব হইতে দিল্লীর উদ্ধারের জন্য সৈন্য ও কামান ইত্যাদি প্রেরণ করিতেছিলেন, তখন এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রায় সকল স্থানেই ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। যখন জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল হয়, উত্তেজিত লোকের ভয়াবহ আক্রমণে, যখন প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বধ্বংসকর বিপ্লবের সূচনা ঘটে, বিভিন্ন স্থানের আত্মীয়স্বজনের আকস্মিক নিধনবার্ত্তায় হৃদয় যখন নৈরাশ্যে একান্ত অবসন্ন হয়, তখন সহজেই দণ্ডধারী রাজার প্রতি বিপন্ন লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়গণের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। নানা দিকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইউরোপীয়গণ ভারতের গবর্ণর-জেনেরল কানিঙের প্রত্যেক কার্য্য নিরতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। গবর্ণর-জেনেরলের চিরাভ্যস্ত প্রশান্তভাবে অনেকের মনে নানারূপ সন্দেহের

উৎপত্তি হইতেছিল, সন্দেহপ্রযুক্ত অনেকে গবর্ণর-জেনেরলকে কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী এবং ঘোরতর বিপদের প্রতিরোধে শিথিলপ্রযত্ন বলিয়া মনে করিতেছিল। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণের মনে এইরূপ সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছিল। লর্ড কানিঙ যখন ধীরভাবে উপস্থিত বিপ্লব সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, ধীরভাবে যখন বিপদের গুরুত্ব অনুসারে কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইউরোপীয়গণ গভীর আশঙ্কায় অধৈর্য্য হয়েন। লর্ড কানিঙ রাজধানীতে থাকিয়া, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে যে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে তিনি চিন্তিত হইয়া উঠেন। কিন্তু চিন্তিত হইলেও তাঁহার ধীরতা বিলুপ্ত হয় নাই। জুন মাসে উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থিত স্বদেশীয়দিগের বিষয় ভাবিয়া, তিনি অধিকতর চিন্তাকুল হয়েন। এই সময়ে আবার তাঁহার বিরক্তির একশেষ ঘটে। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেন, তাহা হইতেই বিরক্তির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এরূপ বিরক্তিতেও গবর্ণর জেনেরল স্বাভাবিক ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেন নাই।

উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে গবর্ণর-জেনেরলের সমক্ষে যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইত, গবর্ণর-জেনেরল তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া অনেক সময়ে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু স্থানীয় রাজপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথম বিপদের গুরুত্ব নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১৬ই মে কল্‌বিন্ সাহেব উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে গবর্ণর জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করেন যে, ঘোরতর বিপদ অতিক্রান্ত হইয়াছে, এখন সমুদয় বিষয় ক্রমে আশাপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। ইহার চারি দিন পরে তিনি আবার দিল্লীর কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া, গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করেন যে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই অসংসাহসিক বিদ্রোহের শেষ হইবে। এই সকল আশ্বাসপ্রদ কথা শেষে আকাশকুসুমে পরিণত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোন স্থানে উত্তেজিত সিপাহী-দিগের ও বিলুণ্ঠনপ্রিয়, উন্মত্তপ্রায় লোকের প্রশান্তভাব লক্ষিত হইল না। ভারতের প্রায় সমগ্র প্রধান স্থানে বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রদীপ্ত বহ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্ণর-জেনেরল প্রত্যেক স্থানের সংবাদ

জানিবার জন্য যাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনেকে এই বিপ্লব কেবল সিপাহীদিগের উত্তেজনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবল সিপাহীদলে আবদ্ধ থাকে নাই। নানা স্থানের উত্তেজিত, ইতর লোক সমগ্র জনপদ অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের সমুত্থান দেখিয়া রাজপুরুষেরা স্তম্ভিত হয়েন এবং আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় প্রাধান্যের উদ্ধারের জন্য আকুল হইয়া পড়েন।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের কেহ কেহ লর্ড কানিঙের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন যে, লর্ড কানিঙ উপস্থিত বিপদের গুরুত্বের অবধারণে সমর্থ ছিলেন না। এই বিষম বিপ্লবের গতিরোধেও তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। উপস্থিত সময়ে একটি হেষ্টিংস বা একটি মণ্টিগ্‌টনের গবর্ণর-জেনেরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত ছিল। যখন আত্মপ্রাধান্যের বিলোপদশা ঘটে, এক সময়ে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, তাহাদের উত্তেজনায় শাসকবর্গের স্বদেশীয়গণ যখন নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইতে থাকে, তখন সহজে ধীরতার সীমা রক্ষিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকগণ বোধ হয়, গবর্ণর-জেনেরলের ধীরতায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। গবর্ণর-জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় সমগ্র ভারতবাসীকে আততায়ী বলিয়া মনে করেন নাই। সমগ্রভারতবাসীর শোণিতপাতে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতবর্ষপ্রবাসী ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ভারতবাসীর শোণিতে সমুদয় স্থান রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন লর্ড কানিঙ তাঁহাদের ন্যায়, অধীরতা প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া, সর্ব্বত্র জিঘাংসার পরিচয় দিতেও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এইরূপ ধীরতায় উল্লিখিত ইতিহাসলেখকগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ ধীরতাই গবর্ণর-জেনেরলকে তাঁহাদের সমক্ষে কর্ত্তব্যকার্য্যে অমনোযোগী, বিপদের গুরুত্বাবধারণে অসমর্থ, এবং উপস্থিত সময়ের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল ইঁহাদের ন্যায় একদেশদর্শী ছিলেন না। বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেও তিনি অমনোযোগ প্রকাশ করেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট যে সংবাদ উপস্থিত হয়, তাহা যেমন অসম্পূর্ণ, সেইরূপ অপরিণামদর্শিতার পরিচয়সূচক অসত্যভাবে

জড়িত ছিল। যথাসময়ে যথাযথ সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সময়োচিত একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। অসম্পূর্ণ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার পরিণামদর্শিতা ও কার্য্যতৎপরতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে নাই। কলিকাতা হইতে যে সৈনিকদল প্রেরিত হয়, তদ্দ্বারা বারাণসী ও এলাহাবাদের বিপ্লবের শান্তি ঘটে। কিন্তু কাণপুর রক্ষিত হয় নাই, লক্ষ্ণৌও ঘোরতর বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করে নাই, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতেও জ্বালাময়ী বহ্নিশিখার অন্তর্দ্ধান ঘটে নাই।

লর্ড কানিঙ যেরূপ শান্তপ্রকৃতি সেইরূপ সদয়হৃদয় ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের বিষয় ভাবিয়া, তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। নানা স্থানের ইউরোপীয়গণ যখন ইংরেজ সৈনিক দ্বারা আপনাদের উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রার্থনাপূরণের সুবিধা ছিল না। ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা অল্প ছিল, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নানা স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিলে কোন স্থানেরই বিপদ অন্তর্হিত হইত না। লর্ড কানিঙ জুন মাসে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "রাজধানীর বহির্ভাগস্থিত নানা স্থানের যে সকল ইউরোপীয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উত্তেজিত সিপাহীর বা দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি অসভ্যলোকের আক্রমণ হইতে ইংরেজ সৈন্য দ্বারা আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাদের সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের অল্পমাত্র সৈন্য রাজ্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রাখিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হইবে।" বিভিন্ন স্থানের বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া, লর্ড কানিঙ এইরূপ অস্থিরচিত্ত এবং এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি কাণপুরের উদ্ধারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি কাণপুরের সেনাপতি হুইলারের বিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই বিপন্ন সেনাপতির উদ্ধারসাধন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর সেনাপতি বার্ণাডকে হুইলারের সাহার্য্যার্থে দিল্লী হইতে সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুমতি দিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। গবর্ণর-জেনেরলের এই পত্র যথাসময়ে যথাস্থানে পহুঁছিয়াছিল কিনা, তদ্বিষয় নিশ্চিত হয় নাই। যদি সেনাপতি বার্ণাড গবর্ণর-জেনেরলের পত্র পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ উহাতে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদল

কাণপুরে গিয়া, সর্ব্বপ্রথম ঐ স্থান রক্ষা করিবে, তৎপরে লক্ষ্ণৌর উদ্ধারসাধনে কৃতকার্য্য হইবে, ইহা যেমন উপস্থিত সময়ে অসম্ভব ছিল, সেইরূপ দিল্লী হইতে কাণপুরের উদ্ধারের জন্য সৈনিকদলের গমন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ঘটনা কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ডাকের পথ অনেক স্থলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। টেলিগ্রাফের তার অনেক স্থলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পঞ্জাবে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কি ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ গবর্ণর-জেনেরলের সমক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। অনেক সময়ে অলীক সংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হইত। সংবাদের অলীকভাবে কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। একবার তাঁহারা জয়লাভের সংবাদে উৎফুল্ল হইতেন, পরক্ষণে উহা অলীক জানিতে পারিয়া, বিষণ্ণভাব প্রকাশ করিতেন। অনেকবার কলিকাতায় এই সংবাদ পহুঁছিয়াছিল যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় নয়, এলাহাবাদ, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ঐ অলীক সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অলীক সংবাদে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক কোন কোন স্থানের কর্ত্তৃপক্ষ কামানধ্বনি করিয়া, আপনাদের উল্লাস প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

বিপ্লবময় স্থানের প্রকৃত সংবাদ এইরূপে গবর্ণর-জেনেরলের অপরিজ্ঞাত হইলেও গবর্ণ-জেনেরল ঐ সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ে তদীয় গভীর মনোবেদনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল পত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, তৎসমুদয়ের যথাযথ উত্তর দিতেন। অনেক সময়ে সৈনিক কর্ম্মচারিগণ বলবতী প্রতি-হিংসায় অধীর হইয়া, তাঁহার নিকটে পত্র পাঠাইতেন। একটি প্রধান সৈনিক-পুরুষ সিপাহীদিগকে সন্ত্রাসে ব্যাকুল করিবার জন্য তাঁহার নিকটে কঠোরতম শাস্তিপ্রদানের প্রস্তাব করেন। লর্ড কানিঙ ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আপনি সিপাহীদিগের ভয়োৎপাদন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু যে সকল সৈনিকদল এখন পর্য্যন্ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায়, তাহাদের সহযোগিগণের সমক্ষে অবমানিত হইবার আশঙ্কায়, তাহাদের অপরাপর অপরাধী সহযোগীদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্যের সমাগমের আশঙ্কায় বিচলিত হয় নাই,

এতদ্দ্বারা তাহাদের স্থিরতাসাধন নিরতিশয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। আপনার ভ্রমাত্মক প্রস্তাব এইরূপ রোগের প্রতীকারের উপযোগী নহে। আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, গবর্ণমেণ্ট আপনাকে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন, আপনি তাহার বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবেন না। ঐ প্রণালীর প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রকাশ করা উচিত। কঠোরভাবে অত্যাচার করা উৎসাহসম্ভূত উদ্যম বলিয়া অভিহিত হয় না।" লর্ড কানিঙের দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ সহযোগিগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স মুখে যেমন নিরীহ লোকদিগকে অভয় দিয়াছেন, শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তি-দিগকে রাজভক্তি প্রদর্শনে উৎসাহযুক্ত করিয়াছেন, অনিষ্টকারী জনগণের শাস্তিবিধানে উদ্যমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, কার্য্যেও সেইরূপ নিরীহ ব্যক্তির অভয় দানে, প্রশান্তপ্রকৃতি লোকের রাজভক্তির উদ্দীপনে এবং বিপ্লব-প্রয়াসীদিগের সমুচিত শাস্তিবিধানে তৎপরতার একশেষ দেখাইয়াছেন। স্যার হেন্‌রির উপযুক্ত সহোদর (স্যার জন লরেন্স) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "আমাদের কঠোরভাবের শাস্তিপ্রদানের প্রণালীতে জনসাধারণের মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা অধিক দিন স্থায়ী ও অধিকতর বদ্ধমূল হইবে।" স্যার জেম্‌স্ আউট্‌রামও এক জন আফিসারকে অত্যাচারের বিনিময়ে কঠোরভাবে অত্যাচার করিবার অনুমোদন করিতে দেখিয়া, এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই দেখিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার যে সকল সদস্য নরশোণিতপাতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই কার্য্যস্থলে অধিকতর সাহসশূন্য ও কাপুরুষ হইয়া থাকেন। ফলতঃ, সে সময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতিহিংসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, ঐ সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ উহার গতিরোধের জন্য প্রকাশ্যভাবে অভিমতপ্রকাশে নিরস্ত থাকেন নাই। উপস্থিত বিপ্লবের সূচনা এক দিনে বা এক সময়ে হয় নাই। এক দিনে বা এক সময়ে সমগ্র সিপাহীদলে অসন্তোষ ও বিরাগ বদ্ধমূল হইয়া উঠে নাই। নিরক্ষর জনসাধারণও এক দিনে বা এক সময়ে কোম্পানির রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের অনুবর্ত্তী হয় নাই। বিপ্লবের বীজ বহুপূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে উহার অঙ্কুরোদ্গম ও শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটিয়াছিল। শেষে যখন উহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল, তখন ইংরেজগণ হৃদয়ের তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া,

পড়িলেন। তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা এক জনের হস্ত সধর্ম্মা বা সজাতির শোণিতে কলঙ্কিত দেখিয়া, সকলকেই আপনাদের শোণিতপিপাসু বলিয়া স্থির করিলেন। একের অপরাধে সমগ্র লোকের দণ্ডবিধানই যেন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। উপস্থিত সময়ে শ্বেতকায়গণ এই উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ভারতের সমস্ত কৃষ্ণকায়ের উচ্ছেদের জন্য তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইয়াছিল।

লর্ড কানিঙ এইরূপ জাতিগত বিদ্বেষ দেখিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এইরূপ বিদ্বেষভাবে যে, পরিণামে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে, ইহা প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, বিপদাক্রান্ত জনপদে ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধানস্থলে ঘোরতর প্রতিহিংসামূলক অন্যায়ের অনুষ্ঠান হইতেছে। এইরূপ অনুষ্ঠানে হয়ত সমগ্র প্রদেশ দীর্ঘকালের জন্য শ্রীভ্রষ্ট ও দুঃখদারিদ্র্যে নিরতিশয় শোচনীয়দশাগ্রস্ত হইবে। তিনি জানিয়াছিলেন যে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সৈনিক ও সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। ইহা জানিয়াও, তিনি উচ্ছৃঙ্খল জনপদে শান্তিস্থাপনের জন্য ঐরূপ ক্ষমতাদানে নিরস্ত থাকেন নাই। সরাসরি বিচারে এতদ্দেশীয়দিগকে দলে দলে ফাঁসি দেওয়া অবশ্য অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন। উপস্থিত সময়ে এক এক জন ইংরেজ এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড কানিঙ স্বদেশীয়দিগকে গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ অসামান্যক্ষমতা সমর্পণেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। এতদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনেরলের গভীর উদ্বেগ ও ঘোরতর বিপত্তির নিবারণচেষ্টা দর্শনেও যাঁহারা তাঁহাকে উদাসীন ও কর্ত্তব্যপালনে শিথিলপ্রযত্ন বলিয়া দোষী করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, মানবপ্রকৃতির মহত্ত্বের পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়েন নাই।

কিন্তু কলিকাতাপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় নাই। ইউরোপীয়গণ এক বার গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে সখের সৈনিক দলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদন সে সময়ে গ্রাহ্য

হয় নাই। তাঁহারা এই জন্য গবর্ণর জেনেরলের উপর যেরূপ বিরক্ত, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আবেদনকারিগণ পুনর্ব্বার আপনাদের প্রার্থনীয় বিষয়ের উত্থাপন করিলেন। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পুনর্ব্বার এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবার এক জন প্রধান রাজপুরুষ আবেদনের সমর্থনে অগ্রসর হইলেন। লর্ড কানিঙ যখন উপস্থিত বিষয়ে দোলায়মানচিত্ত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম মন্ত্রণাদাতা গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহাকে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনাপূরণ করিতে কহিলেন। এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে প্রেরিত হইল। এবার লর্ড কানিঙ কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। আপনার এক জন প্রধান মন্ত্রীর আগ্রহদর্শনে তিনি কলিকাতার ইউরোপীয়দিগকে সখের সৈনিক দলে গ্রহণ করিবার জন্য যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজধানীর সেনানায়ক কর্ণেল কাবেনার উপরে অবিলম্বে এ বিষয়ের সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার সমর্পিত হইল।

এবার ইউরোপীয়গণ সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহাদের উৎসাহ ও একাগ্রতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইল। উকীল, কেরাণী, চিহ্নিত ও অচিহ্নিত, সিবিল কর্ম্মচারী, বণিক, দোকানদার প্রভৃতি দলে দলে আগ্রহসহকারে এই সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপ বা ঝটিকাবৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া, যুদ্ধপ্রণালী শিখিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগকে লইয়া অবিলম্বে একদল পদাতি ও একদল অশ্বারোহী সৈন্য হইল। সেনা-নায়কের শিক্ষা অপাত্রে প্রদত্ত হয় নাই। অভিনব সৈনিকদল রণকৌশলে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, উপস্থিত সময়ের কার্য্যোপযোগী হইল।

রাজধানীর একটি ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায়ের মনোরথ সিদ্ধ হইল। যে অশান্তি ও অতৃপ্তি এত দিন তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতির প্রধান কারণ হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল। ইউরোপীয়গণ এখন আশ্বস্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদের তীব্রতর বিরক্তি অন্তর্হিত হইল। কিন্তু আর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্থান পরিগ্রহ করিলেন। এই জুন মাসে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের বিদ্বেষভাব প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উগ্রতর জ্বালাকেও পরাজিত করিল। ইঁহারা শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতের

অসহনীয় উত্তাপের মধ্যে আসিয়া পড়াতে সহজেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার উপর যখন ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি ঘটিল, মনোগত অভিপ্রায়-সিদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত হইল, তখন ইঁহারা আত্মহারা হইয়া হিতাহিত বিবেচনায় একেবারে বিসর্জ্জন দিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘতপন হইতে এক দিকে যেমন অনলকণার বিস্তার হইতে লাগিল, অপরদিকে ইঁহাদের উত্তেজিত হৃদয় হইতেও তীব্রতর বিদ্বেষবহ্নির বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা ইঁহাদের অবলম্বিত পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ ঐ সময়ে আত্মবিদ্বেষের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না।* ধীরপ্রকৃতি গবর্ণর-জেনেরল এখন ইঁহাদের অধীরতা ও অনিষ্টের প্রতীকারে উদ্যত হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল সংবাদপত্র ছিল, তৎসমুদয়ে সকল সময়ে যথার্থ সংবাদ প্রকাশিত হইত না। উত্তেজনাপ্রযুক্তই হউক, গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বেষভাব বশতঃই হউক, বা হিংসার আবেগেই হউক, সম্পাদকগণ সময়ে সময়ে ন্যায়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেন। যে সকল সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় ভাষায় প্রকাশিত হইত, তৎসমুদয়ের গ্রাহকসংখ্যা অধিক ছিল না। পাঠকগণও সবিশেষ দূরদর্শী বা অভিজ্ঞ ছিলেন না। প্রধানতঃ অল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই সকল সংবাদ প্রচারিত হইত। ঈদৃশ অল্পসংখ্যক পাঠক যদি সংবাদপত্রের কোন অসত্য ও অসংযতভাবপূর্ণ কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই সকল সংবাদপত্রের পাঠক অপেক্ষা শ্রোতার সংখ্যা অধিক ছিল। যে বিপ্লবের অভিঘাতে চারি দিক আন্দোলিত হইতেছিল, যাহার আবির্ভাবে জনপদের পর জনপদে শৃঙ্খলা-হানি ঘটিতেছিল, যাহার প্রকোপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়, উভয়েরই জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তাহার বিবরণ শুনিবার জন্য, ভদ্র ও ইতর, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেরই আগ্রহ হইয়াছিল। সুতরাং বাজারে, লোকালয়ে, বিপণিমধ্যে যখন কেহ সংবাদপত্র পাঠ করিত, তখন বহুসংখ্য লোক যুদ্ধের কথা শুনিবার জন্য দলবদ্ধ হইত। এই সময়ে যদি সংবাদপত্রের কোনরূপ

* কে সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহ এইরূপ দোষসম্পর্কশূন্য ছিল।—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 13.*

উত্তেজনামূলক অসত্য কথা তাহাদের শ্রুতিগোচর হইত, তাহা হইলে তাহারা কল্পনাবলে উহা অতি রঞ্জিত করিয়া, নানা লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিত। এইরূপ একটি অনিষ্টজনক বিষয় মুহূর্ত্তমধ্যে বিদ্যুৎবেগে চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইত। উহার গতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রায়শঃ গুণাংশের অনুকরণ অপেক্ষা দোষাংশের অনুকরণই সহজ হইয়া থাকে। এই কারণে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে, সাধারণতঃ ইংরেজী সংবাদপত্রের যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদয়ই অধিকপরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ইউরোপীয় সম্পাদকদিগের যে সকল উত্তেজনামূলক কথা ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে তৎসমুদয়ের অনুবাদ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিত না। এই অনুবাদে সাধারণের মধ্যে উত্তেজনার বৃদ্ধি ও তজ্জন্য অনিষ্টাপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে এ সময়ে ইংরেজী সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে কল্পনার বিকাশ দেখা যাইত। সম্পাদকগণের মধ্যেও সময়ে সময়ে উত্তেজনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এ সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়দিগের শোণিতস্রোতে আপনাদের প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করাই যেন, এ সময়ে তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। এইরূপ উত্তেজনায়, এইরূপ বিদ্বেষভাবে, এইরূপ প্রতিহিংসাপরতায় পরিচালিত হইয়া, তাঁহারা সংবাদপত্রে যে সকল বিষয় লিখিতেন, তৎসমুদয় এ সময়ে শান্তিস্থাপনের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে তাঁহাদের লিখিত বিষয় যখন অনূদিত হইত, তখন সাধারণ লোকে ইংরেজের অসামান্য বিদ্বেষভাবের পরিচয় পাইয়া, তৎপ্রতি যেরূপ বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইত, সেইরূপ আশঙ্কায় অধীর, দুশ্চিন্তায় বিচলিত এবং সর্ব্বধ্বংসকর মহাপ্রলয়ের ভাবনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিঙ ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণও এই অনিষ্টের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং এই অনিষ্টের প্রতিবিধানের জন্য কোনরূপ আইন করা নিরতিশয় আবশ্যক হইল। লর্ড কানিঙ এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ১৩ই জুন মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক উপস্থিত বিষয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিলেন। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে, সদস্যগণের সহিত আলোচনার পর,

আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে স্থির হইল যে, এক বৎসরকাল কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নিকটে যথানিয়মে লাইসেন্স না লইয়া, কোন মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ আবশ্যক বোধ করিলে কলিকাতা-গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, যে কোন সংবাদপত্র বা পুস্তকাদির প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

লর্ড কানিঙ যদি কেবল ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে এই আইন বিধিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে তাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইত না। কিন্তু তিনি সমদর্শী ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। বিচারক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়, উভয়েই তাঁহার সমক্ষে তুল্য ছিল। মুদ্রণস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকালে তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই। এ বিষয়ে কেবল এতদ্দেশীয় সম্পাদকদিগকে আবদ্ধ করিলে, যার পর নাই অনুদারতা ও পক্ষপাতের কার্য্য হইত। ইংরেজ সম্পাদকগণ রাজভক্ত। ইংরেজ সম্পাদকগণের একান্ত ইচ্ছা যে, এদেশে কোম্পানির আধিপত্য থাকে। যাহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি ইংরেজ সম্পাদকদিগের কিছুমাত্র সমবেদনা ছিল না। সুতরাং ইংরেজের সম্পাদিত সংবাদপত্রসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করা অসঙ্গত বলিয়া, কোন কোন ইংরেজ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরেজ সম্পাদকগণ ধীরতার সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সমদর্শিতা ও সত্যপ্রিয়তা বিজাতীয় বিদ্বেষবুদ্ধির অভিঘাতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করাই যেন, তাঁহাদের সংবাদপত্রপরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভ্রান্তিতেই হউক, বুদ্ধির চাঞ্চল্যেই হউক, অতিমাত্র বিদ্বেষের আবেগেই হউক, বা দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রে অনেক অসঙ্গত কথা প্রচার করিতেন। ইহাতে যে, গবর্ণমেণ্ট অধিকতর বিপদাপন্ন হইবেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত না। বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, যে কোনরূপে হউক, জিঘাংসার তৃপ্তিসাধন করাই বোধ হয়, এ সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। সুতরাং তাঁহারা সংবাদপত্রের বর্ণনীয় ঘটনার সত্যাসত্যনিরূপণে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। যাহাতে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিরক্তি ও সন্দেহের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই

উহাদের বর্ণনার বিষয়ীভূত হইত। এ অংশে তাঁহারা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। দৃষ্টান্তস্থলে ১৯শে জুনের প্রকাশিত হরকরা-নামক সংবাদপত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত তারিখের ঐ সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল—‘মুর্শিদাবাদের নবাবকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য বহরমপুরে ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নবাবের যে সকল কাগজপত্র আটক করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, নবাব আপনার প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত উপস্থিত বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছেন।” লর্ড কানিঙ উপস্থিত আইনের বিষয়ে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে হরকরার প্রচারিত উক্ত সংবাদসম্বন্ধে এই ভাবে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—“এই সংবাদ সত্যের একান্ত বহির্ভূত। নবাব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত ও গবর্ণমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত আছেন। সংবাদ-পত্রোক্ত বিষয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যে, পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও অনুরাগের পরিচয় দিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। মুর্শিদাবাদে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণও যে, ইহাতে স্থিরভাবে থাকিবে, সে বিষয়েও আশা করা যাইতে পারে না। ইহারা বহরমপুরের উত্তেজিত সিপাহী-দিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার উদ্যোগ করিয়াছে। বহরমপুরে উক্ত সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করিবার উপায় সফল না হইলে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগের সমুত্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। বহরমপুর নিরাপদ করিবার জন্য সৈনিকদিগকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য কোন কারণে তাহারা ঐ স্থানে প্রেরিত হয় নাই। তাহারা বহরমপুরে যে দিন পঁহুছিবে, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে ডাকে ঐ সংবাদ-পত্র তথায় উপস্থিত হইবে।” * লর্ড কানিঙ সবিশেষ চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ধীরভাবে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় সরলতা ও সমদর্শিতা সম্বন্ধে উদারপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ বোধ হয়, সন্দিহান হইবেন না।

প্রাকৃতিক বিষয়ই হউক, মানবের কার্য্যপরম্পরাই হউক, কালসহকারে

* *Kaye, Sepoy War. Vol, III. p. 21.*

সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে বিষয় এখন সমাজের মঙ্গলসাধনের হেতু হইতেছে, সময়ান্তরে তাহাই সমাজের অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইংরেজ আত্মস্বাধীনতার ন্যায় মুদ্রণস্বাধীনতাকেও আপনার পরমবাঞ্ছনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহুকাল হইতে এই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইহা তাঁহাদের চিরাধিকৃত সম্পত্তির ন্যায় পরম আদরণীয় হইয়াছে। ইহা হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্যুত হইলে তাঁহাদের মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে। কিন্তু কালে যদি কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ঘটনামূলক বিপত্তির নিবারণের জন্য তাঁহাদের এই চিরন্তন স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এ সময়ে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহাই বিবেচ্য। উপস্থিত সময়ে সম্পাদকদিগের উক্তি অসংযতভাবে রাখিলে গবর্ণমেণ্ট যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেই বিপদের কি বৃদ্ধি ঘটিত না? ইহাতে কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল ও জীবন বিপন্ন হইত না? লর্ড কানিও বুঝিয়াছিলেন যে, বিপদের বৃদ্ধি ও সমধর্ম্মাদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ব্যবস্থাপকসভার সমগ্র সদস্যেরও এইরূপ বোধ হইয়াছিল। কালিকাতার সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারাজীবদিগেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।* অসংযত বাক্য দ্বারা সময়ে সময়ে নানা অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যখন বিপ্লবের অভিঘাতে সমগ্র স্থান আন্দোলিত হয়, লোকের জীবন যখন প্রতিমুহূর্ত্তে সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন বিভীষিকার বিস্তার হইতে থাকে, তখন সুবিবেচনার সহিত বাক্‌সংযম রক্ষা করা উচিত। এ সময়ে গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ সংযমরক্ষার জন্যই প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল।

ইহার পর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ এবং দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমাংশ বিনা গোলযোগে অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিগণ কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিলেন না। ইহাতে বোধ হইল যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে আপাততঃ যাবতীয় গোলযোগের শান্তি হইল। যাঁহারা

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 22-23.*

গবর্ণর-জেনেরলের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরুদ্বেগ হইলেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা বন্ধ হইল। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, সকল সময়ে কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। নিয়তির অবশ্যম্ভাবী বিধান কোন সময়ে বিপর্য্যস্ত হয় নাই। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার পূর্ব্বতন প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইল। কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিগণ আবার আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিলেন। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে রাজধানীস্থিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ সশস্ত্র সিপাহীদিগকে আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা ইহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য আবার চীৎকার আরম্ভ করিল। তাহাদের এইরূপ আশঙ্কা ও তন্মূলক গভীর মনোবেদনাজ্ঞাপক তীব্রস্বর অরণ্যে রোদনমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই।

যখন স্থানান্তর হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে ইউরোপীয় সৈনিকদল সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় উপস্থিত হয়, তখন বারাকপুরের সিপাহীগণ কোম্পানির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিতে থাকে। ২৫ শে মে ৭০গণিত সিপাহীদল দিল্লীর সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। সিপাহীদিগের এইরূপ রাজভক্তির নিদর্শন দর্শনে অনেকে আশ্বস্ত হয়েন। লর্ড কানিঙ অবিলম্বে শকটারোহণে বারাকপুরে উপস্থিত হইয়া, উল্লিখিত সিপাহীদলকে উৎসাহিত করেন। ৭০গণিত দলের দৃষ্টান্তে ৪৩গণিত সিপাহীদলও দিল্লীস্থিত, উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার অভিপ্রায় জানায়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বারাকপুরের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের নিকটে এনফীল্ড রাইফল্ নামক অভিনব বন্দুক পাইবার জন্য প্রার্থনা করে। ৭০গণিত দলের এক জন এতদ্দেশীয় আফিসার এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে কহেন—"আমরা এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। এখন আমরা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। যে অভিনব রাইফল্ বন্দুক সম্বন্ধে এতদিন সমগ্র জনপদে নানা কথা হইয়াছে, সেই বন্দুক পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। এই বন্দুক ব্যবহার করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে পারিব, এবং যাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিব যে, এই বন্দুকের ব্যবহারে আপত্তির

কারণ কিছুই নাই, অন্যথা আমরা ইহা ব্যবহার করিব কেন? আমরা কি আমাদের জাতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাবধান নই" ?* এই উক্তিতে সিপাহীদিগের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সিপাহীগণ এইরূপ রাজভক্তির ভাণ করিয়া, অভিনব, উৎকৃষ্ট বন্দুক লাভ পূর্ব্বক সেই বন্দুক গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে প্রয়োগ করিবে কি না, তখন তাহাই অনেকের সন্দেহের বিষয়ীভূত হইল। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সন্দেহপ্রযুক্ত সিপাহীদিগকে নূতন বন্দুক না দিতেন, তাহা হইলে, সিপাহীগণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিত। আবার যদি সিপাহীগণ উহা পাইয়া, আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্ট অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িতেন। সৌভাগ্যক্রমে, এই সময়ে তিনদল সৈনিককে দিতে পারা যায়, এত বন্দুক মৌজুদ ছিল না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে উপস্থিত সময়ে উভয়সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

কিন্তু আর এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্ত্তিত হইল। সিপাহীদিগকে অভিনব বন্দুকে সজ্জিত করিয়া দিল্লীর অভি-মুখে পরিচালিত করা দূরে থাকুক, কর্ত্তৃপক্ষ এখন তাহাদিগকে সেই পুরাতন অপকৃষ্ট বন্দুক—ব্রাউনবেস হইতে বিচ্যুত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হিয়ার্সে ৮ই জুন অভিনব বন্দুক ব্যবহার করিবার অনুমতিদান সম্বন্ধে ৪৩ ও ৭০গণিত সিপাহীদলের আবেদনপত্র কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। এখন তিনি ১৩ই জুন গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, বারাকপুরের সৈনিকদল সেই রাত্রিতেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং কালবিলম্বব্যতিরেকে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা উচিত। গবর্ণর-জেনেরল অনিচ্ছার সহিত সম্মতি দিলেন। উপস্থিত বিষয়ে এরূপ কঠোরভাবে কার্য্য করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। যাহা হউক, আদেশপ্রচার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না। সেই রাত্রিতে বারাকপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কলিকাতা হইতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য যাত্রা করিল। চুঁচুড়া হইতেও অন্য ইউ-রোপীয় সৈনিকদল বারাকপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 27, note.*

১৩ই জুনের রাত্রি বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। বারাকপুরের ইংরেজেরা সেই রাত্রিতে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের উদ্বেগের কোন কারণ পরিদৃষ্ট হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয় সৈনিকদল বারাকপুরে উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইহাদের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। অনেকেই পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিল। অনেকের পায়ে পাদুকা বা মোজা ছিল না। অনেকের কেবল রাত্রিকালীন পরিচ্ছদ মাত্র অঙ্গরক্ষার সম্বল ছিল। অনেকের পদদেশ স্ফীত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইহারা যখন বারাকপুরের সৈনিকনিবাসে সমাগত হইল, তখন আশঙ্কার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে অভীষ্ট কার্য্যানুষ্ঠানেরও কোন প্রয়োজন হইল না। দিবাভাগ নিরুপদ্রবে অতীত হইল। সায়ংকালে সিপাহীগণ যখন সহসা কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ পাইল, তখন তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া, দেখিল যে, তাহাদের সম্মুখে কামানসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈনিকগণও দণ্ডায়মান থাকিয়া, অধিনায়কের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা এই দৃশ্যের আবির্ভাবে তাহারা চমকিত হইল। সেনাপতি হিয়ার্সে প্রশান্তভাবে তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া, যথোচিত ধীরতার সহিত এই আদেশ পালন করিল। তাহাদের ইংরেজ আফিসরগণ এই শোচনীয় দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইলেন। সিপাহীদিগের ন্যায় তাঁহাদের মুখমণ্ডলেও গভীর বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইল। অনেকে সিপাহীদিগের হস্তে পুনর্ব্বার অস্ত্রসমর্পণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কাতরভাবে ফলোদয় হইল না। এদিকে নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীগণ ইউরোপীয় সৈনিকদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া, নানা স্থানে গমন করিল। সেনাপতি হিয়ার্সে, নিরস্ত্রীকরণ বিনা গোলযোগে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, ঐ দিনই গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে তারে সংবাদ পাঠাইলেন। কলিকাতার দুর্গে এবং দমদমায়, বারাকপুরের সিপাহীগণ প্রহরীর কার্য্য করিত। যখন মূল দল নিরস্ত্রীকৃত হইল, তখন ইহাদের নিরস্ত্রীকরণও আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই কার্য্যসম্পাদনেও কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। বিনা বাধায় এই সকল সিপাহীকে নিরস্ত্র করা হইল।

১৪ ই জুন রবিবার বারাকপুরে কোন গোলযোগের আবির্ভাব হইল না। কিন্তু ঐ রবিবারে ইংরেজের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে গোলযোগের একশেষ ঘটিল। গবর্ণর-জেনেরলের ভাগীরথী তিরস্থিত পাদপ-পরিবেষ্টিত বিনোদস্থান যখন নিস্তব্ধভাবে ছিল তখন তাঁহার রাজধানীস্থিত প্রধান আবাসস্থানের সম্মুখে লোকারণ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। ১৪ই জুন. উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রধান স্মরণীয় দিন। এই দিনে কলিকাতার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অলীক আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, দলে দলে আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিয়াছিল। কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছিল যে, বারাক-পুরের সিপাহীগণ রাত্রিকালে ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীর অভিমুখে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জনরব উঠিয়াছিল যে. অযোধ্যার নির্ব্বাসিত নবাবের অনুচরগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিনাশসাধনার্থে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সুতরাং কলিকাতার ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়, সকলেই সমভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল সকলেই ভয়ে আত্মহারা হইয়া, নিরাপদ স্থানের সন্ধানে বহির্গত হইল। ইউরোপীয় বণিক ও সওদাগরগণ এই জনরবে উপেক্ষা করিয়া, সাহসের পরি-চয় দিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল না। মন্ত্রিসভায় যে সকল সদস্য ও প্রধান রাজকর্ম্মচারী এক সময়ে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া. বিপ্লবের বিভীষিকায় উপহাস করিয়াছিলেন, এবং সাহসী সেনানায়কদিগকে অধীরপ্রকৃতি বলিয়া. আপনাদের অদম্য সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন আপনাদের আবাসগৃহ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আতঙ্কে অধীর হইয়া. গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারি-গণ ভয়ে আত্মহারা হইয়া, দলে দলে চৌরঙ্গী হইতে গড়ের মাঠে ধাবিত হই-লেন। ইঁহারা দুর্গদ্বারে উপনীত হইয়া, কাতরভাবে তত্রত্য অধ্যক্ষবর্গের নিকটে প্রবেশলাভের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইতে এই-রূপে চারি দিকে সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সমগ্র নগর যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। নগরের কোন কোন অংশের প্রশস্ত পথ গাড়িতে পরিপূর্ণ হইল। ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, বালকবালিকা,

কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ঐ সকল গাড়িতে উঠিতে লাগিল। পলায়নকারিগণ আপনাদের দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইবার জন্য কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতেও সাহসী হইল না। তাহারা বিছানা তৈজস পত্রাদি না বাঁধিয়াই, তাড়াতাড়ি গাড়ির ছাদের উপর ফেলিতে লাগিল। গড়ের মাঠে জনস্রোত অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল; ভাগীরথীর তটদেশে অভূতপূর্ব্ব লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটিল। পলায়নকারিগণ দুর্গে অথবা ভাগীরথীস্থিত জাহাজে গিয়া আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সুতরাং ঐ দুই দিকই জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। যাহারা দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল, তাহারা দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে অগ্রে প্রবেশ করিবার জন্য শশব্যস্ত হইল। যাহারা জাহাজে উঠিবার জন্য ভাগীরথীর তটে আসিল, তাহারা সমীপবর্ত্তী নৌকার মাঝিদিগকে অগ্রে উঠাইয়া দিবার জন্য সন্ত্রস্তভাবে ডাকিতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ফিরিঙ্গিগণও সসম্ভ্রমে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রধানতঃ ইটালী ও সার্কুলার রোডে ফিরিঙ্গীদিগের অনেকগুলি আবাসবাটী আছে। এই স্থানের অধিকাংশ গৃহ জনশূন্য হইল। অনেক গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত—অনেক গৃহের গবাক্ষগুলি উন্মুক্ত থাকিয়া, তস্করের অনুগ্রহ প্রদর্শনের সুযোগ করিয়া দিল। কিন্তু তস্করগণও এসময়ে অনুগ্রহপ্রদর্শনে অগ্রসর হইল না। গৃহবাসীদিগের ন্যায় পরিভ্রমণশীল তস্করকুলও যেন সিপাহীদিগের আকস্মিক আক্রমণের ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিল। এক জন সদাশয় ডাক্তার (ডাক্তার মৌয়েট) এই দিন অপরাহ্নকালে শকটারোহণে উক্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেবকে কহিয়াছিলেন যে, বাড়ীর কুকুর বিড়ালটি পর্য্যন্তও যেন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কখনও এরূপ সর্ব্বতোভাবে জনশূন্যতা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। * এইরূপে ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষগণ যখন সিপাহীদিগের আক্রমণভয়ে পিস্তল পূরিয়া, গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, অবস্থিতি করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যখন গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবারসমভিব্যাহারে জাহাজে গিয়া, আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কুচিত হইল না। ভাগীরথীর প্রায় সমুদয় ঘাটই লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাহারা জাহাজে আশ্রয়স্থান পাইল না, তাহারা দুর্গাভিমুখে ধাবিত

* *Sepoy War. Vol. III. p. 32, note.*

হইল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের প্রায় সমুদয় স্থান পলাতকগণে পরিপূর্ণ হইল। এই সময়ে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দিল্লীর উত্তেজিত সিপাহীগণ প্রবল-বেগে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যাহারা কেবল বারাকপুরের সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা এই জনরবে অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। চৌরঙ্গী এবং খিদিরপুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান জনশূন্য হইয়াছিল। দুর্গ এবং ভাগীরথীস্থিত জাহাজ পলাতকদলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সকল গৃহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয় শত শত লোকের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। হোটেলগুলি সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। জাহাজসমূহেব নাবিকদল প্রকাশ্য পথে অস্ত্র লইয়া, বিচরণ করিতেছিল। ইহারা সম্ভাবিত যুদ্ধ এবং নিশ্চিত সুরালাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের প্রত্যেক দলই গভীর সন্দেহসহকারে পরীক্ষিত হইতেছিল। কলিকাতার ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন, রবিবারের দৃশ্য বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইতে বহু বৎসর অতীত হইবে।* যাহা হউক এইরূপ সন্ত্রাসময় দৃশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কলিকাতায় ১৪ই জুনের রাত্রি বিনা গোলযোগে অতীত হইল। রাত্রি সমাগমের পূর্ব্বে লোকের আশঙ্কার হ্রাস হইল। পলাতকেরা আবার আপনাদের পরিত্যক্ত গৃহে আসিতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে আবার সমগ্র রাজধানী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

রবিবারের বিভীষিকা অন্তর্হিত হইল। সোমবার পুনর্ব্বার শৃঙ্খলাসহকারে রাজধানীতে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কিন্তু সোমবার অতীত হইতে না হইতে কলিকাতায় আর একটি স্মরণীয় ঘটনার আবির্ভাব হইল। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অযোধ্যার নির্ব্বাসিত নবাবের অনুচরবর্গ সম্বন্ধে জনরব উঠিয়াছিল যে, তাহারা কলিকাতার দুর্গস্থিত মুসলমান সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।† উপস্থিত সময়ে অনেকেই

* *Friend of India, June, 18, 1857.—Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 35, note,*

† জুন মাসে কর্ত্তৃপক্ষের বোধ হয় যে, এই জনরব নিরবচ্ছিন্ন অমূলক নহে। এক ব্যক্তি কেল্লার এক জন সিপাহীকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করে। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু যে দিন প্রাতঃকালে তাহার ফাঁসি হইবে, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে সে পলায়ন করে।—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 36, note.*

নির্ব্বাসিত নবাবের মুচিখোলা প্রবাসের সহচরদিগকে উপস্থিত বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিতেছিল। রাজধানীর সেনানায়ক কর্ণেল কাবেনা, তাঁহার মুসলমান বন্ধুদিগের নিকটে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, দুর্গদ্বারের শাস্ত্রী দিগের সহিত নবাবের লোকের সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইতেছে, এদিকে অযোধ্যার প্রধান তালুকদার রাজা মানসিংহ কলিকাতায় আসিয়া নবাব ওয়াজিদ আলি এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।* এই সংবাদ সত্য হউক, বা না হউক, নবাবের অদূরদর্শী অনুচরগণ তাঁহার নামে নানা অনিষ্টের সূত্রপাত করিতে পারে বলিয়া গবর্ণর-জেনেরল অবিলম্বে উহার প্রতীকারে উদ্যত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ আলি, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আলি নকি খাঁ এবং অপর তিন জন কর্ম্মচারীকে অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হইল।

এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের ভার পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি এড্‌মন্‌ষ্টোন সাহেবের উপর সমর্পিত হইল এড্‌মন্‌ষ্টোন সাহেব, গবর্ণর-জেনেরলের কয়েক জন কর্ম্মচারী, কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য এবং পুলিশ প্রহরী লইয়া উষাকালে নবাবের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। অবিলম্বে উহা সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইল। এড্‌মন্‌ষ্টোন সাহেব কতিপয় সৈনিকপুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। নবাবের বাটীর বহির্ভাগে যে প্রশস্ত উঠান ছিল, তাহাতে অনুচরবর্গের বাসের জন্য বহুসংখ্য খড়ের ঘর ছিল। এই ঘর গুলির সন্নিবেশের কোন পারিপাট্য ছিল না। বহুসংখ্য গৃহ যেন এখানে ওখানে স্তূপীকৃতভাবে রহিয়াছিল এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট ও অশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত গৃহগুলির মধ্য দিয়া গমন করা সৈনিকপুরুষদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সৈনিকেরা কোন স্থলে বাধা প্রাপ্ত হইল না। নবাবের অনুচরবর্গ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, যখন আপনাদের সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদিগকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা কোনরূপে বাধা দিবার জন্য কিছুমাত্র উদ্যোগ করিল না। সহসা এইরূপ অভাবনীয় দৃশ্যে তাহাদের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আশঙ্কার আবির্ভাব হইল। এড্‌মন্‌ষ্টোন সাহেব সর্ব্বপ্রথম নবাবের মন্ত্রী আলি নকি খাঁর গৃহে উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আলি নকি খাঁ এবং আর কয়েকজন প্রধান

* *Kaye Sepoy War. Vol. III. p. 36.*

কর্ম্মচারী অবরুদ্ধ হইলেন। ইঁহাদিগকে সৈনিকপুরুষে পরিবৃত করিয়া, কলিকাতা হইতে মুচিখোলায় যে জাহাজ আসিয়াছিল, তাহাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এড মনষ্টোন সাহেব ইহার পর নবাবের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ আলি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে স্নান করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সাঙ্গ করিলেন। অতঃপর এড্মনষ্টোন এবং তাঁহার সহযোগিগণ নবাবের নিকটে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। নবাব পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, একখানি কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ঐ স্থলে সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে এড্মনষ্টোন সাহেব নবাবকে কহিলেন,—"গবর্ণর-জেনেরল সংবাদ পাইয়াছেন, গুপ্ত চরগণ আপনার নাম করিয়া, ব্রিটিশ রাজ্যের চারি দিকে সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে এই জন্য গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা যে, আপনি আমার সহিত কলিকাতায় যাত্রা করেন।"

গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারির মুখে এই কথা শুনিয়া, নবাব ওয়াজিদ আলি দৃঢ়তার সহিত আপনার নির্দ্দোষত্ব সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এড্মনষ্টোন সাহেব এ বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল এই উত্তর করিলেন যে, ইহাতে তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি কেবল গবর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে আসিয়াছেন। নবাব আর কোন কথা না বলিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণচিত্তে এড্মনষ্টোন সাহেবের বাহুর উপর ভর দিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্দ্বারে গবর্ণর-জেনেরলের শকট প্রস্তুত ছিল। নবাব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন।

শকট মুচিখোলা হইতে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাব যখন স্বকীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হয়েন, তখন বাহিরে তাঁহার কোনরূপ অধীরতার নিদর্শন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু পথে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি আপনার এইরূপ অধঃপতন, এইরূপ অবমাননা, এইরূপ অবনতি দেখিয়া, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরলধারায় অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি গলদশ্রুলোচনে আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের পদগৌরব এবং আপনার শোচনীয় অধঃপতন নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"যখন আমার পশ্চাতে ২০ কুড়ি লক্ষ লোক ছিল, তখন আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই, জেনেরল আউট্রামকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি নির্ব্বিবাদে তাঁহার হস্তে আমার রাজ্য সমর্পণ করি নাই?" নবাব কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের প্রায় লোপ হইয়াছিল। তাঁহার গলবন্ধে কোরাণের কয়েকটি বাক্য অঙ্কিত ছিল। তিনি উহাতে হাত দিয়া পুনর্ব্বার অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন,—"যখন আমি হরকরা সংবাদপত্রে পড়ি যে, আমার উপর সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার দোষারোপ হইয়াছে, তখন আমি এই পবিত্র গ্রন্থের নামে শপথ করিয়াছিলাম যে, এ সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিব।" এড্‌মনষ্টোন্ সাহেব কহিলেন যে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। নবাব আর কোন কথা কহিলেন না। অবশিষ্ট পথ বিনা বাক্যব্যয়ে অতিক্রান্ত হইল। নবাব বেলা ৮টার সময়ে দুর্গে উপনীত হইলেন। তাঁহার রক্ষার ভার কর্ণেল কাবেনার উপর সমর্পিত হইল।

এইরূপে ১৫ই জুন প্রাতঃকালে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তিন জন পারিষদের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আবদ্ধ হইলেন। দুর্গস্থিত গবর্ণমেণ্টপ্রাসাদে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নবাব এবং তাঁহার মন্ত্রীদিগকে নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য এই স্থানই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু নবাব যে, কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এক জন দূরদর্শী ইংরেজ (বিলাতের টাইম্‌স্‌পত্রের উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদদাতা রাসেল সাহেব) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নবাবের কার্য্যে লোকের মনে অণুমাত্রও বিশ্বাস জন্মে নাই যে, তিনি বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে লিপ্ত আছেন। যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তখন কেবল নবাব ওয়াজিদ আলির জন্যই কোনরূপ বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। * এ সম্বন্ধে এক জন ইংরেজ ইতিহাসলেখক উল্লেখ করিয়াছেন—"সিপাহীবিপ্লবের এই সময় পর্য্যন্ত নবাব দৃঢ়তাসহকারে গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাদের বন্দী হইতে

* *Martin, Indian Empire Vol. II, p. 275. Russell, Diary in India. Vol. I. p. 226-227.*

পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের বৃত্তিভোগী হইবেন না।* পদচ্যুত রাজ্যাধিপতির এইরূপ দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত বিদ্রোহের সময়ে নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সবল করে নাই। যখন কাণপুরের ঘটনা এবং তাঁহার বংশের সমৃদ্ধ রাজধানী লক্ষ্ণৌর (যে জাতি বিনা অধিকারে অপরের বিষয় গ্রহণ করে, তাহাদের অল্পসংখ্যক সৈনিক, তাহাদেরই বেতনভোগী বিপ্লবকারীদিগের আক্রমণে যে স্থান রক্ষা করিতে ছিল,) সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিবরণ নবাব ওয়াজিদ আলির শ্রুতি প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসনশৃঙ্খলাশূন্য রাজ্যের অধিকারের এইরূপ সমুচিত শাস্তি বা পুরস্কার ঘটিয়াছে। অযোধ্যা ভারতবর্ষীয় অধিপতির হস্তে থাকিলে উহা পূর্ব্বতন যুদ্ধের ন্যায় উপস্থিত যুদ্ধের সময়েও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বলবৃদ্ধির কারণ হইত। কিন্তু এখন এই রাজ্যই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি ওয়াজিদ আলি প্রতিহিংসাসাধনে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে তিনি বন্দী হইলেও সর্ব্বতোভাবে উহার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার আবাসগৃহের কেহই প্রতিহিংসার কোন নিদর্শন দেখায় নাই। নবাব যখন আপনার অতীত বিলাসসুখ ও আলস্যদোষের পরিণাম বুঝিয়া, উপদেশ পাইয়াছিলেন, তখন তিনি ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজও উক্তরূপ তীক্ষ্ণ উপদেশে লাভবান হইবেন, এবং অপরের প্রতি ন্যায়পরতাপ্রদর্শনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন"।

বারাকপুরের সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে এবং অযোধ্যার নির্ব্বাসিত নবাবের অবরোধে কলিকাতা কিয়ৎকাল প্রশান্তভাবে রহিল। উহার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসিগণ কিয়ৎকালের জন্য নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ রহিল। মাদ্রাজের সেনাপতি স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট যখন কলিকাতায় উপনীত হইয়া, অস্থায়িভাবে প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং সেনানায়ক স্যার হেন্‌রি হাবেলক যখন উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণ অধিকতর আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাব, এইরূপ উদ্বেগশূন্যতা, এইরূপ আশ্বাস দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। তাহারা

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 275.*

আবার গবর্ণর-জেনেরলের ধীরতায় নিরতিশয় বিরক্ত ও অপ্রসন্ন হইল। এদিকে লর্ড কানিঙ আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি নানা স্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এই সকল সংগৃহীত সৈন্য অবিলম্বে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। গবর্ণর-জেনেরল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটেও সাহায্যকারী সৈনিকদল পাঠাইবার জন্য আবেদন করিলেন। সৈনিকদলের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য গুরুতর বিষয়েও তাঁহার মনোযোগ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া এবং সমধিক ব্যয়সাধ্য বিষয় আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া, যুদ্ধের জন্য অর্থের সংস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে পলাশীর শতবার্ষিক উৎসব সমাগত ও অতীত হইল। এই সময়ে জনসাধারণের কার্য্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল ইংরেজ অনুক্ষণ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। যাঁহারা আপনাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সদুপদেশদাতা বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের অনেকে এ সময়ে ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদপত্রে পলাশীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রবন্ধ দেখিয়া, মনে করিলেন যে, এতদ্দ্বারা সাধারণের হৃদয় উত্তেজিত হইতে পারে, এবং তৎপ্রযুক্ত সাধারণের মধ্যে শান্তিরও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া, গবর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রের সম্পাদককে সাবধান করিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকটে এইরূপে সাবধান হইবার উপদেশ পাইয়াও, সম্পাদক আবার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এবার সম্পাদকের ধীরতা অন্তর্হিত হইল। সাধারণের হৃদয় প্রশান্তভাবে রাখিতে গিয়া, তিনি স্বয়ংই অশান্তভাব প্রকাশ করিলেন। এবার গবর্ণমেণ্ট "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" সম্বন্ধে মুদ্রণস্বাধীনতাসংক্রান্ত অভিনব আইন কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে উহার স্বত্বাধিকারিগণ অগ্রসর হইয়া যদি প্রতিনিধি সম্পাদককে অপসারিত না করিতেন, তাহা হইলে উক্ত সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ হইয়া যাইত।*

* এই সময়ে ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক অনুপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এইরূপ সাবধানতা, এইরূপ ধীরতা প্রকাশ করিয়াও লর্ড কানিঙ স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে প্রশংসাভাজন হইতে পারিলেন না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইতে লাগিল, প্রতি সপ্তাহেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে নানারূপ ভয়াবহ সংবাদ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ যাহাদিগকে দাসানুদাস ভাবিয়া উপেক্ষার সহিত চাহিয়া দেখিতেন, যাহাদিগকে পদাবনত করিয়াই রাখা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহারাই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতপাত করিতেছে, কোমলাঙ্গী মহিলা ও কোমলপ্রাণ শিশু সন্তানগুলিও তাহাদের জিঘাংসার বিষয়ীভূত হইয়াছে। তাঁহারা ইহা দেখিয়া, প্রতিহিংসার আবেগে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল পলাতক ইউরোপীয় কলিকাতায় আসিতে লাগিলেন, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে অধিকতর বিচলিত করিয়া তুলিলেন। কলিকাতার ইউরোপীয় প্রবাসিগণ তাঁহাদের নিকটে আত্মীয়গণের নিধনের সংবাদ শুনিয়া, যেরূপ শোকাভিভূত, সেইরূপ হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর জেনেরলের ধীরতা দর্শনে তাঁহারা ধৈর্য্যপ্রকাশে উন্মুখ হইলেন না। বার বার ঐরূপ ধীরভাবে তাঁহাদের অধিকতর বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে তখন নরশ্বাপদের আবাসভূমি বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই শ্বাপদবংশ সমূলে বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তি হইত। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় হিংসাপরায়ণ হয়েন নাই, তাঁহাদের ন্যায় অধীরতার পরিচয় দেন নাই বা তাঁহাদের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, সমগ্র ভারত নরশোণিতে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার এইরূপ ধীরতা, এইরূপ প্রশান্তভাব এবং ভারতবাসীদিগের প্রতি এইরূপ উদারতা দেখিয়া, কলিকাতার ইংরেজেরা এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা

সম্পাদনভার অন্য জনের প্রতি সমর্পিত ছিল। যদি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী, ইহাদের কেহ ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, উক্তরূপ উত্তেজনা মূলক প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার সুনাম নষ্ট করিত না।—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 44, note.*

গবর্ণর-জেনেরলের পদচ্যুতির জন্য বিলাতে আবেদন প্রেরণ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

কিন্তু স্বদেশীয়দিগের কোলাহলে গবর্ণর-জেনেরলের শান্তিভঙ্গ হইল না। স্বদেশীয়দিগের উত্তেজনাতেও গবর্ণর-জেনেরল উত্তেজিত হইলেন না, বা স্বদেশীয়দিগের কঠোর ভৎ সনা ও নিরতিশয় বিরক্তিতেও গবর্ণর জেনেরলের প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় ঘটিল না। ইউরোপীয়দিগের উত্তেজনা ও ক্রোধের যত আধিক্য হইতে লাগিল, গবর্ণর-জেনেরল ততই সাবধানতা ও ধীরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই ভারতের সমগ্র স্থানে ইংরেজদিগের মধ্যে সমধিক উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। লর্ড কানিঙ এই উত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের কঠোর হস্ত হইতে এতদ্দেশীয় নিরীহ লোকদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইঁহাদের প্রতিহিংসা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে, কোনরূপ বাধা না ঘটিলে সমগ্র ভারত নরশোণিতে রঞ্জিত হইত। লর্ড কানিঙ উপস্থিত সময়ে এইরূপ বলবতী জিঘাংসার অন্তরায়স্বরূপ হইলেন। জুলাই মাসের শেষ দিনে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশলিপি প্রচারিত হইল। গবর্ণর-জেনেরল এই লিপিতে নির্দ্দেশ করিলেন যে, প্রথমতঃ যে রেজিমেণ্টের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, তাহাদের হস্তে যদি অস্ত্রাদি না থাকে, দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সিপাহী সমুত্থিত হইয়াছে, অথচ তাহাদের আফিসারদিগের হত্যাকার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে লিপ্ত হয় নাই, তাহারা যদি নিরস্ত্র থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিচারের জন্য সৈনিকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে পাঠাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, আফিসার বা অন্য ইউরোপীয়দিগের হত্যায় লিপ্ত হইয়াছে, অথবা অন্য কোন গুরুতর অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের বিচার আদালতে হইবে। কিন্তু বিচারকের দণ্ডাদেশ যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ-লিপিতে অপরাধীদিগকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে কোন কথার

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 152.*

উল্লেখ নাই। অপক্ষপাত বিচারে দোষীর যথোচিত দণ্ড হয় এবং যাহারা নির্দ্দোষ, তাহারা কঠোর শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করে, গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে উক্ত লিপি প্রচার করেন। এই সময়ে কলিকাতার ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি একান্ত বিদ্বেষপ্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে সামরিক আইন জারি করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। শেষে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, স্থানান্তর হইতে বহুলপরিমাণে অস্ত্রাদির আমদানি হইতেছে। ইহার নিবারণের জন্য কোনরূপ বিধান করা নিরতিশয় আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত অস্ত্রসংক্রান্ত আইন প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা রাজপুরুষগণ আপন আপন বিভাগের অধিবাসীদিগের নিকটে অস্ত্রাদির তালিকা লইবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। এই তালিকা অনুসারে অধিবাসিগণকে প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্র রাখিবার জন্য লাইসেন্স দিবার নিয়ম হয়। লর্ড কানিঙ এই আইন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইউরোপীয়গণ এই জন্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। কৃষ্ণকায়দিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইলে, তাঁহাদের বিরক্তি ও মনঃক্ষোভের পরিসীমা থাকিত না। উপস্থিত সময়ে যে কোনরূপে হউক, ভারতবর্ষীয়দিগকে পদদলিত করাই যেন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু লর্ড কানিঙ তাঁহাদের ন্যায় অসমদর্শী ও অসমীক্ষ্যকারী ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সময় ভারতবর্ষের যে সকল রাজা ও জমীদার এবং তাঁহাদের অনুচরগণ আপনাদের জীবন বিপদাপন্ন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল করিয়াও গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের কোনরূপ পার্থক্য করিলে সাতিশয় অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। ইহা মনে করিয়া, তিনি উভয়কেই এক শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন; উভয়ের বিষয়েই একবিধ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।* কিন্তু ইহাতে ইংরেজদিগের ক্রোধের শান্তি হয় নাই। যাঁহারা উত্তেজনায় অধীর হইয়া, স্বহস্তে এতদ্দেশীয়দিগের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, গবর্ণর-জেনেরলের উপস্থিত আদেশলিপি তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি বিধান করিতে পারে নাই। কেবল ভারতবর্ষে এই অশান্তি ও উত্তেজনার স্রোত আবদ্ধ থাকে

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 267.*

নাই। সুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ডেও ঐ স্রোতের অভিঘাত আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সংবাদ পত্রে গবর্ণর-জেনেরলের এই মন্তব্য নিরতিশয় নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং গবর্ণর-জেনেরল স্বয়ং বিদ্রূপের ভাবে দয়ালু কানিঙ নামে অভিহিত হয়েন।

স্থানান্তর হইতে অস্ত্রাদির আমদানি হওয়াতে অনেকে উহা ক্রয় করে। ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানগণই অধিকতর ভীত হইয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সহজেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইউরোপীয়গণ আত্ম-রক্ষা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যেও ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহার করিবেন। আত্মরক্ষণে-চ্ছার ন্যায় পরজিঘাংসাও তাঁহাদিগকে অস্ত্রাদির সংগ্রহকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় এতদ্দেশীয়গণ স্থির থাকিতে পারে নাই। সুতরাং এ সময়ে গবর্ণর-জেনেরলকে উভয়দিকে সমান দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। তিনি ইউরোপীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এতদ্দেশীয়দিগকে অস্ত্রব্যবহার করিতে নিষেধ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ আতঙ্কে অস্থির সেইরূপ মর্ম্মজ্বালায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। যিনি উত্তেজনার সময়ে ধীরভাবে সমদর্শিতা ও ন্যায়-পরতা দেখাইয়া, সাধারণকে প্রশান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করেন, তিনি নিঃসন্দেহ মহাপুরুষ বলিয়া বরণীয় হইয়া থাকেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে লর্ড কানিঙ মহাপুরুষোচিত প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

কলিকাতার ইউরোপীয়গণ গবর্ণর-জেনেরলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, গবর্ণর-জেনেরলকে এই সময়েও ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের বিরাগ বর্দ্ধিত, ক্রোধ উদ্দীপিত এবং মানসিক শান্তি তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল উপস্থিত কার্য্য-ক্ষেত্রে নিরতিশয় সরলভাবেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সমদর্শী, এরূপ উদারহৃদয় এবং এরূপ প্রশান্তপ্রকৃতি ছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত আপনার এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকদিগকেও নিরস্ত্র করিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি কখনও এই শ্রেণীর সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেন না। তাঁহার দেহরক্ষক সৈনিকগণ যেরূপ সুদৃঢ় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেইরূপ তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিত। অনেকবার তাঁহার সমক্ষে এই সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র

করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার প্রাসাদরক্ষার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকগণের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় সৈনিক গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যাহাদের স্বদেশীয়গণ এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিল, যাহাদিগের সতীর্থদিগের অস্ত্র ইউরোপীয়দিগের শোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছিল, লর্ড কানিঙ নিশ্চিন্তমনে তাহাদের হস্তে আপনার দেহরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। আত্মজীবন নিরাপদ রাখিতে এইরূপ ঔদাস্য প্রকাশ করা লর্ড কানিঙের পক্ষে অসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু লর্ড কানিঙ যে, উপস্থিত সময়ে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ হইতে পারে না। বিপ্লবের সূচনাতেই যদি গবর্ণর-জেনেরলের এতদ্দেশীয় দেহরক্ষক সৈনিকগণ নিরস্ত্রীকৃত হইত, গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদে যদি তাহাদের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় সৈনিকগণ স্থান পরিগ্রহ করিত, তাহা হইলে এই সংবাদ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রচারিত হইয়া, এতদ্দেশীয়দিগকে সন্দেহসমাকুল করিয়া তুলিত। সকলেই ভাবিত যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি বিশ্বাসশূন্য ও আস্থাশূন্য হইয়াছেন। লর্ড কানিঙ ভারতবাসীদিগকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত রাখিবার জন্য এইরূপে আত্মজীবনে উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারিগণ এসম্বন্ধে সাবধান হইবার জন্য তাঁহাকে বারংবার বিনয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহার মন্ত্রিগণও ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে পরামর্শেও বিচলিত হয়েন নাই। অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে আর একটি মনস্বী পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়া, গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। যে জীবনের উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই জীবন সর্ব্বাংশে বিপত্তিশূন্য করা উপস্থিত সময়ে যে, কতদূর আবশ্যক, তাহা লেফ্‌টেনেণ্ট যখন ধীরভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, তখন লর্ড কানিঙ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র

আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদ ও গবর্ণর জেনেরলের দেহরক্ষার কার্য্য হইতে শীঘ্র শীঘ্র অপসারিত হয় নাই। আগষ্ট মাসের শেষ দিনেই হউক, বা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিবসে হউক, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় সৈনিকগণ গবর্ণর-জেনেরলের প্রাসাদরক্ষায় নিয়োজিত হয়।

কলিকাতাপ্রবাসী ইংরেজগণ কানিঙের প্রত্যেক কার্য্যে যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড কানিঙের স্বদেশীয়গণ যখন তাঁহার নানারূপ নিন্দা করিয়া তদীয় মানসিক শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রশান্তভাবে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষগণ স্থানান্তর হইতে অসিয়া তদীয় অভীষ্টসাধনের প্রধান সহায় হয়েন। ১লা আগষ্ট স্যার জেমস্ আউট্‌রাম পারস্যের যুদ্ধে গৌরবান্বিত হইয়া, কলিকাতায় আগমন করেন। ইহার সাত দিন পরে রণতরার অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীল তাঁহার সহযোগিবর্গের সহিত উপস্থিত হয়েন। ১৩ই আগষ্ট স্যার কোলিন্ ক্যাম্প্‌বেল উপস্থিত হইয়া প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। লর্ড কানিঙ এই সকল বীরপুরুষদিগের আগমনে আশ্বস্ত হইয়া, ভয়াবহ বিপ্লবের গতিরোধে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যতৎপরতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিতে থাকেন। লর্ড এল্‌গিন চীনের যুদ্ধে যাইতে ছিলেন। তিনি কাপ্তেন পীলের জাহাজে কলিকাতায় উপনীত হয়েন। লর্ড কানিঙ তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর সমাগমে তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ আশ্বাস সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়। লর্ড এল্‌গিন দুই খানি যুদ্ধ জাহাজ লর্ড কানিঙের কার্য্যের জন্য রাখিয়া, অপর একখানি জাহাজে চীনে গমন করেন। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছেন,—"গবর্ণর-জেনেরল ব্যতীত কলিকাতায় প্রায় কেহই ভয়শূন্য ছিলেন না। গবর্ণর-জেনেরল পূর্ব্বাহ্ণ ৫।৬ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিন কার্য্য করিতেন। ইহাতে তিনি শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন নাই। এই গোলযোগের মধ্যেও তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সর্ব্বক্ষণ প্রসন্নভাবে থাকিতেন।"

লর্ড কানিঙ কেবল উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের জন্যই উদ্বিগ্ন হয়েন নাই,

কেবল উত্তরপশ্চিম প্রদেশেই তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও সমীক্ষ্যকারিতার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। মধ্য প্রদেশও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ন্যায় বিপ্লবের অভিঘাতে আন্দোলিত হয়। এদিকে লর্ড কানিঙ বঙ্গদেশের জন্যও নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। তিনি এই দেশ নিরাপদ করিবার জন্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাও তাঁহার স্বদেশীয়দিগের গভীর আন্দোলনের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনেও তাঁহাকে তদীয় স্বদেশবাসিগণের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় তিরস্কৃত, ধিক্কৃত ও নিন্দিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

বিহার।

বিহারের অধিবাসী—দানাপুরের সিপাহী—পাটনার ঘটনা—দানাপুরের ঘটনা—আরার অবরোধ—কুমার সিংহ—তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা—সিপাহীদিগের সহিত তাঁহার সম্মিলনের কারণ—বিকাস বয়েলের গৃহ—কাপ্তেন ডানবার—বিন্‌সেণ্ট আয়ার—আরার অধিকার—জগদীশপুরের বিধ্বংস—কুমারসিংহের শাসিরামে যাত্রা—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার উপস্থিতি—ইংরেজসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—তাঁহার জগদীশপুরে যাত্রা—তাঁহার আঘাতপ্রাপ্তি—জগদীশপুরে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়—কুমার সিংহের দেহত্যাগ—অমর সিংহ।

১৮৫৩ অব্দের আইন অনুসারে বাঙ্গলা, বিহার এবং উড়িষ্যার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক জন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োজিত হয়েন। আয়তনে, সমৃদ্ধিতে, উর্ব্বরা-শক্তিতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই তিন প্রদেশ সমধিক প্রসিদ্ধ। এক দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং অন্য দিকে সুবর্ণরেখার জল-প্রবাহে সিক্ত হইয়া, এই সুবিস্তৃত জনপদ শস্যসম্পত্তিতে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, এই তিন জনপদেরই অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। দিগ্‌বিজয়ী পাল ও সেন-বংশীয়গণ যে প্রদেশের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছেন; মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটগণ যে প্রদেশে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক সুদূর পঞ্জাব হইতে দূরতর তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন; পরাক্রান্ত কেশরীবংশীয়গণ আপনাদের ক্ষমতায় ভিন্ন ভিন্ন জনপদ অধিকারপূর্ব্বক যে প্রদেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন; সেই সেই প্রদেশের কথায় ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণ আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিতেছেন। এক সময়ে এই তিন প্রদেশের অধিবাসীদিগের শাস্ত্রাভিজ্ঞতার সহিত বীরত্বগৌরবের প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসী অন্য কাপুরুষ বলিয়া ধিকৃত হইলেও, এক সময়ে সাহস, বীরত্ব ও রণকৌশলের জন্য ইতিহাসে সম্মান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিহারবাসিগণ যুদ্ধকার্য্য পরিত্যাগ করে নাই। বিহারপ্রদেশের অনেকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত ছিল। ইহারা উত্তেজিত হইলে ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। অধিকন্তু পাটনা নগরে বহুসংখ্য মুসলমানের অধিবাস ছিল। ওয়াহাবীগণ এই স্থানে থাকিয়া, কাফেরের প্রতি আপনাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবার সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে পাটনার নিকটবর্ত্তী দানাপুরে সিপাহী সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা যুদ্ধের আয়োজন করিলে এবং পাটনার মুসলমানগণ ইহাদের সহযোগী হইলে যে, সমগ্র বিহার রণতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিত, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। বিহারের অনেক স্থানে নীলের চাষ হইত। ইউরোপীয় নীলকরগণ নীলের ব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন হইবার জন্য স্থানে স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিহারে গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের কার্য্য হইত। পাটনার কুঠীতে অনেক টাকার অহিফেন থাকিত। অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী অহিফেনবিভাগের কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিতেন। বিহারের লোকে উত্তেজিত হইলে, এই সকল ইউরোপীয়ের জীবন বিপদাপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, ত্রিহুতের ইংরেজগণ তাঁহাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, যেহেতু তাঁহাদের বিশ্বাস যে, জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া বিপ্লব ঘটাইবে; সমগ্র বক্সার এবং শাহাবাদের লোকে মেষপালের ন্যায় দানাপুরে গিয়া একত্র হইবে। পাটনার কমিশনর বিহারের অধিবাসীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ভাবিয়াছিলেন। বিহারের ইউরোপীয়গণ জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ উত্তেজনার অস্তিত্ব

অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি দানাপুরের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া পাটনায় আইসে এবং তথাকার ধনাগার ও অহিফেনের গুদাম লুণ্ঠন করিয়া, নীলকরদিগের প্রবাসভূমি ত্রিহুতের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাও আন্দোলিত হইয়া উঠিবে। উত্তেজিত সিপাহীগণ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, নবাব নাজিমের প্রাধান্য ঘোষণা করিবে। মোগলের রাজধানীতে যাহা ঘটিয়াছে, বাঙ্গালার পূর্ব্বতন রাজধানীতে, হয়ত তাহাই ঘটিবে। এরূপ অবস্থায় দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করাই শ্রেয়ঃ এ সময় দানাপুরে ১০গণিত ইউরোপীয় পদাতিদল, ৭, ৮ এবং ৪০গণিত এতদ্দেশীয় পদাতি-সৈন্য, একদল ইউরোপীয় এবং একদল এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। মেজর্ জেনেরল লয়েড্ নামক একটি বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিহার প্রবাসী ইউরোপীয়গণও নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনেরল সহসা তাঁহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে উদ্যত হয়েন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, লর্ড কানিঙ এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। দানাপুরের সিপাহীদিগকে দীর্ঘকাল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া রাখা সঙ্গত হয় নাই। ত্রিহুতের নীলকরগণ আপনাদিগকে বিপদাপন্ন মনে করিয়া, ঐ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলেন। দানাপুরের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে ইঁহাদের আশঙ্কা নিবারিত হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল এ সময়ে ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। সমগ্র ভারতে শান্তিবিধান করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যে কার্য্যে একতর সম্প্রদায়ের আশঙ্কা নিবারিত হইলেও, সমগ্র প্রদেশের লোকের মধ্যে অশান্তি ও উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে সে কার্য্য তাঁহার মনোযোগের বিষয়ীভূত ছিল না। দানাপুরের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে নীলকরগণ নিঃশঙ্ক হইতে পারিতেন, কিন্তু ইহাতে সমগ্র বাঙ্গালায় আতঙ্কের বিস্তার হইত। বাঙ্গালায় ইউরোপীয়সৈন্য অধিক ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকনিবাসে কেবল সিপাহীরাই কোম্পা-

নির প্রাধান্যরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল। লর্ড কানিঙ সাহায্যকারী ইউরোপীয় সৈনিকদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; যদি এ সময়ে দানাপুরের সিপাহীগণ অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালার অন্য অন্য স্থানের সিপাহীগণও ভাবিত যে, তাহাদেরও শীঘ্র ঐ দশা ঘটিবে। এ সময়ে তাহারা নিরস্ত্রীকরণ আপনাদের সর্ব্বনাশসাধনের প্রধান পথ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নিরস্ত্রীকৃত হইলেই তাহারা ইংরেজ সৈনিকদিগের হস্তে দলে দলে বন্য পশুর ন্যায় নিহত হইবে, অথবা সাগরের পারে কোন অপরিজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে অবরুদ্ধ থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কায় বিচলিত হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত করিত, এবং সমগ্র বাঙ্গালা ইউরোপীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিত। নিরস্ত্রীকরণের এই বিষময় ফলে ভাগীরথীর উভয়তটবর্ত্তী সমগ্র জনপদ ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে শ্রীভ্রষ্ট হইত।

লর্ড কানিঙ দানাপুরের সেনাপতির নিকটে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, তথায় কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। সেনানায়ক লয়েড জুন মাসের প্রারম্ভে তাঁহার নিকটে লিখিয়াছিলেন—"যদিও এখন সিপাহীদিগের রাজভক্তির উপর কাহারও তাদৃশ বিশ্বাস নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, যাবৎ কোনরূপ প্রলোভনের বিষয় বা উত্তেজনার আবির্ভাব না হয়, তাবৎ এখানকার সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে থাকিবে।" ইহার কিছু দিন পরে উত্তেজনার কারণ ঘটিয়াছিল, যেহেতু ঐ সময়ে দানাপুরের সিপাহীগণ বারাণসীর সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের সংবাদ পাইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয়। দানাপুরের সিপাহীগণ শান্তভাবে যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে। ইহার পর একবার প্রলোভনের বিষয় উপস্থিত হয়। ছাপরা এবং আরা হইতে পাটনার কলেক্টরির কাছারিতে ২০ লক্ষ টাকা পহুঁছে। কিন্তু এই প্রলোভনেও দানাপুরের সিপাহীগণ বিচলিত হয় নাই। তাহারা জুলাই মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত শান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিবে। এই সময়ে তাহারা রাজভক্তি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয় নাই। এইরূপ প্রশান্তভাব ও কর্ত্তব্যানুরাগ দর্শনে সেনানায়কের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার অধীন সিপাহীগণ নিমকের সম্মান রক্ষা করিবে

উত্তেজনায় উন্মত্ত বা অপরিহার্য্য প্রলোভনে অধীর না হইলে তাহারা সমুত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের পথানুসরণ করিবে না।

দানাপুরের সিপাহীগণ উত্তেজনার আবেগে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলেও তাহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল যে, জাহাজে অনেক ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানে পঁহুছিবে। এই সকল সৈন্য কেবল তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের জন্যই উপস্থিত হইবে। এই সংবাদ কে প্রচার করিয়াছিল, কোন্ স্থান হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। সংবাদ অলীক হইলেও সিপাহীদিগের আশঙ্কা অন্তর্হিত হয় নাই। সেনাপতি এই সংবাদের অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহীগণ সন্ত্রাসজনিত উদ্বেগ ও অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগ না করিলেও শান্তিসুখের অধিকারী হয় নাই; এবং কোম্পানির স্বদেশীয় সৈনিকদিগকেও মিত্রভাবে নিরীক্ষণ করে নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সময়ে টেলর সাহেব পাটনা বিভাগের কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার যেরূপ কার্য্যপটুতা, রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে সমবেদনা ও ন্যায়পরতার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছা করিতেন না। যে দেশে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই দেশের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি বুঝিলেও তাহাদের প্রতি সমবেদনাপ্রদর্শনে উন্মুখ হইতেন না; দয়ায় তাঁহার হৃদয় কোমল হয় নাই। মস্তিষ্কের শক্তিতে উন্নত হইলেও তিনি হৃদয়ের শক্তির অভাবে কঠোরতার পরিচয় দিতেন. যখন বিহারের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আতঙ্ক জন্মিয়াছিল, মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল, সিপাহীদিগের মধ্যে সন্ত্রাসের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল, তখন দেয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে একতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বিহারের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে এইরূপ একতার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা সৈনিক ব্রত অবলম্বন করেন, অরাতিনিধন যাঁহাদের গৌরবের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, নরশোণিতপাত যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত কার্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট

হইয়া থাকে, তাঁহারা স্বভাবতঃ এইরূপ উত্তেজনার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের জীবনকে অতি তুচ্ছ বোধ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা দেওয়ানী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ে দয়া, সমবেদনা ও সর্ব্বক্ষণ প্রশান্তভাবের পরিচয় দেওয়া যাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাঁহারা স্বভাবতঃ নরহত্যায় বিরত থাকিয়া, আপনাদের হৃদয়ের কোমলতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে বিহারে এ বিষয়ে বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়াছিল। দানাপুরের প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী যখন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়-দিগের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, পাটনার প্রধান দেওয়ানী কর্ম্মচারী তখন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, এতদ্দেশীয়দিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

কমিশনর টেলর সাহেব যে বিভাগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাহা পাটনা, বিহার, শারণ শাহাবাদ, ত্রিহুত এবং চম্পারণ এই ছয়টি জেলায় বিভক্ত। এই ছয় জেলার সদর যথাক্রমে পাটনা, গয়া, ছাপরা, আরা, মজফ্‌ফরপুর এবং মতিহারী। এই সকল স্থানে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, অহিফেনবিভাগের এজেণ্ট প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ থাকিতেন। ইঁহাদের অধীনে কারাগার ধনাগার,অহিফেনের গুদাম প্রভৃতি থাকিত। নজীবনামক অস্ত্রধারী পুলিশপ্রহরী ঐ সকল স্থানের তত্ত্বাবধান করিত। সিপাহীগণ যুদ্ধোন্মুখ হইলে এই অস্ত্রধারী নজীবেরা যে, তাহাদের পথানুসরণ করিবে না, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে নজীবেরা অনায়াসে কারারুদ্ধ কয়েদীদিগের শৃঙ্খলমোচন, ধনাগারবিলুণ্ঠন এবং ঐ বিভাগের সমগ্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বিনাশসাধনে অসমর্থ হইত না। যখন দিল্লীর সংবাদ পাটনায় উপস্থিত হইল, পাটনা জেলার মুসলমান অধিবাসিগণ যখন জানিতে পারিল যে, দিল্লী সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়াছে, বৃদ্ধ মোগলভূপতি পুনর্ব্বার আপনার মহিমান্বিত বংশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইংরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছে, অনেকে জন্মাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছে, তখন তাহারা ফিরিঙ্গীর রাজত্বের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া, উত্তেজিত হইতে লাগিল। কমিশনরের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার অধীন বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের

গোচর করিতে ত্রুটি করিলেন না। দানাপুর হইতে সংবাদ উপস্থিত হইল যে, তত্রত্য সিপাহীগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তাহারা শীঘ্র পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদে সমগ্র পাটনা যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ শশব্যস্তে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কমিশনর সাহেব ইউরোপীয়দিগকে তাঁহার সুবিস্তৃত বাসগৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। নিকটে যে সকল ইউরোপীয় বাস করিতেছিলেন, কমিশনর স্বয়ং তাঁহাদের বাটীতে গিয়া, এই বিষয় বলিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইউরোপীয়গণ কমিশনরের গৃহে আশ্রয় লইলেন। কেহ কেহ অহিফেনের গুদামে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে কমিশনরের গৃহের বিস্তৃত অঙ্গনভূমি শকট প্রভৃতি বিবিধ যান, শয্যা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইল। মহিলাগণ ব্যাকুলভাবে আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ধাত্রীগণ সভয়চিত্তে আপনাদের রক্ষণীয় বালকবালিকাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে দানাপুরের সংবাদপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাটনার প্রায় ১০০ শত মাইল দূরে মেজর্ হল্‌মেস্ নামক এক জন সেনানায়কের অধীনে ১২ গণিত অশ্বারোহী সৈনিকদল ছিল। এই দলের কতকগুলি সৈনিক পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা অশ্বে অধিষ্ঠিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল— ঐ অভিনব দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। নীলপরিচ্ছদধারী নজীবগণ গৃহের বহির্ভাগে সজ্জিত রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মল আকাশে থাকিয়া, স্নিগ্ধকরজাল বিস্তার করিতে লাগিল। চন্দ্রালোক এরূপ উজ্জ্বল ছিল যে, দূরস্থিত দ্রব্যাদি স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। এই চন্দ্রালোকে অঙ্গনমধ্যবর্ত্তী উদ্যানের বৃক্ষতলে মুক্তস্বভাব বালকবালিকাগণ খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহারা আপনাদের জনকজননী বা ধাত্রীদিগের ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, উৎফুল্লভাবে তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু স্নেহাস্পদ বালকবালিকাদিগের প্রমোদলীলায় ইউরোপীয়গণ আমোদিত হইলেন না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ্বংসকর বিপ্লবের চিত্রও অন্তর্হিত হইল না। পাটনার ৪০ মাইল দূরে রাট্রে নামক এক জন সৈনিকপ্রধানের অধীনে এক দল শিখসৈনিক ছিল। টেলর সাহেব ইহা-

দিগকে শীঘ্র শীঘ্র পাটনায় আসিতে লিখিয়াছিলেন। ইউরোপীয়গণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে ইহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রিশেষ হইল। ঊষাসমাগমে শশধরের স্নিগ্ধালোক অন্তর্দ্ধান করিল। দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপস্থিতির কোন নিদর্শন লক্ষিত হইল না। এদিকে রাট্রের অধীন শিখগণ আসিয়া পঁহুছিল। ইউরোপীয়গণ ইহাদের আগমনে আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিলেন এবং উৎফুল্লভাবে কমিশনরের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

উপস্থিত সময়ে টেলর সাহেব যে, সাহস ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। যখন তাঁহার স্বদেশীয়গণ বিপ্লবের বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি সাহস-সহকারে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাহস, উদ্যম ও কর্ম্মপটুতা যদি কিয়দংশে দয়া ও সমবেদনার সহিত প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু টেলর সাহেব এই উত্তেজনার সময়ে স্বয়ং এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি যাহাদের শাসন ও পালনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সমবেদনা বা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হয়েন নাই। পাটনা জেলার মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে নিঃসন্দেহে উত্তেজিত হইয়াছিল। অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইলে লক্ষ্ণৌবাসীদিগের কেহ কেহ পাটনায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির উপর ইহাদের ঘোরতর বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে। আপনাদের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষভাবের আতিশয্যে ইহারা যে, পাটনার মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাও বোধ হয়, অসম্ভব ঘটনার মধ্যে গণনীয় নহে। কিন্তু এজন্য সমগ্র অধিবাসীর বিনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হওয়া কখনও ন্যায়পরতার বা সমদর্শিতার অনুমোদিত হইতে পারে না।

উপস্থিত বিষয়প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। জুন মাসের শেষভাগে ত্রিহুতের কর্তৃপক্ষের নিকটে সংবাদ উপস্থিত হইল যে, তাঁহাদের পুলিশের ওয়ারিস্ আলি নামক এক জন জমাদার পাটনার উত্তেজিত মুসলমান-দিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র

কর্ত্তৃপক্ষ এক জন তরুণবয়স্ক ইংরেজ সিবিলিয়ান্ এবং কতিপয় ইংরেজ নীলকরকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহারা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ওয়ারিস্ আলি, আলি করিম নামক এক জন ধনী মুসলমানের নিকটে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে পত্র লিখিতেছে। কথিত আছে, এই আলি করিম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন। গয়া এবং পাটনার মধ্যবর্ত্তী পথের কোন স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার যেরূপ সম্পত্তি, সেইরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল। যাহা হউক, ওয়ারিস্ আলি ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। অবিলম্বে তাহার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। সে যখন বধ্যভূমিতে নীত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল—"যদি এখানে দিল্লীর অধিপতির কোন আত্মীয় থাকেন, তাহা হইলে তিনি শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য করুন।"

বিশ্বাসঘাতক ওয়ারিস্ আলি দেহত্যাগ করিল। তাহার সমস্ত কাগজপত্র কমিশনরের হস্তগত হইল। কমিশনর এখন আলি করিমকে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং কাপ্তেন রাট্রে কতিপয় শিখ ও দশ জন সওয়ার লইয়া, এই উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ইঁহারা আলি করিমকে ধরিতে পারিলেন না। আলি করিম ইঁহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বেই হাতীতে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের সমভিব্যাহারী সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ঘোড়ার পরিবর্ত্তে একায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। আলি করিম হস্তীতে ছিলেন, তাঁহার হস্তী শস্যক্ষেত্র দিয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিল। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের একা ঐ ক্ষেত্র দিয়া সহজে অগ্রসর হইতে পারিল না। কমিশনর টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে, এ সময় স্থানীয় লোকে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। তাহারা পলাতকের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিল।* উপস্থিত সময়ে রাজপুরুষগণ এই স্থানের সমগ্র অধিবাসীকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে নিবেশিত করাতে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা কমিশনরের উক্তিতে পরিস্ফুট হইতেছে। তাঁহারা সদয়ভাব প্রদর্শন করিলে স্থানীয় লোকে তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিত

* *Tayler, Patna Crisis, p. 58.*

এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সাহায্য করিতে উদ্যত থাকিত যদি অধিবাসিগণ ইংরেজদিগের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরেজরাজপুরুষদিগের কঠোর ব্যবহারেই যে, সেই বিরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, পাটনার মাজিষ্ট্রেট আলি করিমকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি নিরতিশয় পরিশ্রান্ত ও হতোদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আলি করিমের সম্পত্তি অধিকৃত এবং তাঁহার মস্তকের জন্য ০০০ টাকা পারিতোষিকদানের ঘোষণা প্রচারিত হইল।

এদিকে পাটনা সহরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। এই স্থানে ধর্ম্মোন্মত্ত সম্পত্তিশালী ওয়াহাবিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানের মুসলমানগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানের লোকে অপরের উত্তেজনায় অধীর হইয়া ফিরিঙ্গীদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য আপনাদের সাহস ও পরাক্রম প্রকাশের সুযোগপ্রতীক্ষা করিতেছিল। কমিশনর টেলর সাহেব এই সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার অধীরতার পরিচয় দিয়া, পাটনার মুসলমানদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাটনার অধিবাসীদিগকে বন্য শ্বাপদের ন্যায় মৃত্যুমুখে পাতিত করাই তাঁহার অবলম্বিত নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কমিশনরের ক্ষিপ্রকারিতায় এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। কমিশনর ভবিষ্যতের দিকে দৃকপাত করেন নাই; পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া ধীরভাবে কার্য্য করিতেও উদ্যত হয়েন নাই। আপনার দক্ষিণে ও বামে, যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করা নিঃসন্দেহ অসংসাহসিকতা, অসমীক্ষ্যকারিতার ও নিরতিশয় কঠোরতার কার্য্য। টেলর সাহেব উপস্থিত সময়ে এইরূপ অসংসাহসী, অসমীক্ষ্যকারী ও কঠোরপ্রকৃতি হইয়াছিলেন। পাটনার কোন মুসলমান অধিবাসী এ সময়ে আপনাকে নিরাপদ মনে করে নাই। কোন মুসলমান অধিবাসীর অদৃষ্টে এ সময়ে শান্তিসুখ ঘটে নাই। কমিশনরের যথেচ্ছাচারে সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই ভীত এবং সকলেই আপনাদের জীবন, সম্পত্তি ও আত্মীয়গণের রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িল। কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র বধ্যভূমিতে পরিণত হইল। উহাতে প্রকাণ্ড ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়া, অধিবাসীদিগকে গভীর আশঙ্কায় আত্মহারা করিয়া তুলিল। এক জনের পর আর এক জন ধৃত ও অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। অধিবাসিগণ

সর্ব্বক্ষণ আপনাদিগকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কে কখন কমিশনরের আদেশে অবরুদ্ধ হয়, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সকলেই আপনাদিগকে বিনষ্টপ্রায় ও হৃতসর্ব্বস্ব প্রায় ভাবিতে লাগিল। সমগ্র অধিবাসীকে রাত্রি ৯টার পর স্ব স্ব গৃহে থাকিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। নিশীথকালে অনেক বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত প্রজা প্রতিহিংসাপর ভৃত্য বা বিশ্বাসঘাতক জ্ঞাতিকুটুম্বদিগের চক্রান্তে আপনাদের আবাসগৃহে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। কমিশনরের যথেচ্ছাচারে সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা কিয়ৎকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। কমিশনর কেবল প্রকাশ্যভাবে অধিবাসীদিগকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন না, আপনার দুরভিসন্ধি অপ্রকাশ্যভাবে রাখিয়াও, কৌশলসহকারে মুসলমানসম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এ স্থলে এইরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

পাটনা সহরে শাহ মহমুদ হুশেন, অহম্মদ উল্লা এবং ওয়াজ্উল্হক্, এই তিন জন মৌলবী ছিলেন। ইঁহারা আপনাদের চিরন্তন পথ অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। মুসলমানসমাজে ইঁহাদের প্রভূত সম্মান ছিল। বহুসংখ্যক অনুচর ইঁহাদের শুশ্রূষা ও আদেশপালনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মুসলমানদিগের মধ্যে কেহই ইঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ বা ইঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলোপের চেষ্টা করিতেন না। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া, কমিশনর সাহেব সন্দিগ্ধ হয়েন। তিনি অবিলম্বে ইঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সৈনিকপুরুষগণ সাধারণের সমক্ষে এই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবরুদ্ধ করিলে সহরের সমগ্র অধিবাসী নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কায় কমিশনর সাহেব মৌলবীদিগকে ঐরূপে অবরুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে বিচিত্র কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তাহার আদেশে রাজকীয় কার্য্যের আলোচনার জন্য স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নামে আমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হইল। উক্ত তিন জন মৌলবীও আমন্ত্রিত হইলেন। আমন্ত্রিতগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কমিশনরের গৃহে সমাগত হইলেন। সকলে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে কমিশনর সাহেব আপনার সহচরবর্গের সহিত সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কতিপয় সৈনিকপুরুষেরও সমাগম হইল। অনন্তর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত

বিপ্লব সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইঁহারা কমিশনরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মৌলবীগণ বিদায়গ্রহণে উদ্যত হইলে কমিশনর সাহেব তাঁহাদিগকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে কহিলেন। সুতরাং মৌলবীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা কমিশনর টেলর সাহেবের অনুরোধলঙ্ঘনে সাহসী হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে কমিশনর তাঁহাদিগকে কহিলেন যে, যাবৎ উপস্থিত গোলযোগের শান্তি না হয়, তাবৎ তিনি সাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধভাবে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কমিশনরের কথায় মৌলবীগণ আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা ও প্রশান্তভাবে বিসর্জ্জন দিলেন না। তাঁহারা গম্ভীরভাবে ও যথোচিত সম্মানসহকারে কমিশনর সাহেবকে কহিলেন—"আপনার যেরূপ অত্যধিক দয়া, সেইরূপ অভিজ্ঞতা। আপনি যে আদেশ করিতেছেন, তাহা আপনাদের পক্ষে সবিশেষ মঙ্গলকর। আমাদের শত্রুবর্গ আর আমাদের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না।" কমিশনর সাহেব তাঁহাদের ন্যায় ধীরভাবে উত্তর করিলেন—"যাহা আপনাদের নিকটে ভাল, তাহা আমারও মনঃপূত।" অনন্তর সহাস্যমুখে অভিবাদনের পর এই নিরপরাধ ও নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত মৌলবীত্রয় স্ব স্ব পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। কতিপয় সশস্ত্র শিখ সৈনিকপুরুষ তাঁহাদের পাল্কীর সহিত গমন করিল। এইরূপে তাঁহারা অস্ত্রধারী প্রহরিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সার্কিট্ হাউসে অবরুদ্ধ রহিলেন। হয় ত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ দুশ্চিন্তাও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। অন্যতম মৌলবী অহম্মদ উল্লার পিতা মৌলবী ইলাহি বক্‌স জীবিত ছিলেন। ইনি অতিশয় বৃদ্ধ ও অন্ধ ছিলেন বলিয়া, কমিশনর সাহেব ইঁহাকে অবরুদ্ধ করেন নাই। টেলর সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের কেহই তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণে সাহসী হইবেন না। মৌলবী অহম্মদ উল্লা যখন অবরুদ্ধ হইয়া, কমিশনরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন কমিশনর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মনে রাখিবেন, আমি আপনার পিতাকে অবরুদ্ধ করিলাম না। কিন্তু তাঁহার

জীবন আপনার হস্তে এবং আপনার জীবন তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, টেলার সাহেব পুত্রের দোষে বৃদ্ধ পিতার এবং বৃদ্ধ পিতার দোষে পুত্রের জীবননাশে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে কমিশনর সাহেব গর্ব্ব সহকারে লিখিয়াছিলেন যে, তিন জন উক্ত মৌলবীকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সুফল লাভ হইয়াছিল।* একটি ইংরেজ রাজপুরুষ তিন জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া, আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি ইংরেজদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ নীতি অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, উহার বর্ণনা ইংরেজের হস্তে রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রিত করিয়া, যিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকের তুল্য না বলিয়া, প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক বলাই অধিকতর সঙ্গত। যদি মৌলবীগণ কোনরূপে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তরবারির আঘাতে তাহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইত। স্যার উইলিয়ম মাক্‌নাটনের হত্যাকাণ্ডে সর্দ্দার মহম্মদ অকবর খাঁর বিষয় আমি যেরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছি, মুসলমান ঐতিহাসিক, টেলর সাহেবের অবলম্বিত নীতির বিষয় নিঃসন্দেহ সেই ভাষায় বর্ণনা করিবেন।" † কে সাহেবের এই উক্তি অপর এক জন ঐতিহাসিকের সহনীয় হয় নাই। এই ঐতিহাসিক কমিশনর টেলর সাহেবের পক্ষসমর্থনের জন্য অম্লানভাবে লিখিয়াছেন—"মহম্মদ অকবর এবং স্যার উইলিয়ম মাক্‌নাটন, দুইটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি ছিলেন। এই দুই জাতির একটির সহিত আর একটি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। মহম্মদ আকবর নিমন্ত্রিত ইংরেজপ্রতিনিধির জীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত হইলেও তাঁহাকে গুলি করিয়া বধ করেন। পক্ষান্তরে টেলর সাহেব দেশাধিপতির প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। মৌলবীগণ এই অধিপতির প্রজা। ইঁহারা নিমন্ত্রিত হয়েন নাই। রাজকীয় আদেশ শুনিতেই ইঁহারা কমিশনরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজকীয় আদেশ অনুসারেই ইঁহারা অবরুদ্ধ

* *Tayler, Patna Crisis. p. 51.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. pp. 83-84.*

হয়েন।" * ইতিহাসলেখকের এই যুক্তি বোধ হয়, সহৃদয়সমাজে পরিগৃহীত হইবে না। মৌলবীগণ নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা ছিলেন। কিন্তু প্রজার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। বিপদের আশঙ্কা হইলে টেলর সাহেব চক্রান্ত না করিয়াও, মৌলবীদিগকে অবরুদ্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বস্ততার ভাণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় গৃহে আহ্বান করেন। এই সূত্রে অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আমন্ত্রিত হয়েন। ইঁহারা সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, কমিশনর সাহেব রাজকীয় কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই ইঁহাদের আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুতরাং সকলেই কমিশনরের উপর বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার গৃহে উপনীত হয়েন। শেষে একটি প্রধান বিভাগের কমিশনর—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি প্রজালোকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ প্রদর্শন করেন। যে বিশ্বাসঘাতকতায় তেজস্বী আফগান কলঙ্কিত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতায় টেলর সাহেবের কার্য্যও কলঙ্কিত হইতে পারে। অপ্রতিবিধেয় বিপদের সময়ে লোকের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ কার্য্য নীতিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু কমিশনর যাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই যে, সাধারণের জীবন ও সম্পত্তি ঐরূপ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কোনরূপ প্রমাণের বলে ব্রিটিশ রাজপুরুষের কার্য্য ঐ সময়ে বিপত্তিনিবারণের অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই।

কমিশনর টেলর সাহেবের নীতি হইতে যতই সুফলের উৎপত্তি হউক না কেন, তদ্দ্বারা পাটনার লোকের মধ্যে যে শান্তি অব্যাহত থাকে নাই, পরবর্ত্তী ঘটনা তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মৌলবীদিগের অবরোধের পরে পাটনার অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। অনেকের অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু অনেকে উহা গোপন করিয়া রাখে। এই সকল কার্য্যে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাহারা আপনাদের পবিত্রস্বভাব ধর্ম্মযাজকদিগকে কমিশনর সাহেবের বিশ্বাস-

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I. p. 53.*

ঘাতকতায় অবরুদ্ধ হইতে দেখিল। কমিশনরের আদেশে তাহাদের অস্ত্রাদি অপসারিত হইতে লাগিল। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইল। ৩রা জুলাই সন্ধ্যাকালে তাহারা আপনাদের হরিদ্বর্ণ পতকা উড়াইয়া, প্রকাশ্য পথে বহির্গত হইল, এবং ঢেঁড়া পিটাইয়া অপরাপর স্বধর্ম্মাবলম্বীকে তাহাদের দলভুক্ত হইতে কহিল। অবিলম্বে অস্ত্রধারী শিখগণ তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। সবিশেষ সত্বরতাসহকারে ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইবার জন্যও দানাপুরে সংবাদ প্রেরিত হইল। এই সময়ে অহিফেনবিভাগের ডাক্তার লায়াল নামক এক জন কর্ম্মচারী উত্তেজিত মুসলমানদিগকে শান্ত করিবার জন্য অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র মুসলমানদিগের গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইহার মধ্যে শিখসৈন্য উপস্থিত হওয়াতে উত্তেজিত লোকের দল ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, আত্মগোপন করিল। অনতিবিলম্বে নগরে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত গোলযোগে লিপ্তথাকা অপরাধে কয়েক ব্যক্তি ধৃত হইল। ইহাদের মধ্যে পীর আলি নামক এক জন পুস্তক ব্যবসায়ী ছিল। এই ব্যক্তির আদি বাসস্থান লক্ষ্ণৌতে ছিল। পীর আলি আপনাদের জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া, কিয়দংশে মার্জ্জিতবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার উদ্ধত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কথিত আছে, পীর আলি যেরূপ সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, সেইরূপ ফিরাঙ্গিবিদ্বেষী ছিল। উপস্থিত গোলযোগের সময়ে লক্ষ্ণৌর উত্তেজিত মুসলমানদিগের সহিত ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিতেও ইহার ঔদাস্য হয় নাই। পাটনার কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই ব্যক্তির বন্দুকের গুলিতে ডাক্তার লায়ালের প্রাণবিয়োগ হয়। সুতরাং পীর আলি বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সে যখন কমিশনর টেলর সাহেব এবং অপরাপর ইংরেজের সমক্ষে আনীত হয়, তখন তাহার হস্তপদ কঠিন লৌহশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল; তাহার পরিধেয় বস্ত্র ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল; তাহার দেহের পার্শ্বভাগে আঘাত লাগাতে শোণিতস্রোত বহির্গত হইয়া তদীয় ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছিল। পীর আলি এই অবস্থায়

কমিশনরের নিকট উপনীত হইলে, কমিশনর জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপস্থিত গোলযোগ সম্বন্ধে এমন কোন গোপনীয় সংবাদ দিতে পারে কি না যে, গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন। কমিশনরের কথায় নিগড়বদ্ধ, মুসলমান ব্যবসায়ী এরূপ সাহস, এরূপ দৃঢ়তা এবং এরূপ নির্ভীকভাব দেখাইল যে, সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ইংরেজও বোধ হয়, তদবস্থায় ঐরূপ অটলভাব দেখাইতে পারেন না। পীর আলি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যে, যাহার জন্য জীবনরক্ষার প্রয়োজন হয়; আবার এমন কতকগুলি কার্য্যও আছে, যাহার জন্য জীবনবিসর্জ্জনের আবশ্যকতা দেখা যায়।" ইহার পর সে ইংরেজদিগের অত্যাচার, বিশেষতঃ কমিশনর সাহেবের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া কহিল,—"আপনি আমার ফাঁসি দিতে পারেন, আমার ন্যায় অপর লোকেও প্রতিদিন ফাঁসিকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমার স্থলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইবে। আপনার উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।"

অনন্তর পীর আলি যোড়হাতে ও সাতিশয় বিনীতভাবে কমিশনরকে কহিল,—"আমার কয়েকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।" কমিশনর তাহাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে অনুমতি দিলেন। পীর আলি জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার আবাসবাটী?" কমিশনর উত্তর করিলেন,—"ভূমিসাৎ হইবে।" আমার সম্পত্তি?" "বাজেয়াপ্ত হইবে।" আমার সন্তানগণ?" এই বার পীর আলির ভাবান্তর ঘটিল। স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের নামে এই প্রথম ও শেষবার তাহার কণ্ঠস্বরে কাতরভাবের অভিব্যক্তি হইল। কমিশনর জিজ্ঞাসা করিলেন, —"সন্তানগণ কোথায়?"—"অযোধ্যায়।" পীর আলি বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে এই উত্তর দিল। কমিশনর সেই প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক এ বিষয়ে কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে অসম্মত হইলেন। পীর আলি আর কোন কথা না বলিয়া, যথোচিত সম্মানের সহিত অভিবাদন পূর্ব্বক ধীরভাবে বধ্যভূমিতে গমন করিল।* অবিলম্বে ফাঁসিকাষ্ঠে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার বাসগৃহ সমভূমিতে পরিণত এবং তাহার সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল।

* *Tayler, Patna Crisis. p. 67.*

কিন্তু পীর আলি ধনী ছিল না। পূর্ব্বপুরুষাধিগত সম্পত্তিতে তাহার প্রসিদ্ধিলাভ হয় নাই। কমিশনর টেলর সাহেবের বিশ্বাস জন্মিল যে, এই গোলযোগের মূলে সহরের কোন ধনী লোক আছেন। উত্তেজিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অর্থে আপনাদিগকে বলসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেছে। পাটনায় লুৎফ্ আলি নামক এক জন ধনী মহাজন ছিলেন। কমিশনর সাহেব তাহার উপর সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার লায়ালের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে তাঁহার এক জন জমাদারের ফাঁসি হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি বারাণসীর এক জন উত্তেজিত সিপাহীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পীর আলি এবং অপরাপর উত্তেজিত মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণের জন্য তাঁহার নিকটে টাকা লইয়াছিল। সুতরাং লুৎফ্ আলি কমিশনর সাহেবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। পাটনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। এক জন ইংরেজ আফিসর কতিপয় শিখসৈন্য লইয়া মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে গেলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব, লুৎফ্ আলির নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কমিশনর সাহেবের আবাসগৃহে যাইতে কহিলেন। লুৎফ্ আলি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, তদ্দণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি গাড়ি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার শকটচালক উপস্থিত ছিল না। তিনি এজন্য বিলম্ব না করিয়া, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে গাড়িতে বসাইলেন, এবং আপনি শকটচালকের স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক গাড়ি চালাইয়া, তাঁহার অবরোধকারীদিগকে লইয়া, কমিশনরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। লুৎফ্ আলিকে এইরূপ প্রশান্তভাবে ও সবিশেষ সত্বরতা সহকারে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিয়া, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেসন জজ ফার্কুহর্সন্ সাহেবের নিকটে লুৎফ্ আলির বিচার হইল। বিচারে কোনরূপ অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়াতে লুৎফ্ আলি মুক্তিলাভ করিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব ইঁহার শাস্তিবিধানের জন্য সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। যাহাতে ইঁহার দণ্ড হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সেসন জজের নিকটে পত্র লিখিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ফার্কুহর্সন্ সাহেব এরূপ বিরক্ত হয়েন যে, তিনি কমিশনরের লিখিত পত্রের সহিত এই বিচারসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গোচর করেন।

এইরূপ গোলযোগের পর পাটনার মুসলমান অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে রহিল। এদিকে জুলাই মাস পর্য্যন্ত দানাপুরের সিপাহীদিগের মধ্যেও কোন গোলযোগ রহিল না। কিন্তু এইরূপ শান্তির মধ্যেও নানাস্থান হইতে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে দানাপুরের সিপাহীগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। দিল্লী সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল। কানপুরে ইউরোপীয়গণ সিপাহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সিপাহীদিগের আক্রমণে ক্রমে বিধ্বস্ত হইতেছিল। আগ্রা এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রায় সমগ্র স্থান সিপাহীযুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সকল সংবাদ অনেক সময়ে অতি-রঞ্জিতভাবে বিহারে উপস্থিত হইতে লাগিল। বিহারের লোকে এই সংবাদে স্থির থাকিতে পারিল না। দানাপুরের সিপাহীগণও এই সংবাদে নিরুদ্বেগে রহিল না। যাহারা ইংরেজের বিচারে আপনাদিগকে পূর্ব্বতন অধিকার হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করিতেছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া, কোম্পানির মুল্লুক বিধ্বংস করিবার অলীক কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

জনসাধারণ যখন এইরূপ উদ্বিগ্নভাবে ছিল, ক্ষমতাপ্রিয় লোকে যখন এইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বিহারের অধিবাসিগণ ঔৎসুক্যসহকারে দানাপুরের সিপাহীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু দানা-পুরের সিপাহীগণ এ পর্য্যন্ত শান্তভাবে ছিল। তাহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। অধিনায়কদিগের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেও তাহাদিগকে ব্যাপৃত দেখা যায় নাই। শেষে ঘটনাক্রমে তাহাদের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের বুদ্ধির দোষে পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়া, কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্যত হইল।

পূর্ব্বে দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইউরোপীয়গণ আগ্রহসহকারে গবর্ণমেণ্টকে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন নাই। এখন বাঙ্গালার ইউরোপীয়গণ এবিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের উত্তেজনায় দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতিকে যথাযোগ্য কার্য্য করিতে আদেশ দেন। ১৫ই

জুলাই, পধান সেনাপতি দানাপুরের সেনানায়কের নিকটে এক খানি গোপনীয় পত্র লিখেন। পত্রে উল্লেখ ছিল, মহারাণীর ৫গণিত ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে চুঁচুড়া হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিয়াছে। এই দলের অবশিষ্ট সৈন্য পর দিন জাহাজে যাত্রা করিবে। সেনাপতি যদি আপনার সিপাহীদিগের প্রতি সন্দিহান হয়েন, এবং তাঁহার মতে যদি ঐ সকল সৈনিককে নিরস্ত্র করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি এই ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কিয়ৎকালের জন্য দানাপুরে রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহাদিগকে যত শীঘ্র পারা যায়, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। পত্র পাইয়া, দানাপুরের সেনাপতি সে সময়ে কোনরূপ কার্য্য পণালী নির্দ্ধারণ করিলেন না। পত্রপ্রাপ্তির পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত তিনি এ বিষয়ে উদাসীনভাবে রহিলেন।

২৪শে জুলাই সেনাপতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বাঙ্গালার ইউরোপীয়গণ দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং সিপাহীদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এখনও আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। এখনও সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা তাঁহার মতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। সেনাপতি এখন উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী কোন উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইল। সিপাহীগণ বন্দুকের ক্যাপ ব্যবহার করিতে না পারে, এজন্য সেনাপতি সমুদয় ক্যাপ ইউরোপীয় সৈনিকদিগের অধিকারে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪শে জুলাই ৩৭গণিত ইউরোপীয় পদাতিদলের কতকগুলি সৈনিকপুরুষ দানাপুরে উপস্থিত হইল। * সেনাপতি এই সুযোগে আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য পর দিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। ২৫শে জুলাই, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইউরোপীয় সৈনিকগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সৈনিকদলের পার্শ্বে কামানপরিচালকগণ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল। অস্ত্রাগার হইতে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে

* এই দল সিংহলদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আইসে ; তৎপরে দানাপুরে উপস্থিত হয়।

ক্যাপ লইয়া যাইবার জন্য দুই খানি গোরুর গাড়ি পাঠান হইল। অস্ত্রাগার ও ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের মধ্যে সিপাহীদিগের আবাসগৃহ ছিল। ক্যাপ-বোঝাই গাড়ি যখন ঐ সকল গৃহের পার্শ্বভাগ দিয়া, সৈনিকনিবাসের দিকে যাইতে লাগিল, তখন সিপাহীগণ স্থির থাকিতে পারিল না। সহসা আপনাদের এইরূপ অবমাননা ও অধোগতির নিদর্শন দেখিয়া, তাহারা দুঃসহ মনোযাতনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। ৭ এবং ৮ গণিত সিপাহীদলের মধ্যে অধিকতর উত্তেজনার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪০গণিত সিপাহীদল তখনও শান্ত-ভাবে রহিল। তাহারা অন্য দুইদলের ন্যায় অধীরতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইল না। এই সময়ে উক্ত দুই উত্তেজিত দলের আফিসরগণ উপস্থিত হইয়া, সিপাহীদিগকে শান্ত করিলেন। ঐ দিন আর কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। আফিসারগণ প্রাতর্ভোজনের জন্য আপনাদের আবাসগৃহে গমন করিলেন। সেনাপতি আর একটি কার্য্যসম্পাদনের জন্য আপনার অধীন অধিনায়কদিগকে আদেশ দিলেন। তিনি এই কার্য্য এত সামান্য মনে করিয়া-ছিলেন যে, উহার সম্পাদন সময়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

কিন্তু এই সামান্য কার্য্য হইতেই ঘোরতর অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। সেনাপতি যদি অস্ত্রাগারে ক্যাপ স্থানান্তরিত করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, সিপাহীগণ শান্তভাবে থাকিত। যাহা হউক, সেনাপতি দুই দল সিপাহীর উত্তেজনা দেখিয়া, যে সকল ক্যাপ সিপাহীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদয় ফিরাইয়া লইতে আদেশ দিলেন। সুতরাং ঐ দিন বেলা ১২ টার সময়ে আবার কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিকপুরুষগণ সমবেত হইল। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ শান্তভাবে, মিষ্টকথায় আপন আপন দলের সিপাহী-দিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ কেবল সাবধান হইবার জন্য এইরূপ করিতেছেন। সমগ্র সিপাহীর প্রতি অবিশ্বাসপ্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। আফিসারগণ মধুরবচনে আপনাদের বক্তৃতা শেষ করিলেন। কিন্তু ঐ মাধুর্য্যে সিপাহীদিগের হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। যখন সিপাহীদিগকে ক্যাপ ফিরাইয়া দিতে বলা হইল, তখন ৭ ও ৮গণিত দল কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই গুলি করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল।

৪০গণিত দল এ সময়েও আপনাদের প্রশান্তভাব হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা এ সময়ে কার্য্যস্থলে আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত ছিল। এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় আফিসারগণ এবং কতকগুলি সিপাহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, এইরূপ গোলযোগ দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ৪০গণিত দলের শান্তভাবে থাকার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্ত্তিত হইল। কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক এই আকস্মিক গোলযোগে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, হাসপাতালের ছাদের উপর হইতে এই দলের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সুতরাং ৪০গণিত দলও আপনাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ৭ ও ৮ গণিত দলের অনুবর্ত্তী হইল। এইরূপে তিন দল সিপাহী আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ফেলিয়া, কেবল অস্ত্রাদি লইয়া, দানাপুর পরিত্যাগ করিল। এদিকে বৃদ্ধ সেনাপতি আপনার আবাসগৃহ হইতে দানাপুরের প্রান্তস্থিত জাহ্নবীর মধ্যবর্ত্তী এক খানি জাহাজে যাইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘটনাস্থলে সেনাপতির উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু সেনাপতি এই আবশ্যক বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই। তিনি বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম ছিলেন। বাতে তাঁহার দেহ শিথিল ও অবশ হইয়াছিল। তিনি হাঁটিতে পারেন না। অশ্বারোহণে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। এই জন্য তিনি জাহাজে বসিয়া, নদীতটবর্ত্তী সিপাহীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করাই উচিত মনে করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এই অক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। এ সময়ে দানাপুরে এক জন কর্ম্মক্ষম সেনানায়ক উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহীগণ অস্ত্রাদি লইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকগণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে দানাপুরে কোন কর্ম্মক্ষম অধিনায়কের আবির্ভাব হয় নাই। কোন অধিনায়ক ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শৃঙ্খলাবিধান এবং উচ্ছৃঙ্খল ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহীদিগের গতিনিরোধ করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই।

পলায়িত সিপাহীদিগকে বাধা দিতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ সজ্জিত হইল। বর্ষার আবির্ভাবে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল। চারি

দিকের অধিকাংশ স্থল পল্বলের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিক-গণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল! তাহারা এই ভারী পোষাক লইয়া সহজে জলাভূমি পার হইতে পারিল না। এদিকে সিপাহীগণ সামরিক পরিচ্ছদ আপনা-দের দেহ ভারাক্রান্ত করে নাই। তাহারা কেবল অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিয়া-ছিল। সুতরাং জলময়, কর্দ্দমাক্ত স্থানেও তাহাদের গতি ব্যাহত হইল না। তাহারা পশ্চাদ্ধাবিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া অবাধে নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইল না। তাহাদের কার্য্যপ্রণালী বিশৃঙ্খল ছিল। তাহাদের সেনাপতি অনুপস্থিত ছিলেন। তাহাদের কোন অধিনায়কের উপর উপস্থিত বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল না। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করিতে হইবে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। এদিকে সিপাহীগণ সবিশেষ সত্বরতা সহকারে যাইতে লাগিল। কেহ কেহ না বুঝিয়া, গঙ্গার তটে গিয়া নৌকায় আরোহণ করাতে ইউরোপীয়দিগের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিনা বাধায় শোণ নদের তটে উপনীত হইল। তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে কোন অস্ত্রধারী শ্বেত পুরুষ ছিল না। তাহাদের সম্মুখেও স্থানীয় লোকে কোনরূপ বাধা দিতে অগ্রসর হইল না। তাহারা শোণ নদের তটে উপনীত হইয়া, বিনা গোল-যোগে নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল, এবং ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া, বিনা বাধায় শাহাবাদের সদর স্থান—আরার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ঘটনাক্রমে এক জন বর্ষীয়ান্ ও তেজস্বী রাজপুত ভূম্যধিকারী এই উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রধান উৎসাহদাতা ও প্রধান সহায় হয়েন। সমগ্র বিহারে ইঁহার যেরূপ ক্ষমতা, সেইরূপ প্রতাপ ছিল। ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট, রাজভক্ত ভূম্যধিকারী বলিয়া, ইঁহার যথোচিত সম্মান করিতেন। কিন্তু শেষে এইরূপ অনুরাগ ও ভক্তির সুন্দর দৃশ্য অন্তর্হিত হয়। উহার পরিবর্ত্তে ঘোরতর সন্দেহ ও নৈরাশ্যের তমোময়ী ছায়ায় বৃদ্ধ রাজপুতের হৃদয় যেরূপ কালীময় হয়, রাজপুরুষগণও সেইরূপ সন্দেহের আবেগে বিচলিত হয়েন। এই প্রতাপান্বিত ও তেজস্বিতাসম্পন্ন ভূস্বামীর নাম বাবু কুমার সিংহ।

বিভিন্ন ইংরেজ লেখক বাবু কুমার সিংহের চরিত্র বিভিন্নভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত ও বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন বলিয়া তদীয় রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। * কেহ কেহ বা তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়া ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও তদীয় চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন †। ইংরেজ লেখকদিগের হস্তে বাবু কুমার সিংহ যে ভাবে চিত্রিত হউন না কেন, সমগ্র বিহারে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় নাই; সমগ্র বিহারের অধিবাসিগণ আজ পর্য্যন্ত তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার বিষয় ভুলিয়া যায় নাই। কুমার সিংহ অসমীক্ষ্যকারী ও অদূরদর্শী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি রাজভক্তিশূন্য ছিলেন না। রাজার বিপক্ষতাচরণের সঙ্কল্প কখনও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই তিনি যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ প্রতাপান্বিত এবং যেরূপ তেজস্বিতাসম্পন্ন ছিলেন, সেইরূপ রাজভক্ত প্রজার ন্যায় রাজকীয় কার্য্যসম্পাদনের জন্য সবিশেষ যত্নের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাবু কুমার সিংহ আরা জেলার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। আরার নিকটবর্ত্তী জগদীশপুরে ইঁহার আবাস বাটী ছিল। যে সকল ক্ষত্রিয় উজ্জয়িনী হইতে শাহাবাদে উপনিবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদের সন্তানদিগের মধ্যে ডোমরাওঁর রাজবংশীয়দিগের সমধিক প্রাধান্য ছিল। বংশমর্য্যাদায় এই ভোজরাজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ শাহাবাদে প্রধান ছিলেন। কুমার সিংহের সহিত ডোমরাওঁর রাজবংশের সম্বন্ধ ছিল। কুমার সিংহ এজন্য স্বকীয় বংশের প্রধান ডোমরাওঁরাজের প্রাধান্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। কথিত আছে, পাটনার কমিশনর সাহেব কোন কার্য্য উপলক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন। পাটনা-বিভাগের অনেক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সভায় উপস্থিত হয়েন। সভাগৃহের প্রথম ও প্রধান আসন অন্য এক জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। কুমার সিংহ ডোমরাওঁর রাজার সহিত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, প্রধান

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol I. pp. 76-77* ইংরেজ সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট আয়ারও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। —*Gubbins, Mutinies in Oudh. Apendix. p. 541*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 400.*

আসন অপরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তেজস্বী কুমার সিংহ ইহা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই, সভাগৃহে ডোমরাওঁর অধিপতির বংশমর্য্যাদার উল্লেখ পূর্ব্বক প্রধান আসন তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয় সবিশেষ বুঝাইয়া দিলেন। আত্মবংশের সম্মানরক্ষায় তাঁহার এইরূপ যত্ন ছিল। সমগ্র বিহারে তিনি কখন এ বিষয়ে অপরের নিকটে অবনত হয়েন নাই।

বাবু কুমার সিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ জানা যায় না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাসিতেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যকাল কেবল গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই। সংযমী গুরুর মুখে শমদমের গুণগরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শান্ত, দান্ত, নির্জ্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তেজস্বিতা, বীরত্ব ও সাহসশিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। প্রতাপ সিংহ যেমন সাহসী অনুচরগণের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, আপনার দৃঢ়ভাব পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ভবিষ্য কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুলা সিংহ যেমন অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমার সিংহ সেইরূপ নবীন বয়সেই তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অস্ত্রশিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান আমোদ ছিল। তাঁহার আবাসপল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থান নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ছিল। এই অরণ্য রামায়ণবর্ণিত তাড়কার বন নামে কথিত হইত। অরণ্যে যে সকল শালবৃক্ষ ছিল, তৎসমুদয় বিক্রয় করিলে প্রভূত অর্থলাভ হইত। কিন্তু কুমার সিংহ কখনও বনস্থিত বৃক্ষাদির ছেদন পূর্ব্বক উহার নিবিড়তার হানি করেন নাই। তিনি প্রায়ই এই নিবিড় অরণ্যে মৃগয়ার আমোদে মত্ত থাকিতেন।

পুরুষসিংহ শের শাহ যেখানে বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ুনের বিজেতা, দিল্লীর ভবিষ্য সম্রাট্, যেখানে বিজয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হন, কথিত আছে, কুমারসিংহ সেই রোটস দুর্গের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন। সর্ব্বদা এইরূপ দুর্গম স্থানে যাতায়াত করাতে কুমার সিংহ ক্রমে সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠি-

লেন। রাজপুত যুবক ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়া, সমগ্র বিহারে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

কুমার সিংহ যেরূপ তেজস্বী, সেইরূপ প্রভাপান্বিত ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে বিহারবাসিগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে অবনতমস্তক থাকিত। তাঁহার প্রতিকূলে কেহই কোন কথা বলিতে সাহস করিত না, বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইত না। আরা সহর একটি প্রাচীন মুসলমানপরিবারের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের স্বত্বাধিকারী অপরাপর অংশীদারের চক্রান্তে, বহু কাল, আপনার অংশে বঞ্চিত থাকেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ অংশ দখল করিতে পারেন নাই। শেষে উক্ত স্বত্বাধিকারী উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার অংশ বাবু কুমার সিংহকে লিখিয়া দেন। কুমার সিংহ কেবল ঐ অংশ অধিকার করিয়াই, নিরস্ত থাকেন নাই। তাঁহার ক্ষমতায় উক্ত জমিদারীর সমগ্র অংশই অধিকৃত হয়। এইরূপে আরা সহর তাঁহার অধিকৃত সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। তিনি অন্যায়রূপে এই সম্পত্তি অধিকার করেন নাই। পূর্ব্বতন অধিকারিগণ তাঁহার নিকটে কর পাইতেন। পশ্চিম প্রদেশে জৈনদিগের সহিত হিন্দুদিগের সামাজিক বিষয়ে একতা বা সদ্ভাব নাই। পশ্চিম প্রদেশীয় হিন্দুগণ জৈনদিগের সংস্রবে থাকা দূষণীয় মনে করেন। আরাতে বহুসংখ্য জৈনের বসতি আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে যেরূপ সম্ভ্রান্ত, সেইরূপ বাণিজ্যব্যবসায়ে সঙ্গতিপন্ন। কুমার সিংহের সময়ে এইরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন জৈন আরায় বাস করিতেন। কিন্তু কুমার সিংহ কখনও কোন জৈনকে আরার সীমার মধ্যে মন্দির প্রস্তুত করিতে দেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর আরায় বহুসংখ্য জৈন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই দুইটি দৃষ্টান্তে কুমার সিংহের ক্ষমতা ও আধিপত্যপ্রিয়তা পরিস্ফুট হইতেছে। ফলতঃ, বাবু কুমার সিংহ নিরতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। শাহাবাদে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা বদ্ধমূল ছিল। কেহই এই বদ্ধমূল ক্ষমতার সঙ্কোচসাধনে সাহসী হইত না। কেহই উঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, আত্মগৌরবের বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত না। কুমার সিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার নামে দোহাই দিত। এইরূপ স্থলে

তাঁহার নাম বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারসাধনবিষয়ে অকার্য্যকর হইত না। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এমন সম্মান, এমন প্রতিপত্তি, এমন আধিপত্য ছিল যে, তিনি যখন বায়ুসেবনে বহির্গত হইতেন, বা কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রকাশ্য পথ দিয়া যাইতেন, তখন লোকে তাঁহার গন্তব্যপথের পার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত। এই সময়ে সকলেই আসন হইতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিত। সকলেই অবনতমস্তকে তাঁহার সমক্ষে বিনয়, সৌজন্য ও আনুগত্যের একশেষ দেখাইত। কেহ তাঁহার নিকটে তামাকসেবনে সাহসী হইত না, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কোন কথা বলিত না, বা কেহ আত্মক্ষমতাজ্ঞাপক কোন নিদর্শন দেখাইতে অগ্রসর হইত না। সকলেই যেন ভীতচিত্তে ও নিরতিশয় সঙ্কুচিতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিত। তাঁহার নামে যেমন বিপন্নের বিপদুদ্ধার, দুঃখীর দুঃখমোচন ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়লাভ হইত; তাঁহার কথাতেও সেইরূপ লোকে আপনাদের অসম্মতিসত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে যত্নশীল হইত। সিপাহীগণ যখন আপনাদের ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যখন এই গভীর উত্তেজনা অলক্ষ্যভাবে প্রসারিত হইতে থাকে, তখন আরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কয়েদীদিগকে মাটির ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। মৃন্ময়পাত্রে একবার ভোজনের পর পুনর্ব্বার ঐ পাত্রে ভোজন করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পাত্র যথারীতি প্রক্ষালন করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই জন্য হিন্দু কয়েদীগণ নিরতিশয় বিরক্ত হয়। তাহারা সনাতনধর্ম্মহানির আশঙ্কায় মাজিষ্ট্রেটের আদেশপালনে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সঙ্কটকালে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাবু কুমার সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কুমার সিংহ সাহায্যদানে অসম্মত হয়েন নাই। হিন্দুকয়েদীগণ যখন মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহারে আপনাদের জাতি যাইবে বলিয়া, মাজিষ্ট্রেটের আদেশপালনে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছিল, তখন কুমার সিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, কেহ তাহাদিগকে জাতিচ্যুত ও সমাজভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্তিকাভাজনের ব্যবহার করিতে পারে। হিন্দুকয়েদীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। বাবু কুমার সিংহের আদেশে তাহারা কিছুমাত্র আশঙ্কা বা কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ না করিয়া, মৃত্তিকাপাত্রে ভোজন করিতে উদ্যত হইল। কুমার সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন নাই; কারারুদ্ধগণ আপনাদের

সমক্ষে তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক, প্রশান্ত দেহকান্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হয় নাই। কুমার সিংহ লোকমুখে যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাদের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, ধীরভাবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিল। বাবু কুমার সিংহের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা কতদূর ছিল,তাহা এই ঘটনাতেও বুঝা যাইতেছে। ক্ষমতাপন্ন ব্রিটিশরাজপুরুষ যাহা করিতে পারেন নাই, ক্ষমতাশীল, ক্ষত্রিয় ভূস্বামী দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়াও, তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু কুমার সিংহ যেরূপ ক্ষমতাপন্ন ও প্রতাপান্বিত, সেইরূপ দাতা, শরণাগত-প্রতিপালক ও আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তাঁহার আবাস্থিত বাটীর পার্শ্বে একটি বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান ছিল। এক জন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ঐ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেন। সমস্ত বাগান পুষ্পশূন্য হয়, ইহা কুমার সিংহের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণকে উদ্যানের এক বিঘা ভূমি দান করেন। ঐ এক বিঘাপরিমিত স্থানে যে সমস্ত পুষ্প হইত, ব্রাহ্মণ তৎসমুদয় তুলিতেন। এইরূপে উক্ত ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে ঐ ভূমির অধিকারী হয়েন। কেহ ঘোরতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও, যদি কুমার সিংহের শরণাগত হইত, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে রক্ষা করিতেন। কথিত আছে, রণদলন সিংহ নামক এক জন নেপালবাসী নরহত্যা করিয়া, কুমার সিংহের নিকটে আশ্রয়প্রার্থী হয়। কুমার সিংহ শরণার্থীর জীবনরক্ষায় উদাসীন থাকেন নাই। রণদলন সিংহ তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে। পরিশেষে এই ব্যক্তি তাঁহার এক জন মন্ত্রণা-দাতা হইয়া উঠে।

কুমার সিংহ প্রভূত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজাদ সিংহ তাঁহাকে স্বকীয় বিস্তৃত জমিদারীর বার আনা অংশের অধিকারী করেন; অবশিষ্ট চারি আনা অপর তিন পুত্র—দয়াল সিংহ, রাজপতি সিংহ এবং অমর সিংহকে দেন। সুনিয়মে ও শৃঙ্খলাসহকারে জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, কুমার সিংহের প্রভূত অর্থ লাভ হইত। কিন্তু কুমার সিংহের এই সুবিস্তৃত জমিদারীতে কিছু মাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। কুমার সিংহ স্বয়ং বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, আপনার ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা মহাজনদিগের নিকটে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হয়।

তিনি ঋণজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়া পড়েন যে, উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা তাঁহার একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। উত্তমর্ণগণ প্রাপ্য টাকার আদায়ের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ঋণের দায়ে এক এক বার তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী নীলামে উঠিতে থাকে। কিন্তু কুমার সিংহ অপরের নিকটে ঋণী হইলেও আত্মক্ষমতায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগের যেরূপ সাহায্য করিতেন তাহাতে তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর নীলাম হইয়া যায়, ইহা রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রেত ছিল না। আবার আলা সদর আমিনের আদেশে নীলামের দিন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।* কুমার সিংহের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলেও তাঁহার জমিদারীর সহসা নীলাম হয় নাই। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট কুমার সিংহের জমিদারী রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রেবিনিউ বোর্ডের জন্য এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কুমার সিংহ এক জনের নিকটে কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া, ঋণপরিশোধের বন্দোবস্ত করেন। এদিকে শাহাবাদের কলেক্টর সাহেব, তাঁহার জমিদারীর আয় হইতে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু টাকা ঋণপরিশোধের জন্য দিবার আদেশ দেন। কুমার সিংহ যে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, শীঘ্র তাহা সংগৃহীত হয় নাই; কিন্তু মহাজনেরা শীঘ্র দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। এদিকে অপরের নিকটে কিছু টাকা পাওয়া যায়। উত্তমর্ণদিগের সহিত ঋণপরিশোধ সম্বন্ধেও বন্দোবস্ত হয়। ইহাতে কুমার সিংহ ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। যখন সমুদয় বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হইতেছিল, তখন রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনর দ্বারা কুমার সিংহকে জানাইলেন,—'যদি এক মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বোর্ড, গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার জমিদারীর সহিত সমস্ত সংস্রব

* যে আলা সদর আমিন নীলামের দিন পরিবর্ত্তিত করিতেছিলেন, তিনি স্থানান্তরিত হইলে অন্য এক জন আলা সদর আমিন আরায় আইসেন। ইঁহার নাম মৌলবী ওয়াহিদ্ উদ্দীন। ইনি আদেশ দেন যে, আর দিন পরিবর্ত্তন করা হইবে না। নির্দ্দিষ্ট দিনেই জমীদারীর নীলাম হইবে। ইহাতে আরাবাসিগণ বিচলিত হয়। কুমার সিংহের ন্যায় এক জন ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর সম্পত্তির নীলাম হইবে বলিয়া, সকলেই বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, তখন আলা সদর আমিনের আদেশানুসারে কার্য্য হয় নাই।

পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট আর তাঁহার জমীদারীসংক্রান্ত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না।" কুমার সিংহ ইহাতে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইলেন না। পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব, বোর্ডের এই নিষ্পত্তিতে সাতিশয় আপত্তি করিলেন। তিনি লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে বোর্ডের এই কার্য্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। কুমার সিংহও ঋণজাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন নাই। *

রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে কুমার সিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত পৈতৃক ভূসম্পত্তি নীলাম হইয়া যাইবে, এই দুঃশ্চিন্তায় তিনি সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি পারিবারিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র দলভঞ্জন সিংহ তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। বীরভঞ্জন নামে একটি মাত্র পৌত্র ছিল। কিন্তু জন্মাবধি মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে ইহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। তদীয় ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সংসারে তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু পুত্রবিয়োগে তিনি পূর্ব্বতন সুখশান্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন জীবনের শেষ দশায় এইরূপ ঋণদায়গ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যে অবসন্ন হইল। কিন্তু এইরূপ ভাবনায় এইরূপ দুশ্চিন্তায়, এইরূপ অশান্তিতে, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। ঘোরতর বিরক্তি তাঁহার হৃদয়কে রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। রাজপুরুষেরা তাঁহার এই রাজভক্তির প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ ছিলেন না। ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখেন—"অনেকে আমার নিকটে কতিপয় জমীদার, বিশেষ বাবু কুমার সিংহের রাজভক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইতেছে। কিন্তু কুমার সিংহের সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি ঐ কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না।" ইহার পর ৮ই জুলাই কমিশনর সাহেব উল্লেখ করেন,—"বাবু কুমার সিংহ সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাঁহার

* *Malleson Indian Mutiny. Vol. I. p. 77, note.*

কোনরূপ অবলম্বন নাই। তিনি অনেকবার আপনার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া, আমার নিকটে পত্র লিখিয়াছেন।”* শাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটও পাটনার কমিশনরের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হয়েন নাই। কুমার সিংহের উপর প্রগাঢ় আস্থা দেখাইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টকে লিখেন,—“উপস্থিত গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই বাবু কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। কমিশনর তাঁহার রাজভক্তি সম্বন্ধে সাতিশয় সন্তোষজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।” †

কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেবের এই ধারণা দীর্ঘ কাল এক ভাবে থাকে নাই। দীর্ঘকাল টেলর সাহেব কুমার সিংহকে পরমবিশ্বস্ত ও একান্ত রাজভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি এক সময়ে যাঁহাকে বিশ্বস্ত ভাবিয়াছিলেন, সময়ান্তরে তাঁহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তদীয় হৃদয়ে, নানারূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইতেছিল। কেন টেলর সাহেবের এইরূপ মতিভ্রম হইল; কেন তাঁহার হৃদয় সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল; এতদিন তিনি, যে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছিলেন, কেন সহসা দিগভ্রান্ত পান্থের ন্যায় সেই পথের পরিবর্ত্তে অন্য পথ তাঁহার অবলম্বনীয় হইল, তাহার নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কথিত আছে, দানাপুরের সিপাহীগণ অভিনব টোটার ব্যবহারে অসম্মত হইলে, টেলর সাহেব বাবু কুমার সিংহ ও ডোমরাওঁর মহারাজকে ডাকিয়া পাঠান। ইঁহারা উভয়ে উপস্থিত হইলে, কমিশনর সাহেব কুমার সিংহকে কহেন যে, যে কোনরূপে হউক, দানাপুরের সিপাহীদিগকে ঐ বিষয়ে সম্মত করাইতে হইবে। কুমার সিংহ উত্তর করেন যে, দানাপুরে যে সকল সিপাহী আছে, তাহাদের সকলে শাহাবাদের অধিবাসী নহে। শাহাবাদের লোকে তাঁহার কথা শুনিতে পারে, কিন্তু যাহারা ভিন্ন স্থানের অধিবাসী, তাহারা তদীয় বাক্যে কর্ণপাত করিবে না। কুমার সিংহ কমিশনরের সমক্ষে যথার্থ কথা বলিয়াছিলেন। শাহাবাদে তাঁহার প্রাধান্য

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 98.*
† *Ibid. p. 98.*

থাকিতে পারে ; তিনি কোন বিষয়ে অনুরোধ করিলে, শাহাবাদের লোকে, সেই অনুরোধরক্ষায় উদ্যত হইতে পারে ; কিন্তু শাহাবাদ ব্যতিরিক্ত অন্য স্থানের লোকে যে, তাঁহার অনুরোধ অনুসারে কার্য্য করিবে, তদ্বিষয়ে কুমার সিংহ কৃতনিশ্চয় ছিলেন না। সুতরাং কুমার সিংহ দানাপুরের সমগ্র সিপাহী-দলকে কমিশনরের কথামত কার্য্য করিতে অনুরোধ করা, সঙ্গত বলিয়া, মনে করেন নাই। যে স্থলে অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে কুমার সিংহের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন, প্রতিপত্তিশালী ও অভিমানী ব্যক্তি যে, অগ্রসর হইবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। কুমার সিংহ, এ বিষয়ে যথার্থবাদিতা দেখাইয়া আপনার সরলতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব বা প্রতিকূলাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা প্রতিকূলাচারী হইলে কমিশনরের সমক্ষে, সরলভাবে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু কমিশনর বোধ হয়, কুমার সিংহের এই যথার্থবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়েন নাই। তিনি কুমার সিংহকে স্বকীয় অনুরোধপালনে অসম্মত দেখিয়া, সন্দিগ্ধ হয়েন। এইরূপ সন্দেহ প্রযুক্তই বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হয়। তিনি এতদিন যাঁহাকে বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে অবিশ্বস্ত ও রাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুমার সিংহের উপর রাজপুরুষদিগের আর একটি বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কুমার সিংহ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক অসচ্ছলতা, তাঁহাকে একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বলবতী দুশ্চিন্তা, তদীয় মানসিক শান্তির উচ্ছেদসাধন করিতেছিল। শৃঙ্খলা ও সুশাসনের সময়ে, হয়ত, তাঁহাকে চিরদিন এইরূপ মর্ম্মপীড়ায় কাতর থাকিতে হইত। তিনি হয়ত ঋণপরিশোধে অসমর্থ হইতেন। কিন্তু রাজ্য অরাজক হইলে, তিনি স্বকীয় ক্ষমতায়, সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, উত্তমর্ণদিগকে দূরীভূত করিতে পারেন ; ঋণজাল বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন ; এইরূপে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সময়ে, তাঁহার সকল মনোরথই পূর্ণ হইতে পারে।*

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 100, note.*

ইহাতে রাজপুরুষদিগের ধারণা হইতে পারে যে, কুমার সিংহ বিপ্লবপ্রয়াসী। যেহেতু, বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইলে, তাঁহার সকল বিষয়েই সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এইরূপে নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, রাজপুরুষগণ কুমার সিংহের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে উদ্যত হয়েন। যখন ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন এই বর্ষীয়ান রাজপুতের বিরুদ্ধে অনেকে নানা কথা কহিতে থাকে। শাহাবাদে যাহারা, কুমার সিংহের প্রাধান্যের সঙ্কোচসাধনে যত্নশীল ছিল, তাহারা সুযোগ বুঝিয়া, এই সময়ে কুমার সিংহকে রাজভক্তিশূন্য ও উত্তেজিত সিপাহীদিগের সপক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কমিশনর টেলর সাহেব যদি পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বর্ষীয়ান ক্ষত্রিয় বীরের জীবনবৃত্ত রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। কিন্তু নানা কারণে কমিশনর সাহেব সন্দেহাকুল হইয়াছিলেন। এই সন্দেহ কোন ক্রমে অপসারিত হয় নাই। বয়োবৃদ্ধ, তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টও প্রসন্ন হইয়া উঠে নাই। গয়ার মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেব, কুমার সিংহের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন,—"দুই এক জনকে ফাঁসী দিলে, লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভাল হয়; কিন্তু যেখানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্ব্বদা ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইয়া থাকে। ইহার পর তিনি কুমার সিংহের বিষয়ে লিখেন,—"যদি কুমার সিংহের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর উপর সন্দেহ করা হয়, এবং তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। অপরেও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে পারে।" আবার মাজিষ্ট্রেট ওয়েক্ সাহেবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন *। কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেব এই সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই; এই সৎপরামর্শ অনুসারে বিশ্বস্ত, বৃদ্ধ বন্ধুকে আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের নিদর্শন দেখাইতেও উদ্যত হয়েন নাই। তিনি এক সময়ে, কুমার সিংহকে সদাশয় সুহৃদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এক সময়ে,

* *Martin Indian Empire. Vol. II. p. 400.*

বিশ্বস্তভাবে এই সুহৃদের প্রতি অপরিসীম প্রীতি দেখাইয়াছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি বন্ধুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পাটনায় আনিবার জন্য জগদীশপুরে এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই দূত কুমার সিংহের বিশ্বস্ত বন্ধু। ইঁহার নাম সৈয়দ আজিম উদ্দীন হুশেন। ইনি ডেপুটি কলেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কুমার সিংহ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে কমিশনরের নিদেশবার্ত্তা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। কথিত আছে, ইহার পূর্ব্বে, দানাপুরের সিপাহীদিগের সহিত কুমার সিংহের গোপনে পত্রাদি চলিতেছে, সন্দেহ করিয়া, আরার কলেক্টর সাহেব, কুমার সিংহের আরাস্থিত বাটীতে গিয়া, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অনুসন্ধানে কোন চিঠি-পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন-জ্ঞাপক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কুমার সিংহ এই সময়ে জগদীশপুরে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিসময়ে কলেক্টর সাহেব তদীয় আবাসগৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিপক্ষে প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, কুমার সিংহ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এখন মুসলমান ডেপুটি কলেক্টরের নিকটে, কমিশনর টেলর সাহেবের নিদেশবার্ত্তা শ্রবণে, তাঁহার বিরক্তির সহিত অপরিসীম দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। তিনি কমিশনর সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিলেন। যাহার সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ আছেন, টেলর সাহেব কি উদ্দেশ্যে, তাঁহাকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল। পাটনার মুসলমানসমাজের সম্মানিত মৌলবীদিগের অবরোধের কথা এখন তাঁহার স্মৃতিপটে সমুদিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, কমিশনর সাহেব, মৌলবীদিগের সহিত যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, এখন তাঁহার সহিতও সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সুতরাং সমাগত বন্ধুর সঙ্গে পাটনায় যাত্রা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। তিনি বন্ধুকে কহিলেন যে, তাঁহার শরীর এখন তাদৃশ সুস্থ নহে। শরীর সুস্থ হইলে, এবং ব্রাহ্মণেরা যাত্রার শুভ দিন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, তিনি পাটনায় যাইয়া, কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কুমার সিংহের এই কথায়, দূত যখন বিদায় লইয়া, পাল্কীতে আরোহণ করিতে যান, তখন কুমার সিংহ, তাঁহার সহিত দ্বারদেশের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। দূত পাল্কীতে উঠিয়া, কুমার সিংহকে কহিলেন,—

"আপনি, অসঙ্গত কর্ম্ম করিলেন। পাটনায় না যাওয়াতে, আপনার উপর কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ দৃঢ়তর হইবে। ইহাতে আপনার গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে।" কুমার সিংহ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনার সহিত আমার যে অকৃত্রিম সৌহৃদ্য আছে, সেই পবিত্র সৌহৃদ্য ও সনাতন ধর্ম্মের নামে, আপনি কি নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন যে, পাটনায় গেলে, আমার কোন অনিষ্ট হইবে না?" মুসলমান দূত, কুমার সিংহের এই শেষ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, জগদীশপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কুমার সিংহও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, বিষণ্ণভাবে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কুমার সিংহের শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু কুমার সিংহ কখনও রাজভক্তির অবমাননা করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া, যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তৎসমুদয়ে, তাঁহার রাজভক্তির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। কথিত আছে, গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে, কুমার সিংহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি পাটনায় যাইবেন না। যদি তাঁহাকে পাটনায় লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তিনি উহাতে বাধা দিবেন। কুমার সিংহের জমিদারীতে গোপনে যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণের জন্য কোনরূপ আয়োজন হইতেছে বলিয়া, জানা যায় নাই। কুমার সিংহের লোকে যে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়েও কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহা সকলের বিদিত ছিল যে, কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইলে তাঁহার লোকেও তদীয় পথানুসরণ করিবে। কিন্তু এই বিষয়ের অতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় নাই।* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আরার কারাগারে, মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে, হিন্দু কয়েদীগণ যখন নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন কুমার সিংহ তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে উদাসীন হয়েন নাই। ইহার পরে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, তাহাদের আক্রমণে যখন প্রতি নগরের ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তখন আরার কর্ত্তৃপক্ষ তত্রত্য ধনাগারের অর্থরাশির রক্ষার জন্য

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p, 400—401.*

চিন্তিত হয়েন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল; দানাপুরের সিপাহীগণ প্রতিমুহূর্ত্তে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং আরা হইতে বহু অর্থ পাটনায় প্রেরণ করা উপস্থিত সময়ে সুসাধ্য ছিল না। এই সঙ্কটকালে বাবু কুমার সিংহের প্রতি আরার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ যখন কোনরূপ গোলযোগে পড়িয়া, কুমার সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, কুমার সিংহ তখনই রাজপুরুষদিগের কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেন। এই সময়েও কুমার সিংহের ঐরূপ কার্য্যতৎপরতা অন্তর্হিত হইল না; ঐরূপ বিশ্বস্ততার বিলয় ঘটিল না, বা ঐরূপ রাজভক্তি কোন রূপে কলঙ্কিত হইল না। কুমার সিংহ আপনার অশ্বারোহী সৈনিক দ্বারা আরার ধনাগারের অর্থ পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। এই দুইটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কুমার সিংহ কখনও গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, তিনি কখনও কারাগারের কয়েদীদিগকে শান্তভাবে রাখিতে উদ্যত হইতেন না এবং আপনার লোক দ্বারা কোম্পানির ধনাগারের টাকা নির্ব্বিঘ্নে পাটনায় পাঠাইয়া দিতেন না। উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যদি তিনি বিনষ্টপ্রায় ভূসম্পত্তির উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইতেন এবং সমগ্র শাহাবাদ অশান্তিতে ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে কারারুদ্ধদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধি করিতে তৎপর হইতেন এবং আপনার বলবৃদ্ধির জন্য ধনাগারের অর্থ হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেন। ফলতঃ, কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী ছিলেন না। প্রথমে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। আরার মাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহার আরাস্থিত বাটীতে যাইয়া, কাগজপত্রের অনুসন্ধান করেন, তখনও তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পাটনার কমিশনর সাহেব যখন তাঁহার রাজভক্তিতে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে পাটনায় আনিবার জন্য, জগদীশপুরে মুসলমান ডেপুটি কলেক্টরকে পাঠাইয়া দেন, তখনও গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতাসাধনে তাঁহার যত্ন বা উদ্যম পরিদৃষ্ট হয় নাই। টেলর সাহেব পাটনার মৌলবীদিগকে অন্যায়রূপে অবরুদ্ধ করাতে, শাহাবাদের লোকে সাতিশয় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমতা বা প্রাধান্য ছিল, তিনিই প্রতিমুহূর্ত্তে

আপনাকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। কুমার সিংহ এইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়াতেই, সহসা পাটনা যাইতে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ অসম্মতিতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কমিশনর সাহেবের অমূলক সন্দেহে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের আবেগে ও অশান্তির আবির্ভাবে, তিনি শাহাবাদ বিপ্লবের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত করিতে চাহেন নাই।

সিপাহীগণ যখন ভ্রমে পড়িয়া, কোম্পানির রাজত্ব বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা স্বদেশের ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকে। বিহারে কুমার সিংহের অসামান্য প্রভুত্ব ছিল। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণে কেহই সাহসী হইত না। কুমার সিংহের প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকাতে উত্তেজিত সিপাহীগণ, তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য জগদীশপুরে লোক পাঠাইতে পারে, আগন্তুক লোকে কুমার সিংহকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য বিবিধ কৌশল বিস্তার করিতে পারে; কিন্তু কুমার সিংহ তাহাদের কৌশলজালে আবদ্ধ হয়েন নাই। তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রার্থনাপূরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। সুতরাং সিপাহীদিগের দূতগণ তাঁহার নিকটে কোনরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু কুমার সিংহ যে সকল পারিষদে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহারা সাতিশয় বিপ্লবপ্রয়াসী ছিলেন। ধীরতায় বা দূরদর্শিতায় তাঁহাদের প্রকৃতি উন্নত ছিল না। যাহাতে কুমার সিংহ উত্তেজিত সিপাহীদিগের উৎসাহদাতা হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। সিপাহীদিগের লোকে, তাঁহাদের নিকটে উৎসাহ পাইতে পারে। কিন্তু কুমার সিংহ তাঁহাদের কথায় বিচলিত হয়েন নাই। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ ধীরতাসহকারে গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, সেইরূপ ধীরতার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই।

কুমার সিংহের পারিষদবর্গের মধ্যে রণদলন সিংহ ও হরেকৃষ্ণ সিংহ প্রধান ছিলেন। এই দুই জন পারিষদ উপস্থিত সময়ে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। কুমার সিংহ যেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাতে তদীয় পারিষদদ্বয় যে, তাঁহাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিনায়ক করিতে যত্ন

করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। রণদলন সিংহ ও হরেকৃষ্ণ সিংহ যখন কুমার সিংহের মতিভ্রম জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তখন কুমার সিংহ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা দয়াল সিংহ ও অমর সিংহ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (দয়াল সিংহের পুত্র) রিপুভঞ্জন সি হের পরামর্শগ্রহণে উদাসীন থাকিতেন না। ইঁহারা পারিষদদ্বয়ের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে কুমার সিংহকে পরামর্শ দিতেন না। ইঁহাদের ধারণা ছিল যে, প্রবলপরাক্রম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে ইঁহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। ইঁহারা আপনাদের ধারণার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন নাই। পাটনার মৌলবীদিগের অবরোধের পর কমিশনর টেলর সাহেব যদি কুমার সিংহকে পাটনায় লইয়া যাইবার জন্য দূত না পাঠাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইত। মৌলবীদিগের অবরোধে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদিগের হৃদয় যে, নিরতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই চাঞ্চল্যের সময়ে মুসলমান-দূত কমিশনর সাহেবের নির্দেশবার্ত্তা লইয়া জগদীশপুরে উপস্থিত হয়েন। দূতের আগমনে রণদলন ও হরেকৃষ্ণের দুরভিসন্ধিসিদ্ধির সুযোগ ঘটে। ইঁহারা কুমার সিংহকে বুঝাইয়া দেন যে, কিশনর টেলর সাহেব যখন সন্দিগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তন পাটনায় গেলেই তাঁহাকেও মৌলবীদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। হয়ত, তাঁহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবে। কমিশনর সাহেবের অনুচিত সন্দেহপ্রযুক্ত কুমার সিংহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তির নীলামের সম্ভাবনা হওয়াতে, তদীয় মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। এইরূপ দুশ্চিন্তা ও অশান্তির সময়ে পারিষদদিগের কথা যেন দৈববাণীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল, তদনুরূপ দূরদর্শিতা ছিল না। তিনি এ সময়ে অবলম্বনীয় পথের অবধারণে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। এখনও উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। রণদলন ও হরেকৃষ্ণ তাঁহাকে যাহা কহিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছিল বটে, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রিপুভঞ্জন সিংহ এই সময়ে তাঁহাকে কহিলেন,—"কোম্পানি বাহাদুর দেশের বাদশাহ!

আমরা সামান্য ভূস্বামীমাত্র। আমাদের বন্দুক নাই, কামান নাই, সৈনিকবল নাই। আমরা কি করিয়া দেশাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? এরূপ অসংসাহসিকতার কার্য্য করিতে গেলে আমাদের নিঃসন্দেহ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। এরূপ অবস্থায় আপনার পাটনায় যাওয়াই সঙ্গত।” ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় কুমার সিংহ আস্থা প্রকাশ করিলেন না। তিনি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় অশান্তিময় হইয়াছিল; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরামর্শ এই অশান্তির উচ্ছেদপূর্ব্বক তদীয় হৃদয় প্রসন্ন করিতে পারিল না। বরং কুমার সিংহ ঐ কথায় অধিকতর কাতর হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার পৌত্রও বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁহার অভাবে তদীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরাই সম্পত্তির অধিকারী হইবে। রিপুভঞ্জন সম্পত্তিলাভের আশায় তাঁহাকে বিপন্ন করিতে চাহিতেছেন। তিনি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলে কমিশনর টেলর সাহেব তাঁহাকে পাটনায় ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাকে সেই স্থানে অবরুদ্ধভাবে থাকিতে হইবে, হয়ত, ফাঁসিকাষ্ঠে অথবা বন্দুকের গুলি বা অসির আঘাতে তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। কুমার সিংহের হৃদয় প্রসন্ন হইল না। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাকে একান্ত অবসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি রণদলন ও হরেকৃষ্ণের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। কথিত আছে, বিহারের এক জন সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিপন্ন ভূস্বামী তাঁহাকে গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে অমর সিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত থাকিতে কহেন। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পরামর্শ তাঁহার নিকটে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় নাই। মানুষ যখন সহসা ভয়াবহ, অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া, আপনার জীবন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তখন সৎপরামর্শ তাঁহার সমক্ষে অসঙ্গত অর্থ প্রকাশ করে। চারি দিকে বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হওয়াতে, সে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বধ্বংসের করাল ছায়া দেখিতে থাকে। উপস্থিত সময়ে কুমার সিংহের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। বিহারের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের কার্য্যে তিনি এরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অপরে সদুদ্দেশ্যে কোন কথা বলিলেও, তিনি উহার অন্যরূপ অর্থ করিয়া, সর্ব্বনাশের বিভীষিকায় বিচলিত হইতেন। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ সিংহ যখন তাঁহাকে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হরেকৃষ্ণ দানাপুরের সিপাহী-

দিগের সঙ্কল্প জানিবার জন্য তথায় প্রেরিত হইলেন। শাহাবাদে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের বীজ উপ্ত হইল।

কুমার সিংহ কেবল দানাপুরস্থিত সিপাহীদিগের মনের ভাব জানিবার জন্যই হরেকৃষ্ণকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত না হইলে যে, তাঁহার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষিত হইবে না, হরেকৃষ্ণ ও রণদলন তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনিও ঐ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসস্থাপন করিলেও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে তখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তখনও তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের অধিনায়ক হইয়া, যুদ্ধে উদ্যত হয়েন নাই। তাঁহার হৃদয় স্থির ছিল না; তাঁহার কার্য্যপ্রণালী অবধারিত ছিল না। তিনি উপস্থিত সময়ে কি করিবেন, বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন কূটবুদ্ধি হরেকৃষ্ণ দানাপুরে যাত্রা করেন। দানাপুরে উপস্থিত হইয়া, হরেকৃষ্ণ কুমার সিংহের অভিমত অনুসারে কার্য্য করেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কুমারসিংহের সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীদিগের সপক্ষতা করিতে তখনও তাঁহার একাগ্রতা দেখা যায় নাই। এরূপ স্থলে কেবল দানাপুরের সিপাহীদিগের মনের ভাব জানিয়া, জগদীশপুরে গেলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। যদি তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সঙ্গে লইয়া আরায় যাইতে পারেন, তাহা হইলে কুমার সিংহকে বাধ্য হইয়া,তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। চতুর হরেকৃষ্ণ ইহা ভাবিয়া, কুমার সিংহের আদেশানুসারে কার্য্য করিলেন না। কুমার সিংহ তাঁহাকে সিপাহীদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য দানাপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সিপাহীদিগকে একেবারে আরায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও দুষ্টবুদ্ধি হরেকৃষ্ণের সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ বিঘ্ন হইল না। দানাপুরের সিপাহীগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনার সময়ে তাহাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। তাহারা যখন হরেকৃষ্ণের মুখে শুনিল যে, বাবু কুমার সিংহ তাহাদের পরিচালক ও উৎসাহদাতা হইতে চাহিতেছেন, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া আহ্লাদ ও উৎসাহের সহিত আরার অভিমুখে

ধাবিত হইল। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসপ্রণেতা কর্ণেল মালিসন্ লিখিয়াছেন যে, কুমার সিংহের ভৃত্যগণ শোণনদ পার হইবার জন্য নৌকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সিপাহীদিগের অধিকাংশ ২৬শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ঐ সকল নৌকায় অপর তটে উপনীত হয়। এই সময়ে কুমার সিংহ স্বয়ং ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে এই স্থির হয় যে, সিপাহীগণ আরায় উপস্থিত হইবে, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগকে নিহত করিবে এবং ধনাগারের অর্থ লুঠিয়া লইবে।* ইতিহাসলেখকের এই উক্তি বোধ হয়, প্রকৃত ঘটনা অনুসারে তাদৃশ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কুমার সিংহ আপনার ভৃত্যদিগকে দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহীদিগের জন্য নৌকা সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়া দেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার পরামর্শে কোনরূপ কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হয় নাই। তাঁহার উৎসাহবাক্যে সিপাহীগণ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। তাঁহার যত্নশীলতায় তাহারা কোম্পানির রাজত্বের ধ্বংসসাধনে একাগ্রচিত্ত হয় নাই। তিনি আরার ধনাগারবিলুণ্ঠন বা ইউরোপীয়দিগের নিধনের প্রস্তাব করেন নাই। এই সময়ে তিনি স্বয়ং জগদীশপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কুচক্রী কর্ম্মচারীর চক্রান্তে সিপাহীগণ আরায় যাত্রা করিয়াছিল। কুমার সিংহ এই বিষয়ের সংস্রবে ছিলেন না। তিনি এখনও দোলায়মানচিত্ত ছিলেন, এখনও জগদীশপুরে থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, পরিতপ্ত হইতেছিলেন। ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে এখনও তাঁহার উদ্যমের কোনরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। এখনও তিনি শাহাবাদের শান্তিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়েন নাই।

দানাপুরের সিপাহীগণ হরেকৃষ্ণের সঙ্গে আরাতে উপনীত হইল। হরেকৃষ্ণ কুমার সিংহের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, দানাপুরের সিপাহীগণ আরায় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যদি অবিলম্বে তাহাদের নিকটে সমাগত না হয়েন, তাহা হইলে তাহারা জগদীশপুরে যাইয়া, তাঁহার আবাসবাটী বিলুণ্ঠন এবং তাঁহার সাতিশয় অপমান করিবে। তিনি আরায় উপস্থিত হইলে সিপাহীগণ তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবে, এবং তাঁহার আদে-

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 79.*

শানুসারে সর্ব্বদা সমস্ত কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এই সংবাদ পাইয়া, কুমার সিংহ চমকিত হইলেন। দানাপুরের সিপাহীগণ যে, আরায় আসিবে. ইহা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। হরেকৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে দানাপুরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য হইল না দেখিয়া, তিনি বিরক্ত হইলেন। কিন্তু এখন বিরক্তিপ্রকাশের সময় ছিল না। নানারূপ গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, কুমার সিংহ অগত্যা আরায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সিপাহীগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহীদিগের সর্দ্দারগণ কুমার সিংহকে আনিবার জন্য তদীয় আবাসগৃহে গমন করিল। কুমার সিংহ অশ্বারোহণে তাহাদের সঙ্গে আবাসগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, সিপাহীগণ ঐ প্রান্তরে দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কাওয়াজের নিয়মানুসারে অভিবাদন করিল। কুমার সিংহ এইরূপে তাহাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানারূপ চক্রান্তে, নানারূপ দুশ্চিন্তায়, তিনি অগত্যা জীবনের শেষ অবস্থায় প্রবলপরাক্রম ব্রিটিশ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুজ উপায়ান্তর না দেখিয়া, জ্যেষ্ঠের সহকারী হইলেন। আরার ইংরেজেরা যে গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অতঃপর সেই গৃহ অবরোধ করিবার আয়োজন হইল।

ইংরেজদিগের এই আশ্রয়গৃহ একটি ছোট দোতলা বাড়ী। উহার চারিদিকেই খোলা বারেন্দা। আরার নিকটে যাহারা রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারের নাম বিকার্স বয়েল। আরায় বিকার্স বয়েলের দুইটি বাড়ী ছিল। উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দোতলা বাড়ীটী ছোট। উহা সর্ব্বপ্রথম বিলিয়ার্ড খেলার জন্য নির্ম্মিত হয়। এই ক্রীড়াগৃহ এখন ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার দুর্গস্বরূপ হইল। সমুদয় ইংরেজ এই ক্ষুদ্র দুর্গে সমবেত হইলেন। আরার ধনাগার রক্ষার জন্য পঞ্চাশ জন শিখসৈন্য ছিল। তাহারা দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়া, ইংরেজদিগের জীবনরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ২৭শে জুলাই দানাপুরের উত্তেজিত সিপাহীগণ বিপ্লবের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদীদিগের বিমুক্তিসাধন করিল। আদালতের কাগজপত্রও নষ্ট হইল। কিন্তু কেহ কলেক্টরির কোন কাগজ নষ্ট করিল না। কলেক্টরির কাগজ নষ্ট হইলে, সাধারণের জমীজমার স্বত্বনির্দ্ধারণ পক্ষে গোলযোগ হইবে

ভাবিয়া, কুমার সিংহ উহা বিনষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। এ দিকে সিপাহীগণ ইংরেজদিগের আশ্রয়দুর্গ অবরুদ্ধ করিল। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন না, দেওয়ানি বিভাগের কর্ম্মচারীরাই এখন সৈনিকব্রত অবলম্বন করিলেন। আবার মাজিষ্ট্রেট ওয়েক্ সাহেব শিখদিগের অধিনায়ক হইলেন। বিকার্স্‌বয়েল যুদ্ধের উপকরণসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। ইঁহাদের সাহস অন্তর্হিত হইল না; পরাক্রম সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল না; উৎসাহ ও উদ্যম ক্ষীণভাবের পরিচয় দিল না। বহুসংখ্য সিপাহীর আক্রমণে ইঁহাদের শক্তি যেরূপ পরিস্ফুট হইল, অধ্যবসায়ও সেইরূপ প্রবল হইয়া উঠিল। ইঁহারা বড় বড় থলিয়া বালি ও মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া, গৃহের নিম্নদেশে, দোতলার বারেন্দায় এবং ছাদের উপরে প্রাচীরের ন্যায় সাজাইয়া রাখিলেন। বিকার্স্‌বয়েল দানাপুরের সিপাহীদিগের আগমন-সংবাদ পাইয়া, ঐ গৃহে আটা, বিস্কুট, মদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম দুর্গবাসীদিগের খাদ্যাভাবজনিত কোন কষ্ট হইল না। বিকার্স্‌বয়েল কেবল খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের প্রায় ১০০ হাত অন্তরে একটী বড় বাড়ী ছিল। ঐ বড় বাড়ীর যে প্রাচীর তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে ছিল, তিনি উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেহেতু আক্রমণকারী সিপাহীগণ ঐ প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত। ইংরেজেরা এইরূপে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। সিপাহীগণ তাঁহাদের ন্যায় সাহস ও উদ্যম দেখাইতে পারে নাই। তাহাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির ছিল না। যে বর্ষীয়ান্ পুরুষ ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া, তাহাদের অধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনিও এ সময়ে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্টসাধন করেন নাই। তিনি যেমন রাজপুরুষদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতেন, রাজপুরুষগণও সেইরূপ তাঁহার উপকারসাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রথম "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই বাক্য সার্থক করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই। স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে লিপ্ত হইলেও, প্রথমে

মানুষের তন্ময়তা থাকে না। উপস্থিত সময়ে কুমার সিংহের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কুমার সিংহ সমরকুশল হইলেও, ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে তন্ময়-ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিয়তি তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল, তিনি সেই পথে থাকিয়া, প্রথমে একরূপ উদাসীনভাবেরই পরিচয় দিতেছিলেন। আরায় ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে যে, তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই, এইরূপ ঔদাস্ত-সহকৃত অতৃপ্তি ও অদৃষ্ট-পরতন্ত্রতাই তাহার একটি প্রধান কারণ। অধিকন্তু কুমার সিংহের যুদ্ধোপকরণ ভাল ছিল না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না থাকাতে, তিনি গোলাগুলি, বন্দুক কামান ইত্যাদি সংগ্রহ করেন নাই। তিনি যে সময়ে বাধ্য হইয়া, ইংরেজদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন, সে সময়ে সামান্ত অস্ত্রাদি তাঁহার সম্বল ছিল। উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির অভাবপ্রযুক্ত কুমার সিংহ প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে যুদ্ধ করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। দানাপুর হইতে বহুসংখ্য সিপাহীর সমাগম হইয়াছিল। কুমার সিংহের অনেক অনুচরও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে বিকার্সবয়েলের গৃহে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় ১৬ জন মাত্র ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চাশ জন মাত্র শিখ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। সিপাহীদিগের উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতা থাকিলে নিঃসন্দেহ এই স্বল্পসংখ্যক দুর্গবাসীর অবস্থান্তর ঘটিত। কিন্তু সিপাহীগণ বীরোচিত পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হয় নাই। কুমার সিংহও প্রথমে বীরধর্ম্মানুসারে একাগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজেরা আপনাদের আশ্রয়গৃহে যে সকল বালিপূর্ণ থলি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অন্তরালে থাকিয়া উভয় থলির ফাঁক দিয়া, সিপাহীদিগের প্রতি বন্দুক ছুড়িতেন। সিপাহীগণ ঐ গৃহের নিকটে যে বড় বাড়ী ছিল, তথায় থাকিয়া গুলিবৃষ্টি করিত। কিন্তু তাহাদের গুলিতে ইংরেজপক্ষের তাদৃশ ক্ষতি হয় নাই। এদিকে ইংরেজপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলি অধিকতর কার্য্যকর হইতেছিল। সিপাহীগণ ইংরেজদিগের আশ্রয়গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার সঙ্কল্প করিল। এই সঙ্কল্প অনুসারে তাহারা ঘরের চাল ও খড়ের গাদা গৃহের সম্মুখে একত্র করিয়া, উহাতে আগুন দিল। কিন্তু পবন ইংরেজদিগের অনুকূল থাকাতে দুর্গে আগুন লাগিল না। প্রথম উপায় বিফল হওয়াতে, সিপাহীগণ কয়েক বস্তা

লঙ্কা আনিয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়গৃহের সম্মুখে স্তূপাকার করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, অগ্নিসংযোগে লঙ্কাস্তূপ দগ্ধ হইলে, উহার তীব্রতর গন্ধে ইংরেজেরা স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনা আপনি গৃহ হইতে বাহির হইবে। বায়ু অনুকূল হওয়াতে লঙ্কার তীব্র গন্ধ অন্য দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজেরা নিরুপদ্রব হইলেন। সিপাহীগণ ইংরেজদিগের অশ্ব নিহত করিয়া, দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখে রাখিল। কিন্তু অনুকূল বায়ুতে ঐ সকল মৃত জীবের দেহনিঃসৃত উৎকট গন্ধও দুর্গে প্রবেশ করিল না। সিপাহীদিগের উৎকৃষ্ট কামান ছিল না। কুমার সিংহের দুইটি কামান মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। উহা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইল। কিন্তু গোলা বারুদ ইত্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল না। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্র দীর্ঘকালের পর ভূগর্ভের অন্ধকারময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া, আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হইলেও, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে স্বকীয় প্রভাবের পরিচয় দিতে পারিল না। আক্রমণকারিগণ এইরূপে অকৃতকার্য্য হইল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ পরিবারবদ্ধ হইয়া, সৌভাগ্য ও শান্তির সময়ে যে সকল বিলাসদ্রব্যে আমোদ উপভোগ করিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য আক্রমণকারীদিগের অস্ত্রশস্ত্র হইল। তাহারা বিকার্সবয়েলের অন্য একটি গৃহ অধিকার করিয়া, উহাতে যে সকল দ্রব্য পাইল, তৎসমুদয়, গোলার অভাবে, কামানে পূরিতে লাগিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আপনার পত্নীর বেহালার ভগ্নাংশ এবং গৃহস্থিত চেয়ার প্রভৃতির খণ্ড আপনাদের সম্মুখে পতিত হইতে দেখিয়া, বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদের গভীর উদ্বেগ জন্মিল। প্রকৃতির সাহায্যে তাঁহারা অনেক বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে তাঁহাদের অনিষ্ট ঘটে নাই। দভূগ্ধীত লঙ্কাস্তূপের ধূমরাশিতেও তাঁহারা রুদ্ধশ্বাস হয়েন নাই। নিহত অশ্বের উৎকট দুর্গন্ধেও তাঁহাদিগকে আশ্রয়গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। এই সকল বিপত্তিতে প্রকৃতি সদয় হইয়া, তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সময়ের পরাক্রম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সময় যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের কষ্টবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদিসংগ্রহের উপায় ছিল না। এদিকে সিপাহীগণ নিরন্তর তাঁহাদের প্রতি গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাঁহাদিগকে

বিপদাপন্ন করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতেছিল। তাঁহারা সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকটে আপনাদের বিমুক্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন। এই রূপ অবস্থায় তাঁহারা একদা গভীর নিশীথে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য সৈনিকগণ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম হইল না। বন্দুকের শব্দ ক্রমে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল। দূরে যে সকল আম্রবৃক্ষ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল, তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইল। দূরবর্ত্তী আম্রকাননের ন্যায় অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের হৃদয়ও মুহূর্ত্তমাত্র প্রসন্ন হইয়া, পূর্ব্ববৎ বিষাদকালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

দূরবর্ত্তী আম্রকানন কি জন্য সহসা আলোকিত হইয়াছিল, কি জন্য বারংবার বন্দুকের শব্দ হইতেছিল, তাহা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার দানাপুরের ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। উত্তেজিত সিপাহীগণ দানাপুর হইতে যাত্রা করিলে, তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের গতিরোধের জন্য সবিশেষ চেষ্টা হয় নাই। সেনাপতি বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত ছিলেন। বয়সের আধিক্যে ও রোগের পরাক্রমে তাঁহার সামর্থ্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না। পাছে, সিপাহীরা পাটনা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় দানাপুরের সেনাপতি ৫০০ শত মাত্র সৈন্য ও চারিটী কামান রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈনিকদিগকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার রক্ষণীয় সৈনিকনিবাসে অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ ছিল না; সুতরাং তিনি পদাতি দ্বারা আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সিপাহীগণ যদি আরার অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শোণ পার হইতে হইবে। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষ শোণের নৌকাগুলি ডুবাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন। রেলওয়ের এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর প্রতি এই কার্য্যের ভার সমর্পিত হয়। কিন্তু এই কর্ম্মচারী সিপাহীদিগকে উপস্থিত দেখিয়া, আপনার কর্ম্মসম্পাদনের পূর্ব্বে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। ২৬শে জুলাই, একখানি ছোট জাহাজে কতিপয় সৈনিক পুরুষকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বেশী জল না থাকাতে জাহাজ অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আইসে।

সিপাহীদিগের গতিরোধের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই চেষ্টাও সফল হয় নাই। ২৭শে জুলাই ৩৭গণিত দলের কতকগুলি ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষকে একখানি জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল যে, সৈনিকদল নির্দ্দিষ্ট স্থলে জাহাজ হইতে নামিবে। এই স্থান আরার ৯ মাইল দূরবর্ত্তী। তাহারা এই ৯ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক আরায় উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য অবরুদ্ধ ইংরেজদিগকে বিমুক্ত করিয়া আনিবে। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইল না। জাহাজ কিছু দূর গিয়া, চড়ায় আবদ্ধ হইল। সেনাপতি জাহাজের সৈনিকদিগকে ফিরিয়া আনিতে চাহিলেন। কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি আর একখানি জাহাজে আরও কতক-গুলি সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই জাহাজ চড়ায় আবদ্ধ জাহাজের উদ্ধার করিবে। উভয় জাহাজের সৈন্য একত্র হইয়া, আরার উদ্ধারের জন্য যাইবে। ঘটনাক্রমে আর এক খানি জাহাজ দানাপুরে উপস্থিত হইল। উহা এলাহাবাদ হইতে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পলাতক লইয়া, কলিকাতায় যাইতেছিল। এই জাহাজে আরার উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা সিদ্ধান্ত হইল। জাহাজ যাত্রিগণে পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদিগকে না সরাইলে সৈনিকদিগের সমাবেশ হইত না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে নিরস্ত হইলেন না। দানাপুরের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের গির্জ্জাঘর পান্থনিবাসে পরিণত হইল। যাবৎ সৈনিকগণ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদন করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাবৎ কর্ত্তৃপক্ষ জাহাজের যাত্রীদিগকে এই স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপে ২৯শে জুলাই প্রাতঃকালে আবার সৈনিকদল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু ১০গণিত ইউরোপীয় পদাতিদলের ২৫০ শত সৈনিকপুরুষ যখন সজ্জিত হইয়া, নদীতটে উপনীত হইল, তখন জাহাজের পরিচালক কাপ্তেন, একবারে বহুসংখ্যক লোকের সহিত দুই খানি ফ্ল্যাট চালাইতে অসম্মত হইলেন। যেহেতু, যে জাহাজ চড়ায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ৩৭ গণিত দলের সৈনিকগণে পরিপূর্ণ ছিল। একবারে এত যাত্রীর সহিত দুইখানিকে টানিয়া লইতে উপস্থিত জাহাজের সামর্থ্য ছিল না। পক্ষান্তরে জাহাজের যাত্রিগণ উষাকালের সুষুপ্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কাপ্তেন এই সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিলেন না। কমিশনর টেলর সাহেব

ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাত্রীদিগকে উঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। অনেক গোলযোগের পর সৈনিকদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জাহাজ বহুসংখ্য আরোহীতে পরিপূর্ণ দুইখানি ফ্ল্যাট লইয়া যাইতে সমর্থ ছিল না। সুতরাং ১০গণিত দলের ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ আপনাদের আবাসগৃহে ফিরিয়া গেল, অপর অর্দ্ধাংশ জাহাজে আরোহণ করিল। সর্ব্ব প্রথম কর্ণেল ফেন্‌উইক্ সৈনিকদলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাইতে অসম্মত হওয়াতে, কাপ্তেন ডান্‌বার নামক একজন সৈনিক পুরুষের উপর পরিচালনভার সমর্পিত হইল। দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি কাপ্তেন ডান্‌বারের যোগ্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাপ্তেন ডান্‌বারের যোগ্যতার বিষয় বোধ হয়, কর্ণেল ফেন্‌উইকের বিদিত ছিল না।* একজন অযোগ্য পরিচালক নিয়তির অবশ্যম্ভাবী বিধানের বশবর্ত্তী হইবার জন্যই, কুক্ষণে দানাপুর হইতে যাত্রা করিলেন।

জাহাজ বেলা ৯॥০ টার সময় তটবর্ত্তী ইউরোপীয়দিগের জয়ধ্বনির মধ্যে দানাপুর হইতে যাত্রা করিল। পাটনার কমিশনরের সহকারী মাঙ্গল্‌স সাহেব এবং ছাপরার মাজিষ্ট্রেট মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ সাহেব আরাযাত্রী সৈনিকদিগের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের অভ্যস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, উপস্থিত সময়ে সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে কাতর হয়েন নাই। যাহা হউক, জাহাজে কোন বিষয়ের শৃঙ্খলা ছিল না। নিয়তির অখণ্ডনীয় বিধিতে যাহারা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বসংহারক কালের সম্মুখে উপনীত হয়, তাহাদের মধ্যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল বিষয়েই গোলযোগ ঘটিতে থাকে। কাপ্তেন ডান্‌বারের অধীন সৈনিকদল জাহাজে উঠিয়া, নানা গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জাহাজে উঠিয়াছিল, ক্ষুধার্ত্তভাবেই জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জাহাজে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল না, কিন্তু নানা গোলযোগে তৎসমুদয় সৈনিকদিগের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। বেলা দুই প্রহরের পর আবদ্ধ জাহাজের উদ্ধার হইল। জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে, সমস্ত সৈন্য জাহাজ ছাড়িয়া, নৌকায় উঠিল। যেহেতু, ঐ স্থান হইতে আরার সন্নিকট-

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 403.*

বর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইতে হইলে, একটি খাল দিয়া যাইতে হইত। নৌকাগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইল। এই স্থান হইতে আরা কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ছিল। এদিকে সৈনিকগণ অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা কাতরভাবে অপরাহ্ণ ৭ টার সময়ে নৌকা পরিত্যাগ করিয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই সময়ে চন্দ্রালোকে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। কাপ্তেন ডান্‌বার এই আলোকের সাহায্যে, পথপ্রদর্শকের নির্দ্দিষ্ট পথে সৈনিকদলের সহিত আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া, তিনি একটি সেতুর নিকটে উপনীত হইলেন। সৈনিকগণ এই স্থানে বিশ্রাম করিতে চাহিল এবং ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত অধিনায়কের নিকটে কিছু বিস্কুট ও মদ্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ডান্‌বার তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই রাত্রিতেই আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত সৈনিকগণ রাত্রি ১১টার সময়ে আবার চলিতে লাগিল। ঐ সময়ে চন্দ্র অস্তমিত হইতেছিল। রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে অন্ধকারে চারি দিক আচ্ছন্ন হইল। কাপ্তেন ডান্‌বার, বিপক্ষ সিপাহীদিগের উপস্থিতিসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, সৈনিকদলের সহিত এই অন্ধকারের মধ্যে আরার দিকে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা আরার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় পথের পার্শ্বস্থিত অন্ধকারময়, নিবিড় আম্রকানন যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল; সহসা গভীর নিশীথে অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে গুলির উপর গুলি আসিয়া, ডান্‌বারের সৈনিকদলের উপর পড়িতে লাগিল। প্রথমেই গুলির আঘাতে অধিনায়কের পতন হইল। সৈনিকদলের পরিচালনায়, কাপ্তেন ডানবারের যদি বিবেচনার ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি এই ত্রুটির সমুচিত ফল ভোগ করিয়াছেন। প্রথমবারের গুলিতে বিদ্ধ হইবার পর, আর তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই।

রণক্ষেত্রে অধিনায়কের পতন হইল। অন্ধকারের মধ্যে গুলির পর গুলি আসিয়া, সৈনিকদলের পুরোভাগে, দক্ষিণপার্শ্বে ও বামপার্শ্বে পতিত হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগের অনেকে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে সমগ্র সৈনিকদল একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহারা গভীর অন্ধকারপ্রযুক্ত বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। অধিকন্তু নিবিড় আম্রকানন লক্ষ্যনির্দ্দেশে, তাহাদের

প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে তাহাদের শ্বেতবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদ এ বিষয়ে আক্রমণকারীরা সিপাহীদিগের যথোচিত সাহায্য করিতে লাগিল। তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আত্মগোপনে ইচ্ছা করিল কিছুক্ষণ পরে ভেরী ধ্বনিতে একত্র হইয়া, তাহারা আম্রবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্যক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রের পার্শ্বে জলশূন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত একটি খাদ ছিল। হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ এই খাদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহারা ঐ আশ্রয়স্থানে একবারে নিরাপদ হইল না। অস্ত্রাদির শব্দে সিপাহীগণ ঐ স্থান ঠিক করিয়া লইল, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে কেহ কেহ ঐ আশ্রয়স্থানে থাকিয়া, গুলির আঘাতে দেহ-ত্যাগ করিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। আরা তাহাদের অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে ছিল। পক্ষান্তরে তাহারা যে জাহাজে আসিয়াছিল, উহাতে পঁহুছিতে হইলে, তাহাদিগকে বার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইত। খাল থাকাতে নৌকা ভিন্ন যাইবার সুবিধা ছিল না। কাপ্তেন ডান্‌বারের পরিশ্রান্ত সৈনিকগণ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা আরায় না গিয়া, পুনর্ব্বার জাহাজে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এই উদ্যমে তাহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। সিপাহীরা চারি দিক হইতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল; ঘরের চাল, মৃন্ময় প্রাচীর, ঝোপ, বাগান, খাদ প্রভৃতি সমুদয় স্থান হইতে গুলি আসিয়া, তাহাদের সংখ্যা অল্পতর করিতে লাগিল। তাহারা খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই যেন তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যে, দুর্দ্দান্ত সিপাহীগণ সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। তাহারা আক্রমণকারীদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিল না; যেহেতু সিপাহীগণ ঝোপ প্রভৃতির অন্তরালে থাকিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা কেবল, যে স্থানে সিপাহীদিগের বন্দুক হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে ফলোদয় হইল না। সকল বিষয়েই তাহাদের যার পর নাই অসুবিধা ঘটিতেছিল। তাহাদের আহত ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলি ছিল না। তাহাদের শুশ্রূষার জন্য চিকিৎসক বা অন্য লোক ছিল না। তাহাদের বিপক্ষগণ দৃষ্টিপথবর্ত্তী ছিল না। এক জন মাত্র চিকিৎসক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আহত হওয়াতে,

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে, কেবল একটি-মাত্র বিষয়ে তাহাদের সুবিধা ঘটিয়াছিল। তাহাদের সহযোগিগণ গুলির আঘাতে যেমন একে একে পথের পার্শ্বে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেছিল, সেইরূপ আক্রমণকারীদিগের গুলি বারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়া উঠিতেছিল। যদি এই উপকরণের অভাব না ঘটিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাদের এক জনও প্রাণ লইয়া, পলায়ন করিতে পারিত না।

এইরূপ শোচনীয়ভাবে তাড়িত হইয়া, অবশিষ্ট ইংরেজসৈন্য খালের তীরে উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে পূর্ব্বের নৌকাগুলি ছিল। পল্লী-বাসীরাও দয়াধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু পলায়িত ও বিতাড়িত সৈনিকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রহিল না। প্রায় সকলেই আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। সেনানায়কদিগের কোন কথায় কিছুমাত্র ফল হইল না। এ সময়েও সিপাহীগণ পলায়িতদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। নৌকা সকল ভস্মীভূত বা নিমজ্জিত করিতেও তাহাদের উদ্যমশীলতা পরিস্ফুট হইতেছিল। তাহাদের উদ্যম এক-বারে নিষ্ফল হয় নাই। তাহারা দুই খানি নৌকা ডুবাইয়া দিল। এক খানিতে অগ্নি দিয়া, ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। এদিকে পলায়িতগণ আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সকলেই আপনাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিল; দেহ হইতে পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া ফেলিল, এবং উন্মত্ত-ভাবে নৌকায় উঠিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে হতভাগ্য-দিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। কেহ কেহ সিপাহীদিগের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল। কেহ কেহ জলে নিমজ্জিত হইল। কেহ কেহ বা নৌকার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে একটি সৈনিকপুরুষ যে নৌকায় আরোহণ করে, উহা অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, আরোহিগণ জলে ঝাঁপ দেয়। উক্ত সৈনিকপুরুষও ইহাদের সঙ্গে জলে লাফাইয়া পড়ে। এমন সময়ে, ইহার গলদেশে গুলি প্রবিষ্ট হয়। সৈনিকপুরুষও তন্মুহূর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরক্ষণে আবার সে জলের উপরে মাথা তুলিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগ করে, এবং উচ্চৈঃস্বরে সহযোগীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক "বিদায়" "বিদায়" বলিয়া, জলমগ্ন হয়। এই সৈনিকযুবক আর তাহার সহযোগিবর্গের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

যাহারা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া, খালের অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল, তাহাদের আশঙ্কা থাকিল না। তাহারা অভাবনীয়, ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, নিরতিশয় কাতরভাবে জাহাজে উপস্থিত হইল। জাহাজ এই সকল শোচনীয় দশাগ্রস্ত সৈনিকদিগকে লইয়া, দানাপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। উহা যখন দানাপুরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তত্রত্য ইউরোপীয়গণ আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, উৎফুল্লভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি-যোজনা করিয়া রহিল। কিন্তু জাহাজের কেহই কোনরূপ আনন্দধ্বনি করিল না। কেহই কোনরূপ উল্লাসের চিহ্ন দেখাইল না। তটবর্ত্তী ইউরোপীয়দিগের ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তাহাদের উৎফুল্লভাব প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহারা নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে ও নিস্তব্ধভাবে জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিল। জাহাজ ধীরে ধীরে চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এক দিন পূর্ব্বে যাহারা সুস্থদেহ ছিল, যৌবনোচিত সাহস ও তেজস্বিতার নিদর্শন, যাহাদের মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হইতেছিল, তাহাদের দুরবস্থার একশেষ ঘটিয়াছিল। চারিশত সুস্থদেহ স্ফূর্ত্তিযুক্ত পুরুষ দানাপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ইহাদের অর্দ্ধাংশ আবার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গতাসু হইয়া, কুক্কুর, শৃগাল, শকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য হয়। অপর অর্দ্ধাংশের ৫০ জন মাত্র অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দানাপুরের ইউরোপীয়গণ এতক্ষণ জাহাজের আরোহীদিগের নিস্তব্ধতা দেখিয়া ঔৎসুক্যসহকারে পরস্পরের নিকটে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিল। জাহাজ যখন নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, উহা ভয়াবহ মৃত্যু ও অভাবনীয় বিপত্তিকালের নিস্তব্ধতা। এখন প্রফুল্লতার পরিবর্ত্তে গভীর বিষাদের আবির্ভাবে তটবর্ত্তী ইউরোপীয়দিগের ভাবান্তর ঘটিল। মহিলাগণ গভীর শোকে অধৈর্য্য হইয়া আপনাদের বক্ষোদেশে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ কেশগুচ্ছ উৎপাটন করিতে করিতে, এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কর্ত্তার প্রতি সমুচিত শাস্তিবিধানের জন্য, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পুরুষেরা গভীর শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সেনাপতি লয়েড্ এই বিষয়ের জন্য দায়ী ছিলেন না। কিন্তু দানাপুরের ইউরোপীয়গণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা সেনাপতিকে সম্মুখে পাইলে তাঁহার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত।

যাহারা আরার উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের অবস্থান্তর ঘটে। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ আপনাদের শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সমুচিত সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারিগণও এ সময়ে বীরবেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে, রণনিপুণ সৈনিকদিগের পার্শ্বে, ইঁহারা আপনাদের যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ফলতঃ, পূর্ব্বতন সিবিল কর্ম্মচারিগণ সামরিক কার্য্যে অনভ্যস্ত ছিলেন না। মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকাতে, ইঁহারা যেরূপ অশ্বারোহণে নৈপুণ্য লাভ করিতেন, অস্ত্রপরিগ্রহেও সেইরূপ সুদক্ষ হইতেন। বন্য বরাহ, শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদকুলের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, ইহারা সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতেন। এই সকল গুণ অনেক সময়ে ইঁহাদিগকে সমরক্ষেত্রে, রণনিপুণ যোদ্ধা অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মপটু করিয়া তুলিত। যখন চার্লস মেটকাফ্ ভরতপুর আক্রমণে সৈনিকদলের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যখন মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন আসাই যুদ্ধক্ষেত্রে স্যার আর্থর ওয়েলেসলির পার্শ্বভাগে ছিলেন, তখন সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বীরত্ব অপ্রকাশিত ছিল না। ১৮৫৭ অব্দেও এই বীরত্বের অবসান হয় নাই। উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিকাশ পাইয়াছিল। লেখনীর ন্যায় তরবারি ও বন্দুকও, ঐ সকল কর্ম্মচারীর অভ্যস্ত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। শান্তির সময়ে যেমন তাঁহারা লেখনীর পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইতেন, বিপদের সময়ে তরবারি বা বন্দুকের প্রয়োগেও তাঁহাদের সেইরূপ নৈপুণ্য পরিস্ফুট হইত। আরাযাত্রী সৈনিকদিগের মধ্যে এইরূপ কতিপয় সাহসী সিবিল কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাটনার কমিশনরের সহকারী রস্ মাঙ্গল্স্ সাহেব এবং ছাপরার মাজিষ্ট্রেট মাক্‌ডোনাল্ড সাহেব আরার উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। মাঙ্গল্স্ সাহেব একজন চলৎশক্তিরহিত আহত সৈনিককে পৃষ্ঠদেশে লইয়া, বিপক্ষদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যে প্রায় ৬ মাইল পথ অতিক্রম করেন। ইনি নৌকা ধরিবার জন্য খালের জলে পড়িলেও, আহত সৈনিককে পরিত্যাগ করেন নাই। ২৪ ঘণ্টা কাল অনশনে থাকিলেও, এবং ৮৮ ঘণ্টাকাল সামরিকবেশে সজ্জিত ও সিপাহীদিগের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত হইলেও, ইহার শক্তির হ্রাস হয়

নাই। ইনি জলের মধ্যেও উপায়হীন, রক্ষণীয় সৈনিককে ধরিয়া, সন্তরণ দ্বারা নৌকায় উপনীত হয়েন এবং উহার মধ্যভাগে আপনার বহুমূল্য, বহনীয় পদার্থ স্থাপন করেন। অন্যতম সিবিল কর্ম্মচারী মাক্‌ডোনাল্‌ড সাহেবও উপস্থিত সময়ে যথোচিত সাহসের পরিচয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। কাপ্তেন ডান্‌বার যখন গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। নিহত অধিনায়কের দেহনিঃসৃত রুধির-বিন্দু তাঁহার শরীরের অনেক স্থানে লাগিয়াছিল। তিনি আহত হইলেও, যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করেন। তিনি সকলের শেষে যে নৌকায় আরোহণ করেন, সিপাহীরা সেই নৌকার দাঁড় সকল তুলিয়া লইয়াছিল এবং হাল রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং নৌকা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া তীরের নিকটবর্ত্তী হইল। সিপাহীগণ এই সময়ে নৌকা লক্ষ্য করিয়া, গুলি চালাইতে লাগিল। নৌকার ছই ভাল ছিল। যাহারা উহার অভ্যন্তরে ছিল, তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না বটে, কিন্তু কেহই বহি-র্ভাগে যাইয়া, হাল ঠিক করিয়া দিতে সাহসী হইল না। এই দুঃসময়ে মাক্‌-ডোনাল্‌ড সাহেব অগ্রসর হইলেন। তিনি সিপাহীদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যে রজ্জু কাটিয়া হাল ঠিক করিয়া দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে তাঁহার দেহে গুলি প্রবিষ্ট হয় নাই। কয়েকটি গুলি কেবল তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া যায়। হাল ঠিক হওয়াতে নৌকা সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়।* একজন ফরাসী এই সময়ে আরার নিকটে রেলওয়ের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। গুলির আঘাতে ইঁহার পদ ভগ্ন হইয়াছিল। তথাপি ইনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইংরেজ সৈনিকদিগের যথোচিত সাহায্য করেন। ইঁহার সদ্ব্যবহারে পল্লীবাসিগণ সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা একখান নৌকা আনিয়া দেয়।† ফরাসী কর্ম্মচারী সেই নৌকায় ৬০ জন আহত সৈনিককে তুলিয়া নিরাপদে জাহাজে পাঠাইয়া দেন। অবশিষ্ট

* ম্যাকডোনাল্‌ড সাহেব ইহার জন্য সাহসী সৈনিকদিগের চিরপ্রার্থনীয় পুরস্কার—"বিক্‌টোরিয়া ক্রস্‌" প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শেষে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচার-পতি হইয়াছিলেন।

† এই সময়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও পলায়িত ইংরেজদিগের যথোচিত উপকার করেন। কোয়েলোয়ারের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের একটি সদাশয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ তিন জন ইংরেজকে আশ্রয়

আহতদিগকে রক্ষা করিবার আশায়, তিনি ঐ নৌকায় আরোহণ করেন নাই। পরিশেষে এই সদাশয়, সাহসী কর্ম্মচারী সন্তরণ দ্বারা জাহাজ ধরেন এবং উহাতে উঠিয়া, আহতদিগের ক্ষত স্থান প্রক্ষালন পূর্ব্বক চিরাভ্যস্ত পানীয়—রম দিয়া, তাহাদের তৃপ্তিসাধন করেন।*

এদিকে আবার অবরুদ্ধ ইংরেজেরা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। রাত্রিশেষে এক জন শিখ ভগ্নদূত বিপক্ষগণের অজ্ঞাতসারে দুর্গে যাইয়া, তাঁহাদিগকে আপনাদের দুর্গতির সংবাদ জানাইল। এই সংবাদে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাহস ও অধ্যবসায় অন্তর্হিত হইল না। তাঁহাদের পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে অবিরত গুলিবৃষ্টি হওয়াতে, গৃহের বহির্ভাগে যাইবারও উপায় ছিল না। অধ্যবসায়সম্পন্ন শিখগণ অন্য স্থানে না যাইয়া, সেই ক্ষুদ্র আশ্রয়দুর্গের মেজেতেই ১৮ ফীট গভীর কূপ খনন করিল। বিকার্স্-বয়েলের কৌশলে টোটা প্রস্তত হইল। দুর্গে বিস্কুট, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না। কিন্তু মাংসাশী ইংরেজেরা কেবল বিস্কুটে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। কেবল নিরামিষ খাদ্য তাঁহাদের শক্তিসম্বর্দ্ধনে সাহায্য করিত না। এজন্য তাঁহারা আপনাদের পরিতৃপ্তি ও পরিপুষ্টিসাধনের জন্য আমিষসংগ্রহে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের উদ্যম সফল হইল। রাত্রিকালে অনেক ছাগ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের আবাসদুর্গের নিকটে আসিত। একদা রাত্রিকালে তাঁহারা সিপাহীদিগের অলক্ষ্যভাবে চারিটি ছাগ অবরুদ্ধ করিলেন। উহাদের মাংসে তাহাদের যথোচিত তৃপ্তিলাভ হইল। এদিকে সিপাহীগণ নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা কুল্যা খনন করিয়া ইংরেজদিগের ক্ষুদ্র দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। ইংরেজেরা প্রতিকূল্যা খনন করিয়া, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইল। এক সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ ইংরেজ ও তাঁহাদের সহকারিগণ, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত আত্মরক্ষা করিল। সময়ে সময়ে ইঁহাদের কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। এক সপ্তাহের

দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি মৌজা দেন। কলিকাতা হাইকোর্টে অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল শালিগ্রাম সিংহ ইঁহার পুত্র।

* *Martin Indian Empire. Vol. II. p. 403.*

পর (২রা আগষ্ট) ইংরেজেরা দেখিলেন যে, অনেক লোক গোরুর গাড়ি, হাতী, উষ্ট্র এবং ঘোড়ায় বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। এই সময়েও সিপাহীগণ গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। ক্রমে তাহাদের এই কার্য্য কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িল। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই অবরুদ্ধদিগের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে আবার তাঁহারা দূরে কামানের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঐ দূরাগত ধ্বনিতে আবার তাঁহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নৈরাশ্য, হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ঔৎসুক্যসহকারে প্রতিমুহূর্ত্তে উহার দিকে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন; প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ দিকের সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, উদ্ধারকারী সৈনিকদল অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারা এই বিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকটে আপনাদের কুশলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন

কামানপরিচালক দলের বিন্‌সেণ্ট্ আয়ার নামক এক জন সৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য হইয়া, জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। তাঁহার জাহাজ ২৫ শে জুলাই সন্ধ্যাকালে দানাপুরে উপনীত হয়। এই সময়েই সেনাপতি লয়েডের সিপাহীদল উত্তেজিতভাবে দানাপুর পরিত্যাগ করে। বিন্‌সেণ্ট্ আয়ার অবিলম্বে দানাপুরের সেনানায়কের নিকটে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ং উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। আয়ার পর দিন দানাপুর হইতে বক্‌সারে যাইয়া, শুনিতে পাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীগণ শোণ পার হইয়া, আরার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। আয়ার অবিলম্বে গাজীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে স্থান তখন নিরাপদ ছিল না। এজন্য তিনি তথায় দুইটি কামান রাখিয়া, আবার বক্‌সারে প্রত্যাগত হইয়া, আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। এস্থলে আর এক দল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে একত্র হইল। আয়ার ঐ সকল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া, ৩০শে জুলাই, আরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সমগ্র আরা কুমার সিংহের পদানত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজপুত-বীরের প্রতাপে আরাস্থিত লোকে কম্পান্বিত হইলেও, সকলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত

হয় নাই। কুমার সিংহ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালী তাঁহার সম্মুখে আনীত হয়েন। ইঁহারা ইংরেজের পক্ষে ছিলেন; ইংরেজের চাকরি করিয়া, দিনপাত করিতেন। সুতরাং ইঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, কুমার সিংহ ইঁহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। বাঙ্গালীরা কাতরভাবে, বিশুষ্কমুখে কুমার সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ রাজপুত বিস্ফারিতলোচনে, গম্ভীরভাবে, ইঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই, ক্রূরতার বিকাশ নাই, কঠোরতার পরিচয় নাই; সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। কুমার সিংহ প্রশান্তভাবে বাঙ্গালীদিগের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।" ইহা কহিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইতে আদেশ দিলেন। তেজস্বী, সৌম্য পুরুষ নিরীহ বাঙ্গালীর শোণিতপাত করিয়া, বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। বৃদ্ধ কুমার সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল। এইরূপ পবিত্র বীরধর্ম্মে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

আয়ার বক্সারের আটাশ মাইল দূরবর্ত্তী শাহপুর নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া কাপ্তেন ডানবারের পরাজয় ও নিধনের সংবাদ পাইলেন। এই সময়ে অবিরত বৃষ্টিপাতে বক্সার ও আরার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড প্লাবিত হইয়াছিল। তথাপি আয়ারের গতিরোধ হইল না। আয়ার ১লা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে গুজরাজগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পথের উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দূরে পথের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য কুমার সিংহ ঐ স্থানে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আয়ার ২রা আগষ্ট, প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভেরীধ্বনি হইল। ভেরীর গভীর শব্দে সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, অদূরে বিপক্ষগণ যুদ্ধার্থে সজ্জিত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে কুমার সিংহের সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। ইংরেজ সেনাপতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে কুমার সিংহের সৈন্য বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বভাগ হইতে অবিচ্ছেদে গুলি চালাইতে লাগিল। আয়ার পুরোভাগে কামান স্থাপন করিয়া, বিপক্ষের দিকে গোলাবৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। কুমার

সিংহের সৈন্য সবিশেষ সাহসী ও পরাক্রান্ত ছিল। তাহাদের সংখ্যাও ইংরেজদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু কুমার সিংহ দুই বিষয়ে বিপক্ষ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন। প্রথম, তাঁহার কামান ছিল না। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি কামানের সাহায্যে বিপক্ষের দিকে অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। দ্বিতীয় তাঁহার সৈনিকদলের বন্দুক উৎকৃষ্ট ছিল না। পক্ষান্তরে বিপক্ষগণ উৎকৃষ্ট “এন্‌ফীল্‌ড রাইফল” নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের এইরূপ হীনতায় কুমার সিংহের সৈন্য দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতিরোধ করিয়া থাকিতে পারিল না। গোলাবর্ষণে তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাইল যাওয়ার পর একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাঁহার গতিরোধ হইল। নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জনামক ক্ষুদ্র পল্লী। নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, কুমার সিংহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য আয়ার সে স্থানে নদী পার হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া রেলওয়ের বাঁধের দিকে যাইতে লাগিলেন। ঐ বাঁধ দিয়া, আরার দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল; আয়ার উক্ত পথ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সৈনিকদলের সহিত নদীর অপর তট দিয়া, উল্লিখিত বাঁধের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার দিকে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এবার কুমার সিংহ গোলাবৃষ্টিতে নিরস্ত হইলেন না। অপ্রতিহতবেগে, অবিচলিত উৎসাহসহকারে, অবারিতবিক্রমে, বর্ষীয়ান্ ক্ষত্রিয় বীর বিপক্ষের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। বিবিগঞ্জের সন্নিহিত ভূখণ্ডে ভয়াবহ সমরের আরম্ভ হইল।

বাঁধের নিকটে বৃক্ষসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইংরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া, আরার পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই, কুমার সিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বনের অন্তরাল হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া, ইংরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে আয়ারের সৈন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমার সিংহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া,

ইংরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ গুলিতে তাহাদের সাহস ও উত্তম পর্য্যুদস্ত হইল না। কামানের নিকটে যে সকল পদাতি সৈন্য ছিল, তাহারা কুমার সিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। কুমার সিংহের সৈন্য এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়া পড়িল। ইংরেজ সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ দিলেন। ইংরেজদিগের উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মুখে সিপাহীগণ অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে আয়ারের পথ পরিষ্কৃত হইল। পথে আর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল। আয়ার, কামান সকল গোযানে আনিতে ছিলেন। উহা পরপারে লইয়া যাইবার জন্য সেতুর প্রয়োজন হইল। প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে কোন বিঘ্ন হইল না। রেলওয়ের কার্য্যে যে ইষ্টকরাশি ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর বিস্তৃতি সঙ্কুচিত হইল। ঐ সঙ্কুচিত অংশে গোযান বসাইয়া আয়ার কামান লইয়া, অপর তীরে উপনীত হইলেন। আর তাঁহার পক্ষে কোন উপদ্রব ঘটিল না। তিনি ৩রা আগষ্ট, প্রাতঃকালে আরায় উপনীত হইলেন। আরার অবরুদ্ধ ইংরেজরা আপনাদের উদ্ধারকর্ত্তাকে অক্ষতশরীরে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ স্বকীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহী ইংরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। আয়ার ঐ আহত বন্দীদিগের প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখাইলেন না। তিনি কতিপয় সিপাহীর প্রাণদণ্ড করিলেন। স্থানীয় লোকে নিরস্ত্রীকৃত হইল। এই সকল কার্য্যসাধনে এক সপ্তাহ অতীত হইল। আয়ার ১১ই আগষ্ট জগদীশপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুরে যাইবার পথে নিবিড় জঙ্গল ছিল। কুমার সিংহ জঙ্গলমধ্যবর্ত্তী ডুলুর নামক স্থানে সৈন্যসন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। কুমার সিংহ জগদীশপুরের বাটীতে অনেক শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আয়ার জগদীশপুরে গিয়া, শস্য বাহির করেন, এবং বারুদ দিয়া কুমার সিংহের প্রায় সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। পবিত্র দেবালয়ও তাঁহার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, একটি দেবমন্দির

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি উহা বিনষ্ট করেন। কুমার সিংহের দুই ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাসগৃহও ঐরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশ-পুরের কিছু দূরে জৌতরানামক স্থানে কুমার সিংহের আর একটি আবাসবাটী ছিল। সেনাপতি আয়ার সৈন্য পাঠাইয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

দানাপুরের ১০ গণিত দলের ইউরোপীয় পদাতিগণ আরার উদ্ধারের জন্য গমন করে। এই সময়ে ইহাদের কার্য্যসম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় পত্রপ্রেরক ইংলণ্ডের একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—"ইহারা আহত সিপাহী দিগকে ধরিয়া পথপার্শ্বের বৃক্ষশাখায় ফাঁসি দিয়াছিল। যাহারা যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের শবও ঐরূপে বিলম্বিত হইয়াছিল। কুমার সিংহের প্রাসাদে পঞ্চাশ জন সিপাহী ইহাদের গুলিতে গতাসু হইলে, ইহারা ঐ সকল শবও পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। কুমার সিংহের প্রাসাদ বিনষ্ট হইয়া ছল। জগদীশপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল দগ্ধীভূত এবং পল্লীবাসিগণ মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াছিল।"* জগদীশপুরের দেবালয় বিধ্বস্ত হওয়াতে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল, আয়ারের প্রশংসা করেন নাই। গবর্ণর-জেনেরল এক জন সৈনিক কর্ম্মচারীর এইরূপ প্রতিহিংসামূলক অবৈধ কার্য্যে নিরতিশয় শঙ্কিত হয়েন।† সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসপ্রণেতা কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, জগদীশপুরের দেবালয় প্রাচীন নহে। লোকে প্রাচীন দেব-মন্দিরের প্রতিই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। জগদীশপুরের দেবমন্দির কুমার সিংহের নির্ম্মিত। এই ব্যক্তিগত বিষয় হিন্দুর তাদৃশ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল না।‡ কিন্তু ইতিহাসলেখকের এই উক্তি হিন্দুর নিকটে সঙ্গত বোধ হইবে না। যে স্থানে আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা হয়, তাহা প্রাচীনই হউক বা আধুনিকই হউক, হিন্দুর সমক্ষে চিরপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ স্থান প্রসিদ্ধ তীর্থের মধ্যে নিবেশিত না হইতে পারে; লোকে দলে দলে ঐ স্থানে না যাইতে পারে, কিন্তু উহার পবিত্রতাসম্বন্ধে হিন্দুর মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। সেনানায়ক আয়ার বলবতী প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াই, ঐ পবিত্র

*Martin Indian Empire Vol. II. p. 406.

† Ibid. p. 406. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 145, note.

‡ Kaye, Sepoy War. Vol II, p. 145—146.

মন্দির বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য কোন অংশে প্রশংসার যোগ্য নহে।

১০ গণিত ইউরোপীয় পদাতিদল জগদীশপুরের ধ্বংসসাধন সময়ে যেরূপ নির্দ্দয়ভাবের পরিচয় দিয়াছিল, জগদীশপুর হইতে দানাপুরে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেও সেইরূপ নিষ্ঠুরতা দেখাইতে নিরস্ত থাকে নাই। তাহাদের প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দানবের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না। তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষণ দানবপ্রকৃতিরই পরিচয় দিতেছিল। যখন তীব্রমদিরা উদরস্থ হইত, তখন তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা থাকিত না। দানাপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি কর্ম্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হয়, এবং সর্ব্বক্ষণ সুরায় আসক্ত থাকিয়া, ভয়াবহ কার্য্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। ৪০ গণিত সিপাহীদলের প্রায় ১০০ শত ব্যক্তি এ সময়েও গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল। ইহাদের সহযোগিগণ উত্তেজিতভাবে দানাপুর পরিত্যাগ করিলেও, ইহারা তাহাদের অনুগমন করে নাই, বা তাহাদের ন্যায় কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয় নাই। দানাপুরের বর্ষীয়ান সেনাপতির হস্তে যতদিন ঐ স্থানের কর্ত্তৃত্ব ছিল, ততদিন এই সিপাহীদিগের কোন অনিষ্ট হয় নাই। ইহারা যেমন প্রশান্তভাবে দানাপুরে অবস্থিতি করিতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষও সেইরূপ প্রশান্তভাবে ইহাদের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি অপসারিত হইয়াছিলেন। দানাপুরের দানব প্রকৃতি ইউরোপীয় পদাতিগণ জগদীশপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল। পল্লীদাহে নরহত্যায়, সম্পত্তিবিলুণ্ঠনেও তাহাদের প্রতি-হিংসার পরিতৃপ্তি হইল না। তাহারা সমুত্তেজিত শ্বাপদের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ৪০ গণিত দলের প্রভুভক্ত সিপাহীদিগের আবাসে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বতন আবাসগৃহ ভস্মীভূত হওয়াতে এই সকল সিপাহী পটবাসে বা অন্য কোন আশ্রয়স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ১০গণিত দলের ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিল, এবং কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাদের প্রতি বন্দুকের গুলি ও সঙ্গীন চালাইতে লাগিল। বন্দুকের শব্দে দানাপুরবাসিগণ সশঙ্ক হইল। অধিনায়কগণ সসম্ভ্রমে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এক জন দর্শক এই সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই দৃশ্য সহজে তাঁহার

স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবে না। আহত সিপাহীদিগের কেহ কেহ দেহত্যাগ করিয়াছিল, কেহ কেহ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়াছিল। এক জনের দেহের পাঁচ স্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়াছিল! অন্য এক জনের ললাটদেশের মধ্যভাগে গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আর একজনের মুখ গুলির আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সকলেই নিরতিশয় কাতরস্বরে আপনাদের অসহনীয় যাতনা প্রকাশ করিতেছিল।* এক জন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সিপাহীরা সঙ্গীনে আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনও মৃত্যুমুখে পাতিত হয় নাই।† কিন্তু অন্য একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, এই নরহত্যা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে ৫ জন প্রাণত্যাগ করে। ১২ জন আহত হয়। আহতদিগের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সেনাপতি স্যার জেমস্ আউট্রাম এই সময়ে (১৭ই আগষ্ট) দানাপুরে উপস্থিত না হইলে, কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ উক্ত অমানুষিক কাণ্ড গোপন করিয়া ফেলিতেন। আউট্রাম উপস্থিত হইয়া যে আদেশলিপি প্রচার করেন, তাহাতে তিনি এই ঘটনায় নিরতিশয় বিরক্তি ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের ১০০ ব্যক্তি দানাপুররক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়। ১০ গণিত দলের সৈনিকগণ উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত হইয়া, এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষভাব দেখাইত। সেনাপতি আউট্রাম এই বিদ্বেষপর সৈনিকদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে রাখা সঙ্গত বোধ করেন নাই।‡ দানাপুরের কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘটনা গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। সেনাপতি আউট্রাম্ অন্য সৈনিকদলকে নগররক্ষায় ব্যাপৃত রাখিতে পারেন। কিন্তু সমবেদনাপর, সহৃদয় ব্যক্তিগণ দুর্দ্দান্ত নররাক্ষসদিগের যথোচিত শাস্তি হয় নাই বলিয়া, চিরদিন দুঃখ প্রকাশ করিবেন। এই নররাক্ষসদিগের আক্রমণে হতভাগ্য সিপাহীগণ দেহত্যাগ করুক বা নাই করুক, অনুরক্ত প্রশান্তপ্রকৃতি

* *Daily News. october 16, 1857. Quoted by Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 414.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 123.*

‡ *Martin. Indian, Empire. Vol. II. p. 414—415.*

লোকের প্রতি এইরূপ আক্রমণ যে, নিরতিশয় নির্দ্দয়তার কার্য্য, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, কেহই সন্দিহান হইবেন না। ইংরেজের স্বদেশীয় সৈনিকগণ শোণিত-পিপাসু শ্বাপদের ন্যায় এইরূপ নরহত্যায় উদ্যত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই নরশ্বাপদদিগের কার্য্যে এইরূপে সমবেদনার অভাব দেখাইয়াছিলেন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হইল। সিপাহীগণ পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু কুমার সিংহ ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তাঁহার সুবিস্তৃত প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র দেবালয় বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, শাসিরামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা ইতঃপূর্ব্বে আপন আপন পিত্রালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কুমার সিংহ তাঁহাদের জন্য চিন্তিত না হইয়া, পার্শ্বচরগণের সহিত শাসিরামের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন: তাঁহার রক্ষিতা মুসলমানী ধর্ম্মণ বিবি সঙ্গে ছিল। যাহা হউক, এই সময়ে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। সিপাহীগণ পাহাড়ের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। একখানি শতরঞ্চের উপর কুমন্ত্রণা-দাতা হরেকৃষ্ণ ও রণদলন সিংহ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পার্শ্বভাগে সিপাহীদিগের সর্দ্দারেরা আসন পরিগ্রহ করিলেন। নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া, কুমার সিংহ আলবোলায় ধূমপান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বাকাশ অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সর্দ্দারেরা দেখিলেন, কুমার সিংহ ধূমপান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল-ধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া, গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতেছে।

কুমার সিংহকে রোদন করিতে দেখিয়া সর্দ্দারেরা চমকিত হইয়া কহিলেন,—"কাঁদিতেছেন কেন? যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এ ভাবে চক্ষের জল ফেলা শোভা পায় না।" কুমার সিংহ উত্তর করিলেন,—"যুদ্ধ করা ভিন্ন ত আর উপায় নাই। যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন যুদ্ধই করিতে হইবে। কিন্তু চক্ষের জল ফেলি এই জন্য যে, তোমরা যুদ্ধ করিতে জান না এবং প্রকৃতরূপে যুদ্ধও করিতে পারিতেছ না। এখন দেখিতেছি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমা দ্বারাই বিলুপ্ত হইল। আমার কেবল একটিমাত্র পৌত্র বর্ত্তমান, তাহারও বুদ্ধির স্থিরতা নাই। আজ যদি আমার পুত্র বর্ত্তমান

থাকিত, তাহা হইলে সে আমার আদেশ অনুসারে আমার মাথা কাটিয়া লইয়া, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে যাইয়া বলিত যে, 'আমার পিতা নিমকহারাম ছিলেন। আমি তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া আপনাদের নিকটে আনিয়াছি।' এরূপ করিলে আমার এই প্রাচীন বংশ এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত না। আমার বহুবিস্তৃত পৈতৃক সম্পত্তিরও বিলোপদশা ঘটিত না। এখন অনুতাপ করা নিষ্ফল। অতঃপর কি করিতে হইবে, তাহার অবধারণ কর।" কুমার সিংহ যে, প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন না, তাহা এই ঘটনাতেও অভিব্যক্ত হইতেছে। উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে আগ্রহ থাকিলে, তিনি অনুতপ্তহৃদয়ে এরূপ শোক প্রকাশ করিতেন না, এবং অশ্রুপাত করিতে করিতে আপনার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া, অবসন্ন হইতেন না। কুমার সিংহ নিঃসন্দেহ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, আত্মহারা হইয়াছিলেন। পাটনার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, তিনি নিঃসন্দেহ প্রকৃতিস্থ থাকিতেন। সমগ্র শাহাবাদও বোধ হয়, শান্তভাবে থাকিত।

কুমার সিংহ অতঃপর বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি যখন জগদীশপুর হইতে আরায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে একাগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। আরার স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ কতিপয় শিখসৈনিকের সহিত একটি ক্ষুদ্র গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। কুমার সিংহের বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহাদের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে পারে নাই। কুমার সিংহ এস্থলে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদয় ব্যর্থ হয়। তাঁহার লোকবল অল্প ছিল না, সিপাহীগণ ব্যতীত শাহাবাদের অনেক উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন, এবং একাগ্রচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ঘটনাচক্র অন্য দিকে আবর্ত্তিত হইত। তাঁহার কৌশলে কাপ্তেন ডানবারের অধীন সৈনিকদল হতোদ্যম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি উৎকৃষ্ট যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট্ আয়ারের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার পৈতৃক প্রাসাদ বিনষ্ট, তাঁহার আরাধ্য দেবতার গৃহ বিধ্বস্ত, তাঁহার অনুরক্ত অনুচরগণ যুদ্ধে

নিহত বা ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হয়, তখন তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার ঔদাস্য অন্তর্হিত এবং তাঁহার জরাজীর্ণ দেহে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা সঞ্চারিত হয়। তিনি তখন অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করেন, এবং আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, প্রবল পরাক্রম ইংরেজের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে যত্নশীল হয়েন। উষ্ণ প্রদেশের অবসাদকর, প্রাকৃতিক শক্তি ৮০ বৎসরকাল তাঁহার দেহের উপর আধিপত্য করিলেও, তিনি উহাতে অবসন্ন হইয়া, উপস্থিত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি কিরূপ সম্মানিত ছিলেন, বিভিন্ন স্থানের লোকে তাঁহার অধঃপতনে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তাঁহার বিপক্ষতাচরণে ইংরেজেরা কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক ইংরেজ সেনানায়কদিগকে কিরূপে পরাজিত ও বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিংহ ঘটনাচক্রে পড়িয়া গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি নিরাশ্রয় ইউরোপীয় মহিলা বা বালকবালিকাদিগের শোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। পক্ষান্তরে ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহার গ্রামসমূহ ভস্মীভূত ও অট্টালিকা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিলেও, কর্ত্তৃপক্ষের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা তদীয় ছিন্ন মস্তকের মূল্যস্বরূপ ১০হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। শেষে ১০ হাজার বর্দ্ধিত হইয়া, ২৫ হাজারে পরিণত হয়। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। লোকে বর্ষীয়ান্ রাজপুতের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে নাই। বরং এইরূপ পুরস্কারঘোষণায় তাহারা ইংরেজের প্রতি সাতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। কুমার সিংহের ভূসম্পত্তি পাইলেও, অনাহারে ক্লিষ্ট প্রজালোকে তাহাদের পলিতকেশ ভূস্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত না। তাহারা অনেক স্থলে তাহাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভূস্বামীর স্থানান্তরে গমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। এই সম্ভ্রান্ত রাজপুত ভূস্বামীর ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় রাজপুরুষদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহার নামে একদা ভারতের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। ইংলণ্ডের টাইম্‌স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত

হইয়াছিল যে, সমগ্র সিপাহীদলের এক পঞ্চমাংশ কুমার সিংহের অধীন হইয়াছে। কুমার সিংহ যদি অগ্র সৈন্য লইয়া, দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হয়েন, রাণীগঞ্জ আক্রমণ এবং রেলওয়ে অধিকার করেন, অতঃপর কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা হইলে কি হইবে? * বিলাতের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের এই আতঙ্কজনক প্রশ্ন অতিশয়োক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হউক বা নাই হউক, যেখানে সিপাহীগণ এপর্য্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ছিল, সেইখানে কুমার সিংহের নামে তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। দূরবর্ত্তী আসামপ্রদেশের এক জন রাজা, একদা সেপ্টেম্বর মাসের রাত্রিকালে সহসা আপনার মাতা ও অপরাপর পরিজনের সহিত অবরুদ্ধ হয়েন। তাঁহার তোষাখানা আটক করা হয়। কথিত আছে, কতিপয় গুর্খা ব্যতীত ঐ স্থানের প্রায় সমুদয় সৈন্য কুমার সিংহের পক্ষপাতী হইয়াছিল। উক্ত রাজাও ঐরূপ সন্দেহে সপরিবারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। বেরার এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে যে, কুমার সিংহের অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল,, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জব্বলপুরে ৫২ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিদল কুমার সিংহের জন্য নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কতিপয় ইউরোপীয় পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য এবং একদল মাদ্রাজী সিপাহী, নাগপুর হইতে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশে শান্তিস্থাপনের জন্য যাত্রা করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর গোণ্ডবন প্রদেশের শঙ্কর শাহ নামক এক জন বৃদ্ধ রাজাকে তাঁহার পুত্র ও ১৩ জন অনুচরের সহিত অবরুদ্ধ করিয়া, সৈনিকনিবাসের কারাগারে রাখা হয়। ইঁহার গৃহে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাসূচক পত্রাদি পাওয়া যায় নাই, কেবল একখানি কাগজে একটি প্রার্থনা লিখিত ছিল। এই প্রার্থনা আরাধ্যা দেবীর নিকটে এই ভাবে করা হইয়াছিল যে, তিনি যেন ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাতরচীৎকারে কর্ণপাত করেন, নিন্দাবাদকারীদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন, এবং ইংরেজদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলেন্। বিচারে বৃদ্ধ রাজা এবং তাঁহার পুত্রকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া স্থির হয়। উত্তেজিত সিপাহীগণ একদা রাত্রিকালে বর্ষীয়ান্ ভূপতি ও তাঁহার পুত্রের উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক থাকাতে

* *Times. June 14. 1858 Quoted by Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 490.*

তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রের সহিত বধ্য-ভূমিতে গমন করেন। বয়সের আধিক্যে তাঁহার কেশ তুষারের ন্যায় ধবল হইয়াছিল। গোণ্ডবনে ষাটি পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশের আধিপত্য ছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী এক সময়ে এই প্রসিদ্ধ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই চিরমান্য বংশের বয়োবৃদ্ধ প্রধান পুরুষ যখন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, পুত্রের সহিত তোপের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন স্থানীয় লোকের মনে যাতনার অবধি রহিল না। দর্শকগণ নীরবে এই ভয়াবহ ঘটনা দেখিতে লাগিল। সিপাহীগণও নীরবে দুঃসহ যাতনানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। ইংরেজের ভয়ঙ্কর কামানের সম্মুখে তাহারা পরাক্রম করিতে পারিল না। অবিলম্বে সঙ্কেত করা হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে কামান হইতে অগ্নিশিখা ও ধূমের উৎপত্তি হইল। সেই সঙ্গে ভীষণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। শোকসন্তপ্ত অনুচরগণ যখন সংকারের জন্য চিরমান্য ভূপতির এবং তাঁহার পুত্রের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ গুলির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল, তখন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ প্রতিহিংসার তৃপ্তির জন্য সহাস্যমুখে ঐ ঘটনা দেখিতেছিলেন।

এই দৃশ্যে ৫২ গণিত সিপাহীদল দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। তাহারা সেই রাত্রিতে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া,* সৈনিকনিবাস পরিত্যাগ করিল। কেবল ঐ দলের এক জন আফিসার ও ১০ জন সিপাহী পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে আপনাদের কর্ম্মস্থানে রহিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ সৈনিকনিবাস পরিত্যাগের সময়ে সেনানায়ক ম্যাক্‌গ্রেগরকে ধরিয়া লইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহার বিমুক্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন না। একবার তাঁহারা এই নিমিত্ত উত্তেজিত সিপাহীদিগকে টাকা দিতে চাহিলেন; কিন্তু সিপাহীগণ অর্থের বিনিময়ে ম্যাকগ্রেগরকে ছাড়িতে সম্মত হইল না। ২৭শে সেপ্টেম্বর জব্বলপুরের পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী একটি জঙ্গলে তাহাদের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তাহারা সেনানায়ক ম্যাক্‌গ্রেগরের গতাসু, বিচ্ছিন্ন দেহ জঙ্গলে ফেলিয়া, হটিয়া গেল। অতঃপর তাহারা নাগোদনামক স্থানে গমন করে। এই স্থানে, তাহারা ৫০গণিত সিপাহীদলের সহিত সম্মিলিত হয়।

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 491.*

স্থানীয় ইউরোপীয়গণ পলায়ন করেন। সিপাহীগণ ধনাগার অধিকার করে, এবং কুমারসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়। কথিত আছে, এই সময়ে কুমার সিংহ নাগোদ হইতে রীবা দিয়া উত্তর ভারতবর্ষে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রীবার তরুণবয়স্ক অধিপতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এই সম্বন্ধের অনুরোধে রীবারাজ কুমারসিংহের পক্ষ-সমর্থনে উদ্যত হয়েন নাই। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীগণ তাঁহার অধীন গ্রাম সকল দগ্ধ করিয়াছিল। এদিকে এলাহাবাদের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশ্বাসের অপাত্র শৃগাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন।* এই সঙ্কটকালে রীবার পলিটিকাল এজেন্ট রাজার সবিশেষ সাহায্য করেন। রীবার সৈন্য ইঁহার আদেশে সজ্জীভূত হয়। কুমার সিংহ রীবায় না গিয়া বাঁদার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে তত্রত্য সিপাহীদিগের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া অযোধ্যার দিকে গমন করেন। যখন তাঁহাকে আবার ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন তাঁহার অস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট ছিল না। যখন তিনি পৈতৃক আবাসভূমি জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখনও তাঁহার উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির যেরূপ অভাব, অনুচর ও সৈন্যের সংখ্যা সেইরূপ অল্প ছিল। কিন্তু শেষে এই অভাবের পূরণ হয়। কুমার সিংহ যখন মধ্যভারতবর্ষ ও উত্তর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন বিভিন্ন দলের বহুসংখ্য সিপাহী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি সংগৃহীত হইতে থাকে। সিপাহীগণ এই সকল অস্ত্র লইয়া, তাঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত হয়, এবং তাঁহার নামে আপনাদিগকে শক্তিসম্পন্ন ও জয়যুক্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। কুমার সিংহ ঐ সকল সৈন্য লইয়া, আজিমগড় আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়েন। বোধ হয়, তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি আজিমগড়ের পর এলাহাবাদ বা বারাণসী আক্রমণ করিবেন, এবং সেই স্থান হইতে জগদীশপুরে উপনীত হইবেন।

এই সময়ে আজিমগড়রক্ষার জন্য দুই শত ছয় জন ইউরোপীয় পদাতি, কতিপয় মান্দ্রাজী অশ্বারোহী, এবং দুইটি কামান ছিল। কর্ণেল মিল্‌মান

* *Martin. Indian Empire. Vol. II. p. 491.*

সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কুমার সিংহ ১৭ই বা ১৮ই মার্চ্চ (১৮৫৮) আজিমগড়ের ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী আত্রাওলিয়ানামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। দুর্গের গৃহগুলি সুদৃঢ়, এবং দুর্গের বহির্ভাগের প্রাচীর ১৫ ফীট উচ্চ ছিল। কুমার সিংহ যখন এই স্থানে উপনীত হয়েন, তখন সেনানায়ক মিল্‌মান, আজিমগড়বিভাগের অন্য এক স্থানের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিমগড়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে তাঁহার নিকটে কুমার সিংহের আগমন সংবাদ প্রেরণ করেন। মিল্‌মান ২১শে মার্চ্চ অপরাহ্লে ঐ সংবাদ পাইয়া, শিবির তুলিয়া ফেলেন, এবং সমস্ত রাত্রি গমনপূর্ব্বক পর দিন (২১শে মার্চ্চ) প্রাতঃকালে কুমার সিংহের অগ্রবর্ত্তী হয়েন। কুমার সিংহের সৈনিকগণ দুর্গে ছিল না। আমের তিন চারিটী বাগান এক শ্রেণীতে পরস্পর সংযোজিতভাবে ছিল। কুমার সিংহের সৈনিকদল এই আম্রবণে অবস্থিতি করিতেছিল: সেনানায়ক মিল্‌মান উপস্থিত হইয়াই, ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। ইহারা এই আক্রমণে পরাজিত ও তাড়িত হয়। মিল্‌মান অতঃপর আপনার সৈনিকদিগকে ঐ আম্রকাননে বিশ্রাম করিতে আদেশ দেন। সৈনিকগণ অধিনায়কের আদেশানুসারে অস্ত্রাদি স্তূপাকার করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকে। আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, কুমার সিংহ বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইতেছেন। মিল্‌মানের সৈনিকগণ মুখের গ্রাস ফেলিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। কিন্তু মিল্‌মান যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তাহারা কুমার সিংহের গতিরোধ করিতে পারিল না। কুমার সিংহ প্রবলপরাক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজ সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া, যে স্থানের শিবির হইতে আত্রাওলিয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইল। কুমার সিংহ ঐ স্থান হইতেও তাহাদিগকে তাড়িত করিলেন। তাহাদের অনেকে নিহত ও আহত হইল। সেনানায়ক মিল্‌মান এইরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, হতাবশিষ্ট সৈন্যের সহিত আজিমগড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানেও তাঁহাকে কুমার সিংহের আক্রমণের আশঙ্কায় অস্থিরভাবে থাকিতে হইল। তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে সহায্যপ্রাপ্তির জন্য বারাণসী, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌতে সংবাদ পাঠাইলেন।

২৪শে মার্চ্চ মিল্‌মানের পরাজয়ের সংবাদ বারাণসীতে পঁহুছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ আজিমগড়ে ৪৬ জন সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। গাজীপুর হইতে ৩৭ গণিত দলের ১১০ সৈন্যও ঐ স্থানে যাত্রা করিল। কর্ণেল ডেমস্ ইহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজিমগড়ের সৈনিকদল আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের চারি দিক সুরক্ষিত করিয়াছিল। সেনানায়ক ডেমস্ কুমার সিংহের আক্রমণের পূর্ব্বে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কয়েক শত ইউরোপীয় সৈন্য, কতিপয় মাদ্রাজী অশ্বারোহী, এবং দুইটি কামান লইয়া কুমার সিংহের সৈনিকদলকে তাড়িত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চেষ্টায় তাঁহার এক জন আফিসার এবং ১১ জন সৈনিকপুরুষ হতাহত হয়। তিনি স্বয়ং তাড়িত হইয়া, পুনর্ব্বার আপনাদের আত্মরক্ষার স্থলে উপস্থিত হয়েন।

এদিকে ২৭শে মার্চ্চ সেনানায়ক মিল্‌মানের পরাজয়ের সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়। এই সময়ে লর্ড কানিঙ ঐ স্থানে ছিলেন। আজিমগড়ের সংবাদে তিনি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কুমার সিংহের প্রতিপত্তি, সাহস ও পরাক্রম তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, জগদীশপুরের বৃদ্ধ রাজপুত যেরূপ কৌশলী এবং সামরিক কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞ, অধিকন্তু অযোধ্যার উত্তেজিত সিপাহীগণে প্রতিদিন তাঁহার দল যেরূপ পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাতে তিনি অনায়াসে আজিমগড় অধিকার করিবেন এবং প্রবলপরাক্রমে ৮১ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বারাণসীতে আপনার আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হইবেন। এইরূপে তৎকর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে, এক দিকে এলাহাবাদে এবং অপর দিকে লক্ষ্ণৌতে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইবে। সুতরাং এই সকল প্রধান প্রধান স্থানের সংবাদ সহজে জানা যাইবে না। গবর্ণর-জেনেরলের এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কুমার সিংহ যেরূপ পরাক্রান্ত, সেইরূপ রণকুশল ছিলেন। বহুসংখ্য সিপাহী তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এদিকে গবর্ণর-জেনেরল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। যদি কলিকাতা, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে সংবাদপ্রেরণের পথ অবরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে বিপদ গুরুতর হইতে পারিত। লর্ড কানিঙ অবিলম্বে প্রতীকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে এলাহাবাদ ১৩গণিত ইউরোপীয় পদাতিদলের সদর স্থান ছিল। লর্ড মার্ক্ কার্ এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। লর্ড

কানিঙ তাঁহাকে আপনার সৈনিকদল, এবং বারাণসীতে যে সৈন্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া, কুমার সিংহের গতিরোধার্থে আজিমগড়ে যাইতে আদেশ দিলেন।

গবর্ণর জেনেরেলের আদেশপ্রাপ্তি মাত্র লর্ড মার্ক্ কার আপনার সৈনিক-দলের সহিত সজ্জিত হইয়া, এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতে যেসমস্ত সৈন্য ও কামান সংগৃহীত হইল, তৎসমুদয় লইয়া, তিনি ২রা এপ্রেল রাত্রিকালে আজিমগড়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দলে সর্ব্বসমেত ২২ জন আফিসার এবং ৪৪৪ জন সৈনিক হইল। তিনি ৫ই এপ্রেল সন্ধ্যাকালে আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সর্সানানামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে তাঁহার নিকটে আজিমগড় হইতে ক্রমাগত পত্র পঁহুছতে লাগিল। প্রতি পত্রে আজিমগড়ের সেনানায়ক আপনাদের অসহায় অবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বব্যতিরেকে তাঁহাকে ঐ স্থানে আসিবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি রাত্রিকালে আপনার অল্প সৈন্য লইয়া, বহুসংখ্য সৈনিকে পরিবৃত, পরাক্রান্ত কুমার সিংহের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। পর দিন অতিপ্রত্যূষে তাঁহার সৈন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেনানায়ক লর্ড মার্ক্ কার স্বয়ং সৈনিকদলের পুরোভাগে থাকিয়া, পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা কাল গমনের পর, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পথের বাম ভাগে কয়েকটি বাড়ী ও একটি আম্রকানন আছে। দক্ষিণ ভাগে শস্যক্ষেত্রের নালার পার্শ্বে বাঁধ রহিয়াছে। এই সকল স্থানে সিপাহীগণ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। লর্ড মার্ক্ কার্ ইহা দেখিয়াই, অশ্বারোহীদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে আদেশ দিলেন। যাবৎ যুদ্ধোপকরণ লইয়া, হাতী, উট ও গোরুর গাড়ি গুলি উপস্থিত না হয়, তাবৎ অশ্বারোহিগণ ঐ স্থানে রহিল। অনন্তর পদাতিদলের কতকগুলি সৈনিক, বাম ভাগে সিপাহীদিগকে তাড়িত করিবার জন্য যাত্রা করিল। দেখিতে দেখিতে আম্রকাননের পার্শ্বস্থিত বাটী হইতে অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। লর্ড মার্ক্ অবিলম্বে কামান সকল সজ্জিত করিলেন। কিন্তু কামানের গোলা প্রথমতঃ কার্য্যকর হইল না। ইহার মধ্যে হস্তিসমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। গোরুর গাড়ি গুলিও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রহিল। হস্তী ও শকটের

পরিচালকগণ শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল। এদিকে সিপাহীরা, যেসকল গাড়িতে দ্রব্যাদি ছিল, তৎসমুদয়ের অনেক গুলিতে আগুন দিল। ইংরেজ সেনানায়ক এক ঘণ্টাকাল সবিশেষ কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সিপাহীদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে পারিলেন না। কামানের গোলাতে সিপাহীদিগকে বিচলিত হইতে না দেখিয়া, ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন। তিনি কুমার সিংহের পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া, আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেও, ধীরতার বিসর্জ্জন দিলেন না। আম্রবণের সন্নিকটে যে কয়েকটি গৃহ ছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধান গৃহটি অধিকার করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। কামানের গোলায় ঐ গৃহের অত্যল্প স্থান মাত্র ভগ্ন হইয়াছিল। ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া ইংরেজ সৈনিকদিগের প্রবেশ করার সুযোগ ঘটিল না। তাহারা ঐ অত্যল্প ভগ্ন স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হইল। কিন্তু কামানের গোলা ভিন্ন এই কর্ম্মসম্পাদনের অন্য উপায় ছিল না। সুতরাং যাহারা প্রাচীর ভগ্ন করিতে গিয়াছিল, লর্ড মার্ক্ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া, পুনর্ব্বার কামান চালাইতে উদ্যত হইলেন। ভগ্ন প্রাচীর হইতে সৈনিকেরা প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঘরের কাঠ গুলিতে আগুন দিল। এদিকে কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল; কামানের গোলায় প্রথমে কোন ফল হইল না। কিন্তু সিপাহীদিগের গৃহস্থিত অগ্নি ইংরেজ সেনাপতির কার্য্যসিদ্ধির প্রধান সহায় হইল। গৃহের কাষ্ঠময় অংশ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সিপাহীগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও, অগ্নিনির্ব্বাণে সমর্থ হইল না। তাহারা উত্তাপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিল। লর্ড মার্ক্ এই অবসরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তাঁহার জয়লাভ হইল।

সেনাপতির গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত হইল। কিন্তু সেনাপতির পশ্চাদ্দিকে ও পার্শ্বে সিপাহীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। সেনাপতির পার্শ্বভাগস্থিত শস্য-ক্ষেত্রের একটি উচ্চ বাঁধ গন্তব্য পথ ভেদ করিয়া গিয়াছিল। সিপাহীগণ ঐ বাঁধ অধিকার করিল। এক জন সেনানায়ক আপনার সৈনিকদল লইয়া ঐ স্থান হইতে সিপাহীদিগকে তাড়িত করিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহাকে জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইল।

লর্ড মার্ক্ কারের সৈনিকদলের পুরোভাগ আজিমগড়ের অভিমুখে অগ্রসর

হইল। পূর্ব্বোক্ত বাঁধের পরেই একটি সেতু ছিল। কুমার সিংহ ঐ সেতুর এরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন যে, উহার উপরিভাগ দিয়া যাইবার সুবিধা ছিল না। ইংরেজ সৈনিকদলের এক জন ইঞ্জিনিয়ার ঐ ভগ্নপ্রায় সেতুর সংস্কারে উদ্যত হইলেন। সিপাহীদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল না। সেতুর সংস্কার হইলে, ইংরেজ সেনানায়ক কুমার সিংহের বল ভেদ করিয়া আজিমগড়ে উপনীত হইলেন। সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট আয়ার যেরূপ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আরার উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, সেনানায়ক লর্ড মার্ক্ কারও আজিমগড়ের উদ্ধারসাধনে সেইরূপ উদ্যম ও উৎসাহের পরিচয় দিলেন। আজিমগড়ের ইংরেজেরা নিরতিশয় শোচনায় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিত কারাগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমার সিংহ এই কারাগার অবরোধপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে গুলি-বৃষ্টি করিতেছিলেন। অবরুদ্ধদিগের খাদ্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আজিমগড়প্রবাসী ইউরোপীয়দিগের এই সঙ্কটকালে লর্ড মার্ক কারের সমাগম হয়। কুমার সিংহ ১৩ই এপ্রেল আজিমগড় পরিত্যাগ করেন।

বারাণসী ও এলাহাবাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আজিমগড়ের বিপন্ন সেনানায়কের সাহায্যপ্রার্থনায় কিরূপ ফললাভ হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইল। এখন তৃতীয় স্থান অর্থাৎ লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদল আজিমগড়ে যাত্রা করাতে কিরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইল, তাহা লিখিত হইতেছে। আজিমগড়ের সেনানায়কের বিপদের সংবাদ ২৮শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌতে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের নিকটে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতি পর দিন সেনানায়ক স্যার এডওয়ার্ড লুগার্ডকে কতকগুলি সৈন্যের সহিত আজিমগড়ে পাঠাইয়া দেন। এক জন ইংরেজ সৈনিক, উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নির্দ্দেশ আছে যে, গোয়ালিয়রের সৈনিকদল কাণপুরের নিকটে কুমার সিংহ নানা সাহেব, তাত্যা টোপে ও বালা সাহেবের অধীনে সজ্জিত হইয়া, প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন কাম্প্‌বেলের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল।* কিন্তু

* *William Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny, p. 139.*

এই নির্দ্দেশ কতদূর সমীচীন বলা যায় না।* যাহা হউক, লুগার্ড ২৯শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করেন। ৫ই এপ্রেল তিনি সুলতানপুর নামক স্থানে উপনীত হয়েন। এই স্থানে গোমতী নদী পার হইয়া, তিনি একেবারে আজিমগড়ে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার সিংহ পূর্ব্বেই গোমতীর সেতু ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এদিকে নৌকাও সংগৃহীত ছিল না। সুতরাং লুগার্ড নদী পার হইতে না পারিয়া, উহার দক্ষিণতট দিয়া জানপুরনামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে তাঁহার সৈনিকদল কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে,এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ পঁহুছিল যে,অদূরে কয়েক হাজার সিপাহী গোলাম হোসেন নামক একজন সর্দ্দারের অধীনে সজ্জিত রহিয়াছে। লুগার্ড তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইংরেজ সেনানায়কের আক্রমণে, কিছুকালের মধ্যেই গোলাম হোসেনের দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই যুদ্ধে চিরপ্রসিদ্ধ সেনাপতি হাবেলকের আত্মীয় লেফ্‌টেনেণ্ট হাবেলক দেহত্যাগ করিলেন।

লুগার্ড ১৪ই এপ্রেল আজিমগড়ের ৭ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে পঁহুছিলেন। এই স্থান হইতে আজিমগড়ের পথে তমসা নদী রহিয়াছে। নদীতে একটী নৌ-সেতু ছিল। কুমার সিংহ লুগার্ডের আগমন সংবাদ পাইয়াই, ১৫ই এপ্রেল ঐ সেতুর সম্মুখে সৈনিকদল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। সৈনিকদলের সন্নিবেশ-সময়ে তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল পরিব্যক্ত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সিপাহীগণ যখন লর্ড মার্কের অল্পসংখ্যক সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাহারা যে, লুগার্ডের বহুসংখ্য সৈনিকের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, যাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও যুদ্ধকুশল, তাহারা তমসাতটে সেতু অবরোধ করিয়া রহিবে। অবশিষ্ট সিপাহীগণ গাজীপুরের নিকটে গঙ্গা পার হইয়া, জগদীশপুরে যাইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিবে।

* গোবালিয়রের সৈনিকদল ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাইর পক্ষ অবলম্বন করে। তাত্যা টোপে এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। —*Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. p. 148*

সেনানায়ক লুগার্ড প্রবলপরাক্রমে সেতুর অবরোধকারী সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিপাহীগণ এরূপ সাহস ও তেজস্বিতার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল যে, তাহাদের বীরত্ব পৃথিবীর যাবতীয় বীরেন্দ্রসমাজের আদরণীয় হইতে পারে। লুগার্ড সর্ব্বপ্রথম সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, সেতু অধিকার করিতে পারিলেন না। সিপাহীগণ বহুক্ষণ অপরিসীম রণদক্ষতা প্রকাশ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা সেতু পরিত্যাগপূর্ব্বক হটিয়া গেল। লুগার্ড তমসা পার হইয়া, সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ হটিয়া গেলেও সিপাহীদিগের দলভঙ্গ হইল না। তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হইয়া, পুনর্ব্বার শৃঙ্খলাসহকারে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে ইংরেজসৈন্যের সম্মুখীন হইল। ইংরেজসৈন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের গতিরোধ হইল না। অতঃপর অশ্বারোহী সৈনিকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণেও তাহাদের উদ্যম নষ্ট হইল না। তাহারা মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া, যথোচিত যুদ্ধকৌশল দেখাইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষের অনেক নিহত ও আহত হইল। কিছুক্ষণ পরে সিপাহীরা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার অভিমুখে গমন করিল। সেনানায়ক লুগার্ড আর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে সমর্থ হইলেন না। তিনি আজিমগড়ে উপস্থিত হইয়া, ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্‌কে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ আজিমগড়ের নিকটবর্ত্তী নঘাইনামক পল্লীতে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরেজসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ আসিবে। ইহাদিগের আগমনে বাধা না দিলে, তিনি বিনা গোলযোগে স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না। কুমার সিংহ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুকৌশলে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। নিকটে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ছিল। সৈনিকদল এই বৃক্ষতলে সজ্জিত রহিল। তাহাদের পুরোভাগে কামান স্থাপিত হইল। ১৭ই এপ্রেল প্রাতঃকালে সেনানায়ক ডগ্‌লাস্‌ এই স্থানে আসিয়া, কুমার সিংহকে আক্রমণ করিলেন। কুমার সিংহ এ সময়ে আপন দলের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সুকৌশলের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি একদল সিপাহীকে ডগ্‌লাসের গতিরোধের জন্য নিযুক্ত করিলেন। অবশিষ্ট দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই দিকে গমন করিল। প্রথম দলের সিপাহীগণ যখন ডগ্‌লাসের সহিত

যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন কুমার সিংহ বিনা বাধায়—বিনা গোলযোগে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ডগ্‌লাস পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ৪।৫ মাইল পথ অতিক্রম করার পর তাঁহার গতি শিথিল হইল। এদিকে কুমার সিংহের যে সকল সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার একীভূত হইয়া, রাত্রিকালে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্ সেই রাত্রিতে সিপাহীদিগের ৬ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি আবার সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, নাগ্রানামক স্থানে উপনীত হইল। ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহী এবং অশ্বকর্ত্তৃক পরিচালিত কামানের সহিত গোলন্দাজ সৈনিকগণ সমস্ত দিন তাহাদের অনুসরণ করিল। পদাতি সৈন্য উপস্থিত না হওয়াতে ডগ্‌লাস্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি রাত্রিকালে কুমার সিংহের শিবিরের ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কুমার সিংহের চরগণ চারিদিকের সংবাদসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের নিকটে ইংরেজ সেনানায়কের অবস্থিতির সংবাদ পাইয়া, কুমার সিংহ সেই রাত্রিতেই শিবির তুলিয়া শেকেন্দরপুরনামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ঐ স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনা বাধায় ঘর্ঘরা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সৈনিকদলের সহিত গাজীপুর বিভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী মান্নাহার-নামক স্থানে পঁহুছিলেন। তাঁহার সৈন্য পথশ্রমে ও অনাহারে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আহারাদি করিয়া, এই স্থানে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিল।

কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ নিশীথকালে কুমার সিংহের প্রস্থানের সংবাদ পাইলেন। রাত্রি ২ ঘটিকার সময়ে তিনি শিবির তুলিয়া শেকেন্দরপুরের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং পর দিন অবিচ্ছেদে গমন করিয়া রাত্রিকালে কুমার সিংহের শিবিরের চারি মাইল দূরে পঁহুছিলেন। এই স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ২০শে এপ্রেল অতি প্রত্যূষে আবার যাত্রা করিলেন। সূর্য্যোদয়ের পরে তাঁহার সৈন্য কুমার

সিংহের সৈন্যের সম্মুখীন হইল। কুমার সিংহ যে স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন,তাহা নঘাইনামক স্থানের ন্যায় ব্যূহসন্নিবেশের উপযোগী ছিল না। সুতরাং তিনি যুদ্ধের জন্য কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডগ্‌লাসের আক্রমণে তাঁহার সৈনিকগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য যথোচিত বীরত্ব প্রকাশ করে। ইংরেজসৈন্য ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াও তাহাদের শক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে পারে নাই। তাহারা রাত্রিকালে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পর সমবেত হইবার পরামর্শ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান করে। তাহাদের ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থান ডগ্‌লাসের পরিজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং ডগ্‌লাস্ অন্ধকারে কোন দিক নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া, প্রভাতের প্রতীক্ষায় থাকেন।

এদিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। গঙ্গা পার হওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। ইংরেজেরা গাজীপুরের প্রান্তবাহিনী গঙ্গায় যত নৌকা ছিল, তৎসমুদয় ডুবাইয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকে কুমার সিংহের একান্ত অনুরক্ত ছিল। তাহারা কুমার সিংহের অনুচরকে নিমজ্জিত নৌকার সন্ধান বলিয়া দিল। কুমার সিংহ কয়েক খানি নৌকা উঠাইয়া, রাত্রিশেষে শিবপুরঘাটে গঙ্গা পার হইলেন এবং তটদেশে উঠিয়া, হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নেপালবাসী রণদলন সিংহ উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মস্তকের উপর এক জন অনুচর রাজচিহ্নের পরিচয়সূচক ছত্র ধারণ করিয়া রহিল। এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। বালতপন ধীরে ধীরে দেখা দিল। কুমার সিংহের মস্তকের উপর যদি ছত্র না থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহার কোন কষ্ট হইত না। যে হেতু, তখন আতপতাপ চারি দিকে বিকীর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রাজচিহ্ন যে, বিপক্ষের নিকটে কুমার সিংহের পরিচয় দিবে, তাহা কাহারও উদ্বোধন হইল না। দেখিতে দেখিতে ইংরেজসৈন্য গঙ্গার তটে উপস্থিত হইল। তাহারা অবিলম্বে কুমার সিংহের ছত্র লক্ষ্য করিয়া কামান ছুড়িল। কামানের গোলার আঘাতে রণদলন ও ছত্রধারী অনুচরের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কুমার সিংহ জানুদেশের উপর বাহু রাখিয়া, দক্ষিণ করতলে দক্ষিণ কপোল বিন্যস্ত করিয়া, হাওদার উপর উপবিষ্ট ছিলেন,

জানুদেশের যে অংশে বাহুর সন্ধিস্থল ছিল, সেই অংশের কিয়দংশ মাংস গোলার আঘাতে উঠিয়া গেল। বাহুর সন্ধিস্থানও প্রায় বিযুক্ত হইয়া পড়িল। কেবল একখানি ছোট হাড় উহার মধ্যে রহিল। কুমার সিংহ হাওদায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। হস্তিচালক হস্তীকে তাড়াতাড়ি কিয়দ্দূর লইয়া গেল। অনন্তর অনুচরগণ ঐ অবস্থায় কুমার সিংহকে হস্তী হইতে নামাইয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। কুমার সিংহ তখন তাহাদিগকে বাহুদেশের বিচ্ছিন্নপ্রায় সন্ধিস্থলের অস্থিখণ্ড কাটিয়া, দক্ষিণ বাহু জাহ্নবীজলে ফেলিতে কহিলেন। কিন্তু অনুচরগণ আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রভুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে সম্মত হইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এক জন একখানি তরবারি দ্বারা উক্ত অস্থি কাটিয়া, প্রভুর আদেশানুসারে কার্য্য করিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে তাঁহার হস্ত সমর্পিত হইল দেখিয়া, কুমার সিংহ সন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে অনুচরগণ আহত কুমার সিংহকে একখানি খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া, জগদীশপুরে লইয়া গেল। কুমার সিংহের আবাসবাটীর প্রায় সমুদয় অংশই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। কেবল বারদ্বারীনামক একটি বৈঠকখানা অভগ্ন অবস্থায় ছিল। পার্শ্বচরগণ আহত কুমার সিংহকে সেই বৈঠকখানায় রাখিল। এইরূপে ২১শে এপ্রেল বর্ষীয়ান্ ক্ষত্রিয়বীর সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া, আপনার বাসগৃহে আসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অমর সিংহ কয়েক হাজার সিপাহীর সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সকল সৈন্য কুমার সিংহের সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইল।

এই সময়ে ইংরেজপক্ষের অনেকগুলি সৈন্য আরাতে ছিল। কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড্ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। সেনানায়ক বিন্‌সেণ্ট আয়ার যেরূপ পরাক্রমের সহিত জগদীশপুর অধিকার করিয়াছিলেন, কাপ্তেন লে গ্রাণ্ড্ সেইরূপ পরাক্রম দেখাইতে ২৩শে এপ্রেল জগদীশপুরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কুমার সিংহ সৈনিকগণকে জগদীশপুরের পার্শ্ববর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত সৈন্য এরূপ বিক্রমের সহিত ইংরেজ সেনানায়ককে আক্রমণ করিল যে, ইংরেজসৈন্য কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেও, তাহাদের সামর্থ্য রহিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের দলের ১৩৩ জনের পতন হইল।

অবশিষ্ট সৈনিকগণ সিপাহীদিগকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, কামান ফেলিয়া, আরার দিকে পলায়ন করিল। সেনানায়ক লে গ্রাণ্ড্ নিহত হইলেন। কুমার সিংহ আহত হইয়াও, ইংরেজ সেনাপতিকে এইরূপে পরাজিত করিলেন।

ইংরেজসৈন্যের এইরূপ পরাজয়ের সংবাদে আবার শাহাবাদে গোলযোগ ঘটিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ নিরতিশয় আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তাঁহারা বিগ্রেডিয়ার ডগ্‌লাসকে আরায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ডগ্‌লাস্ আত্মপক্ষের পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই সিপাহীদিগের মধ্যে অধিনায়কের পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বয়োবৃদ্ধ কুমার সিংহ কামানের গোলায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহার উরুদেশের মাংসপিণ্ড অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। তাদৃশ আঘাতে অশীতিপর বৃদ্ধ যে, কিয়ৎকাল জীবিত ছিলেন, ইহাই বিচিত্র। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিলেও, আপনার সৈনিকদিগকে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত রাখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ সেনানায়ক তাহাদের ব্যূহভেদ করিতে যাইয়া, পরাজিত হয়েন। কিন্তু বর্ষীয়ান্ বীরপুরুষের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। ইংরেজ সেনানায়ক লে গ্রাণ্ডকে পরাজিত করিবার তিন দিন পরে তিনি নিশীথকালে আপনার বাসগৃহে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে বাবু কুমার সিংহ সমগ্র পার্থিব বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তিনি যেরূপে জীবনের শেষ দশায় উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন, যেরূপে ব্রিটিশ সৈন্যের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করেন, এবং যেরূপে রণকুশল ইংরেজ সেনানায়কদিগকে পরাজিত করিয়া তুলেন, তাহা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি ইউরোপীয় বালকবালিকার শোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার আরায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে সিপাহীগণ এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে অবরুদ্ধ করে। কুমার সিংহ ইঁহার প্রাণনাশ করেন নাই। ইংরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে না পারেন, এই জন্য তিনি ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। আবদ্ধ থাকিলেও, লোকে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত।

ফলতঃ যুদ্ধভিন্ন কোন ইউরোপীয় তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগের বিষয়ীভূত হয় নাই। তিনি কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। এবিষয়ে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসামান্য উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উপস্থিত বিপ্লবে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ভারতবাসী যেরূপ নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছে, এবং অসমদর্শী ইংরেজ যেরূপ নির্দ্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কুমার সিংহের কার্য্যে সেরূপ নির্দ্দয়তার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় নাই। বয়সের আধিক্যে তাঁহার তেজস্বিতার হ্রাস হয় নাই। তিনি নয় মাস কাল, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বীরোচিত কৌশলের পরিচয় দেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি অনেক বার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও ইংরেজ সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী প্রশংসনীয় এবং তাঁহার রণকৌশল অসামান্য ছিল। যুদ্ধব্যবসায়ী ইংরেজ ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিতে বিমুখ হয়েন নাই।* তিনি এরূপ কৌশলে সুদক্ষ ইংরেজ সেনাপতির দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক দূরতর স্থান হইতে জগদীশপুরে যাত্রা করেন যে, সেনাপতি কিছুতেই সেই কৌশলজাল ভেদ করিয়া, তাঁহার গতিরোধে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ সুনিয়মে যুদ্ধের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেন, সেইরূপ কার্য্যতৎপরতার সহিত সর্ব্বাংশে ঐ প্রণালী রক্ষা করিতে পারিতেন না। ইংরেজ সেনানায়ক মিল্‌মান্ যখন আত্রাওলিয়ার নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে থাকিয়া, আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জয়লাভের বিস্তর সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে, মিল্‌মান্ আজিমগড়ে যাইতে পারিতেন না। তাঁহার সৈনিকদল ইংরেজসৈন্যের পুরোভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণে তাহাদের সুবিধা ঘটিলেও, তাহারা ইংরেজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হয় নাই। যদি সিপাহীদলের একাংশ মিল্‌মানকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহা হইলে কুমার সিংহ অপরাংশ লইয়া, সহজে বারাণসী আক্রমণ করিতে পারিতেন, এবং লর্ড মার্ক্ কারের সহিত শৃঙ্খলাসহকারে যুদ্ধ করিবারও সুযোগ পাইতেন। তাঁহার সম্মুখে এইরূপ অনেক বিষয়ে সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অধীন

* *Malleson, Indian Mutiny Vol. II. p. 465. Holmes, Indian Mutiny p. 461.*

সর্দ্দারদিগের অনৈক্যপ্রযুক্ত তিনি অনেক বার বিফলমনোরথ হয়েন। সর্দ্দারগণের সকলেই স্বপ্রধানভাবে কার্য্য করিতে আগ্রহযুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের আত্মপ্রাধান্যরক্ষার প্রবল ইচ্ছাতে অনেক কার্য্য বিশৃঙ্খল হয়। * যাহা হউক, কুমার সিংহ সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে ইংরেজ এক সময়ে যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, দূরদর্শিতার অভাবপ্রযুক্ত অন্য সময়েও সেইরূপ বিব্রত ও বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কুমার সিংহের দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতা অমর সিংহ সিপাহীদিগের অধিনায়ক হইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত না হইলেও, একাগ্রতা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতায় তাঁহার নিম্নগণ্য ছিলেন না। তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় ইংরেজকে দীর্ঘকাল বিব্রত থাকিতে হয়। তিনি সেনানায়ক লে গ্রাণ্ড্‌কে পরাজিত করিয়া আরা আক্রমণ করেন। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইলেও, তাঁহার উদ্যম দূরীভূত হয় নাই। সিপাহীদিগের ন্যায়, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উত্তেজিত লোকে নানা দিক হইতে আসিয়া তাঁহার দল পরিপুষ্ট করে। ইংরেজ সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ এজন্য ব্রিগেডিয়ার লুগার্ডের আগমন প্রতীক্ষায় থাকেন। লুগার্ড লে গ্রাণ্ডের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া, জগদীশপুরের নিকটে উপস্থিত হয়েন। এদিকে অমর সিংহ বিহিয়া ও জগদীশপুরের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে সিপাহীদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লুগার্ড এই সংবাদ পাইয়া ৮ই এপ্রেল বিহিয়ায় উপনীত হইলেন। তিনি স্বকীয় সৈনিকদলের একাংশ, আরারক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, অপরাংশ লইয়া ৯ই এপ্রেল জগদীশপুরের পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী প্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং আপনার বলবৃদ্ধির জন্য শাসিরামের ইংরেজ সেনানায়ক কর্‌ফীল্‌ড্‌কে অবিলম্বে আসিতে অনুরোধ করিলেন। যাবৎ কর্‌ফীল্‌ড্ উপস্থিত না হয়েন, তাবৎ লুগার্ড ঐ স্থানে থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাকালে অমর সিংহ সহসা তাঁহার শিবির আক্রমণে উদ্যত হওয়াতে, লুগার্ডকে পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। লুগার্ড অমর সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে কুমার সিংহের কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত ইংরেজপক্ষের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভ হইল। এই

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. 466.*

সকল যুদ্ধের সবিস্তার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। অমর সিংহের সৈনিকগণ জঙ্গলময় স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, আরার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। লুগার্ডের প্রেরিত অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করিল। লুগার্ড অতঃপর আপনার সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জগদীশপুর অধিকার করিলেন। অমর সিংহের সৈন্য সাতবারপুর নামক জঙ্গলময় পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অতঃপর লুগার্ড উক্ত সিপাহীদলের অনুসরণ করিলেন। এদিকে শাসিরামের ইংরেজ অধিনায়ক কর্ফীল্ড আসিয়া, ১১ই মে জগদীশপুরের সাত মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পিরুনামক স্থানে লুগার্ডের সহিত সম্মিলিত হইলেন। শাসিরাম হইতে পীরুর পথে তাঁহাকে অনেক বার অমরসিংহের সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যে দিন কর্ফীল্ড লুগার্ডের সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেই দিন সিপাহীরা হেতমপুরনামক স্থানে লুগার্ডের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই অমর সিংহের সৈনিকদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ হইতে থাকে। এক দিকে লুগার্ড এবং আর এক দিকে কর্ফীল্ড তাহাদের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে উদ্যত হয়েন। ২০শে মে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে একজন ইংরেজ আফিসার দেহত্যাগ করেন। লুগার্ড ২৭শে মে দালিলপুরনামক স্থানে সিপাহীদিগকে পরাজিত করেন।

কিন্তু এইরূপ পরাজয়েও অমর সিংহের দলভঙ্গ হইল না। অরণ্যময় দুর্গম পথ অমর সিংহের পরিজ্ঞাত ছিল। তিনি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া, ব্যূহসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একস্থলে তাঁহার সৈনিকগণ যেরূপ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, অপর স্থলে তাহারা সেইরূপ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা যেখানে ইউরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইল, সেই স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সুতরাং ইংরেজদিগের বাসস্থানগুলি নিরতিশয় বিপত্তিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইংরেজ সেনানায়কগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও, এই রূপ নানাস্থানগামী, নানা দলে বিভক্ত সৈনিকদিগের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলেন না। আরণ্য প্রদেশ তাঁহাদের উদ্যমপ্রকাশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহারা বৃথা বিপক্ষদিগের ব্যূহসন্নিবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে লাগিলেন, বৃথা উহা পরিবেষ্টিত

করিতে লাগিলেন, বৃথা উহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক দলের অল্পমাত্র বিলম্বে, অল্পমাত্র শৃঙ্খলাহানিতে তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইতে লাগিল। সিপাহীগণ একবার নিবিড় অরণ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিল, আর এক বার সহসা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে এক জন উচ্চপদস্থ আফিসার এইরূপ এক সময়ে পরস্পরবিচ্ছিন্ন, অন্য সময়ে পরস্পরসম্মিলিত বিপক্ষদিগের পরাজয়সাধনের জন্য অভিনব উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। যথাস্থলে এ বিষয় পরিব্যক্ত হইবে।

দালিলপুরে পরাজিত হইয়াও সিপাহীগণ হতোদ্যম হয় নাই। তাহাদের এক দল ডোমরাওঁর নিকটে একটী নীলকুঠী বিনষ্ট করে। অন্য দল বক্সারের নিকটবর্ত্তী রাজপুর নামক পল্লী বিলুণ্ঠন করে। অপর দল রেলওয়ে কার্য্যালয় আক্রমণে উদ্যত হয়। ইহাতে সমগ্র শাহাবাদে পুনর্ব্বার গোলযোগ ঘটে, এবং সমগ্র শাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এইরূপ আতঙ্কবিস্তার ও গোলযোগের সঙ্গে ইংরেজসৈন্যেরও নিরতিশয় দুর্দ্দশা ঘটে। তাঁহারা অতিশ্রমে ক্লান্ত হয়, অতি উত্তাপে অবসন্ন হয়, অতি দুর্গম প্রদেশে গমনাগমনে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহাদের বিপক্ষগণ যেন প্রতিদিনই নবীন উৎসাহের সহিত রণক্ষেত্রে পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাহাদের উদ্যম নষ্ট হয় নাই, পুনঃ পুনঃ স্থানত্যাগে তাহারা উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে নাই, পুনঃ পুনঃ নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপন করাতে তাহাদিগকে দিশাহারা হইতে হয় নাই। এদিকে ইংরেজ সেনানায়ক লুগার্ডও কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হয়েন নাই। তিনি ২রা জুলাই আপনার সৈনিকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করেন। এক দল কেশবা, অন্য দল দালিল্‌পুরের অভিমুখে গমন করে। লুগার্ড উক্ত দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পথ প্রস্তুত করিয়া, বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে তাঁহার জয়লাভ হয়।

পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ হইল। সেনানায়ক লুগার্ড জয়ী হইলেও বিপক্ষদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেন না। তাহারা পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইল। লুগার্ড ১৫ই জুন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে একবারে বিতাড়িত করিতে পারি-

লেন না। লুগার্ড অবশেষে অবিরত যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া, সৈনিকদলের পরিচালনভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশগমনে বাধ্য হইলেন। ইংরেজপক্ষের সৈনিকদল শিবিরসন্নিবেশ করিয়া থাকিতে আদিষ্ট হইল। এ দিকে অমর সিংহ তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, পূর্ব্ববৎ উদ্যমের সহিত আপনাদের পূর্ব্বতন স্থানগুলি অধিকার করিলেন। এইরূপে তিনি পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিলেন। নানা স্থান হইতে প্রতিদিনই বহুসংখ্যক লোক আসিয়া, তাঁহার সৈনিকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস লুগার্ডের স্থলে নিয়োজিত হইলেন। তিনি এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই শুনিতে পাইলেন যে, অমর সিংহের কৌশলে গয়ার কারাগারের কয়েদীগণ বিমুক্ত হইয়াছে। এই সকল কয়েদী পুলিশের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নগর হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজেরা স্থানান্তরে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এদিকে আরারক্ষক সিপাহীগণ বিপক্ষদিগের চক্রান্তে নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শাহাবাদের প্রায় সর্ব্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই সঙ্কটকালে সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার উপর দানাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগের সৈনিকদলের পরিচালনভার সমর্পিত হইল। সাত হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈনিক পুরুষ তাঁহার অধীনে রহিল। সেনানায়ক এই সকল সৈন্য লইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। পরস্পরের মধ্যে অধিক ব্যবধান না থাকে, এই ভাবে তিনি সকল দিকে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। তিনি ঐ সকল স্থানে এরূপে সৈন্যসন্নিবেশ করিলেন যে, আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে এক স্থানে পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে। তিনি বিপক্ষদিগের অভিসন্ধি ও গতিবিধি জানিবার জন্য বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে ছদ্মবেশে নানা স্থানে পাঠাইলেন। লুগার্ড যেমন জঙ্গলের মধ্যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সমস্ত জঙ্গলে পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি অমর সিংহকে তাঁহার সৈনিকদলের সহিত জগদীশপুরে তাড়িত করিবার প্রণালী অবধারণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, বিপক্ষগণ এক স্থানে

সমবেত হইলে তিনি তাহাদিগকে সহজে পরাজিত করিয়া, ঐ স্থান অধিকার করিবেন।

কিন্তু ডগ্‌লাস্‌ যে প্রণালী নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্টোবর বা নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্যারম্ভ হইল না। ইহার মধ্যে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশগামী প্রশস্ত রাজপথ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল। এক জন সেনানায়ক চারি মাস কাল, এই কার্য্যে নিয়োজিত রহিলেন।

এদিকে অমর সিংহ নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তিনি জগদীশ-পুর পুনরধিকার করেন। তাঁহার সহযোগিগণ জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত, শাহাবাদের নানা স্থানে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করে। তদীয় সৈন্য-কর্ত্তৃক এক সময়েই নানা দিকের নানা স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। গঙ্গার দক্ষিণ ও শোণের পশ্চিম দিকের সমুদয় স্থানে তাহাদের ক্ষমতার নিদর্শন পরিব্যক্ত হইতে থাকে। ইংরেজসৈন্যের সহিত তাহাদের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। এক জন সেনানায়ক তাহাদিগকে ৯ই সেপ্টেম্বর রামপুর-নামক স্থানে পরাজিত করেন। আর এক জন অধিনায়ক শোণনদে তাহাদের যে সকল নৌকা ছিল, তৎসমুদয়, ২০শে সেপ্টেম্বর, বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। এক জন সিবিল কর্ম্মচারী কতিপয় শিখ সৈনিক লইয়া, তাহাদের আর চারি খানি বৃহৎ নৌকাও নষ্ট করেন। কিন্তু এইরূপে পরাজয় ও ক্ষতি স্বীকার করিলেও তাহারা আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনে নিরস্ত থাকে নাই। প্রতিদিন তাহাদের উৎসাহবৃদ্ধির সহিত মারাত্মক কার্য্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা পুনর্ব্বার আরা অধিকারে উদ্যত হয়, এবং তত্রত্য অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক একান্ত বিব্রত করিয়া তুলে।

সেনানায়ক ডগ্‌লাস্‌ অমর সিংহের এইরূপ কর্ম্মপ্রবণতা ও সমরনৈপুণ্য দেখিয়া, সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। বর্ষার আবির্ভাব প্রযুক্ত তিনি এত দিন আপনার প্রণালী সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এখন বর্ষার তিরোভাব হইয়াছিল; সুতরাং ডগ্‌লাস্‌ কালবিলম্ব না করিয়া, ১৩ই অক্টোবর নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে, অমর সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এখনও অনেক স্থান জলপ্লাবিত ও কর্দ্দমময় ছিল। এই সকল স্থান দিয়া, সৈন্য লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। যাহা হউক, ডগ্‌লাস্‌

আর কোন বিষয়ে দৃকপাত করিলেন না। তিনি ১৩ই অক্টোবর আপনার সৈন্য সাত দলে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইলেন। এই সাত দলের অধিনায়কগণ বিপক্ষদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে জগদীশপুরে তাড়িত করিতে আদিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিপক্ষদিগকে এক কেন্দ্রে সমবেত করাই ডগ্‌লাসের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষগণ জগদীশপুরে সমবেত হইলে তাহাদের পরাজয়সাধন সুসাধ্য হইবে। ডগ্‌লাস উপস্থিত সময়ে, এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু এই উদ্যম সর্ব্বাংশে সফল হইল না। ডগ্‌লাস্ ১৪ই অক্টোবর সিপাহীদিগকে কারিশাত নামক স্থান হইতে তাড়িত করিলেন। অন্য এক জন সেনানায়ক ১৬ই তারিখে কম্পাসাগরনামক স্থানে সিপাহীদিগের সম্মুখীন হইলেন। সিপাহীগণ বহুক্ষণ এই আক্রমণে বাধা দিয়া, পরাজয় স্বীকার করিল। তৎপরদিন তাহারা অপর এক জন ইংরেজ অধিনায়কের আক্রমণে পীরুনামক স্থানে পরাজিত হইল। এইরূপে অমর সিংহের সাড়ে চারি হাজার সৈন্য নানা স্থানে আক্রান্ত হইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষের বিভিন্ন সেনানায়কগণ যদি এক সময়ে সিপাহীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে, ডগলাসের নির্দ্ধারিত প্রণালী সর্ব্বাংশে কার্য্যকর হইত। কিন্তু সেনানায়কগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ডগ্‌লাস আপনার সৈন্য সাতদলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছয় দলের ছয় জন অধিনায়ক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সপ্তম অধিনায়ক নিরূপিত সময়ে কার্য্য করিতে পারিলেন না। বাঁধ কাটিয়া দেওয়াতে, অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এ জন্য উক্ত অধিনায়কের পাঁচ ঘণ্টা কাল বিলম্ব হইল। সিপাহীগণ এই অবসরে অক্ষতশরীরে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

উদ্দেশ্য বিফল হওয়াতে সেনানায়ক ডগ্‌লাস্ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে আর এক জন সৈনিক-প্রধানের কৌশলে আর এক উপায় উদ্ভাবিত হইল। স্যার হেন্‌রি হাবেলকনামক একটী প্রধান সৈনিকপুরুষ অযোধ্যার যুদ্ধের সময় দেখিয়াছিলেন যে, পদাতিদলের কতিপয় সৈনিক, অশ্বারোহীর কার্য্য করাতে অনেক ফললাভ হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে স্যার হেন্‌রি

হাবেলক্ ডগ্‌লাসের দলে ছিলেন। সুতরাং তিনি এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, পদাতি-সৈন্য বন্দুক ইত্যাদি লইয়া, অশ্বারোহণে বিপক্ষদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইবে। ইহারা বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইলে, অশ্ব হইতে নামিয়া, যাবৎ মূল সৈনিক দল উপস্থিত না হয়, তাবৎ তাহাদের গতিরোধ করিয়া থাকিবে। পূর্ব্বে যে অভিনব উপায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, এইরূপে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইল। স্যার হেন্‌রি হাবেলকের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। প্রস্তাবকর্ত্তা প্রথমতঃ ১০গণিত পদাতিদলের ৪০ জন সৈনিককে অশ্বারোহীর কার্য্য শিক্ষা দিলেন। শেষে উক্ত পদাতিদলের আর কুড়ি জন সৈনিক ইচ্ছাপূর্ব্বক এই নবসংগঠিত দলে প্রবিষ্ট হইল। স্যার হেন্‌রি হাবেলক্ এই ৬০ জন সৈনিক লইয়া, অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন।

স্যার হেন্‌রি হাবেলক্ শোণের তটে সিপাহীদিগের গতিরোধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি ১৮ই অক্টোবরের রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে জগদীশপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, রাত্রি দুই প্রহরের পর আরায় উপনীত হইলেন; অতঃপর প্রাতঃকালে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শোণের তটে সিপাহীদিগের দেখা পাইলেন। সিপাহীগণ সবিশেষ পরাক্রমের সহিত ১২ ঘণ্টা কাল, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিল। কিন্তু শেষে তাহারা দক্ষিণপশ্চিমদিকে ধাবিত হইল। হাবেলকের অশ্বারোহিগণ অবিলম্বে তাহাদের অনুসরণ করিল। ইহারা সর্ব্বদা সিপাহীদিগের গন্তব্য স্থানের সন্ধান রাখিতে লাগিল। সিপাহীগণ জগদীশপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পশ্চিমদিকে ধাবিত হইল। এদিকে হাবেলকের অশ্বারোহী সৈনিকগণ ইহাদের অনুসরণে নিরস্ত হইল না। শস্যক্ষেত্রসমূহ জলপ্লাবিত থাকাতে তাহাদের শীঘ্রগমনে বাধা ঘটিতে লাগিল। এদিকে সিপাহীগণ উক্ত ক্ষেত্রের স্বল্পপরিসর বাঁধ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের নিষ্কৃতি লাভ হইল না; ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে নোনাদিনামক স্থানের নিকটে অনুসরণকারী অশ্বারোহী পদাতিগণ, অশ্ব হইতে নামিয়া, তাহাদের গতিরোধ করিল। ইহার মধ্যে ইংরেজপক্ষের পদাতিদল পঁহুছিল। অমর সিংহ ইহাদের আক্রমণে পরাজিত হইয়া, ইক্ষুক্ষেত্রে আত্মগোপন

করিলেন। তাঁহার সৈন্য পশ্চিমদিকে পলায়ন করিল। হাবেলকের অভিনব সৈনিকদল পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া,তাহাদের গন্তব্য স্থান ঠিক করিয়া লইল। তাহারা পরিশ্রান্ত হওয়াতে, অপরাহ্ণে এক স্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হাবেলকের অনুসরণকারী সৈন্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহারা তিন ঘণ্টাকাল তাহাদিগকে অবরুদ্ধভাবে রাখিল। ইহার মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র পদাতিসৈনিকদল লইয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পথপ্রদর্শকের ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহার সৈন্য সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ভাগে না গিয়া, হাবেলকের সৈন্যের পার্শ্বভাগে উপস্থিত হইল। সিপাহীগণ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পলায়নের সুযোগ পাইল। তাহারা পশ্চাদ্ভাগে কোন প্রতিবন্ধক না দেখিয়া, ঐ দিক দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। এই সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। অন্ধকারে ক্রমে চারি দিক আচ্ছন্ন হইতেছিল। সিপাহীগণ এই সুযোগে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা ৪০ ঘণ্টায় ৬৩ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শাহাবাদবিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সমতলক্ষেত্র হইতে এই পর্ব্বতশ্রেণীতে যাইতে হইলে, তিনটী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। হাবেলকের অশ্বারোহিগণ ২০শে অক্টোবর এই গিরি-বর্ত্ম দিয়া, বিপক্ষদের সম্মুখীন হইল। সিপাহীগণ এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা তৃতীয় বার তাড়িত হইল। হাবেলক সিপাহী-দিগের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইয়া, পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রিতে ২০১ মাইল পথ অতি-ক্রম করেন। ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে অক্টোবরের যুদ্ধে হাবেলকের তিন জন সৈনিকপুরুষ হত, এবং আঠার জন আহত হয়। ৪২টী অশ্ব অতিক্লান্তিতে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। আত্মপক্ষের অনেকে হতাহত হওয়াতে, সিপাহীগণও সবিশেষ ক্ষতি স্বীকার করে।

যাহা হউক, ইংরেজপক্ষের তিন হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য ছয় মাস কাল, অবিরত চেষ্টা করিয়া, যাহা সম্পন্ন করিতে পারে নাই, হাবেলকের প্রণালীতে পরিচালিত ৬০ জন সৈনিকের কৌশলে তাহা সম্পন্ন হইল। ইহারা সুকৌশলে বিপক্ষদিগের গতিবিধির সন্ধান রাখাতে, অমর সিংহের সাড়ে চারি হাজার সৈন্য

দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইল। এদিকে জগদীশপুরের নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল। সিপাহীগণ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস্ রাত্রিকালে পথ অতিবাহনপূর্ব্বক ২৪শে নবেম্বর পার্ব্বত্য প্রদেশের শালিদাহার নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, অমর সিংহের মূল দল পরাস্ত করিলেন। কিন্তু অমর সিংহকে সর্ব্বাংশে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ করিতে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। ১৮৫৮ অব্দের শেষভাগে ব্রিগেডিয়ার ডগ্‌লাস আপনার রক্ষণীয় বিভাগ সর্ব্বাংশে নিরাপদ বলিয়া স্থির করিলেন।

অমর সিংহ সাত মাস কাল, ইংরেজসৈন্যের সমক্ষে বিচিত্র যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাত আট জন ইংরেজ সেনানায়ক ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল লইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে, দীর্ঘকাল কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। ইংরেজপক্ষের পদাতিসৈন্যকে এক সময়ে প্রতিদিন ছাব্বিশ মাইল করিয়া, ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন গমন করিতে হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণও প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল।* এইরূপ কষ্ট, এইরূপ শ্রান্তির পর ইংরেজসৈন্যের জয়লাভ হয়। ফলতঃ, অমর সিংহের ক্ষমতা নাশ করিতে ইংরেজকে যেরূপ সময়ব্যয়, সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ অন্য স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনের সহিত আত্মগৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিহারের দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষুদ্র যুদ্ধের ন্যায় অন্য কোন যুদ্ধে, তাঁহার অধিকতর অবসাদ জন্মে নাই, এবং অন্য কোন যুদ্ধে তাঁহাকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই।

এইরূপে ইংরেজ শাহাবাদে নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইলেন। জগদীশপুরের চিরপ্রসিদ্ধ জমীদারবংশের এইরূপে অধঃপতন হইল। যাঁহাদের জন্য কুমার সিংহের মতিভ্রম হইয়াছিল, তাঁহারা শাহাবাদে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি হইয়াছে। কামানের গোলায় রণদলনের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফাঁসিকাষ্ঠে হরেকৃষ্ণের প্রাণান্ত হইয়াছে। যাহা হউক, কুমার সিংহ বৃদ্ধাবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত

* *Malleson, Indian. Mutiny. Vol. II. p. 492.*

হইলেও লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি যে, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে পরিচালিত হইয়াছিলেন, তাহা শাহাবাদবাসীদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ শ্রদ্ধা, এরূপ ভক্তি, এরূপ প্রীতি ছিল যে, তিনি যে বিষয়ের অধিকারী ছিলেন, সেই বিষয় ক্রয় করাও তাহাদের মতে মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত।* গবর্ণমেণ্টও সকল দিক দেখিয়া, কুমার সিংহের সন্তান ও আত্মীয়দিগের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেন নাই। কুমার সিংহের ঋণপরিশোধের জন্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অনেক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ যে যে সম্পত্তিতে আপনাদের অধিকার আছে বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত কুমার সিংহের আত্মীয়গণ বিনা বাধায় ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

——:০:——

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থান।

সিগৌলি—মজঃফরপুর—ছাপরা—গয়া—কমিশনর টেলর সাহেবের পদচ্যুতি—রোহিণী—কটক—জলপাইগুড়ি—চট্টগ্রাম—ঢাকা—ছুটিয়ানাগপুর।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাটনার প্রায় বার মাইল দূরবর্ত্তী সিগৌলিনামক স্থানে ১২গণিত এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। মেজর হলমেস্ ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন। দেওয়ান বিভাগের কমিশনর টেলর সাহেব যেরূপ

* কুমার সিংহের আরাস্থিত বাটীর চারি দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। বাটীটি একতলা। আরার প্রসিদ্ধ উকীল হরবন্স্ সহায় ঐবাটী ক্রয় করিয়া দোতলা করেন। কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য এক জন উকিল (কাঁধজী সহায়) প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশ ক্রয় করিয়া উহাতে বাড়ী করেন। বাড়ী শেষ হইলে তিনি একদা হঠাৎ গাড়ী হইতে পড়িয়া, লোকান্তরিত হয়েন। আর এক জন উকীল প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে বাটী প্রস্তুত করেন। বাটী প্রস্তুত হইলে তিনিও রোগগ্রস্ত হইয়া, দেহত্যাগ করেন। ইহাদের কেহই আপনাদের অভিনব গৃহে বাস করিতে পারেন নাই। ঘটনা অদৃষ্টমূলক। কিন্তু ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস অন্যরূপ হইয়াছিল।

কঠোরভাবের পরিচয় দেন, সৈনিকবিভাগের মেজর্ হলমেস্‌ও সেইরূপ উগ্রভাব প্রদর্শন করেন। টেলর সাহেব পাটনার সমগ্র মুসলমান অধিবাসীকে গবর্ণমেণ্টের শত্রু মনে করিয়া, তাহাদের নিপাতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেনানায়ক হল্‌মেস্ বিহারের অধিকাংশ স্থান আপনাদের বিপক্ষগণের আরাম-স্থল মনে করিয়া, ঐ সকল স্থানে সামরিক আইন প্রচার করিতে উদ্যত হই-লেন। তিনি ত্রিহুত, ছাপরা, চম্পারণ এবং আজিমগড় ও গোরক্ষপুর, এই কয়েকটি বিভাগ, উক্ত আইনের আমলে আনিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অপর লোককে উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হইবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ইত্যাদি করিবে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী উত্তেজিত সিপাহীদিগকে লুকাইয়া রাখিবে, এবং চারি দিকে লুঠতরাজ করিবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। অধিকন্তু যাহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। মেজর হল্‌মেস্ বিভিন্ন বিভাগের মাজিষ্ট্রেট-দিগকে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। মাজিষ্ট্রেটগণ অনুরোধরক্ষায় সম্মত হইলেন না। তাঁহারা লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর হালিডে সাহেবকে এই বিষয় জানাইলেন। হালিডে সাহেব সিগৌলির সেনানায়কের কার্য্য আইনবিরুদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের অননুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কমিশনর টেলর সাহেব এবিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন নাই কেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকটে কৈফিয়ৎ চাওয়া হইল। কমিশনর লিখিলেন যে, যদিও তিনি জানিতেন, মেজর হল্‌মেস্ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করেন নাই; যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস যে, সামরিক আইন দ্বারা লোকের জীবন, সম্পত্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ-রূপে অব্যাহত থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট এই কৈফিয়তে বোধ হয়, সন্তুষ্ট হইলেন না। এদিকে মেজর হল্‌মেস্‌ও নিরাপদে রহিলেন না। টেলর সাহেব এবং সেনানায়ক হলমেস্, উভয়েই এতদ্দেশীয়দিগের শোণিতপিপাসু হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় নীলকরেরাও তাঁহাদের ন্যায় শ্বাপদপ্রকৃতির পরিচয় দিতেছিলেন। যাঁহারা অবিরত নরশোণিতপাতে সচেষ্ট থাকেন, তাঁহারা যে, সাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

লোকে অবিরত এইরূপ হিংসার কার্য্য দর্শনে আপনারা প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে। সেনানায়ক হল্‌মেসের অদৃষ্টে এইরূপ প্রতিহিংসার ফল ঘটিল। ৩০শে জুলাই অপরাহ্নকালে সেনানায়ক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শকটারোহণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ১২গণিত দলের ৬জন অশ্বারোহী অশ্বের বল্‌গা ধরিল এবং দেখিতে দেখিতে নিষ্কোষিত তরবারির আঘাতে সেনানায়ক ও তাঁহার স্ত্রীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। ইহার পর উত্তেজিত সওয়ারগণ সিগৌলির অপরাপর ইউরোপীয়কেও নিহত করিল। এক জন এতদ্দেশীয়ের অসীম দয়ায় কেবল একটি অল্পবয়স্কা বালিকার জীবন রক্ষা হইল। সওয়ার দিগের অধিকাংশই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা লুঠতরাজ আরম্ভ করিল, ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়োল্লাসে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। কতিপয় সওয়ার এই সঙ্কটকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুরক্ত ছিল। ইহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অযোধ্যার যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের যে অংশ দেখা যায়, সেই অংশেই পর্য্যায়ক্রমে দুইটী পরস্পরবিপরীত বিষয়ের নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এক বার যে স্থল সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল, পরক্ষণে সেই স্থল তমোময়ী ছায়ায় সমাবৃত হইয়া উঠিল। পাটনাতে পর্য্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কমিশনর টেলর সাহেব যখন মুসলমানদিগকে অবরুদ্ধ করেন, ফাঁসিকাষ্ঠে যখন মুসলমানদিগের দেহ বিলম্বিত হইতে দেখেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতায় সমগ্র বিহার নিরাপদ হইবে। শ্বেতপুরুষের প্রভাবদর্শনে লোকে আর উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, শান্তভাব অবলম্বন করিবে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া, আশ্বস্ত হইয়াছিলেন গভীর বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই প্রসন্নতা দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যে আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র অন্তর্হিত হইল। আলোকের পরিবর্ত্তে গভীর অন্ধকারে তাঁহার মুখের মালিন্য ঘটিল। সেনানায়ক ডান্‌বার যখন আরার সিপাহীদিগের ক্ষমতানাশে অসমর্থ হইলেন; কুমার সিংহের প্রাধান্য যখন সমস্ত

আরায় স্থাপিত হইল; তখন টেলর সাহেব দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইলেন; ভীষণ বিপ্লবে আপনাদের প্রাধান্য বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া, তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এখন পাটনা রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি জুলাই মাসে মজঃফরপুর, ছাপরা, গয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলার রাজপুরুষদিগকে আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পাটনায় আসিতে আদেশ দিলেন। কমিশনর সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে, আরার উদ্ধারসাধন অসম্ভব। কুমার সিংহের পরাজয়সাধনও অসাধ্য। এখন বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে পাটনা ও দানাপুরে একত্র করাই সঙ্গত। ইহাতে ইউরোপীয়দিগের বলবৃদ্ধি হইবে, এবং ঐ স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যও অব্যাহত থাকিবে। যিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া যে কোনরূপে হউক, প্রতিপক্ষের ক্ষমতা নাশ করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে ভয়াবহ বিপ্লবের করাল ছায়ায় দিশাহারা হইয়া আপনার অধীন প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দুশ্চরিত্র কয়েদীগণে পরিবৃত কারাগার সমূহ ফেলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

কমিশনরের আদেশলিপি যখন মজঃফরপুরে উপস্থিত হয়, তখন ত্রিহুতের ইউরোপীয়গণ, দানাপুর ও সিগৌলির সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অবিলম্বে সমগ্র বিভাগের লোকে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তাঁহারা দানাপুরের সেনাপতির নিকটে কতিপয় ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই উদ্বেগের সময়ে মজঃফরপুরের ইউরোপীয়গণ যখন কমিশনর সাহেবের পত্র পাইলেন, তখন অবিলম্বে মজঃফরপুর পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল। মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিষেধ বাক্যে কোন ফল হইল না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব টেলর সাহেবকে আপনার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পাটনায় গমন করিলেন। মজঃফরপুর রাজপুরুষদিগের শাসনদণ্ড হইতে কিয়ৎকালের জন্য বিচ্যুত হইল। কিন্তু রাজপুরুষদিগের অনুপস্থিতিতে কোনরূপ বিপ্লবের আবির্ভাব হইল না। লোকে কোনরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেখাইল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল না। কারাগারের কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করিল

না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল না। সেনানায়ক হল্‌মেসের অধীন কতকগুলি সওয়ার মজঃফরপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়-দিগের গমনের অব্যবহিত পরে ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কিন্তু এই সময়ে নজীবগণ আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইল না। তাহারা সওয়ারদিগের আক্রমণে বাধা দিয়া, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষা করিল। যদি নজীবগণ সওয়ারদিগের পক্ষ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইত কয়েদীগণও মুক্তিলাভ করিয়া, সমগ্র স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু নজীবগণ সওয়ারদিগের সহিত সম্মিলিত না হইয়া, দৃঢ়তার সহিত তাহাদের আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করে। সওয়ারেরা ধনাগার হস্তগত করিতে না পারিয়া, কতিপয় ইউরোপীয়ের গৃহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এদিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিশনর সাহেবকে বুঝাইতে না পারিয়া, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি মজঃফরপুরে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, নজীবদিগের অসীম প্রভুভক্তিতে ও বিশ্বস্ততাগুণে ধনাগারের প্রায় নয় লক্ষ টাকা সুরক্ষিত আছে। কারাগারে কয়েদীগণ পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতেছে। নগরেও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রহিয়াছে।

মজঃফরপুরের ন্যায় ছাপরাও বিপত্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদের নিবারণের জন্য সাহায্যকারী সৈনিকের অসদ্ভাব ছিল না। নিকটে ৪৫ জন ইউরোপীয় এবং ১০০ জন শিখসৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল সৈনিকপুরুষ থাকিলেও, ছাপরার রাজপুরুষগণ কমিশনর টেলর সাহেবের আদেশানুসারে নগর পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ঘটনাস্থলে এক জন রাজভক্ত, তেজস্বী মুসলমানের আবির্ভাব হইল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ যখন স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন; ধনাগার, কারাগার, কাছারি প্রভৃতি যখন অরক্ষিত অবস্থায় থাকিল; স্থানীয় লোকে যখন রাজপুরুষদিগের আতঙ্ক দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল; তখন কাজী রমজান আলিনামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নির্ভীকচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি আপনার ইচ্ছায় ছাপরার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্যম কোনরূপে ব্যাহত হইল না। তিনি নিয়মিতরূপে কাছারি করিতে লাগিলেন, ধনাগার প্রভৃতি রক্ষণীয় স্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত উত্তেজনার সময়ে সর্ব্বত্র শান্তি

অব্যাহত রাখিলেন। ইংরেজেরা পলায়ন করিলেও, কাজী সাহেবের এইরূপ সাহসসহকৃত উদ্যমে ছাপরায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। ইংরেজেরা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন রমজান আলি তাঁহাদের হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খলা-সম্পন্ন কাছারি, ধনাগার, কারাগার প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন।* কমিশনর টেলর সাহেব যখন পাটনার মুসলমানদিগকে নিপীড়িত বা নিহত করিতে-ছিলেন, তখন ছাপরার এক জন সদাশয় মুসলমান আপনার রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার একশেষ দেখাইলেন। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণ, অনেক স্থলে এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় পাইতেছিলেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের বিপত্তিময় জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের এইরূপ অহম্মুখতার জন্যই অনেক স্থলে লোকের উত্তেজনার বৃদ্ধির সহিত ঘোরতর অশান্তির উৎপত্তি হয়।

সাহসী নজীবদিগের রাজভক্তিতে মজঃফরপুরে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিল না। এক জন বিশ্বস্ত মুসলমানের অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় ছাপরায় শান্তি-ভঙ্গ হইল না। এই দুই স্থানের ইংরেজ রাজপুরুষেরা যখন আপনাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য অসীম কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন। গয়াতেও এইরূপ রাজভক্তির নিদর্শন লক্ষিত হয়। অধিকন্তু গয়ার এক প্রধান রাজপুরুষ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, ধনাগারের রাশীকৃত অর্থ রক্ষা করেন। গয়া, পাটনা হইতে ৫৫ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি প্রধান পুণ্যতীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। যে স্থানের অন্তঃসলিলবাহিনীর তটদেশে পিণ্ড দিলে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন হয়, যে স্থানের পবিত্র বৃক্ষতলে, গভীর সাধনাবলে শাক্যসিংহের সিদ্ধিলাভ ঘটে, সে স্থলের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ই অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে। এই তীর্থস্থানে সময়ে সময়ে অনেক হিন্দুর সমাগম হয়। অনেক সম্পত্তিশালী জমীদার এই স্থানে অবস্থিতি করেন। নানা দেশের

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 407. Comp. Patna Crisis. p. 87.*

নানা ভাবের লোক উপস্থিত হওয়াতে, এই স্থানে নানারূপ অদ্ভুত গল্প প্রচারিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এই স্থানে ৮৪ গণিত পদাতিদলের ৪০ জন সৈনিক পুরুষ এবং ১১৬ জন শিখ অবস্থিতি করিতেছিল। মণি সাহেব এই স্থানের মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি দানাপুরের সংবাদ পাইয়া, গয়া রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হয়েন। দানাপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনার সংবাদে গয়ার লোকের মধ্যে অনেকের উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। গয়ার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আরার সংবাদ পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে টেলর সাহেব পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রচার করেন। মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কুমার সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, তাহা হইলে সমগ্র বিহারের অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে। এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুমার সিংহের অভ্যুত্থান এবং ডান্‌বারের পরাজয়ের সংবাদে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আপনার আবাসগৃহে বসিয়া, নজীবদিগের সুবাদারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কমিশনরের পত্র তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। কমিশনর কি লিখিয়াছেন, সুবাদার জানিতে চাহিলেন, মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে সহরের ইউরোপীয়দিগের নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপীয়গণ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কমিশনরের আদেশানুসারে তাঁহাদের পাটনাতেই যাওয়া সিদ্ধান্ত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া, ধনাগারের প্রায় সাত আট লক্ষ টাকা, দুশ্চরিত্র কয়েদীগণে পরিপূর্ণ কারাগার প্রভৃতি ফেলিয়া, পাটনার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দারোগা এবং নজীবদিগের সুবাদারের উপর সহরের রক্ষার ভার রহিল।

ইউরোপীয়গণ অশ্বারোহণে দুই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে হোলিংস্ নামক এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর মানসিকভাব পরিবর্ত্তিত হইল। ইনি অহিফেনবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। হোলিংস্ সাহেব আপনাদের কাপুরুষতায় নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। গয়ারক্ষার ভার ইঁহার উপর না থাকিলেও, ইনি এইরূপ ভীরুজনোচিত কার্য্যে একান্ত অনুতপ্ত হইলেন। ইঁহার ভাবান্তরদর্শনে মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবেরও ভাবান্তর ঘটিল; এই দুইটি সাহসী পুরুষ গয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষায়

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন অপরাপর ইউরোপীয় গয়ার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন মণ এবং হোলিংস্ সাহেব গয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। গয়া পূর্ব্ববৎ সুশৃঙ্খল ছিল। ধনাগারের অর্থরাশি পূর্ব্ব-বৎ সুরক্ষিত ছিল। কয়েদীগণ পূর্ব্ববৎ কারাগারে আবদ্ধ ছিল। অস্ত্রধারী নজীব এবং অনুত্তেজিত অধিবাসিগণ পূর্ব্ববৎ রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহের গয়ার এইরূপ শৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সন্তুষ্টচিত্তে গবর্ণমেণ্টের অর্থ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পাটনার পথ নিরাপদ ছিল না। এদিকে সাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কুমার সিংহ সৈনিকদল লইয়া, গয়ার অভিমুখে আসিতেছেন। এই সংবাদে সাধারণে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব টাকা লইয়া, পাটনার পরিবর্ত্তে কলিকাতায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কলিকাতা অধিকতর দূরবর্ত্তী হইলেও, বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা না থাকাতে, ঐ দীর্ঘতর পথই মাজিষ্ট্রেটের অবলম্বনীয় হইল। মাজিষ্ট্রেট, গাড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। গয়ার নিকটবর্ত্তী হাজারীবাগের সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাণীর ৬৪ গণিত দলের কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সংগ্রহ করিলেন। ৪ঠা আগষ্ট সকলে কলিকাতায় যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে নজীবেরা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিল। কয়েদীগণ কারাগার ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইল। মাজিষ্ট্রেট মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে কোম্পানির অর্থ-সংরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সহগামী হইলেন। ঐ দিন রাত্রিকালে নজীব এবং কারাগারবিমুক্ত কয়েদীগণ, অর্থাপহরণমানসে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোম্পানির অর্থ লইয়া, কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গবর্ণর-জেনেরল তাঁহার এবং হোলিংস্ সাহেবের সাতিশয় সুখ্যাতি করিলেন। এইরূপ সঙ্কটকালে, এইরূপ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বহু অর্থ রক্ষা করাতে, ইঁহারা উভয়েই গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত হইলেন।

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে গয়ার মাজিষ্ট্রেট, যখন প্রধানতম শাসনকর্ত্তার একান্ত অনুগ্রহভাজন হইলেন, তখন পাটনার টেলর সাহেবের অধঃপতন হইল।

বিহারে সামরিক আইনপ্রচার এবং পাটনার মুসলমানগণের ফাঁসি হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষ কমিশনর সাহেবের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর কমিশনর সাহেব, যখন আপনার অধীন বিভাগের রাজপুরুষদিগকে পাটনায় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। টেলর সাহেব আগষ্ট মাসে কমিশনরের পদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। টেলর সাহেবের ক্ষিপ্রকারিতা ছিল; কর্ম্মক্ষমতা, উৎসাহ ও সাহস ছিল। তিনি এক সময়ে রাজপুরুষদিগকে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে আরার ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়দিগকে এক কেন্দ্রে একীভূত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হয়েন। তাঁহার এই উদ্যম অসময়ে অভিব্যক্ত হওয়াতে প্রশংসনীয় হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মজঃফরপুর ও ছাপরাতে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ইংরেজদিগের অভাবেও, এক জন কর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান ছাপরায় শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। কমিশনর সাহেবের বিবেচনাদোষে কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। কুমার সিংহ বিরোধী না হইলে, বোধ হয়, টেলর সাহেব আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, বিভাগীয় রাজপুরুষদিগকে তাঁহাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিতেন না। যাহা হউক, টেলর সাহেবের ধীরতার অভাবেই তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধীরতার অভাব প্রযুক্ত তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে নিন্দিত ও উচ্চপদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন। ইহার পর দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও, তিনি পূর্ব্বতন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

টেলর সাহেব পদচ্যুত হইলে, সামুয়েল্‌স্ সাহেব পাটনার কমিশনর হয়েন। যাবৎ তিনি উপস্থিত না হয়েন, তাবৎ পাটনার জজ ফারকুহরসন সাহেবের হস্তে কমিশনরের কার্য্যভার সমর্পিত হয়। টেলর সাহেবের ব্যবহারে পাটনার লোকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন টেলর সাহেব পদচ্যুত হওয়াতে, তাঁহারা নিরুদ্বেগ হইলেন। এদিকে সাধারণকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে ফাঁসি কাষ্ঠ সকল অপসারিত হইতে লাগিল। যে সকল নিরীহ

মুসলমান অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি লাভ করিল। লোকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে না পারে; মুসলমানেরা উত্তেজিত না হইয়া, প্রশান্তভাবে থাকিতে পারে, এজন্য লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণর মুন্সী আমীর আলি নামক এক জন কর্ম্মদক্ষ মুসলমান উকীলকে কমিশনর সামুয়েলসের সহকারী করিলেন। এইরূপ উচ্চতর পদে এক জন ভারতবাসীর নিয়োগ হওয়াতে কলিকাতার ইউরোপীয়সম্প্রদায় আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অসঙ্গত চীৎকারে কোন ফল হইল না। মুসলমানের পবিত্র পর্ব্ব মহরম সমাগত হইল। মুন্সী আমীর আলির কার্য্যনৈপুণ্যে এই উৎসবে শান্তিভঙ্গ হইল না। পাটনার মুসলমানগণ আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিল। তাহাদের মধ্যে উত্তেজনা পরিদৃষ্ট হইল না। এ সময়ে তাহারা উন্মত্তভাবে কাফেরের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল না। এইরূপ উত্তেজনার সময়ে পাটনার এইরূপ প্রশান্তভাবের বিবরণ শুনিয়া, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ আপনাদের অযথা চীৎকারে আপনারাই লজ্জিত হইলেন।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশের আরও কোন কোন স্থানে সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই উত্তেজনায় প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টকেও এই উত্তেজনা প্রযুক্ত তাদৃশ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় নাই। ইহার বিবরণ এই স্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। সাঁওতাল পরগণার মধ্যে দেবঘর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। অনেক তীর্থযাত্রী এই স্থানে সমাগত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনা ঘটিয়াছিল, সেরূপ উত্তেজনার নিদর্শন দেবঘরে পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই স্থানের অধিবাসিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। এই স্থানের তীর্থযাত্রিগণ পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে ধীরভাবে আরাধ্য দেবের পূজায় ব্যাপৃত ছিল। এই স্থানের রাজপুরুষগণ কোনরূপ বিপ্লবের সূচনা না দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। দেবঘরের নিকটবর্ত্তী রোহিণীতে ৫ গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায় নাই। ইহারা কোন সময়ে অধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধাচরণে

উত্তত হয় নাই। ইহাদিগকে কোন সময়ে কোনরূপে সামরিক শৃঙ্খলা-নাশের জন্য উত্তেজিতভাবে দলবদ্ধ হইতে হয় নাই। ইহারা শান্তভাবে আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল। ইহাদের অধিনায়কগণ নিশ্চিন্তমনে আপনাদের সৈনিকদলের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ১২ই জুন সন্ধ্যাকালে এই অশ্বারোহিদলের অধিনায়ক মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ আপনার বাঙ্গালার বারেন্দায়, অন্যতর সেনানায়ক স্যার নরমান্‌ লেস্‌লি এবং ডাক্তার সাহেবের সহিত বসিয়া, নিরুদ্বেগে নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনটি অস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যুৎবেগে তাঁহাদের নিকটে আসিল। নিমেষের মধ্যে এক ব্যক্তি অধিনায়কের মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিল। ডাক্তার সাহেবও আহত হইলেন। অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে বক্ষোদেশ পর্য্যন্ত ছিন্ন হইল, এই হতভাগ্য সৈনিকপুরুষ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিলেন না। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। অধিনায়ক ও ডাক্তার সাহেব এই আকস্মিক অস্ত্রাঘাত হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। ইঁহারা আক্রমণকারীদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ৫গণিত অশ্বারোহিদলের সওয়ারেরা যে, এই কার্য্য করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ডাক্তার সাহেব সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারীরা যেরূপ ত্বরিতবেগে উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ নিমেষমধ্যে আপনাদের কার্য্যসাধন করিয়াছে। তাহাদের দেহে সামরিক পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং আক্রান্তগণ তাহাদিগকে সওয়ার বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এতদ্দেশীয় আফিসারগণ অপরাধীদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্দেহক্রমে তিন ব্যক্তি ধৃত হইল। ইহাদের দুই জনের পরিধেয় বস্ত্র শোণিতরঞ্জিত ছিল। এক জন স্বীকার করিল যে, তাহার অস্ত্রাঘাতে লেস্‌লি সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। এইমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, অধিনায়ক মাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ তাহাদিগকে ফাঁসি দিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে তিনি অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনের আয়োজন করিলেন। তিন জনকে হাতীর উপর চড়াইয়া ফাঁসিকাষ্ঠের নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। জল্লাদেরা পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের গলদেশ রজ্জুবদ্ধ করিল। ইহার পর পর্য্যায়ক্রমে এক একবার হাতী চালাইয়া দেওয়া হইল। তিন বারে তিনটি শোচনীয়দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ

ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। তিন জন সওয়ারের জীবননাশ করিলেও, মেজর্ মাক্‌ডোনাল্‌ড্ অপরাপর সওয়ারকে সাতিশয় বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ধারণা অমূলক হয় নাই। সওয়ারগণ আহত ও অরক্ষিত ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই। এই সময়ে তাহাদের অধিনায়ক আহত হইয়াছিলেন। আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেবও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সওয়ারগণ বিদ্বেষভাবে পরিচালিত হইলে অনায়াসে ইঁহাদের ক্ষমতা নাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা আপনাদের প্রশান্তভাবে ও প্রভুভক্তিতে বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাহাদের অধিনায়ক আক্রান্ত ও আহত হইলে, তাহারা সমস্ত রাত্রি আহতদিগের গৃহদ্বারে বসিয়া প্রহরীর কার্য্য করে। ইহার পর তাহারা তিনমাস কাল এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ বিশ্বস্তভাবে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, আঘাতজনিত জ্বরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহাও ভাল, তথাপি তিনি এই বিশ্বস্ত সৈনিকদলের পরিচালনার জন্য অপর কাহাকেও স্বকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবেন না। তাঁহার প্রস্তাব ক্রমে সদর সৈনিকনিবাস রোহিণী হইতে ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়। জুলাই মাস পর্য্যন্ত সওয়ারেরা ভাগলপুরে শান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করে। শেষে আগষ্ট মাসে ইহাদের ভাবান্তর ঘটে। এই সময়ে দানাপুর ও আরার সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। চারি দিকের সিপাহীগণ দানাপুরের দানবপ্রকৃতি ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া, আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। এই সর্ব্বব্যাপী আতঙ্কের সময়ে যেখানে যে সিপাহীদল, ইংরেজ সৈনিকপুরুষদিগকে সমাগত হইতে দেখিত, সেইখানেই তাহারা সর্ব্ববিধ্বংসের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিত। ১৫ই আগষ্ট একখানি জাহাজ ভাগলপুরের নিকটে আসিয়া নোঙ্গর করে। এই জাহাজে সেনাপতি আউট্রাম ছিলেন। এই সময়ে দুই জন উত্তেজিত সওয়ার ভাগলপুরের ৫গণিত সওয়ারদলকে কহে যে, রাত্রিতে তাহারা আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত হইবে। এই কথায় সওয়ারগণ স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এইরূপে একদল বিশ্বস্ত সৈন্য ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ করে।

কথিত আছে, রোহিণীতে যে তিন জনের ফাঁসী হয়, তাহাদের এক জনের পিতা আপন দলের বিশস্ততা দেখাইবার জন্য, স্বকীয় পুত্রকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতেও বিমুখ হয় নাই।*

কর্ত্তৃপক্ষ যখন উপস্থিত বিপ্লবের শান্তির জন্য যথোপযুক্ত ইউরোপীয় সৈন্য-সংগ্রহে একান্ত অসমর্থ ছিলেন, তখন বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদল ইউরোপীয় সৈন্যকর্ত্তৃক নিরস্ত্রীকৃত ও নিহত হইবার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তর হইতে পর্য্যাপ্তপরিমাণে ইউরোপীয় সৈন্য আনিতে পারেন নাই। অথচ সিপাহীগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ইউরোপীয় সৈন্যের সমাগমে আপনাদের অবমাননা বা নিধনের আশঙ্কা করে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই বিচিত্র ব্যাপার একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়। গবর্ণমেণ্ট যখন বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয় সৈন্য একত্র করিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈনিকশ্রেণী হইতে নিষ্কাশিত করেন, তখন সিপাহী-দিগের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হয়। ইউরোপীয় সৈন্য আগমন করুক বা নাই করুক, সিপাহীগণ আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই। এসময়ে তাহাদের উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য লোকের অভাব ছিল না। চক্রান্ত-কারী ব্যক্তিগণ নানা বেশে উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ আতঙ্কজনক কথায় তাহাদিগকে অধিকতর ভয়গ্রস্ত করিত। ইহাদের কুমন্ত্রণা সর্ব্বাংশে নিস্ফল হয় নাই। কোন কোন স্থলে উহা হইতে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়া-ছিল। কিন্তু এক স্থলে একটি বিশেষ কারণে মন্ত্রণাদাতাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কটকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একদল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। মাদ্রাজের সিপাহীগণ সৈনিকনিবাসে আপনাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করে। এক সৈনিকনিবাস হইতে অন্য সৈনিকনিবাসে যাইবার সময়ে ইহারা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া যায়। মাদ্রাজের সিপাহীগণ কটকে আপনাদের পরিবারবর্গে পরিবৃত ছিল। উত্তেজিত মুসলমানগণ ইহাদিগকে কহে যে, ইহাদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে। ইহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলে, ইহাদিগকে দূরতর স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। উত্তেজনা-

* *Martin, Indian Empire. Vol II. p. 415.*

পর মুসলমানদিগের কথায় মাদ্রাজের সিপাহীগণ শঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহে উদ্যত হইল না। লোকে গভীর আশঙ্কা ও অমূলক উত্তেজনায় অধীর হইলেও, যখন আপনাদের পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য দুঃসাহসিক কার্য্যসাধনে নিরস্ত থাকে, তখন তাহাদের ঐরূপ পারিবারিক চিন্তায় রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হয়। মাদ্রাজী সিপাহীগণ নিঃসন্দেহ আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিল। বিনা কারণে তাহারা সৈনিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইবে, বিনা কারণে তাহাদিগকে অপরিচিত দূরতরস্থানে যাইতে হইবে, বিনা কারণে তাহাদের অবমাননার একশেষ ঘটিবে, ইহা ভাবিয়া তাহারা নিঃসন্দেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উত্তেজনার সময়ে স্ত্রীপুত্রাদির ভাবনা তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিয়াছিল। তাহারা পরিজনবর্গকে বিপত্তি-জালে পরিবেষ্টিত করিয়া, মন্ত্রণাদাতাদিগের মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহাদের কেহ কেহ মুসলমানদিগের কথায় উত্তর করিয়াছিল যে, তাহাদের দুই হস্ত আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা এক হস্তে পত্নীদিগকে রক্ষা করিতেছে, অপর হস্তে সন্তানদিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের পরিজন তাহাদের বিশ্বস্ততার প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টা বিফল হইল। কটকে শান্তিভঙ্গ হইল না। সিপাহীগণ পরিজনবর্গের সহিত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বাঙ্গালার সিপাহীগণ যদি মাদ্রাজী সিপাহীর ন্যায় সৈনিকনিবাসে আপনাদের পরিবারবর্গ লইয়া থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহারা সহসা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিপন্ন করিতে সাহসী হইত না।

কটকে যেরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না, জলপাইগুড়িতেও সেইরূপ কোন গোলযোগ ঘটিল না। এস্থলের সেনানায়কের উদারতা ও সমদর্শিতাই শান্তিরক্ষার প্রধান কারণ হইয়াছিল। জলপাইগুড়িতে ৭৩গণিত সিপাহীদল ছিল। কর্ণেল সিয়ারার এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আপনার অধীন দলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি কার্য্যতঃ সিপাহীদিগকে এই বিশ্বস্তভাব দেখাইতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে অমূলক আশঙ্কায়, অলীক সন্দেহে, সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের আশঙ্কা ও সন্দেহ অপসারিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের বিপদ নিরাকৃত হইতে পারে। জুন মাসে কটকের ন্যায় জলপাইগুড়িতে প্রচারিত হইল যে, ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য আসিতেছে। উক্ত সিপাহীগণ শীঘ্র, ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ নানাবিধ আতঙ্কময় জনরব জলপাইগুড়ির সৈনিকনিবাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। এ সময়ে সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ যেন, ইউরোপীয়-রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি চিরাচরিত প্রথা বলিয়া পরিগণিত ছিল। যেখানে কোন বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা জন্মিত, সেইখানে কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহী-দিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইতেন। আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত আর কোনও উপায়ই প্রশস্ততর বলিয়া মনে করিতেন না। সেনানায়ক সিয়ারারের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনিও এই প্রথা অনুসারে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইবেন। কিন্তু সেনানায়ক এই প্রথার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি আপনার অধীন সিপাহী-দিগকে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ৭৩গণিত দলের কতকগুলি সিপাহী ঢাকায় ছিল। ইহারা সেই স্থানে উত্তেজনার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। সেনানায়ক সিয়ারার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, অনিয়মিত অশ্বা-রোহিদলের যে সকল সওয়ার জলপাইগুড়িতে ছিল, তাহারা এই সংবাদে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, ঐ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আপনাদের তরবারি ধারাল করিয়াছিল।* এইরূপ বিশ্বাসপ্রযুক্ত সেনা-নায়ক সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। একদা তাঁহার সমক্ষে ডাকের কতকগুলি কাগজপত্র খোলা হইল। উহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের আদেশলিপি ছিল। সেনানায়ক ঐ আদেশলিপি হস্তে লইয়া, তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন সহযোগীকে কহিলেন,—"আমার সন্দেহ হইতেছে, এই লিপিতে আমাদের লোকের নিরস্ত্রীকরণের আদেশ রহিয়াছে। আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, তথাপি কিছুতেই এই আদেশপালনে সম্মত হইব না।" সেনানায়ক আপনার অধীন সৈনিকদলের সম্মানরক্ষায় এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 14. note*

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্থিরতায় তদীয় সহযোগিগণ সুস্থির হয়েন নাই। তাঁহারা সেনানায়ককে সমুদয় বন্দুক একত্র করিয়া, নৌকাযোগে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে কহেন। এই সকল নৌকা, উপস্থিত সময়ে তিস্তা নদীতে প্রস্তুত ছিল।

ক্রমে জুন মাস অতীতপ্রায় হইল। জলপাইগুড়ির সিপাহীদিগের উত্তেজনার হ্রাস হইল না। কথিত আছে, এই সময়ে মিরাট ও লক্ষ্ণৌ হইতে ষড়যন্ত্রকারিগণ ভ্রমণশীল ফকীরের বেশে জলপাইগুড়ির সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা সিপাহীদিগের প্রশান্তভাব বিনষ্ট ও হৃদয় কলুষিত করিতে নিরস্ত থাকে নাই। এদিকে এই দলের যে সকল সিপাহী ঢাকায় উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ জলপাইগুড়ির সহযোগীদিগকে নানারূপ আতঙ্কজনক কথায় উত্তেজিত করিতে বিমুখ হয় নাই। এইরূপে জুন মাসের শেষভাগে সিপাহীদলে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। সিপাহীদিগের বিশ্বাস জন্মিল যে, কলিকাতা হইতে বহুসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে আসিতেছে। তাহারা নিরস্ত্রীকরণে বাধা দিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়; কেহ কেহ অবিলম্বে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। সেনানায়ক সিয়ারার আপন দলের এইরূপ উত্তেজনা দেখিলেন, কিন্তু আপনার অবলম্বিত পথ হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উত্তেজনার সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, পর দিন কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সকলকে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। আদেশ দিয়াই, সেনানায়ক স্বয়ং অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে অনেকের অসন্তোষ পরিব্যক্ত হইল। অনেকে নানারূপ বিরক্তিজনক কথায় আপনাদের গভীর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাওয়াজ হইল। সিপাহীগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিল। গুলিভরা বন্দুক তাহাদের হস্তে ছিল, কিন্তু কেহই সৈনিকজনোচিত শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত বা শান্তিনাশে উদ্যত হইল না। সিপাহীগণ কাওয়াজের সময়ে শান্তভাবে অধিনায়কের আদেশ পালন করিল।

আপাততঃ কোন গোলযোগ ঘটিল না বটে, কিন্তু সিপাহীদিগের দুশ্চিন্তা

অন্তর্হিত হইল না। যখন নানারূপ আশঙ্কায় লোকের হৃদয় বিচলিত হয়, লোকে যখন প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাদের অধঃপতনের বিষয় ভাবিতে থাকে, তখন প্রত্যেক বিষয়েই তাহাদের মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হয়। তাহারা উহার সত্যতানিরূপণে চেষ্টা করে না, উহার উদ্দেশ্যের অবধারণে যত্নশীল হয় না। ঘটনা অনিষ্টজনক না হইলেও, অপরে আপনাদের অপূর্ব্ব কল্পনায় উহাকে নানারূপে ভয়ঙ্করভাবে রঞ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত ও সমুত্তেজিত করে। জলপাইগুড়িতেও এইরূপ ঘটনা ও তজ্জন্য এইরূপ কল্পনাময়, ভয়াবহ জনরবের আবির্ভাব হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার লেফ্‌টেনেণ্ট্‌-গবর্ণরের দ্রব্যাদি ও সরকারি কাগজপত্র আনিবার জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে কতকগুলি হাতী পাঠাইয়া দেন। ইহার সহিত সিপাহীদিগের ইষ্টানিষ্টের কোন সংস্রব নাই। কিন্তু উত্তেজিত লোকের কল্পনা এই সামান্য বিষয় নিরতিশয় ভয়ঙ্করভাবে পরিণত করে। সিপাহীদিগের মধ্যে এই জনরব প্রচারিত হয় যে, সৈন্যাধ্যক্ষ ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য বাহন পাঠাইয়াছেন। এই অলীক জনরবে আবার তাহাদের মধ্যে শান্তিভঙ্গ হয়। তাহাদের কেহ কেহ উত্তেজনায় অধীর হইয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। এ সময়েও সেনানায়ক নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। এতদ্দেশীয় আফিসারগণের চেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইল। সেনানায়ক ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সিপাহীদিগকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিলেন। অপরাধিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, কলিকাতায় প্রেরিত হইল। যাহারা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের আবাসগৃহে আপনারাই আক্রান্ত হইল। এক জন গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিল, আর এক জন উদ্‌ভ্রান্তভাবে নদীতে গিয়া নিমজ্জিত হইল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের অদৃষ্টে এইরূপ দশাবিপর্য্যয় ঘটিল না। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। সেনানায়ক সিয়ারারের সৌজন্যে জলপাইগুড়ির সিপাহীগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুভক্ত রহিল। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য স্থানে অপরাপর সৈনিকদলের প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও সমদর্শিতা প্রদর্শিত হয় নাই।

বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিম প্রান্তভাগে যাহা ঘটিয়াছিল, দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তভাগে

তাহা ঘটে নাই। এক স্থানের বিপরীত ঘটনা অন্য স্থানে সজ্ঘটিত হইয়া, রাজপুরুষদিগকে গোলযোগে বিব্রত, ভয়ে বিচলিত ও নানারূপ আশঙ্কায় অস্থির করিয়া তুলে। চট্টগ্রামে ৩৪গণিত সিপাহীদল ছিল। ইহারা ১৮ই নবেম্বর রাত্রিকালে সহসা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য এক জন সহযোগীর সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু ইহারা শান্ত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অধিনায়ককে গুলি করিতে চাহে, কেহ কেহ ঐ কার্য্যে বাধা দিয়া, তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে যাইতে অনুরোধ করে।* ঘটনার পরিবর্ত্তনে ইহাদের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইলেও, ইহারা অধিনায়কের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। অধিনায়ক উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই কেহ কেহ সংবাদ পাইয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর সিপাহীদলের কাপ্তেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ছদ্মবেশে জঙ্গলময় পথ দিয়া পলায়ন করেন। কলেক্টর সাহেবের বিশ্বস্ত বেহারাগণ তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক হয়।

এদিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ধনাগারের প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুঠিয়া লইল, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সৈনিকনিবাস ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল। শেষে গবর্ণমেণ্টের তিনটি হাতী ও দুই একটি অশ্বে আপনাদের বিলুণ্ঠিত দ্রব্য বোঝাই করিয়া, ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হইল। রুজব আলি খাঁনামক এক জন হাবিলদার তাহাদের পরিচালন ভার গ্রহণ করিল। তাহারা চট্টগ্রামে কোন ইউরোপীয়কে আক্রমণ করে নাই। কোন ইউরোপীয় তাহাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হয় নাই। কেবল জেলখানার এক জন বরকন্দাজ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া, মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। এদিকে চট্টগ্রামের কমিশনর সাহেব ত্রিপুরার মহারাজকে এই সকল উত্তেজিত সিপাহীর গতিরোধ বা ধ্বংসসাধন করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের দুই জন প্রধান জমীদারের নিকটেও এই উদ্দেশ্যে পত্র লেখা হয়। সিপাহীগণ সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া, ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনায়

* *Ball, Indian Mutiny. Vol. II. p. 220.*

স্বাধীন ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরারাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এসময়ে অনেক ভূস্বামী গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটকালে ইঁহাদের সাহায্যে অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাহায্য না পাইলে, গবর্ণমেণ্টকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিতৈষী সম্ভ্রান্ত পুরুষের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরার অধিপতিও এইরূপ হিতৈষিতাপ্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। সিপাহীদিগের আগমন সংবাদ পাইয়াই, তিনি বহুসংখ্য অস্ত্রধারী লোক তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া, ২রা ডিসেম্বর সিপাহীদিগের গতিরোধ করিল। সিপাহীগণ এজন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কমিল্লার অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতের দিকে যাইতে লাগিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম সময়ে তাহাদের কষ্টের একশেষ হইল। তাহাদের তিনটি হস্তী অধিকারচ্যুত হইল। তাহাদের প্রায় ১০ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহারা যে সকল কয়েদীকে বিমুক্ত করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকে ধৃত হইল। ত্রিপুরারাজ ও সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাহারা কোন উপায় না দেখিয়া, মণিপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে তাহাদিগকর্ত্তৃক একটি পুলিশষ্টেশন আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে ঘটনাস্থলে একটি কর্ম্মকুশল ব্রিটিশ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। শ্রীহট্টের প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী এলেন সাহেব ভাবিলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্য অনেক বিলম্বে উপস্থিত হইবে। এইরূপ বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া, তিনি ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের এতদ্দেশীয় পদাতিদলের অধিনায়ক মেজর বাইঙকে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাইতে কহিলেন। অধিনায়ক আপনার সৈনিকদল লইয়া, ঐ দিন শ্রীহট্ট হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীহট্টের ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রতাপগড়নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, সিপাহীগণ শীঘ্র লাতুনামক স্থানে উপনীত হইবে। লাতু প্রতাপগড় হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইংরেজ সেনানায়ক লাতু অতিক্রম করিয়া, প্রতাপগড়ে গিয়াছিলেন। সিপাহীদিগের সংবাদ পাইয়া, পুনর্ব্বার লাতুতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পথ পল্বলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সৈনিক-

গণ এক উদ্যমে এই দুর্গম প্রদেশের ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। তথাপি তাহারা সন্তোষসহকারে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল। অধিনায়ক সৈনিকদল লইয়া, লাতুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চট্টগ্রামের উত্তেজিত সিপাহীগণ শ্রীহট্টের সিপাহীদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীহট্টের বিশ্বস্ত সৈনিকদল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যুদ্ধ করিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল। লাতুর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহট্টের পদাতি দলের অধিনায়ক মেজর্ বাইঙের পতন হইল। কিন্তু ইহাতে ঐ দলের সৈনিকদিগের উদ্যমভঙ্গ হইল না। তাহারা, প্রবলপরাক্রমে চট্টগ্রামের সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। সিপাহীগণ এই আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া, লাতু এবং মণিপুরের মধ্যবর্তী দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিল।

এই অরণ্যময় বিভাগে তাহাদের অনুগমন করা সুসাধ্য ছিল না। শ্রীহট্টের সিপাহীদিগের এক দল তাহাদের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইল। অবশিষ্ট দল শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া, গবর্ণমেণ্ট যে ৫৪ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা প্রথমে ঢাকা পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিল। এদিকে চট্টগ্রামের পলায়িত সিপাহীগণ মণিপুররাজ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু এস্থানে তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারিল না। ৯ই জানুয়ারী (১৮৫৮) শ্রীহট্টের সিপাহীগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দুই ঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর তাহারা আবার পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার আট দিন পরে শ্রীহট্টের সিপাহীদিগের সহিত তাহাদের আর একটি যুদ্ধ হয়। ইহাই চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের শেষ যুদ্ধ। কোন ইংরেজ সেনানায়ক এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীহট্টের দলের জমাদার জগধীর সিংহ সিপাহীদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই শেষ যুদ্ধে চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের বলক্ষয় হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক যুদ্ধে তাহাদের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায় রহিল না। তাহাদের নির্গমন পথ অবরুদ্ধ হইল। তাহারা সেই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

চট্টগ্রামের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। তাহারা

কারাগার ভগ্ন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে বিমুক্তি দিয়াছে, ধনাগারের অর্থরাশি লুঠিয়া লইয়াছে। এই সংবাদ যখন চারি দিকে প্রচারিত হয়, তখন পূর্ব্ববাঙ্গালার একটি প্রধান নগরে কিছু গোলযোগ ঘটে। ঢাকা বহুকাল হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এক সময়ে উহা রাজধানীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের সম্মানিত নামে এক সময়ে উহা অভিহিত হইত। বাঙ্গালার নবাব এক সময়ে এই স্থানে থাকিয়া, সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেন। শিল্পচাতুরীতে এক সময়ে এই স্থান এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। যখন ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রাধান্যলাভ হয় নাই, যখন ইংরেজ বণিকগণ আপনাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেন, তখন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় ঢাকা ইউরোপীয় সভ্য জনপদে সাতিশয় খ্যাতি লাভ করে, এবং বিপুল সম্পত্তিতে অপরাপর সম্পত্তিশালী নগরের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। ঢাকার মস্‌লিন একটি চিরস্মরণীয় পদার্থের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ যাহার আদর করিতেন, তাহার গৌরব ও খ্যাতির কথা বিলুপ্ত হইবার নহে। মুসলমানের আধিপত্যকাল হইতে ঢাকা একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে ঢাকার ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশান্তভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইউরোপীয় ও আর্ম্মানিগণ প্রসন্নভাবে বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন। জলপাইগুড়ি-স্থিত ৭৩ গণিত সিপাহীদলের কিয়দংশ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় গোলন্দাজ, সমুদয়ে প্রায় ২৫০ শত সিপাহী কোম্পানির ধনাগার প্রভৃতির রক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

চারি দিন পরে চট্টগ্রামের সংবাদ ঢাকায় উপস্থিত হয়। সংবাদ পাইয়া, কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের আয়োজন করেন। ২৩শে নবেম্বর প্রভাতকালে নৌসেনাবিভাগের লেফ্‌টেনেণ্ট লিউইস্‌ কতকগুলি জাহাজী গোরা এবং দুইটি কামান লইয়া, এই কার্য্যসাধনে উদ্যত হয়েন। প্রথমে তিনি ধনাগারে গমন করেন। এই স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। ইহার পর কতিপয় গোরা যাইয়া, প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যালয়রক্ষক

সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করে। লেফ্‌টেনেণ্ট লিউইস্ অতঃপর সৈনিকবিভাগের মালগুদামের সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করেন। এইরূপে সিপাহীগণ বিনা গোলযোগে নিরস্ত্রীকৃত হয়। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়কগণ যখন সিপাহীদিগের আবাসস্থান লালবাগে উপস্থিত হয়েন, তখন তত্রত্য সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। জলপাইগুড়ির সৈন্যাধ্যক্ষ সিম্নারার উদারতার সহিত দৃঢ়তা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া, তত্রত্য ৭৩গণিত দলের সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সমদর্শিতাগুণে ঐ স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয় নাই। কিন্তু ঢাকায় এইরূপ সমদর্শিতা বা উদারতা প্রদর্শিত হইল না। ঢাকার ৭৩গণিত সিপাহীদলের অধিনায়ক অপরাপর ইংরেজ সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত হইয়া, লালবাগ অবরুদ্ধ করিলেন। সিপাহীগণ বাধা দিল। অবিলম্বে ইংরেজপক্ষ হইতে তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীগণ অস্ত্রাগার ও সৈনিকনিবাস হইতে গুলি চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই গোলযোগে তাহাদের পক্ষের ৪০ জন নিহত হইল। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইল। কেহ কেহ নদী পার হইবার সময়ে নিমজ্জিত হইল ইংরেজপক্ষের এক জন নিহত কয়েক জন গুরুতর আঘাতে অবসন্ন হইল। অর্দ্ধঘণ্টারও অধিক কাল গুলিবৃষ্টি করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের সদর স্থান জলপাইগুড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু গন্তব্য পথে বাধা পাইয়া, কিয়ৎ কালের জন্য ভূটানের পার্ব্বত্যভাগে আশ্রয় লইল।

চট্টগ্রাম ও ঢাকার সংবাদ পাইয়া কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ ৫৪গণিত রেজিমেণ্টের তিন দল সৈনিক, এক শত জাহাজী গোরা নদীপথে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সাহায্যকারী সৈনিকদল প্রথমে ঢাকা, পরে চট্টগ্রামে যাইয়া, পলায়িত সিপাহীদিগের গতিরোধ করিবে। স্থানীয় রাজপুরুষের চেষ্টায় চট্টগ্রামের হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়িত হইয়া, পার্ব্বত্যপ্রদেশে আত্মগোপন করে। স্থানীয় রাজপুরুষদিগের যত্নে ঢাকার পলায়িত সিপাহীদিগের জলপাইগুড়িতে যাইবার চেষ্টা বিফল হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য সাহস, উদ্যম ও কার্য্যপটুতা দেখাইতে বিমুখ হয়েন নাই। যাঁহারা

দেওয়ানীবিভাগের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সৈনিকবিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়াছেন, তাঁহারা এই সময়ে যুদ্ধকুশল সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের যুদ্ধকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে লোহিতপরিচ্ছদের পার্শ্বে কৃষ্ণপরিচ্ছদেরও সমাবেশ দেখা গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিকবিভাগ এক সূত্রে সম্বদ্ধ ও এক উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত না হইলে, বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইত। শ্রীহট্টের দেওয়ানী কর্ম্মচারী, চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণও গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্যরক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এবিষয়ে ভাগলপুরের কমিশনর ইউল্ সাহেবের অধিকতর কার্য্যপটুতা পরিস্ফুট হইল।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, দানাপুরের ঘটনার পরে ৫গণিত অনিয়মিত অশ্বারোহিদল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগলপুর হইতে প্রস্থান করে। এদিকে ঢাকার সিপাহীগণ জলপাইগুড়ির অভিমুখে অগ্রসর হয়। ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া, জলপাইগুড়িতে যাত্রা করেন। এই সময়ে একদল ইউরোপীয় সৈন্য মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিল, কমিশনর সাহেব উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৯শে নবেম্বর ভাগলপুর পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি জলপাইগুড়িতে যাইতেছিলেন, তখন মাদারিগঞ্জের এবং জলপাইগুড়ির ১১গণিত রেজিমেণ্টের দুই দল সওয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, দিনাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করে (৪ঠা এবং ৫ই ডিসেম্বর) রঙ্গপুরের কলেক্টর সাহেব এই সংবাদে গবর্ণমেণ্টের টাকা নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন। দিনাজপুরের কলেক্টর সাহেবও ঐ স্থানরক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এদিকে ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া, সওয়ারদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন। সওয়ারগণ যখন জানিতে পারিল যে, তাহাদের পশ্চাতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, তখন তাহারা দিনাজপুরে না যাইয়া, পূর্ণিয়ায় যাইবার পথ অবলম্বন করিল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইউল্ সাহেব অবিলম্বে পূর্ণিয়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। তিনি যথাসময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীগণ পূর্ণিয়া আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু ইউল্ সাহেব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাড়িত হইল। যুদ্ধে

তাহাদের কয়েক ব্যক্তি দেহত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা উত্তর দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু ইউল্ সাহেব ত্বরিতগতিতে নাথপুরনামকস্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাহারা ঐ দিকে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কমিশনর সাহেব যখন নাথপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি ঢাকার সিপাহীদিগের সংবাদ পাইলেন। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে জলপাইগুড়িতে যাত্রা করিতে হইল। ঢাকার সিপাহীগণ তিস্তা পার হইতে না হইতেই, ইউল্ সাহেব উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের গতিরোধ হইল না। তাহারা অন্য দিক দিয়া নদী পার হইল। ইউল্ সাহেব অবিলম্বে ঐদিকে অগ্রসর হইলেন। সিপাহীগণ ব্রিটিশ রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, নেপালে গমন করিল। কিন্তু এই স্থানে তাহারা স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ইউল্ সাহেব নেপালের জঙ্গ্ বাহাদুরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গ্ বাহাদুর বত্নমণি সিংহনামক এক জন সেনানায়ককে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এই সাহায্যে ইউল সাহেবের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। সিপাহীগণ নেপালের অরণ্যময়, পার্ব্বত্য পথ দিয়া, এরূপ সুকৌশলে অযোধ্যার উত্তরপশ্চিমাংশে পলায়ন করিল যে, ইংরেজ ও নেপালীগণ তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে ইংরেজ ও নেপালী সৈন্যের একীভূত উদ্যম সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইল।

এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহীদিগের কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল না। তাহারা দুশ্চিন্তার আবেগেই হউক, বা অপরের প্ররোচনাতেই হউক, গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্টের শক্তি পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য শৃঙ্খলাসহকারে কার্য্যতৎপরতা দেখায় নাই। ৫গণিত দলের সওয়ারগণ অপরের কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেও, তাহারা অপরাপর সিপাহীদিগের সহিত একত্র হইয়া, সহসা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ থাকিলেও আরার ঘটনা জানিবার জন্য তাহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। ১৪ই আগষ্ট তাহারা সংবাদ পাইল যে, ইংরেজ সেনাপতি আরা পুনরধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তাহারা উহা ইংরেজের কল্পনামূলক বলিয়া

মনে করিতে লাগিল। যদি তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে না থাকিয়া, কুমার সিংহের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বিহারে শান্তি স্থাপন করিতে অধিকতর প্রয়াস স্বীকার করিতে হইত। যাহা হউক, এই অশ্বারোহিদল আরার সংবাদ পাইয়াই, বিহারের পূর্ব্বভাগে একটি সৈনিকনিবাসের দিকে যাত্রা করিল। এই স্থানে ৩২গণিত সিপাহীদল অবস্থিতি করিতেছিল। সওয়ারদিগের আশা ছিল যে, এই সৈনিকদল তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ৩২গণিত দলের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ পরিত্যাগ করিল না। ৬ই আগষ্ট যখন সওয়ারগণ তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বন্দুক ও সঙ্গীন দ্বারা আগন্তুক অশ্বারোহীদিগের অভ্যর্থনা করিল। আগন্তুক সৈনিকগণ ইহাতে হতাশ্বাস হইয়া, আবার অভিমুখে যাত্রা করিল।

এইরূপে বিহারের পূর্ব্বাংশের গোলযোগ দূর হইল। কিন্তু বিহারের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গোলযোগ ঘটিল। ছুটিয়ানাগপুর সাধারণতঃ ছোটনাগপুর নামে কথিত হইয়া থাকে। এই স্থান পর্ব্বত ও অরণ্যে পরিবৃত। প্রধানতঃ কোল প্রভৃতি আদিম জাতির লোক এই আরণ্য প্রদেশে অবস্থিতি করে। কতিপয় করদ রাজা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আধিপত্য করেন। নাগপুরের ভূপতিদিগের বাসস্থানের নাম ছুটিয়া; উহা রাঁচীর নিকটবর্ত্তী। এই ছুটিয়া হইতে বোধ হয়, ছোটনাগপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা হউক, ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ রাঁচী চাইবাসা এবং পুরুলিয়ায় প্রধান সৈনিকনিবাস ছিল। এই সকল সৈনিকনিবাসে ভিন্ন ভিন্ন দলের এতদ্দেশীয় পদাতি ও কামানপরিচালক সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত।

৩০শে জুলাই দানাপুর ও আরার সংবাদ হাজারীবাগে উপস্থিত হয়। এই সংবাদে তত্রত্য ৮গণিত সিপাহীদল সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের উত্তেজনাদর্শনে হাজারীবাগের রাজপুরুষগণ আপনাদের রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

হাজারীবাগের সংবাদ পাইয়াই নিকটবর্ত্তী স্থানের ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ঐ স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আর এক জন

অধিনায়ক আসিয়া, তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, ৮গণিত রেজিমেণ্টের এক দল সৈন্য গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছে। তাঁহার দলের সিপাহীগণও উত্তেজিত হইয়া, যাবতীয় কামান, গুলি, বারুদ এবং ছোটনাগপুরের কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টনের চরিটি হস্তী অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, এই উত্তেজনার সময়ে অশ্বারোহী সৈনিকগণ প্রশান্তভাবে ছিল। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানাশের চেষ্টা করে নাই। কমিশনর কাপ্তেন ডাল্টন এই সময়ে কতিপয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সহিত রাঁচীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিলে, তিনি ঐ স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যথারীতি কাছারি করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সেনানায়ক স্বকীয় সৈনিকদল লইয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। রাঁচী এবং উহার নিকটবর্ত্তী একটি নগর সিপাহী-দিগের হস্তগত হয়। সিপাহীদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, রাঁচীতেও তাহাই সজ্ঘটিত হয়। কারাগারের কয়েদীগণ মুক্তিলাভ করে, লোকের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং ধনাগারের অর্থ বিলুণ্ঠিত হয়।

কাপ্তেন ডাল্টন উপস্থিত গোলযোগের নিবারণে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। এই সময়ে রামগড়ের রাজা তাঁহার যথোচিত সাহায্য করেন। রাঁচী এবং হাজারী-বাগের ঘটনায় পুরুলিয়া, চাঁইবাসা এবং অন্যান্য স্থানের সিপাহীগণও গবর্ণ-মেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ঐ সকল স্থানেরও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, কয়েদীগণ মুক্তি লাভ করে, ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ছোটনাগপুরের সিপাহীগণ এইরূপ বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই। এই সময়ে অনেকেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে। অনেকে কাপ্তেন ডাল্টনের সহযোগী হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ইহাতে ডাল্টন সাহেবের বলবৃদ্ধি হয়। এদিকে ডাল্টন সাহেব গবর্ণ-মেণ্টের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিপ্লবনিবারণেই বিব্রত ছিলেন। অন্যান্য স্থানে সৈনিকদল প্রেরণ করা গবর্ণমেণ্টের সুসাধ্য ছিল না। কিন্তু এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে স্থানান্তর হইতে সৈনিকদল উপস্থিত হয়। মাদ্রাজের সিপাহীগণ

বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ন্যায় উত্তেজিত হয় নাই। তাহারা বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র বিপ্লবের প্রসারণে, সম্পত্তির বিধ্বংসসাধনে বা ইংরেজের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই। যাহারা এক সময়ে দক্ষিণাপথে ফরাসী সেনাপতি লালির ক্ষমতানাশে, এবং হায়দর আলির পরাজয় সাধনে ইংরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহারা এই সময়েও উত্তেজিত সিপাহী-দিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কেবল ৮গণিত সিপাহীদল বিপক্ষতাচরণে উন্মুখ হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন অন্যান্য দল আপনাদের প্রশান্তভাব, আপনাদের প্রভু-ভক্তি এবং আপনাদের বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। লর্ড কানিঙ এই প্রভুভক্ত সৈনিকদলের সাহায্যগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আদেশে ৫ই আগষ্ট মাদ্রাজের কয়েকদল সিপাহী কলিকাতায় পদার্পণ করে। ক্রমে অন্যান্য সৈনিকদলও উপস্থিত হয়। মাদ্রাজী দলের কতকগুলি সিপাহী কাপ্তেন ডাল্টনের সাহায্যার্থে ছোটনাগপুরে যাত্রা করে।

২রা অক্টোবর চাত্রানামক স্থানে ছোটনাগপুরের সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে অধিক সৈন্য ছিল না। কিন্তু বিপক্ষদল বহুসংখ্য সৈনিকে পরিপুষ্ট ছিল। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টার অধিক কাল যুদ্ধ হয়। সিপাহীগণ পরাজিত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করে। ইংরেজপক্ষের ৪২ জন সৈনিক হত ও আহত হয়। এই যুদ্ধে সিপাহীদিগের বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু ছোটনাগপুরে শান্তি স্থাপিত হইল না। পালামৌ, সম্বলপুর, সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। এই গোলযোগ শীঘ্র শেষ হইয়া যায় নাই। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ শীঘ্র গুরুতর দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। এক দিকে সিপাহীগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। অন্য দিকে আদিম নিবাসী কোলগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, তাহাদের চিরাভ্যস্ত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে। যে সকল রাজার অধিকারে এই আদিম অধিবাসিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, এবং যে সকল রাজা কোনরূপে তাহাদের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন, এই সময়ে তাহারা সেই সকল রাজাকে পদচ্যুত এবং তাহাদের স্থলে আপনাদের মনোমত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

দলবদ্ধ হইল। এইরূপে সর্ব্বত্র অশান্তির আবির্ভাব হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ গোলযোগ নিবারণের জন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে লাগিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এক স্থানের পর আর এক স্থানে শান্তিস্থাপনের জন্য নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ভূভাগ নিবিড় জঙ্গলে পরিবৃত থাকাতে সকল স্থানে গমনাগমনের পথ সুগম ছিল না। পর্ব্বতময় ভূখণ্ড যেরূপ দুর্গম, গভীর অরণ্য সেইরূপ দুষ্প্রবেশ ছিল। সুতরাং উত্তেজিত লোকে সহজেই নানাস্থানের শান্তিনাশে কৃতকার্য্য হইল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জনপদ যেন অরাজক হইয়া উঠিল। একদা তিন চারি হাজার কোল দলবদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের শিখসৈনিকদিগকে পরিবেষ্টিত করে। শিখগণ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের নিক্ষিপ্ত তীর অকার্য্যকর হয় নাই। কয়েক জন শিখ আহত ও এক জন নিহত হয়। ইংরেজ সেনানায়কদিগের দেহ তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এই অরাজকতার নিবারণ জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা একটি মাত্র বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাচটি ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল পাঠাইলেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর অরাজকতাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। ১৮৫৮ অব্দের প্রারম্ভে ছোটনাগপুরে শান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, অনেকের গবাদি পশু ও শস্যসম্পত্তি আটক করিলেন, এবং যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গোলযোগ ঘটাইয়াছিল তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ছোটনাগপুরেও দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সময়ে যথেচ্ছাচার প্রকাশ পাইল। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হইল। কাহারও কাহারও জীবননাশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।* এইরূপ কঠোরতায় ছোটনাগপুরের গোলযোগ দূর হয়। কিন্তু সমগ্র স্থানে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হইতে ১৮৫৮ অব্দ প্রায় শেষ হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে যখন পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাপরম্পরার আবির্ভাব হয়, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্যভারতবর্ষ করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর আগ্রায় অবরুদ্ধভাবে থাকেন;

* *Malleson, Indian. Mutiny Vol. II, p. 436.*

অনেক স্থলে তাঁহার প্রভুত্ব অন্তর্হিত হয়। দিল্লী সিপাহীদিগের প্রাধান্য স্বীকার করে। অযোধ্যায় ও মধ্যভারতবর্ষে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হয়। এখন এই বিপ্লবময়ী ঘটনা উপস্থিত ইতিহাসের বর্ণনীয় হইতেছে। এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ মনে করিয়া, তাহাদের শাস্তিবিধানে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড কানিঙের জন্য তাহাদের চেষ্টা সফল না হওয়াতে, তাঁহারা তৎপ্রতি যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের তরঙ্গ ইংলণ্ডের উপকূলে অভিঘাত আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের লোকে ইহাতে অধীর হইয়া, ভারতবর্ষকে নরশ্বাপদের আবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকে; ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্র টাইমস এই নরশ্বাপদদিগের বিধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হয়। রাজনীতিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ইহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। এই শ্রেণীর এক ব্যক্তি (লর্ড সাফ্‌টসবরি) ১৮৫৭ অব্দের অক্টোবর মাসে কোন পকাশ্য সভায় কহিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদেব যে সকল মহিলা কলিকাতায় উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের নাসাকর্ণ ছিন্ন এবং চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে। শিশু সন্তানদিগকে নিরতিশয় যাতনার সহিত মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু শেষে প্রকাশ হইল যে, লর্ড মহোদয়ের এই বিশ্বস্ত সূত্রের কোন মূল নাই। বিধবা ও অনাথ বালকেরা যখন অক্ষতশরীরে স্বদেশে উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং একখানি জাহাজে যখন ৪৩টি মহিলা এই দুঃসময়েও ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন ইংলণ্ডের লোকে বিস্মিত হইয়া ভারতবাসীদিগের আচরণ সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এসময়ে কয়েকজন উদারপ্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহাদেব এক জন (স্যার্ জন্ প্যাকিংটন) কহিয়াছিলেন,—"সিপাহীদিগের ব্যবহার যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যদি সিপাহীগণ তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের হস্তও পরিষ্কারভাবে থাকে নাই। ভারতবর্ষে সুশাসনের অভাব রহিয়াছে।" ভারতবাসীদিগের প্রতি টাইম্‌সের বিদ্বেষভাব দেখিয়া, ডিসরেলিও (ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকন্সফীল্ড্) স্থির থাকিতে পারেন নাই। নির্দ্দয়

ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নির্দ্দয় ব্যবহার করা তাঁহার মতে অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষ যে কর্ম্মক্ষেত্রে নানা সাহেবকে আদর্শস্বরূপ করিয়াছে, তিনি উহার সমর্থন করিতে পারেন নাই।

এইরূপে ইংলণ্ডে যখন ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আন্দোলন হইতেছিল, তখন কেহ কেহ তাহাদের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, উপস্থিত ইতিহাসে প্রভূত সম্মানলাভ করিয়াছে, এবং ইঁহাদের কথা ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে প্রকৃত বলিয়া আদৃত হইয়াছে। সিপাহীগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজও এসময়ে ধীরতার সীমা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এক দিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ও ইতর লোকে যেমন দুরন্ত দানবের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছিল, অপর দিকে অনেক ইংরেজও সেইরূপ কঠোরপ্রকৃতি ঘাতকের ন্যায় ভারতবর্ষের বহু লোকের শোণিতপাতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতেছিলেন। ইংরেজ উত্তেজনায় অধীর হইয়া যাহাই বলুন, এসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাদিগকে উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহারা এসময়ে ভারতবাসীর দয়াতেই ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তানগণ এসময়ে ভারতবাসীর অনুপম স্নেহেই অক্ষতশরীরে ছিল। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এই দুঃসময়ে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিল। ইহারা স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, স্বদেশীয়দিগের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কেহ কেহ আত্মজীবনে বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তথাপি বিদেশীয়দিগের জীবনরক্ষায় কাতর হয় নাই। ইহাদের কীর্ত্তিকাহিনী উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। উত্তেজনাপর দুর্দ্দান্ত ইংরেজের সর্ব্বপ্রকার আপত্তির মধ্যেও ইহাদের দয়া, ইহাদের স্নেহ, ইহাদের স্বার্থত্যাগ, ইহাদের রাজভক্তি ইতিহাসে গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ গৌরবান্বিত বিষয়ের আবির্ভাব না হইলে, এই যুদ্ধের ইতিহাস বোধ হয়, রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

উপস্থিত ইতিহাসে এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যখন শ্যালকোটের

* *Martin, Indian Empire, Val. II. p. 409-410.*

সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন শাস্ত্রীদিগের সুবাদার উত্তেজিত সিপাহীগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েন। কিন্তু তিনি এই অনুরোধপালনে সম্মত হয়েন নাই। ইহার পর সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রীগণ চলিয়া যায়। কেবল তিলক পাঁড়ে নামক এক জন সিপাহী কোনরূপ ছল করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করে। অপরাহ্ন-কালে দুই জন সিপাহী এবং এক জন খালাসী আসিয়া, অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিতে চাহে। তিলক পাঁড়ে তাহাদিগকে কহে যে, সে নিজেই ঐ কার্য্যের জন্য রহিয়াছে। সমাগত সিপাহীগণ তাহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক কামানরক্ষাগারে যাইয়া, উহা উড়াইয়া দেয়। পরদিন প্রাতঃকালে ইউরোপীয়-গণ দুর্গ হইতে সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বিশ্বস্ত তিলক পাঁড়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া, অস্ত্রাগারের ৮০,০০০ টোটা, প্রায় ঐ পরিমাণের ক্যাপ, এবং সৈনিকদিগের বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছে। * একটি ইউরোপীয় বালক বারাণসীর টেলিগ্রাফ বিভাগে কর্ম্ম করিত। যে দিন সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে উদ্যত হয়, সেই দিন ঐ বালক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া, এক জন সাহেবের বাটীর বহির্ভাগে আইসে, অমনি সাহেবের সহিস তাহাকে ধরিয়া অশ্বশালার মলস্তূপের অন্তরালে ফেলিয়া দেয়, এবং উত্তেজিত সিপাহীদিগকে কহে যে, সাহেব লোক এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। ফতেহ-গড়ের এক জন সাহেব সিবিলিয়ানের আয়া, তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি উক্ত সিবিলিয়ানের শিশু সন্তানকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করে নাই।† পাটনার মুসলমানদিগের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ যখন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন, তখন পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানের শাহ কুতবউদ্দীন নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে উদাসীন থাকেন নাই। ইনি আপনার এক দল অশ্বারোহী সৈন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।‡ মানভূমে গোলযোগ ঘটিলে পঞ্চকোটের জমিদার ঐ স্থানে শান্তি-

* *Bombay Talegrap and Courier, quoted in the Statements of Native fidelity exhibited during the outbreak of 1857-58, p. 146-147.*

† *Statements of Native fidelity &c. p 53.*

‡ *Englishman, August 29, 1857, quoted in the statements &c. p. 32.*

স্থাপনের জন্য ৭০ জন সওয়ার ও কতিপয় সিপাহী দিয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করেন।* অন্য এক জন রাজা আপনার লোক দ্বারা সিংহভূমের ধনাগার রক্ষা করেন। এই সময়ে ছোটনাগপুরবিভাগের এক জন রাজা যে কার্য্য করেন, তাহাতে তদীয় অপূর্ব্ব রাজভক্তি পরিব্যক্ত হয়। ইনি চৌদ্দ বৎসর কাল হাজারীবাগে কারারুদ্ধ ছিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ যখন হাজারীবাগের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করে, তখন ইনিও সেই সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তিদাতাদিগের পক্ষসমর্থনে ইঁহার আগ্রহ হয় নাই। ইনি আবাসবাটীতে যাইয়া, ৮০০ লোক সংগ্রহ করেন, এবং সিপাহীগণ যখন পুরুলিয়ার ধনাগারলুণ্ঠনে উদ্যত হয়, তখন তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া, উক্ত ধনাগারের ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা রক্ষা করেন।। বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হইলে, অনেক বাঙ্গালী ইংরেজদিগের প্রতি এইরূপ সমবেদনার পরিচয় দেন। ত্রিপুরায় যখন গোলযোগ ঘটে, তখন তত্রত্য জজ ও অপরাপর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর পরিবারবর্গ বংশীলোচন মিত্র নামক এক জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়দাতা আহার্য্য দিয়া, ইঁহাদের তৃপ্তি সাধন করেন। তাঁহার যত্নে চল্লিশ জন বরকন্দাজ ইঁহাদের রক্ষক হয়। তিনি শেষে ইঁহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দেন।‡ চট্টগ্রামের গোলযোগের সংবাদ নোয়াখালিতে পঁহুছিলে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ভুলুয়াপরগণার কাছারিতে যাইয়া, তত্রত্য নায়েব যশোদাকুমার পাইনকে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে আদেশ দেন। নায়েব এক দিনে পাঁচ শত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।¶ এতদ্ব্যতীত মৈমনসিংহের আনন্দকিশোর রায়, ঢাকার আবদুল গণি প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক জমিদার এবং বিপত্তিকালে গবর্ণমেণ্টের যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। এক জন কুকিসর্দ্দার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক সিপাহীদিগকে কাছাড়ের জঙ্গলে আক্রমণ করিতেও ত্রুটি করে নাই।§ বঙ্গদেশের

* *Statements of Nativ Fidelity &c. p. 32.*

†*Englishman, August 11, 1857, quoted in the Statemants &c. p 32.*

‡ *Hurkaru, December 7, 1858, quoted in the Statements of Native fidelity &c. p.* 148.

¶ *Ibid, p. 149.*

§ *Englishman, February 2, 1858. quoted in the Statements &c. p. 161.*

৩২গণিত পদাতিদলের অধিনায়ক লেফ্‌টেনেণ্ট রেণি কেবল এতদ্দেশীয়-দিগের অপরিসীম দয়ায় ও সৌজন্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার দলের দুইজন হাবিলদার দরিয়া সিংহ ও ঠাকুর দোবে একখানি ডুলী ভাড়া করিয়া আনে, এবং উহাতে তাহাদের চলৎশক্তিরহিত, অবসন্ন অধি-নায়ককে স্থাপন করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। ভাগলপুরের অধিবাসি-গণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া এই দুই জন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে পারি-তোষিক স্বরূপ ৮০০৲ শত টাকা দান করেন।

জর্জ্জ গ্রাণ্ট নামক এক জন ইংরেজ দুই দিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি একটি পল্লীতে উপস্থিত হয়েন। পল্লীবাসিগণ খৈ, মুড়ি ও দুগ্ধ দিয়া, তাঁহার ক্ষুধাশান্তি করে। তিনি ঐ পল্লীতে আপনার খিদ্‌মদ্‌গারের সন্ধান পাইয়া, তাহাকে আনয়ন করেন। খিদ্‌মদ্‌গার কাল বিলম্ব না করিয়া, একখানি ডুলী লইয়া আইসে। গ্রাণ্টের চলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহার পদতল হইতে একখণ্ড মাংস উঠিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ, পাদুকা প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট বাহন—অশ্ব ও হস্তী অধি-কারচ্যুত হইয়াছিল। কেবল রাত্রিকালীন অঙ্গচ্ছদমাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি এই অবস্থায় খিদ্‌মদ্‌গারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। বিশ্বস্ত খিদ্‌মদ্‌গার তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত ডুলীতে স্থাপন করে, এবং লোকের নিকটে আপনার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাণ করিয়া, নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়।* বাঙ্গালার এক জন বহুদর্শী হিন্দু এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়া-ছেন।† সে সময়ে ভারতবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপত্তি নিবারণে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছে। ইংরেজ ভারতবর্ষের যেস্থানে বিপন্ন হইয়াছেন, সেই স্থানেই সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সময়ের ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহ ভারতবাসীদিগের এইরূপ সদাশয়তার কথায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ উপস্থিত বিপ্লব সিপাহীদলেই আবদ্ধ রহিয়াছিল। উচ্চ

* *Englishman, October 23, 1857, quoted in the Statements of Native fidelity &c. p.* 44-45.

† *Mutinies and the people or Statements of Native fidelity. By a Hindu.*

শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিচারে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সিপাহীদিগের সহায় হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়াও, কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক অর্থকামুক, বিলুণ্ঠনপ্রিয় ও পরস্বাপহারক, তাহারা বিপ্লবের বিস্তার করা আপনাদের সুবিধাজনক মনে করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী বিপ্লবে উন্মত্ত হয় নাই; বিশেষতঃ সুশিক্ষিত ভারতবাসী কোন অংশে উহার সংস্রবে থাকেন নাই। এক জন সদাশয় ইংরেজ (শ্রীযুত এ. ও. হিউম্ সাহেব) এই বিপ্লবের পূর্ব্বে ও পরে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধানের পর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কসাই প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান দিল্লীর ভূপতির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল মনে করিয়া, নিঃসন্দেহ ঐ প্রাচীন মুসলমানরাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল; যে সকল জাতি গবাদির অপহরণে ব্যাপৃত থাকে, তৎসমুদয়ের মধ্যে কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল; যে সকল ভূস্বামী গবর্ণমেণ্টের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের বিষয়ে অন্যায় বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ নিঃসন্দেহ আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের শতকরা এক জনও নিরতিশয় বিপত্তির সময়ে ব্রিটিশ শাসনের বা ইউরোপীয়দিগের বিরোধী হয় নাই। * * * ভারতের অধিবাসীর হিসাবে ইহা কেবল সৈনিকদলের সমুত্থানমাত্র বলিতে হয়। যে সকল ভূপতি মিত্র রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিগণ আমাদের হস্তে অন্যায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, বিপ্লব উপস্থিত হইলে, তাহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্ত দুর্ঘটনার সময়েও জনসাধারণ সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে আমাদের পক্ষে ছিল। ইংলণ্ডের যে বিপদ এবং দুর্গতি তাঁহার নিজের অজ্ঞানতা এবং অন্যায়ে ঘটিয়াছিল সেই বিপদ ও দুর্গতির সময়ে ভারতবাসিগণ ইংলণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংলণ্ড যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের নিকটে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছেন, ইহা তাঁহার মনে রাখা উচিত।* অন্য

* *India, quoted in the Indian Nation, April 27, 1896.*

এক জন দূরদর্শী ইংরেজ (রাসেল সাহেব) উপস্থিত যুদ্ধের স্থল হইতে যে সকল পত্র বিলাতের টাইম্স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন, তৎসমুদয়ের এক খানিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সেকেন্দর শাহ যেমন তাঁহার ভারতবাসী সহযোগীদিগের সাহায্যে মহারাজ পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ হিন্দু ও মুসলমানদিগের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কোন ইউরোপীয় বা অন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসী-দিগের সহকারিতা ও সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না।* যাঁহারা অপক্ষপাতে উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসপর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ এই সকল উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক. যাঁহারা এই সময়ের ভারতের ইতিহাস মনোযোগসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড কানিঙ কিরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। এক দিকে উন্মত্ত সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, অপর দিকে উত্তেজিত ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে মানুষ প্রায়ই দিশাহারা হইয়া পড়ে, এবং হয় ত অপরের উত্তেজনায় অধীর হইয়া ন্যায়ানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করে। কিন্তু লর্ড কানিঙের প্রকৃতি কোনরূপ অধীরতা বা কোনরূপ অন্যায় আচরণে কলুষিত হয় নাই। লর্ড কানিঙ ধর্ম্মানু-সারে যাহাদের পালনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, হিংসাপর লোকের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিকটে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধীরতা বিচলিত হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়গণের ধিক্কারের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি স্বদেশীয়দিগের নিন্দা ও বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার প্রসন্নতার হানি দেখা যায় নাই। তিনি সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে, ধীরতা ও প্রসন্নতাসহকারে আপনার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন। তিনি যখন মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তখন ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহকে ঐ ব্যবস্থার বহির্ভূত করেন নাই। এজন্য অসমদর্শী

* *Statements of Native fidelity &. p.* 28

স্বদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হয়েন। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহের মুখ বন্ধ করিয়া, গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।"* এই ঐতিহাসিক কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের বাক্‌রোধ করাই তাঁহার মতে সঙ্গত ছিল। তিনি এক স্থলে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—"এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সকল ব্যক্তি অস্ত্রব্যবহারে অনভিজ্ঞ। যদি রাজা স্বপ্রধান হয়, তাহা হইলে ইহারাই কেবল আপনাদের দেশ শাসন করিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ বাঙ্গালীরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজের রাজত্ব অপসারিত হইলে, তাহাদের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হইবে। আমরা যে, শেষে এই বিপ্লবের নিবারণে কৃতকার্য্য হইব, তৎসম্বন্ধে ইহাদের অনেকে সন্দিহান হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিরাটের বিপ্লবের সংবাদ যে সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। এই সময় হইতে উক্ত সংবাদপত্রসমূহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। বিপ্লবকারীদিগের প্রতি যে, ইহাদের সমবেদনা আছে, তাহার নিদর্শন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়।"† সমদর্শী ব্যক্তিগণ এই উক্তির সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। যাঁহার লেখনীমুখ হইতে এইরূপ বিদ্বেষময় কথা বহির্গত হইয়াছে, তিনিও দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ দ্বারা আপনার উক্তির সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গালী নিঃসন্দেহ সুশিক্ষিত এবং রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু বাঙ্গালী কখনও রাজভক্তিশূন্য নহে সুশিক্ষিত বাঙ্গালা উপস্থিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যের জয়লাভে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। দিল্লী যখন পুনরধিকৃত হয়, তখন বাঙ্গালার অধিবাসিগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে বিমুখ হয় নাই। লর্ড কানিঙের সমদর্শিনী নীতিতে পুলকিত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বহুসংখ্য অধিবাসী প্রকাশ্য সভায় গবর্ণমেণ্টের

* *Malleson, Indian mutiny, Vol. I. p. 21.*

† *Ibid. Vol I. p. 18*

প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই।* সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও প্রভূতশক্তিশালী বাঙ্গালীর যত্নে এইরূপ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ফলতঃ বাঙ্গালী কখনও আপনাদের রাজভক্তি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংবাদপত্রও উপস্থিত বিপ্লবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। ইংরেজের রাজত্ব বিপর্য্যস্ত হয়, বাঙ্গালীর সংবাদপত্রে কখনও এরূপ ভাব পরিব্যক্ত হয় নাই। বাঙ্গালী সম্পাদক এসময়ে গবর্ণমেণ্টের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। নিরীহ ভারতবাসীর শোণিতে ভারতবর্ষ কলঙ্কিত না হয়, ইহা বাঙ্গালী সম্পাদকের একান্ত ইচ্ছা ছিল। একজন তেজস্বী বাঙ্গালী সম্পাদক হিংসাশীল ইংরেজের নরহত্যার বিপক্ষে লেখনী চালনা করিয়া, গবর্ণমেণ্টকে সদুপদেশ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। বাঙ্গালীর হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে গবর্ণমেণ্ট এসময়ে যেরূপ উপকার পাইয়াছেন, বোধ হয়, কোন ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে সেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজভক্তি ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া, লর্ড কানিঙ এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ঔৎসুক্যসহকারে তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। যখন ইংরেজী সংবাদপত্র দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া, তারস্বরে গবর্ণমেণ্টের নিন্দাঘোষণা করিতেছিল, তখন বাঙ্গালীর সংবাদপত্রই গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিল। বাঙ্গালার সম্পাদককুল উত্তেজিত ইংরেজের অনুচিত হিংসার গতিরোধে উদ্যত থাকাতেই বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকের নিকটে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু অন্য এক জন দুরদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক বাঙ্গালী সম্পাদকদিগকে ধীরপ্রকৃতি ও দুরদর্শী বলিয়া, উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† যিনি এইরূপ ধীরতাসম্পন্ন, এইরূপ রাজভক্ত, এইরূপ সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ বিদ্বেষভাবে কলুষিত, এবং সহৃদয়তা ও সমবেদনার অভাবে কিরূপ বিকৃত তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন।

লর্ড কানিঙ যে, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার প্রচারকালে, ইংরেজী ও এতদ্দেশীয়

* পরিশিষ্টে মূল নিবেদনপত্র ও গবর্ণমেণ্টের উত্তর মুদ্রিত হইল।

† উপস্থিত গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাষার সংবাদপত্রের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই, তাহাতে তদীয় প্রগাঢ় সমদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মন্ত্রণাগৃহে উক্ত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমি ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ইউরোপীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিতেছি না। কিন্তু উপস্থিত বিপ্লবের ন্যায় বিপদের সময়ে যখন অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ করা যাইতেছে, তখন আমি একটির সহিত অপরটির পার্থক্য-সাধনের কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাই না। রাজভক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য আমি সন্তোষসহকারে ইউরোপীয় ভাষায় সংবাদপত্রপরিচালকদিগের প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু সরলভাবে বাধ্য হইয়া, আমি ইহাও বলিতেছি যে, তাঁহাদের পরিচালিত কোন কোন সংবাদপত্রে এরূপ রচনা আমার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইয়াছে যে, ইউরোপীয় পাঠকদিগের হিসাবে উহা হইতে কোনও রূপে অনিষ্টের উৎপত্তি না হইলেও, উহা ভারতবাসীদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইলে, ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আমি ন্যায়ানুসারে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয়দিগের প্রচারিত সংবাদপত্রাদির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যবিধানের কারণ দেখিতে পাই না" * এইরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, মহামতি লর্ড কানিঙ এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে একবিধ নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার অসমদর্শী স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে যাহাই বলুন না কেন, ন্যায়ের দ্বারে তিনি উদারপ্রকৃতি মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইবেন। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে ইংরেজী সংবাদপত্র সংযতভাবে থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট প্রথমেই ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়াকে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার অধীন করিতে চাহিতেন না। ফলতঃ, ভারতবর্ষীয়দিগের অনিষ্টসাধনে উত্তেজনাপর স্বদেশীয়দিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াতেই, লর্ড কানিঙ তাঁহাদের নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্র হইয়াছিলেন। এইরূপ নিন্দা ও ধিক্কারের মধ্যেও তিনি যে, শান্তভাবে ও সমীচীনতাসহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার যথোচিত প্রশংসার বিষয়। এইরূপ প্রশংসনীয় মহাপুরুষ ঈদৃশ সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত না হইলেও বোধ হয়, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া যাইত।

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol, I. p. 19-20, note.*

পরিশিষ্ট ।

—:*:—

THE BENGALEE'S ADDRESS.

To

THE RIGHT HON'BLE CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,

Governor-General of India, &c, &c,

MY LORD—We, the undersigned Rajahs, Zeminders, Talookdars, Merchants, and other Natives of the province of Bengal, take the earliest opportunity, on the retaking of Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal success which has attended the British arms, under circumstances unparalleled in the annels of British India.

The establisment of British supremacy was considered to have been completely effected a century ago, when Clive led a few ill-trained battalions against the preponderating and well-equipped force which represented the Mogul power on the plains of Plassey. But whether the inadequacy of the means or the magnitude of that achievement, were more deserving of admiration, has not yet been determined by history.

No difference of opinion, however, can exist, as to the recapture of Delhi, the details of which have recently been published for general information. Though no one capable of forming a judgment on the subject ever doubted for a moment of the speedy reduction of Delhi, yet some little misgiving might have been felt by those who knew how well furnished was the place with the munitions of war, and occupied by what an immense number of men. whose fiendish animosity was excited to the utmost by that resolution, decipline, and acquaintance with the art of war, which they had acquired by long training in the ranks from which they had basely revolted. But there can be no question of the admiration with which the world will learn by what a handful of men the arduous work has been achieved, —in a brief period,—with the limited resources, a most unlooked for

exigency afforded,—and amid discouragements arising from the unhealthiness of the season, that were all but overwhelming.

Such a result under such circumstances, never could have been hoped for, but from the well grounded confidence of brave hearts, heroically devoted to the service of their country and sustained by a sense of heriditary and indomitable prowess.

Happily remote from the scene of the outrages, which have darkened the aspect of the land, and tarnished that reputation for fidelity for which the native soldiery were once pre-eminent, we have derived sincere consolation from the reflection that in Bengal Proper there has been no disturbance, not even a symptom of disaffection; but that, on the contrary, the people have maintained that loyalty and devotion to the British Government, which led their ancestors to hail, and as far as they could to facilitate, the rising ascendency of that power.

Under the fostering influence of that Government, the population of the country has increased, its agriculture has extended, security has been given to life and property, and the value of land, both at the Presidency and in the interior, has been very considerably enhanced.

Such, indeed, has been the confidence of the people througout Bengal in the security of the British rule, that these benefits have gone on progressively, even during the height of the disturbances and alarms that have prevailed in the North-Western Provinces.

Sensible of the benefits they have enjoyed under British administration. the people could not but cordially sympathise with the embarrassing position in which their Rulers had suddenly been placed, and sincerely long for the speedy and entire re establishment of British supremacy in the disturbed districts. So entirely have they identified their interests with those of their Rulers, that the natives of Bengal, men, women, and children, have in every part of the scene of the mutinies, been exposed to the same rancour and treated with the same cruelty, which the mutineers and their misguided countrymen have displayed towards the British within their reach.

While we review with exultation the benefits our countrymen at

large have derived from their connection with and steadfast adherence to the British power, and while we congratulate your Lordship in Council on the success of the British arms against the mutinous soldiery, and on the happy prospect before us of the early restoration of tranquillity, we cannot fail to advert, and with no less satisfaction, to the administrative abilities which have conspicuously marked this part of your Lordship's career, and which have indeed been fully equal to the crisis. No sooner had the disloyalty of the sepoys been distinctly exhibited, than your Lordship took measures, with equal foresight and energy, to obtain reinforcements of British troops, as well from the neighbouring Presidencies and dependencies of the British Crown, as from the expedition then known to be on its way to a wholly different sphere of operations, and to hasten them to the disturbed districts.

Such measures at once assured the public of the speedy restoration of tranquillity throughout these territories. But not satisfied with these prospective advantages, your Lordship made such prompt use of the means that were within your immediate reach at the moment, as to ensure the reduction of the stronghold and rallying point of the mutineers, long ere the arrival of any considerable portion of the succours which Her Majesty's Government were prepared to send out to India, for the restoration of this empire to its former condition.

In your anxiety to dispel those clouds which have troubled the political horizon, your Lordship has not been inattentive to measures which would have appeared as of subordinate importance to minds of less perspicacity, foresight, and comprehension. It has been a prominent object with your Lordship both effectually to crush the disaffected and rebellious, and to protect and re-assure the loyal and obedient. Accordingly, the extensive powers of legislation vested in your hands have been employed to punish crimes of every form and magnitude against the state with promptitude and rigour; to check vigorously the progress of sedition and disloyalty; and to give a guarantee to the people at large that those powers would be wielded with justice and discrimination, so as to guard as far as possible against faithful and innocent subjects being confounded with the dissemina-

tors of sedition and the perpetrators of open mutiny or secret treachery.

Permit us to hope that your Lordship in Council will receive our heartfelt congratulations on the eminent success which has crowned the British Arms, and the warmest expression of our confidence from the opportune display of those signal talents which have distinguished your administration in times of unexampled difficulty, and have largely contributed to the safety of the British empire in these regions and the re-assurance of the peaceful and loyal.

We have the honour to be,
MY LORD,
Your most obedient and faithful servants,
(Sd.) MAHARAJAH MAHATAB CHUND BAHADOOR, *of Burdwan*,
RAJAH RADHAKANT BAHADOOR,
RAJAH KALI KRISNA BAHADOOR,
And others, inhabitants of Bengal, upwards of Two Thousand Five Hundred.

REPLY.

No. 2699.

FROM CECIL BEADON, ESQ.,
Secretary to the Government of India,

TO MAHARAJAH MAHATAB CHUND BAHADOOR, *of Burdwan*, RAJAH RADHAKANT BAHADOOR, RAJAH KALIKRISNA BAHADOOR *and others.*

Dated the 17th December, 1857.

Home Department.

GENTLEMEN,—I am directed by the Right Hon'ble the Governor-General in Council to thank you for your address of congratulation upon the success of the British Arms in the North-Western provinces.

The honour which you give to the brave men who recaptured Delhi, is richly deserved. The Governor-General in Council agrees with you in believing that when the difficulties and discouragement by which Major-General Wilson and his troops were beset, shall be fully known, their achievement will call forth the admiration of the world.

It is a pleasure to the Governor-General in Council to be able to confirm the praise fcr unbroken loyalty, which you have claimed for the province of Bengal Proper. Excepting places where the inhabitants have suffered violence from a mutinous soldiery beyond the reach of English troops, there has been no disturbance in that province; the wealthiest, the most richly cultivated, and the most thickly peopled, of India, and yet the one which for many years past has had least share of protection from European troops.

The Governor-General in Council receives with great satisfaction the expression of your confidence in the Government. No man living has a deeper stake in its measures and its policy than yourselves. If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost amongst you, hold high rank, large hereditary possessions, accumulated wealth, and respected social positions. You do rightly regard your interests, as bound up with those of your rulers, and you may be certain that your rulers, will do nothing to sever them, Justice, policy, and the duty of England to India forbit it.

In conclusion, the Governor-General in Council desires me to thank you for the spirit of attachment and loyalty to the British Government which has dictated your address.

I have the honour to be, &c.,

(Sd,) CECIL BEADON,

Secy. to the Govt. of India.

FORT WILLIAM,
The 17th Dec. 1857.

To

THE RIGHT HON'BLE CHARLES JOHN VISCOUNT CANNING,
Governor-General of India in Council

MY LORD,—We, the undersigned Rajahs, Zemindars, Talookdars, Merchants, Tradesmen, Agriculturists, and other natives of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, beg leave to approach your Lordship in Council with this address expressive of our deep sense of gratitude for the several measures of security adopted by your Lordship in Council since disturbances have broken out in the Upper and Central

Provinces of British India, and of our admiration for the wisdcm, justice and foresight which characterize measures.

The difficulties which beset the Government of an empire so peculiarly constituted as that of British India, must, under any circumstances, be great and calculated to task the most practised statesmanship. But at a time like this, when the most momentous cricis that can occur in the history of a country is passing over ours, the successful conduct of affairs ought to entitle those entrusted with the public safety to the most unbounded praise, and to inspire the utmost confidence in their measures.

We the undersigned, on our part and on the part of our countrymen generally, beg leave most respectfully to affirm that such praise is emphatically due to the administration of which your Lordship is the head, and such confidence is most worthily reposed by your countrymen in its justice, capacity and wisdom.

Such an expression of opinion as we intend this address to be, might, under ordinary circumstances, be liable to be considered as uncalled for, and even, perhaps, presumtuous. But under existing circumstances we feel it a duty to our countrymen to adopt the course we have done. It has become notorious throughout this land that your Lordship's administration has been assailed by faction, and assailed because your Lordship in Council has refused compliance with capricious demands, and to treat the loyal portion of the Indian population as rebels, because your Lordship has directed that punishment for offences against the State should be dealt out with discrimination, because your Lordship having regard for the future has not pursued a policy of universal irritation and unreasoning violence, and finally becuse your Lordship has confined coercion and punishment within necessary and politic limits.

Whatever may be the motives that influenced those who have joined in these proceedings, we entertain no apprehensions whatever of their representations having the effect which they desire to produce. We have observed with pain, but without misgiving, the incessant, though happily harmless, endeavours made by them to thwart the action of authority, to impeach its views and to embarrass its councils. But now that, My Lord, they have ventured to carry their

misstatements to the foot of Throne, it is time,—and justice to ourselves and to our countrymen demands,—that a national protest against these most unjusifiable proceedings should be thus placed upon record.

We beg permission to subscribe ourselves,

MY LORD,

Your Lordships most obedient and faithful servants,

(Sd.) MAHARAJAH SREESH CHUNDER ROY,

And more than 5,000 natives of the provinces of Bengal, Bechar and Orissa.

REPLY.

No. 2700.

FROM CECIL BEADON, ESQ.,

Secretary to the Government of India,

TO MAHARAJAH SREESH CHUNDER BAHADOOR, *of Nuddeah,*
RAJAH PERTAUB CHANDER SINGH BAHADOOR,
RAJAH PRASONOONATH ROY BAHADOOR,
BABOO JOYKISSEN MUKERJEE, *and others.*

Dated the 17th Decembea 1857.

Home Department.

GENTLMEN,—The Right Hon'ble the Governor-General in Council directs me to thank you for the address which he has received at your hands.

The Governor-General in Council sees amongst the numerous siguatures to that address the names of men of ancient lineage, of vast possessions, and of great wealth ; of men of cultivated intelligence, who have been foremost in measures of beneficence in the encouragement of education, and in works of material public improvement; men whose influence with their fellow-conntrymen is deservedly great, and whose interest in the peace and well being of India, it would be difficult to exaggerate.

No person will hold chiefly the opinions of such a body, and the possession of its confidence and good will would be a source of strength to any Government.

Therefore the Governor-General in Council desires me in thanking you for your address, to add emphatically that he receives it with much satisfaction.

The motives which have induced the presentation of the address are stated by you. Upon these the Governor-General in Council desires me to say a few words.

In times of heat and violence, when the hearts of individuals have been torn, and the feelings of classes inflamed, the judgment which men pass upon each other and upon events around them are seldom dispassionate; especially their judgment upon those whose high and solemn duty it is, whilst repressing crime and averting danger, to guide the measures of the State in the straight path of justice.

In such times there lies upon every loyal man the obligation so to govern his acts and words so as to prevent or allay irritation; not to excite or heighten it. The Governor General in Council calls upon you, each in your sphere, to be mindful of this duty.

The Governor-General in Council wishes you to rest assured that the Government of India will not forget, that England will not forget that if unhappily the mutineers and rebels of India are to be reckoned by thousands, the peaceful and loyal subjects of the Queen in India are numbered by millions. You may be sure that by no act of the Government, by no general proscriptions or sweeping condemnations of race or creed, shall these last men be classed with the first.

The course of the Government of India has been, and will continue to simple and clear; to strike down resistance without mercy; but when resistance ends to allow deliberate justice to resume its sway; justice stern and inflexible, but patient and discriminating.

I have the honour to be,

GENTLEMEN,

Your most obedient servant,

(Sd.) CECIL BEADON,

Secy, to the Govt, of India,

FORT WILLIAM,
The 17th Dec. 1857.

পূর্ব্বোক্ত দুই খানি নিবেদনপত্র সম্বন্ধে বিলাতের টাইম্‌স্‌ পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে বাঙ্গালা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের জমীদার, মহাজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যথোচিত প্রশংসা করা হইয়াছিল। টাইম্‌সের উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল যে, বাঙ্গালা এবং উহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় এবং জমীদার ও মহাজন লর্ড কানিঙের অপক্ষপাত ব্যবহারের বিষয়ে অনবধানতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা দুই খানি সুলিখিত নিবেদনপত্রে, ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে নানারূপ গোলযোগে বাধা দিবার জন্য, লর্ড কানিঙকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, এবং দিল্লী পুনরধিকারের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। * * * গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থিত বিরুদ্ধবাদিগণ সম্ভবতঃ বলিবেন যে, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিমতের সহিত সন্দেহযুক্ত, বিদেশীয় ভারতবাসীদিগের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার প্রজাগণ প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয়। রাজা, জমীদার, তালুকদার, বাণিজ্যব্যবসায়িগণ অবিশ্বস্ত হইতে পারেন। তাঁহারা যে, সাধারণমতের বিরুদ্ধবাদী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশীয়দিগের উপর তাঁহাদের যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট যদি গোলযোগে পতিত হয়েন, তাহা হইলে অসুবিধা ঘটিতে পারে। সম্মান ও মর্য্যাদার হিসাবে নিবেদন-কারিগণ অসৌজন্য ও উপেক্ষার পাত্র নহেন। নিবেদনপত্রে যাঁহাদের স্বাক্ষর আছে, তাঁহাদের এক জন অতি প্রাচীন হিন্দুরাজবংশীয়। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে এই রাজবংশের আধিপত্য ছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতি বৎসর অর্দ্ধ কোটীরও অধিক টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। এক জন রাজা ভারতবর্ষীদিগের জন্য চিকিৎসালয়স্থাপনের নিমিত্ত এক সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। অন্য এক জন ৪০।৫০টি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহা বলিলেই শ্যামাচরণ মল্লিকের রাজভক্তির অংশতঃ পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, বাঙ্গালার মধ্যে তিনিই অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের অধিকারী। সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন যে, সুসভ্য সমাজের ধনী পরিচালক-গণের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। বিশেষতঃ, ইঁহারা যখন কেবল আপনাদের

* *Times, February 4, 1858, quoted in the statements &c. p. 145-147.*

প্রতি ন্যায়পরতাপ্রকাশ এবং আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন এই রক্ষণীয় এবং ন্যায়ানুসারে সুবিচারের পাত্রদিগের বিরাগের উৎপাদন করা কখনও বিধেয় নহে।

বাঙ্গালীগণ যে, রাজভক্তিশূন্য নহে এবং তাহারা যে, প্রতিহিংসাপর ইউ-রোপীয়দিগের অন্যায়ব্যবহারের বিষয়ীভূত নহে, তাহা টাইম্‌সের এই উক্তিতে পরিব্যক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ, উদ্ধত ইউরোপীয়গণ, সে সময়ে, নিরীহ ভারত-বাসীদিগের অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকটে নানারূপ অন্যায় ও অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, মহামতি লর্ড কানিঙ্‌ তাঁহাদের অযথা চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই।

উপস্থিত গ্রন্থের ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠে পাটনার বিবরণপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ফাঁসী কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ পাট-নার অধিবাসীদিগকে রাত্রি ৯টার পর আপনাদের গৃহে থাকিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। এস্থলে বক্তব্য যে, কেবল পাটনাতেই এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। পাটনার ন্যায় অন্যান্য নগরেও প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসী কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ রাত্রি ৯টার পর গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথাও যাইতে পারিত না। সে সময়ে কর্তৃপক্ষ উত্তেজনাপর লোকের দণ্ডবিধান ও ইতস্ততঃ গমনাগমনের নিবারণের জন্য, এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন।

পাঠান্তর।

২৪ পৃষ্ঠের ২৪ পঙ্‌ক্তিতে—"অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্ত্তির নিদর্শন-স্বরূপ।" স্থলে "অসামান্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বকীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ ছিল।" পাঠ হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের যে যে স্থলে "হিন্দুস্থান" ও "মুল্লুক" শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সেই স্থলে 'হিন্দুস্থানের" পরিবর্ত্তে "হিন্দুস্তান"—এবং "মুল্লুকের" পরিবর্ত্তে "মুলুক পড়িতে হইবে।

সমাপ্ত।